সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস

প্রথম ভাগ।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

CALCUTTA
PRINTED BY SASI BHUSHAN BHATTACHARYYA,
METCALFE PRESS :
1, GOUR MOHAN MUKERJI'S STREET.
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
20, CORNWALLIS STREET.
1896.

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের প্রথম ভাগে যুদ্ধের কারণসমূহ এবং সিপাহী-সৈন্যের উৎপত্তি ও উন্নতির বিষয় সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

অনুমান চারি ভাগে ইতিহাসের পরিসমাপ্তি হইবে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে যথাক্রমে যুদ্ধসম্বন্ধীয় ঘটনাবলির বর্ণনা থাকিবে।

প্রসিদ্ধ পুস্তক, রাজকীয় শাসনপত্র, লৌকিক বার্ত্তা প্রভৃতি হইতে ইতিহাসের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। কোন কোন বৈদেশিকের হস্তে ভারতীয় ঐতিহাসিক চিত্র স্থলবিশেষে অতিরঞ্জিত বা অরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে তাদৃশ বৈষম্য পরিহার করিতে যথাশক্তি যত্ন করিয়াছি। গ্রন্থে যে যে বিষয়ের সূচনা করা গিয়াছে, ন্যায়, সত্য ও উদারতার সম্মান রক্ষা করিয়া, তৎসমুদয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে।

আমাদের ভাষায় একখানিও প্রকৃত ইতিহাস দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমান ইতিহাসে এই অভাবের পূরণ হইবে কি না, তাহা বলিতে আমার কোন স্পর্দ্ধা বা সাহস নাই। মাতৃভাষার অভাবমোচনে আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও ক্ষুদ্রশক্তি ব্যক্তি একান্ত অক্ষম। "আমি বামন হইয়া উন্নত-পুরুষ-লভ্য ফললাভের উদ্দেশে এই চাপল্য প্রদর্শন করিলাম"।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস।

সূচনা।

প্রথম অধ্যায়।

গ্রন্থের সূচনা—লর্ড ডালহৌসীর শাসনকাল—প্রথম শিখযুদ্ধ—কসুরনামক স্থানে সন্ধি—রাজা লাল সিংহের পতন—বাইরাবলনামক স্থানে সন্ধি—প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী—মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন—মুলতানের গোলযোগ—দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ—পঞ্জাব অধিকার।

বঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানির অভ্যুদয়সময়ে অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ বড় ভয়ঙ্কর। ঐ সময়ের প্রচণ্ড নিদাঘের গভীর নিশীথে ১২৩ জন ইঙ্গরেজ একটি স্বল্পায়তন গবাক্ষশূন্য গৃহে, বায়ুর অভাবে জলের অভাবে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হয়। উহার ঠিক এক শত বৎসর পরে আর একটি ভয়ঙ্কর ঘটনার তরঙ্গাঘাতে সমগ্র ভারত আন্দোলিত হইয়া উঠে। ঐ তরঙ্গাভিঘাত অন্ধকূপহত্যা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর। অন্ধকূপের ঘটনায় ভারতবর্ষের কেবল একটি ক্ষুদ্রতর অংশেই নৈরাশ্য, বিবাদ ও আতঙ্ক বিরাজ করিতেছিল, কিন্তু ঐ সর্ব্বব্যাপী তরঙ্গ সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া, সকলকেই গভীরতম আশঙ্কা-সাগরে নিমজ্জিত করে। অন্ধকূপের ঘটনা সময়ে ভারতে ব্রিটিশ প্রতাপ বদ্ধমূল

ছিল না, তখন ভারতে ব্রিটিশগণ সামান্য ব্যবসায়ী মাত্র ছিল, কিন্তু ঐ তরঙ্গের রঙ্গসময়ে হিমালয় হইতে সুদূর কুমারিকা পর্য্যন্ত ব্রিটিশ প্রতাপ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সিন্ধু ও পঞ্জাবের বিশাল ভূমিতে, বিহার ও বঙ্গের শ্যামল ক্ষেত্রে, বোম্বাই ও মাদ্রাজের সমৃদ্ধস্থলে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হইতেছিল, এবং ইঙ্গলণ্ডের বণিকসমাজের একজন অনুগত কর্ম্মচারীর ক্ষমতা অশোক ও বিক্রমাদিত্য বা পিতর ও নেপোলিয়নের ক্ষমতার সহিত গৌরব ও তেজোমহিমার স্পর্দ্ধা করিতেছিল।

কি কারণে ঐ তরঙ্গাভিঘাত আরম্ভ হইল? কি কারণে উহা বিশ্বত্রাস আক্রমণে ব্রিটিশ শাসনের বেলাভূমি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে উপক্রম করিল? যাহারা রাজাকে মহতী দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে, কি কারণে তাহারা সেই রাজশক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল? প্রথমে ইহা নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। কারণনির্দ্দেশের পর তদুৎপন্ন ঘটনাবলী যথাযথ বর্ণিত হইবে।

লর্ড ডালহৌসী আট বৎসর কাল ভারত সাম্রাজ্য শাসন করিয়া ইঙ্গলণ্ডে গমন করেন। ঐ অনতিদীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হয়। লর্ড ওয়েলেস্‌লির শাসনকাল ভিন্ন অন্য কোন সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা এত পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এক দিকে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি প্রসারিত হইয়া বিভিন্ন প্রদেশ সকলকে যেরূপ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী করিতেছিল, অপর দিকে সেইরূপ অপূর্ব্ব রাজনীতি স্বাধীন রাজ্য সকলকে ব্রিটিশসিংহের পদানত করিয়া তুলিতেছিল। লর্ড ডালহৌসীর সময়ে পঞ্জাব, অযোধ্যা প্রভৃতি অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হয়। ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া লর্ড ডালহৌসী ঐ সকল রাজ্য পররাষ্ট্রশ্রেণীতে নিবেশিত দেখেন, এবং ভারত পরিত্যাগের সময়ে উহা স্বরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত দেখিয়া গমন করেন।

১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দ।

সোব্রাওঁ * যুদ্ধক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর লর্ড হার্ডিঞ্জ শিখদিগকে পরাজিত

* সচরাচর এই স্থান সোব্রাওঁ নামে কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু উহার প্রকৃত নাম সোব্রাহন্। দুইটি ক্ষুদ্র পল্লী হইতে ঐ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। সোব্রা নামক জাতি ঐ পল্লীদ্বয়ে বাস করিয়া থাকে। ঐ সংজ্ঞার বহুবচনে সোব্রাহন হয়।—*Cunningham, Histroy of the Sikhs. Second Edition, p. 324, note.*

করেন। ব্রিটিশ সেনানায়কগণের অসীম চাতুরীতে এবং শিখ সেনাপতিদিগের অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব বিশ্বাসঘাতকতায় তাহাদের পরাজয় হয় *। কিন্তু উহাতে শিখ রাজ্যের স্বাধীনতা নষ্ট হয় নাই। হার্ডিঞ্জ শিখপ্রধানদিগকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজ্য স্বাধীনভাবে রাখেন। ৯ই মার্চ্চ মিয়াঁমীরের প্রশস্ত ক্ষেত্রে ঐ সন্ধি নির্দ্ধারিত হয় †। সন্ধির নিয়মানুসারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী জলন্ধর দোয়াব গ্রহণ করেন, যে সমস্ত খালসা সৈন্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে নিরস্ত্রীকৃত এবং সৈন্য সংখ্যা ন্যূন করিয়া ২০,০০০ পদাতিক এবং ১২,০০০ অশ্বারোহী করা হয়। এতদ্ব্যতীত হার্ডিঞ্জ যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ দেড় কোটী টাকা গ্রহণ করেন ‡। মহারাজ রণজিৎ সিংহ কোষাগারে ১২ কোটী টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে অমাত্যদিগের অমিতাচারবশতঃ উহা ব্যয়িত হইয়া অর্দ্ধ কোটী মাত্র অবশিষ্ট থাকে। হার্ডিঞ্জ ঐ অর্দ্ধ কোটী লইয়া অপর কোটীর নিমিত্ত কাশ্মীর প্রদেশ গ্রহণ করিতে উদ্যত হন। জম্মুর শাসনকর্ত্তা—রণজিৎ সিংহের প্রিয়পাত্র রাজা গোলাপ সিংহ এই সময়ে লাহোর দরবারের প্রধান মন্ত্রী

* প্রথম শিখযুদ্ধের সময়ে খালসাদিগের সেনাপতি সর্দ্দার তেজ সিংহ এবং রাজা লাল সিংহ গোপনে ইঙ্গরেজদিগের সহিত মিলিত হইয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। যখন শিখসৈন্য ফিরোজপুরে উপস্থিত হয়, তখন লাল সিংহ তত্রত্য এজেণ্ট কাপ্তেন্ নিকল্সনের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে ত্রুটি করেন নাই। এইরূপ ষড়যন্ত্রপ্রযুক্ত লালসিংহ ফিরুসহরের (ফিরোজ সহরের) যুদ্ধে প্রথমেই পলায়নপর হয়। এই সময়ে সর্দ্দার তেজ সিংহ ২৫ হাজার সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেও অল্পসংখ্যক পরিশ্রান্ত ব্রিটিশ সৈন্যকে আক্রমণ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত লাল সিংহ সৈন্যগণকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত হইয়াও ফিরোজপুর আক্রমণে নিরস্ত থাকেন। সেনাপতিদিগের এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় শিখদিগের পরাজয় হয়। কলিকাতা রিবিউনামক সাময়িক পত্রে কাপ্তেন কানিঙ্গহামপ্রণীত ইতিহাসের সমালোচনাস্থলে লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে, লাল সিংহ ১৮৪৬ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কাপ্তেন লরেন্সের নিকট সোব্রাহন যুদ্ধক্ষেত্রে স্বীয় সৈন্যনিবেশের বিবরণ প্রেরণ করেন।—*Cunningham's History of the Sikhs, p. 268-299. Comp, Macgregor's History of the Sikhs, Vol. 11. p. 80-81. Calcutta Review for June 1849. p. 549-550. Edwin Arnold's Dalhousie's Administration of British India. Vol. p. 45*

† কসুর নামক স্থানে উভয় পক্ষে সম্মিলন হয়; এজন্য এই সন্ধি "কসুর সন্ধি" নামে প্রসিদ্ধ। *Arnold's Administration of Dalhousie, Vol, I, p. 46.*

‡ *Cunningham's Histroy of the Sikhs, Appendix XXXIV, p. 428-433.*

ছিলেন। তিনি কোটী মুদ্রা দিয়া কাশ্মীর প্রদেশ হার্ডিঞ্জের নিকট হইতে ক্রয় করেন। এইরূপে মহারাজ রণজিৎ সিংহের বিস্তৃত রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়।*

এই সন্ধির সময়ে দলীপ সিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। তাঁহার রাজ্য-শাসনোপযোগী বয়ঃক্রম হইবার আরও কয়েক বৎসর বাকী ছিল। উপস্থিত সঙ্কটাপন্ন সময়ে পঞ্জাবে একজন দ্বিতীয় রণজিৎ সিংহের বর্ত্তমান থাকা উচিত ছিল, কিন্তু পঞ্জাবে আর তাদৃশ মহামনস্বী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই। দলীপের মাতা মহারাণী ঝিন্দনের † হস্তে রাজ্যশাসনের ভার ছিল। ভারত-বর্ষের ইতিহাসে বীরনারীর অভাব নাই। মহাভারতকার বেদব্যাস হইতে রাজস্থানের ইতিহাস লেখক কর্ণেল টড্ পর্য্যন্ত, সকলেই তেজস্বিনী ভারত-মহিলার গুণ গান করিয়া গিয়াছেন। ভারতমহিলাগণ যেমন তেজস্বিনী ছিলেন, সেইরূপ সময়ে সময়ে রাজ্য-শাসনেও ক্ষমতা দেখাইতেন। রণজিৎ-মহিষী ঝিন্দন এইরূপ তেজস্বিতা ও শাসন-ক্ষমতার জন্য পঞ্জাবের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ‡। ঝিন্দন অবলা-হৃদয়ের অধিকারিণী হইয়াও তেজস্বিনী ছিলেন এবং বাল্যকাল হইতে পরবশে থাকিয়াও রাজ্যশাসনের সমুদয় কৌশল শিখিয়াছিলেন। এইরূপ তেজস্বিনী নারী পঞ্জাবের শাসনভার গ্রহণ করিলেও রাজা গোলাপ সিংহের পর একজন অকর্ম্মণ্য ও অবিশ্বাসী ব্যক্তি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

রাজা লাল সিংহ কোনও অমাত্যোচিত গুণের অধিকারী ছিলেন না। তিনি দরবারগৃহে যেরূপ সকলের বিরাগভাজন ছিলেন, রাজ্যের প্রকৃতি-মণ্ডলীর মধ্যেও সেইরূপ সকলের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। অপ্রসিদ্ধ বংশ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া, লাল সিংহ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু ঐ সৌভাগ্য তাঁহাকে মানবস্পৃহনীয় গুণসমূহে অলঙ্কৃত করিতে পারে নাই। তাঁহার সৌন্দর্য্য কেবল দেহেই শেষ হইয়াছিল, উহা অভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে সংক্রান্ত হইয়া উদারতা সাধন করিতে পারে

* *Arnold's Administration of Dalhousie. Vol I. p. 47.*

† পুস্তকবিশেষে ইঁহার নাম চন্দ্রা লিখিত আছে।

‡ *Calcutta Review, 1869 No. 95, p. 39.*

নাই, সুশাসনক্ষমতা কেবল অন্তঃপুরপ্রকোষ্ঠেই সীমাবদ্ধ ছিল, উহা বহিঃপ্রদেশে প্রসারিত হইয়া রাজ্যের উন্নতিসাধনে সমর্থ হয় নাই, রণনিপুণতা কেবল স্বীয় তোষামোদপ্রিয় কুপোষ্য সম্প্রদায়ের সমক্ষেই পরিব্যক্ত হইত, উহা সমরক্ষেত্রে প্রদর্শিত হইয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহ দেয় নাই। ফলতঃ, লাল সিংহ শিখসমাজে নিরতিশয় অযোগ্য ছিলেন। তাঁহারই বিশ্বাসঘাতকতায় রণজিতের বিস্তৃত রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়, তাঁহারই স্বজাতি-দ্রোহিতায় অতুল পরাক্রমশালী খালসাগণ অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্যের নিকটে পরাভব স্বীকার করে। এইরূপ ক্ষীণবুদ্ধি, ক্ষীণমনা ও ক্ষীণতেজা ব্যক্তির হস্তে প্রথম শিখযুদ্ধের পর পঞ্জাব রাজ্যের শাসনভার সমর্পিত হয়। কিন্তু পঞ্জাব দীর্ঘকাল এই অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তির ক্রীড়ার সামগ্রীস্বরূপ থাকে নাই। সন্ধির নিয়মানুসারে গোলাপ সিংহ কাশ্মীর প্রদেশ অধিকার করিতে গমন করেন, এই সময় সেখ ইমামউদ্দীন নামক জনৈক মুসলমানের হস্তে কাশ্মীরের শাসন-ভার ছিল। লাল সিংহ ইমামউদ্দীনের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া কাশ্মীর প্রদেশে গোলাপ সিংহের গতিরোধ করেন। রেসিডেণ্ট হেন্‌রি লরেন্স কোন কার্য্যই অসম্পন্ন অবস্থায় রাখিবার লোক ছিলেন না। তিনি ইমামউদ্দীনের অসম্মতি দেখিয়া, দশ সহস্র শিখ ও কতিপয় ব্রিটিশ সৈন্য সমভিব্যাহারে তুষারস্তূপ অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হয়েন *। অবাধ্য ইমামউদ্দীন ইঙ্গরেজ সেনাপতির বিক্রম দর্শনে বশীভূত হয়েন এবং প্রধান অমাত্য, গোলাপ সিংহের গতিরোধ করিতে যে অনুজ্ঞাপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা হেন্‌রি লরেন্সের সমক্ষে উপস্থিত করেন। লাল সিংহের ঐ পত্রের ভাব ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের সহনীয় হইল না। অচিরাৎ এই বিশ্বাসঘাতকতার বিচারার্থ ইউরোপীয় রাজপুরুষ হইতে সুদক্ষ লোক নির্ব্বাচিত হইয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইল †। বিচারে লাল সিংহ

* *Life of Sir Henry Lawrence, Vol, II, p. 73.*

† মার্সমান সাহেব স্বপ্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসে (*Abridgement of the History of India, p. 454*) লিখিয়াছেন যে, রাজা লাল সিংহের বিচারার্থ ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ও শিখ সর্দ্দার হইতে লোক নির্ব্বাচিত হইয়া সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু মেজর এডওয়ার্ডিস্ ও হারমান্ মেরিবেল স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, সমিতিতে কেবল ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণই ছিলেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঐ সমিতিতে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন :—

পেন্সন পাইয়া আগ্রায় নির্ব্বাসিত হইলেন। লাল সিংহ ডিসেম্বর মাসে আগ্রায় প্রেরিত হইয়া কেবল অস্তিত্ব মাত্রে পর্য্যবসিত হইলেন; আর তাঁহার সহিত পঞ্জাবের কোন সম্বন্ধ রহিলনা। এইরূপে তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বজাতি-দ্রোহিতা গরলময় ফল প্রসব করিয়া বিলয় পাইল।

রাজা লাল সিংহের অধঃপতন হইলে রাজ্য রক্ষার্থ পুনর্ব্বার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি হয়। বাইরাবল নামক স্থানে নির্দ্ধারিত হয় বলিয়া, এই সন্ধি বাইরাবলসন্ধি নামে প্রসিদ্ধ। সন্ধির নিয়মানুসারে লাহোর দরবার হইতে কতিপয় সুদক্ষ লোক লইয়া একটি সভা স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট এই শাসনসংক্রান্ত সভার অধ্যক্ষ হয়েন। দলীপ সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি অর্থাৎ ১৮৫৪ অব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সন্ধির নিয়মানুসারে এই প্রতিনিধি সভা দ্বারা রাজ্যশাসন করিবার ব্যবস্থা হয় *। সুতরাং যাবৎ মহারাজ দলীপ সিংহ প্রাপ্তবয়স্ক না হইবেন, তাবৎ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অভিভাবক স্বরূপ হইয়া পঞ্জাবের শাসনভার গ্রহণ করেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহের বাহুবলবিজিত বিস্তৃত রাজ্যের কোন অমঙ্গল না ঘটে, এই নিমিত্তই হার্ডিঞ্জ উপস্থিত ব্যবস্থা করেন। বাল্যকাল হইতে সমরলক্ষ্মীর ক্রোড়ে সম্বর্দ্ধিত হইয়া এবং বর্ত্তমান সময়ে বিজয়গৌরব ও বিজয়শ্রীর পুরস্কার স্বরূপ একটি বিস্তৃত রাজ্য হাতে পাইয়াও হার্ডিঞ্জ উহা গ্রহণ করিলেন না, প্রত্যুত উহার সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত মনোনিবেশ করিলেন †। হার্ডিঞ্জ শিখজাতির অদম্য চঞ্চল প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এক জন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজনীতিকুশল ব্যক্তির হস্তে পঞ্জাবের শাসন-ভার সমর্পিত না হইলে উত্তরকালে কখন শুভাবহ হইবে না, এই জন্য

সভাপতি :—এফ্, কারি। সভ্যঃ – লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল লরেন্স, মেজর জেনেরল স্যার জন লিটলার, জন লরেন্স, লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল গোল্‌ডিং।—*Life of Sir Henry Lawrence. Vol. II. p. 82. Comp-Edwardes, A year on the Punjab frontier. Vol, I,p. 10*

* *Cunningham's History of the Sikhs. Appendix XXXVII, p. 337-442. Comp. Life of Sir Henry Lawrence. Vol. II. p. 90.*

† *A speech delivered at the Farewell banquet to the Marquis of Tweedaell, at Madras. Arnold's Administration of Dalhousie. Vol. I. p. 78, note 2.*

প্রধান অমাত্যের পরিবর্ত্তে ঐরূপ শাসনপদ্ধতি স্থাপিত হইল। সুতরাং এক্ষণে হেন্‌রি লরেন্সই সাক্ষাৎসম্বন্ধে পঞ্জাবের হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা হইলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ অযোগ্যপাত্রে ঐ ভার সমর্পণ করেন নাই। যোদ্ধৃজনোচিত বীরতা ও রাজনীতিজ্ঞোচিত দক্ষতা, উভয়বিধ গুণই হেন্‌রি লরেন্সকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। যে তেজস্বিতা নেপোলিয়ান বোনাপার্টিকে আশ্রয় করিয়া জগতের ভয় জন্মাইয়াছিল, সে সর্ব্বসংহারিণী তেজস্বিতা হেন্‌রি লরেন্সে ছিল না; তথাপি তাঁহার তেজস্বিতা অসাধারণ ছিল। শত্রুগণ রণস্থলে তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া যেরূপ ভীত হইত, তদীয় অভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে বালস্বভাবসুলভ কোমলতা ও মৃদুতা দেখিয়া সেইরূপ প্রীতিলাভ করিত। ফলতঃ, হেন্‌রি লরেন্স তেজস্বিতা ও কোমলতা, উভয়েরই আধার ছিলেন, উভয়েই তাঁহার প্রকৃতি উন্নত হইয়াছিল।

১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে।

সৌভাগ্যক্রমে ঈদৃশ অনলসপ্রকৃতি ও কার্য্যকুশল ব্যক্তির হস্তে পঞ্জাবের শাসনদণ্ড সমর্পিত হইল। হেন্‌রি লরেন্স নিজের দায়িত্ব বুঝিয়া, এই গুরুতর কার্য্যভারবহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শাসনশৃঙ্খলায় পঞ্জাবের পুনর্ব্বার উন্নতি হইতে লাগিল। এইরূপ সুখ ও শান্তির মধ্যে ১৮৪৭ অব্দের বসন্তকাল অতিবাহিত হয়। যে সমস্ত চঞ্চলপ্রকৃতি খালসা সৈন্য এক সময়ে ভীষণ রণোন্মাদে মত্ত হইয়া, পঞ্জাব ও তৎপ্রান্তবর্ত্তী প্রদেশ অগ্নিস্ফুলিঙ্গে ব্যাপ্ত করিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবনের শান্তিময় পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। রেসিডেণ্ট বিজ্ঞাপনীতে প্রকাশ করিলেন যে, নিরস্ত্র খালসা সৈন্যের অধিকাংশ শান্তভাবে ভূমিকর্ষণে মনোনিবেশ করিয়াছে। যাহারা এক সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ভীতিস্থল ছিল, কৃষাণজনোচিত সরলতা ও নিরীহতা এক্ষণে তাহাদিগকে উত্তরোত্তর অলঙ্কৃত করিতেছে। যদিও রেসিডেণ্ট এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি পঞ্জাবের ঐ আপাতরমণীয় অবস্থা দেখিয়া কর্ত্তব্যবিমুখ হয়েন নাই। তিনি ধীরভাবে পঞ্জাবের অবস্থা উন্নত করিতে লাগিলেন এবং ধীরভাবে পঞ্জাবের সর্ব্বত্র শান্তিস্থাপনে যত্নশীল হইলেন।

মহারাণী ঝিন্দন দৃঢ়তা ও তেজস্বিতায় মহিলাগণের গৌরবস্থানীয়া

ছিলেন। তাঁহার রাজ্যপরপদানত হইয়াছে, পরজাতি "সাত সমুদ্র তের নদী"র পার হইতে আসিয়া আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিতেছে, ইহা তাঁহার অসহনীয় হইল। ঝিন্দন বুঝিতে পারিলেন, ব্রিটিশ সিংহ ইহার মধ্যেই যেরূপ বর্দ্ধিতবিক্রম হইয়া পঞ্জাবের প্রতি ভোগলালসাময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, তাহাতে সমস্ত পঞ্জাব অচিরাৎ তাহার উদরস্থ হইবার সম্ভাবনা; বুঝিলেন ইহার মধ্যেই তাঁহার আশঙ্কা অনেকাংশে কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রিয়পুত্রকে আপনাদের করসূত্রধৃত ক্রীড়াপুত্তল করিতেও ত্রুটি করে নাই। বিদেশীর এই আস্পর্দ্ধা, এই অনধিকারপ্রিয়তা তেজস্বিনীর হৃদয় আন্দোলিত করিতে লাগিল। ঝিন্দন আর ধীরতার সীমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেন না। দুর্নিবার দৌরাত্ম্যকারী বলিয়া, তিনি ইঙ্গরেজদিগকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। কামিনীর কোমলহৃদয় অপমানবিষে কালীময় হইয়া উঠিল।

রেসিডেণ্ট এই তেজস্বিনী নারীর তেজস্বিতানিরোধে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যে অগ্নি অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় প্রসারিত হইয়া হৃদয়কে স্তরে স্তরে দগ্ধ করে, সামান্য চেষ্টায় সে অগ্নির গতিরোধ হয় না; সুখ দুঃখের সহচর, আত্মীয়জন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, নির্জ্জন গৃহে সে অগ্নির আধার সংরক্ষণ করাই ভবিষ্য অমঙ্গল নিবারণের অমোঘ উপায়। রেসিডেণ্ট অবশেষে এই উপায়ের অবলম্বনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বিনা আইনে বিনা বিচারে কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া, ঝিন্দনের প্রতি নির্ব্বাসনদণ্ড বিহিত হইল। তদীয় ভ্রাতা এই দণ্ডাজ্ঞা লইয়া রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। ঝিন্দন অবনতমস্তকে এই গুরুতর দণ্ড গ্রহণ করিলেন। দুঃসহ মনোযাতনাপ্রকাশক কোন স্বর তাঁহার কণ্ঠ হইতে বহির্গত হইল না, অটলভাবে তেজস্বিনী বীরজায়া কারাগৃহে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। মুসলমান অধিবাসিগণে পরিবেষ্টিত শেখপুরনামক নির্জ্জন স্থানে ঝিন্দনের আবাসগৃহ নিরূপিত হইল। ঝিন্দন অতঃপর রাজলক্ষ্মীর ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া, ১৯শে আগষ্ট ঐ কদর্য্য স্থানে কদর্য্য গৃহে কারারুদ্ধ হইলেন *। বিধাতা

* *A General Proclamation of H. B. Edwardes, Assistant to the Resident.—Life of Sir Henry Lawrence. Vol. II. p. 99.*

যদিও ঝিন্দনকে অঙ্গনাজনোচিত কোমল উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রকৃতি নিরবচ্ছিন্ন কোমলতার আধার ছিল না। ঝিন্দন লাবণ্যময়ী ললনা হইয়াও অটলতার আস্পদ ছিলেন, কোমলতাময় নারীহৃদয়ের অধিকারিণী হইয়াও ধীরতার অবলম্বন ছিলেন, এবং কমনীয় কান্তির আধার হইয়াও ভীমগুণান্বিত তেজস্বিতার পরিপোষক ছিলেন। বিপদে তাঁহার চিরাভ্যস্ত অটলতা স্খলিত হইল না, বা হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল না। প্রকৃত বীরজায়া ও বীরনারীর ন্যায় ঝিন্দন অটলভাবে স্বীয় দশাবিপর্য্যয়কে আলিঙ্গন করিলেন। বিদেশীর নেত্রে তাঁহার চরিত্রগতি যতই নিম্নগামিনী বলিয়া প্রতিভাত হউক না কেন, বিদেশীয় চিত্রকরের হস্তে পড়িয়া তাঁহার চরিত্র-চিত্র যতই কালিমায় পরিণত হউক না কেন, ঝিন্দন এই অটলতা ও স্থিরহৃদয়তার জন্য নারীসমাজে গরীয়সী বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

এইরূপে ঝিন্দন রাজপদ ও রাজসম্মান হইতে বিচ্যুত হইয়া কারাবাসিনী হইলেন। রাজবনিতা ও রাজমাতার এই শোচনীয় পরিণাম ইতিহাস কালীময় করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহারা হেন্‌রি লরেন্‌সের ন্যায়পরতা ও সত্যনিষ্ঠার সহিত পরিচিত আছেন, ঝিন্দনের এই নির্ব্বাসনবিধি তাঁহাদিগকে একান্ত বিস্মিত করিয়া তুলিবে, সন্দেহ নাই। ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, ঝিন্দন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও রেসিডেণ্টের প্রাণসংহারের অভিসন্ধি করাতে তাঁহার প্রতি এইরূপ নির্ব্বাসন-দণ্ড বিহিত হইয়াছিল *। কিন্তু যেরূপে রাজা লাল সিংহের বিষয় বিচারিত ও দণ্ডপ্রয়োজিত হইয়াছিল, ঝিন্দনের অপরাধসম্বন্ধে তদ্রূপ বিচার যথাপদ্ধতি অনুষ্ঠিত হয় নাই। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট বিনা বিচারে কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া দলীপসিংহের মাতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। এ স্থলে কেবল সন্দেহই মন্ত্রী ও সন্দেহই শাস্তা হইয়াছিল। যে কল্পনা এইরূপ সন্দেহে সম্বর্দ্ধিত হইয়া গরলময় ফল প্রসব করে, তাহা সন্নীতির অনুমোদিত কি না, সহৃদয়গণ বিবেচনা করিবেন। সূক্ষ্মবিচারে দোষ সপ্রমাণ করিয়া

* *Kaye, Sepoy War, Vol I.. p, 15. Comp. Life of Sir Henry Lawrence. Vol. II., p. 98-100.*

অপরাধীর দণ্ডবিধানই সভ্য সমাজের রীতি। হেন্‌রি লরেন্‌স সভ্যদেশবাসী হইয়াও যে, এই সভ্য রীতির অতিক্রম করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসনের সহিত আপাততঃ পঞ্জাবের সমুদয় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত বোধ হইল। এইরূপ বিনা গোলযোগে ও বিনা উদ্বেগে শরৎকাল পঞ্জাবে উপস্থিত ও বিগত হয়; ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাবের শাসন-সমিতির অধিনায়কেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। হেন্‌রি লরেন্‌স কয়েক বৎসর গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে বাস করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশে তিনি শিমলায় যাত্রা করেন। স্থানপরিবর্ত্তনে তাঁহার শারীরিক অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু চিকিৎসকগণ তাঁহাকে এদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাইতে পরামর্শ দেন। হেন্‌রি লরেন্‌স এই পরামর্শানুসারে ইঙ্গলণ্ডে যাইতে প্রস্তুত হয়েন। এই সময়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ লর্ড ডালহৌসীর হস্তে ভারতসাম্রাজ্যের শাসন-ভার সমর্পণ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করেন। এদিকে হেন্‌রি লরেন্‌সও স্যার্ ফ্রেডরিক কারি নামক এক জন সিবিল কর্ম্মচারী ও ভারতবর্ষীয় ব্যব-স্থাপক সভার সভ্যের হস্তে পঞ্জাবের শাসনভার সমর্পণ করিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত ইঙ্গলণ্ডে প্রস্থান করেন। সুতরাং ভারতসাম্রাজ্য লর্ড হার্ডিঞ্জের পরিবর্ত্তে লর্ড ডাল্‌হৌসীর, এবং পঞ্জাবরাজ্য স্যার্ হেন্‌রি লরেন্‌সের পরিবর্ত্তে স্যার্ ফ্রেডরিক কারির শাসনাধীন হয়।

অধিনায়কের পরিবর্ত্তন হওয়াতেও কোন গোলযোগের চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। নূতন বর্ষ প্রসন্নভাবে পঞ্জাবে উপস্থিত হইল। পঞ্জাবে আপাততঃ কোন গোলযোগ না থাকিলেও স্থানান্তরে হঠাৎ একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইয়া ভয়ঙ্কর কাণ্ডের অবতারণা করিল।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ মূলতানে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। সেই সময় হইতে এক এক জন দেওয়ান লাহোর-দরবারের অধীনে মূলতানের শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৪৪ অব্দে মূলতানের শাসন-কর্ত্তা সাবনমল্ল একজন শত্রুর হস্তে নিহত হয়েন। তদীয় পুত্র মূলরাজ পিতৃহত্যার পর মূলতানের দেওয়ানী পদ অধিকার করেন। লাহোরদরবার মূলরাজের কোষাগারে অনেক অর্থ আছে ভাবিয়া, তাঁহার নিকট দেওয়ানী

পদ গ্রহণের নজরানা স্বরূপ ৩০ লক্ষ টাকা প্রার্থনা করেন। জন লরেন্সের (পরে লর্ড লরেন্স্) মতে, পণ্ডিত জল্লাপ্রসাদ ও তদানীন্তন মন্ত্রী রাজা হীরা সিংহ জীবিত থাকিলে ঐ টাকা যথাসময়ে প্রদত্ত হইত, কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুপ্রযুক্ত লাহোরদরবার বিব্রত হইয়া পড়াতে ঐ প্রস্তাবানুসারে কার্য্য হয় নাই *।

মিয়াঁমীরের সন্ধির পর শিখরাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে লাহোরদরবারের মন্ত্রী রাজা লাল সিংহ মুলরাজের নিকট পূর্ব্বপ্রাপ্য কয়েক লক্ষ টাকা ও রাজ্যের কর আদায় করিতে মূলতানে সৈন্য প্রেরণ করেন। ঝঙ্গনামক স্থানের নিকট মুলরাজের সৈন্য ইহাদিগকে পরাজিত করে †। এই সময়ে লাহোরের রেসিডেণ্ট মধ্যবর্ত্তী হইয়া বহু বিলম্ব ও গোলযোগের পর উভয় পক্ষের বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেন। ইহাতে এই স্থির হয় যে মুলরাজ ঝঙ্গ বিভাগের স্বত্বপরিত্যাগ এবং নজরানা ও পূর্ব্ববাকীর দরুণ ২০ লক্ষ টাকা লাহোর দরবারে অর্পণ করিবেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে বর্দ্ধিতহারে কর দিতে হইবে। মুলরাজ উপস্থিত সময়ে এই মীমাংসার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেন না, প্রত্যুত সন্তোষসহকারে রেসিডেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন ‡।

এই মীমাংসার পর মুলরাজ এক বৎসর কাল শান্তভাবে অতিবাহিত করিলেন। এই আপাতশান্তিপ্রিয়তা দর্শনে বোধ হইল যে, লাহোর ও মুলতানঘটিত বিবাদ-বহ্নির একবারে নির্ব্বাণ হইয়া গেল। উহা হইতে আর কোন স্ফুলিঙ্গ উঠিয়া ভবিষ্য শান্তির উন্মূলন করিবে না। কিন্তু মুলরাজ

* *Blue Book, 1847-49, p., 88. Edwardes, A year on the Punjab Frontier,. Vol. 11., p. 38.*

পুস্তক বিশেষে লিখিত আছে, লাহোরদরবার মুলরাজের নিকট নজরানা স্বরূপ এক কোটী টাকা প্রার্থনা করেন। পরে উক্ত সংখ্যা ১৮ লক্ষে পরিণত হয়। কিন্তু প্রথম শিখ-যুদ্ধের গোলযোগে এই টাকা দেওয়া হয় নাই।—*Arnold, Dalhousie's Administration of British India Vol. I., p. 64. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. I., p. 18.*

† স্যার জন কে প্রণীত সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের সহিত ইহার কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। কে সাহেব বলেন, মুলরাজের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হওয়াতে তিনি ভীত হইয়া ১৮৪৬ অব্দের শরৎকালে লাহোরে গমন পূর্ব্বক দরবারের দাবী পূরণে প্রতিশ্রুত হয়েন।—*Kaye, Sepoy War, Vol. I., p 18-19.*

‡ *Grounds of the Court's Judgment in convicting Dewan Moolraj of murder—Edwardes, Punjab Frontier Vol, II., p. 39-40.*

যে সন্তোষ দেখাইতেছিলেন, তাহা স্থায়ী হইল না, কিছু কালের মধ্যেই লাহোরদরবারের মীমাংসা তাঁহার নিতান্ত মর্ম্মপীড়ক হইয়া উঠিল। এই যাতনা হইতে মুক্তিলাভের আশায় তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার বাসনা করিলেন।

নবেম্বর মাসে মূলরাজ সংবাদ পাইলেন যে, রেসিডেণ্ট হেন্‌রি লরেন্‌স্ শীঘ্রই পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। মূলরাজ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া লাহোরে গমন করেন। কিন্তু যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়াতে রেসিডেণ্টের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় না। মূলরাজ এজন্য তদানীন্তন প্রতিনিধি রেসিডেণ্ট জন্ লরেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় পদত্যাগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। জন লরেন্স্ আপাততঃ তাঁহাকে ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন। কিছু দিন পরে মূলরাজ আবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পদত্যাগ-পত্র অর্পণ করেন। এই পদত্যাগের দুইটি কারণ প্রদর্শিত হয়। প্রথম, নূতন, করঘটিত বন্দোবস্ত তাঁহার রাজস্বের সমূহ ব্যাঘাত জন্মাইতেছে. দ্বিতীয়, লাহোরদরবারে আপীল করিবার প্রথা থাকাতে তিনি রীতিমত প্রজাদিগকে শাসন করিতে পারিতেছেন না *। যাহা হউক, মূলরাজ সম্ভবতঃ বিরক্ত হইয়া পদত্যাগ-পত্র লাহোরদরবারে যথারীতি পাঠাইয়া দিলেন। দরবার মূলরাজের পত্র গ্রহণ করিলেন, এবং সর্দ্দার খাঁ সিংহ নামক এক ব্যক্তিকে তৎপরিবর্ত্তে দেওয়ানী পদে নিয়োজিত করিয়া মূলতানে পাঠাইলেন। সর্দ্দার খাঁ সিংহকে রাজ্যে যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বান্‌স্ আগ্‌নু নামক একজন সিবিল কর্ম্মচারী এবং বোম্বাই সৈনিক দলের লেফ্‌টেনেণ্ট আণ্ডর্সন নামক এক জন সৈনিক পুরুষ পাঁচ শত সৈন্যের সহিত মূলতানে গমন করিলেন।

সর্দ্দার খাঁ এই সৈনিকদলসহ মূলতানে উপস্থিত হইলে মূলরাজ কোন বিরাগের চিহ্ন দেখাইলেন না, প্রত্যুত ধীরভাবে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দুর্গে প্রবিষ্ট হইলেন। দুর্গে আসিয়া মূলরাজ যথানিয়মে নবনিয়োজিত দেওয়ানের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিলেন। ইহার পর সর্দ্দার খাঁ ও

* *Evidence of John Lawrence on Moolraj's trial.—Edwardes, Punjab Frontier, Vol II., 42-44.*

তৎসমভিব্যাহারিগণ যখন দুর্গ হইতে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, তখন হঠাৎ ব্রিটিশ কর্ম্মচারিগণ আক্রান্ত ও সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। মূলরাজ এই আক্রমণনিবারণে কোন চেষ্টা না করিয়া অশ্বারোহণে দ্রুতগতিতে তাঁহার উদ্যানস্থ ভবনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এদিকে সর্দ্দার খাঁ আহত ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহাদের বাসভবনে আনয়ন করিলেন।

পর দিন সমস্ত মূলতানবাসী প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইল। রাত্রির প্রাক্কালে মূলতানবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া আহত আগ্নু ও আণ্ডর্সনের আবাস-গৃহ অবরোধ করিল। নিরাশ্রয়, নিঃসহায় কর্ম্মচারিদ্বয় আহত হইয়াও অটল-ভাবে প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় জীবনরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু আক্রমণকারীদিগের সংখ্যার আধিক্যবশতঃ অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহাদিগের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হইল। আক্রমণকারিগণ দলে দলে আসিয়া ক্ষতদেহ আগ্নু ও আণ্ডর্সনকে বিক্ষত করিতে লাগিল। ব্রিটিশ কর্ম্মচারিদ্বয় অবিলম্বে শান্তিময় মৃত্যুর ক্রোড়ে শায়িত হইলেন।

এই ঘটনার পর মূলরাজ স্বীয় পলায়িত ভাব পরিত্যাগ করিলেন। বীরত্ব ও রণোন্মাদ এক্ষণে তাঁহাকে অধীরপ্রকৃতি করিয়া তুলিল। তিনি সৈন্যসমষ্টির শৃঙ্খলাবিধানে ব্যাপৃত হইলেন, কিরূপে রণবিশারদ ইঙ্গরেজ সৈন্যের সম্মুখীন হইবেন, কিরূপে তাঁহাদিগকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া স্বীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, এক্ষণে এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতে লাগিল। রণজিগীষা তাঁহাকে ভীরুতার বিনিময়ে সাহসিকতায়, ধীরতার বিনিময়ে রণদক্ষতায় এবং নিরীহতার বিনিময়ে যত্নপরতায় অলঙ্কৃত করিল। এক্ষণে তিনি স্বীয় অদৃষ্টের নিকট মস্তক অবনত করিলেন, এবং সৈনিকদলের অধিনায়ক হইয়া প্রকৃত যুদ্ধবীরের পদে সমাসীন হইলেন।

এই রূপে মূলতানযুদ্ধের সূত্রপাত হইল। এই যুদ্ধের সমকালেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের আরম্ভ হয়। এক্ষণে এই যুদ্ধের প্রকৃত কারণ নির্ণীত হইতেছে। এই যুদ্ধের পর কিরূপে পঞ্জাবে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের পুত্রের আধিপত্য বিলুপ্ত হইল, তাহা যথারীতি বিবৃত হইবে।

অদম্য ব্রিটিশ সিংহ ক্রমে পঞ্জাবে স্বীয় আধিপত্যবিস্তারে কৃতসঙ্কল্প

হইলেন, সপ্তসিন্ধুর প্রসন্নসলিলসিক্ত রাজ্যের সহিত তাঁহার ভোগলালসাময়ী দৃষ্টি ক্রমেই দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল। যে সমস্ত তেজস্বী ব্যক্তি অদ্যাপি শিখ-সমিতির গৌরব বর্দ্ধন করিতেছিলেন, তাঁহারা ক্রমেই ক্ষমতাচ্যুত হইতে লাগিলেন। কমনীয় কামিনীজনও কঠোর শাসন-দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। রেসিডেণ্ট আপনাদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ও তেজস্বিতা অপ্রতিহত রাখিবার আশয়ে, পুরুষ ও নারী, উভয় জাতির উপরই সমভাবে কঠোর দণ্ডের পরিচালনা করিতে লাগিলেন। মহারাণী ঝিন্দন অটলতা ও তেজস্বিতার আধার হওয়াতে পূর্ব্বেই রেসিডেণ্টের কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়া ছিলেন। এই কোপবহ্নির আশু নির্ব্বাণ জন্য তাঁহাকে মুসলমানপরিবেষ্টিত শেখপুর নামক নির্জ্জন স্থানে কারারুদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু ঝিন্দনের এই শোচনীয় পরিণামেও ঐ কোপাগ্নি একবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। ঐ বহ্নি কিয়ৎকাল প্রধূমিত অবস্থায় ছিল, এক্ষণে ঘোরতর বিদ্বেষ-পবনে সঞ্চালিত হইয়া পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঝিন্দন আবার রেসিডেণ্টের সমক্ষে অপরাধিনী হইলেন।

মুলতানবাসীদিগের অভ্যুত্থান ও তৎপ্রযুক্ত অভিযান-নিয়োজিত ইঙ্গরেজ সেনাপতির সাহায্যপ্রার্থনার সংবাদ জুলাই মাসের প্রারম্ভে লাহোরের রেসিডেন্সিতে উপস্থিত হয়। উহার পূর্ব্ববর্ত্তী মে মাসে মহারাণী ঝিন্দনের অদৃষ্ট-চক্র পুনর্ব্বার অবনত হইবার সূত্রপাত হইতে থাকে। ইঙ্গরেজ ইতিহাস-লেখকগণের নিকট অবগত হওয়া যায় যে, মুলতানঘটিত গোলযোগের পূর্ব্বে লাহোর-দরবারে ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টেব বিরুদ্ধে আর একটি চক্রান্তের সূত্রপাত হয়। মহারাণীর কতিপয় প্রিয়পাত্র উহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন সিপাহীদিগকে তদ্বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাই চক্রান্তের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ঐ চক্রান্ত দীর্ঘকাল গোপনে থাকে নাই। ৭ গণিত সেনাদলের কতিপয় ব্যক্তি তাহাদের অধিনায়কদিগকে এই বিষয় জানায়। অন্যতম শিখসেনাপতি খাঁসিংহ ও মহারাণীর জনৈক বিশ্বস্ত পাত্র গঙ্গারাম এবং অন্য দুই ব্যক্তি প্রধান ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন। অবিলম্বে প্রকাশ্যভাবে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রধান ষড়যন্ত্রকারিদ্বয়ের প্রাণবায়ুর অবসান হয়। রেসিডেণ্টের সমুদ্যত বজ্র কেবল এই চক্রান্তকারিদ্বয়ের জীবন হরণ

করিয়াই নিরস্ত হয় নাই, ঘটনাসংস্পৃষ্ট অন্যান্য দোষার্হ ব্যক্তিগণের প্রতিও এই সূত্রে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন-দণ্ড বিহিত হয় *। এইরূপে মুখ্য ও গৌণ অপরাধীদিগের দণ্ড বিধান করিয়া রেসিডেন্ট অতঃপর মহারাণী ঝিন্দনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যাবৎ এই তেজস্বিনী নারী লাহোরদরবারের নিকটে থাকিবেন, তাবৎ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল নাই। এজন্য তাঁহাকে একবারে পঞ্জাব হইতে নিষ্কাশিত করিবার সঙ্কল্প করা হয়; কিন্তু কারণ অভাবে এতদিন এই অভীষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই। এক্ষণে প্রস্তাবিত ষড়যন্ত্র-ছলে রেসিডেন্টের বাসনা সুসিদ্ধ হইয়া উঠিল। শেখপুরের নির্জ্জন গৃহ আর ঝিন্দনের লাবণ্যলীলাতরঙ্গের বিলাস-ভূমি রহিল না, রেসিডেন্টের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রণজিৎ-শাসিত পঞ্চনদ রণজিৎ-রমণীকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে উদ্যত হইল। অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজ দলীপ সিংহ রেসিডেন্টের হস্তে ছিলেন, সুতরাং স্যার ফ্রেডরিক কারির অভীষ্টসিদ্ধির পথ কণ্টকিত হইল না। অবিলম্বে ঝিন্দনের নিষ্কাশন-দণ্ড-লিপি দলীপ সিংহের নামাঙ্কিত মোহরে শোভিত হইল। দরবারের কতিপয় কর্ম্মচারী দুই জন ব্রিটিশ সৈনিক পুরুষের সহিত ঐ লিপি লইয়া শেখপুরে ঝিন্দনের গৃহে উপস্থিত হইলেন †। মহারাণী ঝিন্দন অটলভাবে স্বীয় প্রাণপ্রিয় পুত্রের নামাঙ্কিত দণ্ডলিপির নিকট মস্তক অবনত করিলেন, অটলভাবে স্বীয় অদৃষ্টবিপর্য্যয়কে আলিঙ্গন করিয়া চিরজীবনের মত পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ এক সময়ে যে লাহোরদরবারে ঝিন্দনের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন, যে লাহোরের অমাত্য-সমিতি এক সময়ে ঝিন্দনের অপ্রতিহত প্রভুশক্তির নিকট অবনত-মস্তক ছিলেন, সেই সুখসৌভাগ্যের নিদর্শনক্ষেত্র—লাহোর পরিত্যাগকালে ঝিন্দনের যেরূপ অটলতা ও বিকারশূন্যতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, শেখপুর পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাবের সীমা অতিক্রমসময়েও সেই অটলতা ও বিকারশূন্যতার কিছু মাত্র ব্যত্যয় হইল না। মহারাণী ঝিন্দন ধীরভাবে

* *Kaye, Sepoy War, Vol. I., p. 29-30. Comp. Arnold's. Dalhousie's Administration, Vol, I. p. 85-86.*

† *Kaye, Sepoy War, Vol. I., p. 30.*

স্বীয় দশাবিপর্য্যয়ের সাক্ষীভূত শেখপুরের আবাসগৃহের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। যে, পঞ্জাব তাঁহাকে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া আসিতেছিল, এত দিনের পর সেই পঞ্জাব তাঁহার নেত্র-বিনোদনের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইল। ঝিন্দন দুঃখসঙ্গিনী সহচরীতে পরিবৃতা হইয়া জন্মের মত শেখপুর হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহাকে প্রথমে ফিরোজপুরে আনয়ন করিয়া পরিশেষে বারাণসীতে উপস্থিত করা হয়। মহারাণী ঝিন্দন, হিন্দুর আরাধ্য ক্ষেত্র, হিন্দুত্বের নিদর্শনভূমি কাশীধামে উপস্থিত হইয়া মেজর জর্জ ম্যাক্‌গ্রেগর নামক একজন ব্রিটিশ সৈনিক পুরুষের প্রহরিতায় পরিরক্ষিত হয়েন।

এইরূপে রণজিৎ-মহিষী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন-ব্যাপার শেষ হইল। পঞ্জাব অবাতবিক্ষোভিত জলধির ন্যায় ধীরভাবে স্বীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এই শোচনীয় নির্ব্বাসন চাহিয়া দেখিল, একটি মাত্রও বারিবিন্দু তাহার নেত্রবিগলিত হইল না, যে বহ্নি ধীরে ধীরে শরীর দগ্ধ করিতেছিল, এ সময়ে তাহার একটি স্ফুলিঙ্গও উত্থিত হইয়া অনলক্রীড়া প্রদর্শন করিল না, পঞ্জাব যোগনিদ্রাভিভূত বিরাট্‌পুরুষের ন্যায় জাড্যদোষে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কিন্তু এই জড়ত্ব প্রকৃত জড়ত্বের লক্ষণাক্রান্ত নহে, এই নির্জ্জীবত্ব প্রকৃত নির্জ্জীবত্বের পরিচায়ক নহে। ইহা গভীর ক্রোধ, গভীর আশঙ্কার গভীর নিস্তব্ধতা। দলীপ সিংহ সুখময় বাল্যলীলাতরঙ্গে দোলায়মান হইতেছিলেন, জননীর এই দশাবিপর্য্যয়ে তাঁহার কোমল হৃদয়-আন্দোলিত হইল না। সংসারতত্ত্বানভিজ্ঞ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক রেসিডেণ্টের বশীকরণসূত্রে পরিচালিত হইয়া অম্লানবদনে, অতল অনন্ত সাগরে স্নেহময়ী গর্ভধারিণীর বিসর্জ্জন দেখিল। মহারাণী ঝিন্দন প্রিয়তম স্বামীর অতুল রাজত্বসম্পৎ, প্রাণাধিক তনয়ের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যময় সহবাসসুখ হইতে বিচ্যুত হইয়া কারাবন্দিনী হইলেন। সহৃদয় ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি একবার এই দুরবগাহ রাজনীতির পর্য্যালোচনা করিয়া পক্ষপাতবর্জ্জিত সদ্বিচারের সহিত উহার তারতম্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ব্রিটিশ দ্বীপেও ভারতবর্ষের কণিক ও চাণক্য অথবা ইতালির মেকিয়াবেলির মন্ত্রশিষ্য আছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন কোন কর্ম্মচারীও কূট রাজনীতির পরিচয় দিয়া থাকেন। সহৃদয়গণ ইহাদের অদম্য তেজের নিকট মস্তক

অবনত করিবেন, সভ্যতা ও উদারতার নিকট মস্তক অবনত করিবেন; কিন্তু কূট রাজনীতির নিকট কথনও নতশির হইবেন না। এই নীতি স্বয়ং নিষ্কামত্ব প্রদর্শন করিয়াও পরস্বগ্রহণে রত, অনাসক্ত ভাবে পরিচিত হইয়াও ভোগলালসার আয়ত্ত এবং ন্যায়ের অনুচারিণী রূপে প্রতিভাত হইয়াও অপরের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইয়া থাকে। ভবিষ্যবংশীয় মনীষিগণ এই নীতির মন্ত্রশিষ্যদিগকে কথনও ক্ষমা করিবেন না। কিন্তু পঞ্জাব এই নীতির মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া দীর্ঘকাল জড়ভাবে কালাতিপাত করে নাই, যে অগ্নি তাহার হৃদয়ে প্রবেশিত হইয়াছিল, তাহা দীর্ঘকাল তুষানলের ন্যায় অন্তর্নিগূঢ় ভাবে আপনার গতি প্রসারিত করে নাই। গুরু গোবিন্দ সিংহ পঞ্জাবের শিরায় শিরায় যে তেজ প্রসারিত করিয়াছিলেন, তাহার অলৌকিক শক্তিতে অচিরাৎ ঐ জড়ত্ব সজীবতায় এবং ঐ অন্তর্নিগূঢ় তুষানল প্রচণ্ড হুতাশনে পরিণত হইল। ঝিন্দনের নির্ব্বাসনের অব্যবহিত পরেই সমস্ত পঞ্জাব অদৃষ্টচর মন্ত্রশক্তিবলে, অপূর্ব্ব জাতীয় জীবনের মহিমার প্রসাদে পুনর্ব্বার ঐ নীতির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া বিষম অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তি করিল।

যথন বান্স্ আগ্নু ও আণ্ডর্সন মুলতানে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হন, সেই সময়ে লেফ্‌টেনেণ্ট এডওয়ার্ডিস্ নামক একজন সৈনিক পুরুষ বন্নুর বন্দোবস্ত-কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। বান্স্ আগ্নু মুলতানের দুর্গে আহত হইয়াই একজন অশ্বারোহী কাসিদ (দ্রুতগামী সংবাদ বাহক) দ্বারা সাহায্য-প্রাপ্তির আশায় এডওয়ার্ডিস্ এবং তাঁহার অধীন সেনাপতি কর্টলাণ্টের নামে একথানি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্র জেনেরল্ কর্টলাণ্টের শিরোনামাঙ্কিত পত্রাধারে সংরক্ষিত হইয়া প্রেরিত হইয়াছিল। ২২এ এপ্রেলের অপরাহ্ণ-কালে এডওয়ার্ডিস্ দেরাগাজিখাঁর শিবিরে বসিয়া চৌর্য্যাপরাধের বিচার করিতেছিলেন, এমন সময়ে কাসিদ দ্রুতগতিতে কর্টলাণ্টের শিরোনামাঙ্কিত পত্রাধার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। এডওয়ার্ডিস্ পত্রের প্রয়োজনীয়তা অবগত হইয়া উহা স্বয়ং উন্মোচন পূর্ব্বক বান্স্ আগ্নুর স্বাক্ষরিত পত্র পাঠ করিলেন *। আগ্নু ঐ পত্রে তাঁহাদের দুরবস্থার বিষয় অবগত

* *Edwardes's Punjab Frontier. Vol., II. p. 75-76.*

হইয়া এড্ওয়ার্ডিস্ একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন, কিরূপে বিশিষ্ট সত্বরতার সহিত মুলতানে উপস্থিত হইবেন, কিরূপে তাঁহার স্বদেশীয়দিগকে শত্রুর করাল গ্রাস হইতে বিমুক্ত করিবেন, ইহাই এখন তাঁহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়া উঠিল। তিনি যে কার্য্য সম্পাদনের উদ্দেশে বন্নুতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর তাঁহার মনোযোগ রহিল না। এড্ওয়ার্ডিস্ অবিলম্বে রেসিডেণ্ট স্যার্ ফ্রেডরিক কারির নিকট একখানি পত্র লিখিয়া স্বল্পমাত্র সৈন্য ও কামান, যাহা পাইলেন, তাহা লইয়া সিন্ধু নদ পার হইয়া মুলতানের নিকটবর্ত্তী লিয়া নগর অধিকার করেন। এই অভিযানের প্রাক্কালে এডওয়ার্ডিস্ আগ্নুর নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐ পত্র পঁহুছিবার পূর্ব্বেই বিপ্লবকারীদিগের অস্ত্রাঘাতে আগ্নু ও আণ্ডর্সনের প্রাণবায়ুর অবসান হয়। এড্ওয়ার্ডিস্ লিয়া নগরে স্বদেশীয়দিগের এই শোচনীয় পরিণামের সংবাদ অবগত হন। তিনি যাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রাণপণ করিয়া মুলতানে গমন করিতেছিলেন, তাঁহারা যখন নিহত হইলেন, তখন এড্ওয়ার্ডিসের প্রতিহিংসা বৃত্তি সাতিশয় বলবতী হইয়া উঠিল, মুলতান-জয় এবং মূলরাজের সর্ব্বনাশ-সাধনই তিনি এক্ষণে প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। মুলতানের ৫০ মাইল দক্ষিণে ভাওয়ালপুর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। এই রাজ্যের অধিপতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। এড্-ওয়ার্ডিস্ এজন্য আশ্বস্তহৃদয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নামে ভাওয়ালপুরের নবাবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, নবাব সম্মত হইলেন; অনতিবিলম্বে তাঁহার সৈন্য এডওয়ার্ডিসের সহিত সম্মিলিত হইল। এতদ্ব্যতীত জেনেরল কর্টলাণ্ট ও লেফ্টেনেণ্ট লেক প্রভৃতি ইঙ্গরেজ সৈনিকগণ এড-ওয়ার্ডিসের সহকারী হইলেন। তদীয় সৈনিক বল কেবল এই বিভিন্ন দলের সংযোগেই পরিপুষ্ট হয় নাই। লাহোরদরবারের রাজা শেরসিংহের অধীনে এক দল শিখসৈন্য মুলতানে প্রেরিত হইল। এডওয়ার্ডিস্ এই সমস্ত সৈনিকদল লইয়া মূলরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার মধ্যে স্যার ফ্রেডরিক কারি মুলতানে এক দল ইঙ্গরেজ সৈন্য প্রেরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অনুজ্ঞালাভের নিমিত্ত ২৭এ এপ্রেল প্রধান সেনাপতির

নিকট একখানি পত্র পাঠাইলেন। এই উষ্ণপ্রধান দেশের নিদাঘসময়ে লর্ড গফ সিমলার শীতল সমীরণ সেবন করিতেছিলেন, তিনি বর্ত্তমান সময় যুদ্ধের অনুপযোগী বলিয়া সৈন্যপ্রেরণ আপাততঃ স্থগিত রাখিতে আদেশ দিলেন। গবর্ণর জেনেরলও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রধানতম কর্ত্তৃপক্ষের এই মীমাংসা রেসিডেণ্টর মনঃপূত হইল না। গবর্ণর জেনেরল ও প্রধান সেনাপতির সহিত স্যার ফ্রেডরিক কারির এইরূপ মতবৈষম্য হওয়াতে হারবর্ট এডওয়ার্ডিস্‌ও ক্ষুব্ধ হইলেন। মে ও জুন মাস এইরূপে অতিবাহিত হয়। জুলাই মাসের প্রারম্ভে মুলতান দুর্গের দৃঢ়তা ও মুলরাজের বলবহুলতা দেখিয়া এডওয়ার্ডিস্ সাক্ষাৎসম্বন্ধে রেসিডেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন। স্যার ফ্রেডরিক্ কারি এই বিষয় প্রধান সেনাপতিকে বিজ্ঞাপিত করেন। এবারেও লর্ড গফ পূর্ব্বসঙ্কল্প হইতে অনুমাত্র বিচলিত না হইয়া অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে লর্ড ডালহৌসী ও স্যার জন লিটলর নামক একজন সৈনিক পুরুষও অসম্মত হইলেন। কিন্তু এবারে স্যার ফ্রেডরিক কারি স্থির থাকিতে পারিলেন না। ব্রিটিশ শাসনসমিতির প্রধান অধিনায়কত্রয়ের অসম্মতিতে তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্কল্প দূর হইল না। তিনি ১০ই জুলাই সুদুসম্ সমরক্ষেত্রে এডওয়ার্ডিস্‌কে বিজয়ী হইতে দেখিয়া, নিজেই সমুদয় বিষয়ের দায়ী হইয়া, সাম্পসন্ হুইস নামক একজন সেনাপতিকে ব্রিটিশ সেনা ও কামান লইয়া মুলতানে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে ব্রিটিশ সৈন্য মুলতান বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইল।

মুলতানে যুদ্ধ উপস্থিত করিবার জন্য কে দায়ী? কাহার জন্য নরশোণিতে মুলতান প্লাবিত হইল? কে যুদ্ধ-মাদকতায় জ্ঞানশূন্য হইয়া দিনের জন্য নয়, মাসের জন্য নয়, চিরজীবনের জন্য হতভাগ্য মুলরাজকে আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্ব্বাসিত করিল? আমরা ইতিহাসের সম্মান রক্ষা করিয়া এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিব। মুলতানঘটিত গোলযোগের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, মুলরাজ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্বীয় পদোচিত ধীরতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ধীরভাবে লাহোরদরবারে স্বীয় অবস্থা জানাইলেন,

ধীরভাবে রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং পরিশেষে ধীরভাবে স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন শাসনকর্তার হস্তে মুলতানের শাসনভার সমর্পণ করিলেন। এরূপ ধীরতা কখনও বিশ্বাসঘাতকতার জননী হইতে পারে না এরূপ সরলতা হইতেও কখনও দুরভিসন্ধি পরিস্ফুট হয় না। মূলরাজ, দুর্গের সহিত সর্দ্দার খাঁসিংহের হস্তে যুদ্ধোপযোগী কামান ইত্যাদিও সমর্পণ করিয়াছিলেন *। যদি মূলরাজ রণমদে উন্মত্ত হইতেন, তাহা হইলে কখনও ধীরভাবে কামান ইত্যাদি প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্তে সমর্পণ করিতেন না। যে দুই জন ব্রিটিশ কর্ম্মচারী দুর্গ মধ্যে সংঘাতিক রূপে আহত হন, মূলরাজ তাঁহাদিগের প্রতি ভদ্রতা ও সৌজন্য দেখাইয়া আসিয়াছিলেন। বান্স্ আগ্নু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মূলরাজের কোন দুরভিসন্ধিতে তাঁহারা আহত হন নাই †। মূলরাজের সদাশয়তার এরূপ প্রমাণ থাকাতেও কেবল স্যার ফ্রেডরিক কারির অব্যবস্থিততায় মুলতানে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। স্যার ফ্রেডরিক মূলরাজের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহার নিকট দশ বৎসরের হিসাব চাহিলেন। মূলরাজ উত্তর দিলেন, "আমি কি প্রকারে পিতৃঠাকুরের কাগজপত্র উপস্থিত করিব? তৎসমুদয় কীটদষ্ট অথবা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে।" এই কথা শেষ হইবার পরক্ষণেই মূলরাজের হৃদয় নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, ধমনীমধ্যে রক্তের গতি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল. রেসিডেন্টকে অবশ্যম্ভাবি পতনের অধিনায়ক ভাবিয়া মনঃক্ষুণ্ণ শাসনকর্ত্তা পুনর্ব্বার নম্রভাবে কহিলেন "আমি আপনার হাতেই ত আছি ‡। মূলরাজের এই শেষ কথা শুনিয়া কে তাঁহাকে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া ধিক্কার দিবে? কে তাঁহাকে বিপ্লবকারী বলিয়া পবিত্র

* *Moostapha Khan's letter to Herbert Edwardes.—A year on the Punjab Frontier. Vol. II., p. 126.*

† বান্স আগ্নু আহত হইয়া বস্তুতে জেনেরল কর্টলাণ্ট ও হরবর্ট এডওয়ার্ডিসের নিকট যে পত্র লিখেন, তাহাতে এই বাক্যটি ছিল:—"আমার বোধ হয় না, মূলরাজ ইহার মধ্যে আছেন"।—*Herbert Edwardes.—A year on the Punjab Frontier. Vol. II., p. 78.*

‡ *Torrens, Empire in Asia, p. 338. Comp. Arnold's Dalhousie's Administration. Vol. I., p. 65.66.*

ইতিহাসের সম্মান নষ্ট করিবে? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ নম্রতাদর্শনেও স্যার ফ্রেডরিক কারির হৃদয় কঠিন হইয়া রহিল, তিনি মূলরাজের কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। বান্স্ আগ্নু ও আণ্ডর্সন মূলতানবাসিগণের রণমত্ততায় নিহত হইলেন। বান্স্ আগ্নু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মূলরাজকে নির্দ্দোষ বলিয়া হরবর্ট এডওয়া-ডিস্‌কে পত্রও লিখিলেন, তথাপি স্যার ফ্রেডরিক কারি মূলরাজের স্কন্ধে সমুদয় দোষভার নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে এক দল সৈন্য পাঠাইলেন। প্রধান সেনাপতি ও গবর্ণর জেনেরলের পুনঃ পুনঃ নিষেধ-বাক্যেও তিনি নিরস্ত হইলেন না। স্যার ফ্রেডরিক কারি কে? দেওয়ানী কার্য্যের একজন কর্ম্মচারী মাত্র। আর লর্ড গফ কে? সুবিস্তীর্ণ সৈন্যসমষ্টির সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক *। একজন যুদ্ধানভিজ্ঞ দেওয়ানী কর্ম্মচারী অনায়াসে এই রণপণ্ডিত অধিনায়কের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া মূলরাজকে "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া আহ্বান করিলেন!

ইঙ্গরেজ সৈন্য দলবদ্ধ হইয়া মূলতানে উপস্থিত হইলে মূলরাজ যখন বীরবেশ ধারণ করিলেন, তখনও তাঁহাকে দোষী করা যাইতে পারে না। রেসিডেণ্টের রণকণ্ডূয়ন যখন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল, তখনই মূলরাজ আত্মমর্য্যাদা রক্ষার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; ইহা প্রকৃত বীরপুরুষের লক্ষণ। যাহাহউক, মূলতানে যুদ্ধ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে লাহোরদরবার রাজনীতিতরঙ্গে পুনর্ব্বার দোলায়িত হইতে থাকে। এই রাজনীতিতেই দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের প্রধান কারণ নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে এই কয়েকটি ধরিতে হয়:—পঞ্জাব হইতে মহা-রাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন; মহারাজ দিলীপ সিংহের বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিতে রেসিডেণ্টের অমত এবং সর্দ্দার ছত্র সিংহের প্রতি কাপ্তেন আবট ও রেসিডেণ্টের দুর্ব্ব্যবহার †।

মহারাণী ঝিন্দনকে যেরূপে পঞ্জাব হইতে বারাণসীতে নির্ব্বাসিত

* *Sir Charles James Napier, Defects in the Indian Government, p. 222.*

† *Major Evans Bell, Retospects and Prospects of Indian policy, p. 102. Comp. Torrens, Empire in Asia. Chap. XXIV.*

করা হয়, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। খালসা সৈন্য যাঁহাকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিত, তাঁহার এইরূপ শোচনীয় নির্ব্বাসনে তাহাদের হৃদয় নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠে। অধিক কি, পঞ্জাবের সকলেই এজন্য আপনাদিগকে যার পর নাই অপমানিত জ্ঞান করে*। শিখ সেনাপতি শেরসিংহ মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসনে নিতান্ত বিরাগ প্রদর্শন করিয়া স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন, "ইহা সকলেই ভালরূপে জানিতে পারিয়াছেন, সমস্ত পঞ্জাববাসী, সমস্ত শিখ, সংক্ষেপে সমস্ত পৃথিবীর বিদিত হইয়াছে যে, ফিরিঙ্গিগণ কিরূপ দৌরাত্ম্য, অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতা দেখাইয়া পরলোক-সুখভোগী রণজিৎসিংহের বিধবা মহিষীর সহিত ব্যবহার করিয়াছে, এবং কিরূপ দৌরাত্ম্যে এই রাজ্যের লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। প্রথমতঃ তাঁহারা সমস্ত প্রজার মাতৃস্থানীয়া মহারাণীকে কারারুদ্ধ ও হিন্দুস্থানে নির্ব্বাসিত করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিতেও ত্রুটি করে নাই, দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের দৌরাত্ম্যে শিখগণ এতদূর নিপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে যে, আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং তৃতীয়তঃ আমাদের রাজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা গৌরবশূন্য হইয়া পড়িয়াছে"†।

কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁও মহারাণী ঝিন্দনের প্রতি ইঙ্গরেজদিগের ব্যবহার শিখদিগের অসন্তুষ্টির একটি প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি কাপ্তেন আবটকে যে পত্র লিখেন, তাহাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, "মহারাজ দলীপসিংহের মাতা ঝিন্দনকে কারারুদ্ধ ও নির্ব্বাসিত করাতে সমস্ত শিখজাতি দিন দিন অধিকতর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছে"‡। অধিক কি স্বয়ং স্যার ফ্রেডরিক কারিও ১৮৪৮ অব্দের ২৫ এ মে এই বিষয়প্রসঙ্গে গবর্ণর জেনেরলকে লিখিয়াছিলেন :—"সেনাপতি শের সিংহের শিবির হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন শুনিয়া, খালসা সৈন্য সাতিশয়

* *Arnold, Dalhousie's Administration, Vol, I, 115.*

† *Torrens, Empire in Asia, p. 340-341. Comp. Retrospects and prospects &c., p. 108. Panjab Papers, 1849, p. 362.*

‡ *Punjab Papers. 1849, p. 512. Comp. Retrospects and Prospects &c. p. 108.*

উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, ঝিন্দন খালসাদিগের মাতৃস্থানীয়া ছিলেন, তিনি যখন নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, এবং মহারাজ দলীপ সিংহ যখন ইঙ্গরেজদিগের হস্তে আছেন, তখন তাহারা কখনই মূলরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না"*। এই সার্ব্বজনীন বিরাগের মূলকারণ কে? কাহার দোষে সমস্ত পঞ্জাব এইরূপ সংক্ষুব্ধ হইয়াছিল? আমাদের বোধ হয়, স্যার ফ্রেডরিক কারিই ইহার মূল। স্যার ফ্রেডরিক প্রতিনিধি-সভার সম্পূর্ণ অমতে কেবল গবর্ণর জেনেরলের লিখিত অনুমতি লইয়া মহারাণী ঝিন্দনকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন!† যিনি চির দিন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, চিরদিন যাঁহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার দেখাইয়া আসিয়াছিলেন, অদ্য গবর্ণর জেনেরল সেই প্রিয়বন্ধু রণজিৎ সিংহের বিধবা পত্নীকে তাঁহার প্রিয়তম পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অপরিচিত, অজ্ঞাত স্থানে নির্ব্বাসিত করিলেন! সৌহৃদ্যের কি বিড়ম্বনা! বন্ধুতার কি শোচনীয় পরিণাম ‡!

কে প্রভৃতি ইতিহাস-লেখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, মহারাণী ঝিন্দন গোপনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করাতে তাঁহার প্রতি এইরূপ নির্ব্বাসন-দণ্ড বিহিত হইয়াছিল §। স্যার ফ্রেডরিক কারি এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতেও ঝিন্দনের প্রতি ঐ দোষ আরোপিত হয় ¶। কিন্তু টরেন্স প্রভৃতি অপক্ষপাত ঐতিহাসিকগণ কহেন যে, যখন রেসিডেণ্টের আদেশে মহারাণীর কাগজপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, তখন তাহার মধ্যে ষড়যন্ত্র অথবা দুরভিসন্ধি জ্ঞাপক কিছুই পাওয়া গেল না ||। এ বিষয়ে ফ্রেডরিক কারিও স্বয়ং বলিয়াছেন, "যদিও ঝিন্দনের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে

* *Punjab Papers. 1879, p. 179. Comp. Retrospects and Prospects &c. p. 108.*

† *Retrospects and Prospects of Indian Policy, p. 103.*

‡ *Retrospects and prospects &c. p. 106,*

§ *History of the Sepoy War, Vol I., p. 30.*

¶ *Retrospects and Prospects &c. p. 104. Comp. Punjab Papers. 1849, p. 168.*

|| *Empire in Asia, p. 343. Comp. Retrospects and Prospects. &c. p. 107-108. Punjab Papers, 1849, pp. 253, 266.*

কোন প্রমাণ পাওয়া যাইবে না, তথাপি যেরূপ বোধ হইতেছে, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষার্থ এ বিষয়ে আর আমাদের সন্দেহ-দোলায়মান হইবার অবকাশ নাই" *। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, স্যার ফ্রেডরিক কারি মহারাণী ঝিন্দনকে নির্ব্বাসিত করিয়া ও অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজ দলীপ সিংহকে হস্তে রাখিয়া পঞ্জাবের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। গবর্ণর জেনেরল মহারাণী ঝিন্দনকে কেবল নির্ব্বাসিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বার্ষিক বৃত্তিও কমাইয়া দিয়াছিলেন। বাইরাবল সন্ধির নিয়মানুসারে ঝিন্দনের বার্ষিক বৃত্তি ১,৫০,০০০ টাকা নিরূপিত হইয়াছিল। সেখপুরে কারারোধের সময় উহা কমাইয়া ৪৮,০০০ টাকা করা হয়। পরিশেষে বারাণসীতে নির্ব্বাসন-সময়ে লেখনীর আর এক আঘাতে ৪৮ সহস্রের অঙ্ক দ্বাদশ সহস্রে পরিণত হয়। এতদ্ব্যতীত কারাবন্দিনী বলিয়া রেসিডেণ্ট ঝিন্দনের সমুদয় অলঙ্কারও বাজেয়াপ্ত করেন †। এইরূপে রাজবনিতা ও রাজমাতার প্রতি অসৌজন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল, এইরূপে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের প্রথম কারণ ইতিহাসে স্থান পরিগ্রহ করিল। রণজিতের রাজ্যের সকলেই মহারাণীর এই নির্ব্বাসন আপনাদের জাতীয় অবমাননা এবং মহারাজ দলীপ সিংহের সিংহাসনচ্যুতি ও পঞ্জাবরাজ্য বিধ্বংসের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করিল ‡। রণজিৎসিংহের জীবদ্দশায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মিত্রভাবে সারল্য দেখাইয়া আসিতেছিলেন, এখন রণজিৎ সিংহের অভাবে তদীয় পত্নী নির্ব্বাসিত ও কারারুদ্ধ হইলেন। অদ্য রণজিৎ-মহিষী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কারাবন্দিনী, অদ্য রণজিৎ-তনয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্রীড়াপুত্তল!

শিখযুদ্ধের দ্বিতীয় কারণ, দলীপ সিংহের বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিতে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের অমত। সর্দ্দার ছত্রসিংহ হাজরার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বয়োবৃদ্ধ ও গুণবৃদ্ধ বলিয়া শিখ-সমাজে তাঁহার সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার পুত্র শিখসেনাপতি শের সিংহও উদারপ্রকৃতি ও রণবিশারদ ছিলেন।

* *Empire in Asia, p. 342.*

† *Empire in Asia, p. 343. Comp. Retrospects and Prospects &c. pp. 106-107, 108. Punjab Papers, 1849, pp. 179, 577, 268, 575.*

‡ *Retrospects &c. p. 109.*

মহারাজ দলীপসিংহের সহিত সর্দ্দার ছত্রসিংহের দুহিতা অথবা শের সিংহের ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ হয়। সম্বন্ধকর্ত্তা বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিতে লাহোর-দরবারে রেসিডেণ্টের নিকট যথাবিধি আবেদন করেন। সেনাপতি শের সিংহ মেজর এড্‌ওয়ার্ডিসের সাহায্যার্থ মুলতানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ভগিনীর বিবাহের সম্বন্ধে তাঁহার সহিত এড্‌ওয়ার্ডিসের অনেক কথাবার্ত্তা হয়। এড্‌ওয়ার্ডিস্, রণদক্ষতার সহিত প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতায় অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি ২৮শে জুলাই প্রস্তাবিত বিষয়সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত আবেদনের সমর্থন ও সর্দ্দার শেরসিংহের অভিপ্রায় বিবৃত করিয়া রেসিডেণ্টের নিকট একখানি পত্র লিখেন *। পত্রে উল্লেখ থাকিল, "এক্ষণে সকলেই প্রকাশ করিতেছে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই বর্ত্তমান গোলযোগ ও সৈনিকগণের অসদ্ব্যবহারের কারণ দেখাইয়া পঞ্জাব আত্মসাৎ করিবেন, এই সময়ে যদি মহারাজকে একটি মহারাণীর সহিত সংযোজিত করা হয়, তাহা হইলে সন্ধি রক্ষা করিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সবিশেষ যত্ন আছে বলিয়া সাধারণের মনে বিশ্বাস জন্মিতে পারে। এতদ্দ্বারা লোকের হৃদয় নিঃসন্দেহ আশ্বস্ত হইবে" †। স্যার ফ্রেডরিক কারি এই পত্র পাইয়া বিলক্ষণ মৌখিক শিষ্টাচার দেখাইলেন। তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন, দরবারের সদস্যবর্গের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিবেন; স্বীকার করিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, মহারাজ, তাঁহার বিবাহপাত্রী এবং তৎপরিবারবর্গের সম্মান ও সুখ বর্দ্ধন করিতে বিলক্ষণ উৎসুক আছেন ‡। কিন্তু তিনি মেকিয়াবেলির যে কূট মন্ত্রণায় দীক্ষিত ছিলেন, এরূপ শিষ্টাচারেও তাহা গোপনে রহিল না মেকিয়াবেলির মন্ত্রশিষ্য পুনর্ব্বার রাজনীতির চাতুরী প্রদর্শন করিয়া লিখিলেন, "দলীপ সিংহের বিবাহ দিলেই যে, পঞ্জাবে আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজনীতিসম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি রক্ষা হইবে, তাহা আমার বোধ হইতেছে না। কন্যাপক্ষ ও দরবা-

* *Retrospects and Prospects, &c. p.* 110. *Comp. Empire in Asia. p.* 343.

† *Ibid. p,* 111. *Comp. Punjap Papers,* 1849. *p p.* 270, 171. *Empire in Asia, p.* 343-344.

‡ *Ibid p.* 111. *Comp. Empire in Asia, p.* 344.

রের সুবিধা অনুসারে যে সময়েই হউক, মহারাজের বিবাহ হইতে পারে; এ বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নাই *।" যাঁহারা সরলপ্রকৃতি, হৃদয়ের স্তরে স্তরে যাঁহাদের সারল্য লীলা করিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহারা রেসিডেন্টের এই লিখন-ভঙ্গীতেও সরলতা দেখিয়া সুখী হইবেন। কিন্তু যাঁহারা দুর্ব্বোধ্য রাজনীতির রহস্যোদ্ভেদে সমর্থ, যাঁহাদের মস্তিষ্কের শক্তিতে মণ্ডলেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তী রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া সংসার-বিরাগী উদাসীন-বেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন; পক্ষান্তরে সংসার-বিরাগী উদাসীন ব্যক্তি মণ্ডলেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তীর পদে সমাসীন হইয়া ইচ্ছানুসারে শাসনদণ্ড চালনা করিতেছেন; তন্তুবায়-কর-সঞ্চালিত তূরীর ন্যায় একবার এক রাজ্য একের করতলস্থ হইতেছে, পুনর্ব্বার তাহা অপরের দিকে সঞ্চালিত হইতেছে, তাঁহারা অনায়াসেই উক্ত লিখন-ভঙ্গীতে রেসিডেন্টের অভিসন্ধি বুঝিয়া ঈষদ্ধাস্য করিবেন। বুঝিতে পারিবেন, রেসিডেন্ট প্রস্তাবিত বিবাহে সম্মতি দিয়া তেজস্বী শের সিংহকে দলীপসিংহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় করিতে সম্মত নহেন; বুঝিতে পারিবেন, দলীপসিংহের বিবাহ দিতে এখনও লাহোর দরবারের সুবিধা হইয়া উঠে নাই। সুতরাং শিখদিগের হস্ত হইতে পঞ্জাবের পতন অবশ্যম্ভাবি। অদ্য যাহা রণজিৎ-রাজ্য বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইতেছে, কল্য তাহা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া সর্ব্বত্র ব্রিটিশ ভাব, ব্রিটিশ আচার ও ব্রিটিশ নীতির ক্রীড়াক্ষেত্র হইবে।

রেসিডেন্টের এই উত্তর মূলতান পহুঁছিল। উত্তর পাইয়া হরবর্ট এড ওয়ার্ডিস্ সর্দ্দার শের সিংহকে জানাইলেন, শের সিংহ উহা আবার হাজরাতে তাঁহার বৃদ্ধ পিতার নিকট লিখিলেন। সর্দ্দার ছত্রসিংহ ইহার পূর্ব্বেই মহারাণী ঝিন্দনের কারারোধ দেখিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে রেসিডেন্টের অসম্মতি প্রযুক্ত তনয়ার বিবাহের গোলযোগ দেখিয়া, তাঁহার বিরক্তি শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, রেসিডেন্ট গোপনে গোপনে যেরূপ বদ্ধপরিকর হইতেছেন, তাহাতে শীঘ্রই পঞ্জাব

* *Retrospects and Prospects, &c. p.* 111-112. *Comp. Punjab Papers,* 1849, *pp.* 272, 273, *and Empire in Asia, p,* 334.

কাম্পানির মুল্লুক হইবে। তরঙ্গের উপর তরঙ্গের আঘাতে স্বদেশবৎসল দ্ধ শিখ সর্দ্দারের হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি এই আশঙ্কিত বপদ হইতে প্রিয়তম জন্মভূমির রক্ষায় কৃত-নিশ্চয় হইলেন। প্রতিজ্ঞা চরিলেন, যত দিন গুরু গোবিন্দ সিংহের মন্ত্রপূত শেষ রক্তবিন্দু তাঁহার মনীতে প্রবাহিত থাকিবে, তত দিন তিনি পঞ্জাবের স্বাধীনতা রক্ষা রিবেন। এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেও সর্দ্দার ছত্রসিংহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। তিনি সন্ধির নিয়ম যথাবৎ রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এই প্রয়াস দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। ছত্রসিংহ যারপরনাই অপদস্থ ও অপমানিত হইলেন। এই অপদস্থতা ও অপমানই দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের তৃতীয় ও সর্ব্বশেষ কারণ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সর্দ্দার ছত্রসিংহ হাজরার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কাপ্তেন আবট্ নামক রেসিডেণ্টের এক জন সহকারী তথায় তাঁহাব মন্ত্রণা-দাতা হন। কাপ্তেন আবট নিতান্ত সন্দিগ্ধ ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন। অনুচিত বিদ্বেষ-ভাব তাঁহার হৃদয় এরূপ কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি ভারতবর্ষের সকলকেই বিরক্তির সহিত দেখিতেন। উপস্থিত ঘটনার এক বৎসর পূর্ব্বে আবট্ দেওয়ান জোয়ালাসাহি নামক এক জন শিখশ্রেষ্ঠের প্রতি সন্দেহ করিয়া সাতিশয় অসদ্ব্যবহার প্রদর্শন করেন। তাৎকালিক রেসিডেণ্ট স্যার হেন্‌রি লরেন্স আবটের এই কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণরজেনেরলকে লিখেনঃ—"কাপ্তেন আবট এক জন উৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী, কিন্তু তিনি সমুদয় বিষয়ই বিরুদ্ধভাবে দেখেন। আমার বোধ হয়, তিনি না বুঝিয়া দেওয়ান জোয়ালাসাহির প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন।" এই দেওয়ান জোয়ালাসাহির সম্বন্ধে হেন্‌রি লরেন্স লিখিয়াছেন, "আমি কেবল এক জন এতদ্দেশীয়কে ভাল বলিয়া জানি। শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও সময় অনুসারে তিনি প্রকৃতপক্ষে এক জন সম্মানার্হ ও সমর্থ ব্যক্তি *।" কেবল জোয়ালাসাহির বিষয়েই কাপ্তেন আবটের অত্যাচার তিরোহিত হয় নাই। স্যার ফ্রেডরিক কারির সময়ে অন্যতম শিখ সর্দ্দার ঝন্দা সিংহও আবটের বিরাগভাজন হন।

* *Retrospects and Prospects of Indian policy, p.* 113. *Punjab Papers,* 849, *p.* 30. *Comp. Empire in Asia, p.* 344.

স্যার ফ্রেডরিক এ জন্য আবটকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "তাঁহার (আবটের) সন্দেহ নিতান্ত অমূলক। যে সর্দ্দারের প্রতি সন্দেহ করা হইয়াছে, তিনি একান্তমনে ও সাবধানতাসহকারে আমার আদেশ পালন করিয়াছেন" *। এইরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত ও পরদ্বেষী ব্যক্তি ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের সহকারী হইয়াছিলেন, এইরূপ অধীরপ্রকৃতি ব্যক্তির হস্তে রাজ্যশাসন সংক্রান্ত গুরুতর মন্ত্রণার ভার সমর্পিত হইয়াছিল।

নীতিশাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন, স্বভাব সমুদয় গুণ অতিক্রম করিয়া মাথায় উঠিয়া থাকে। কাপ্তেন আবট ইহার উদাহরণ-স্থল। স্যার হেন্‌রি লরেন্স ও স্যার ফ্রেডরিক কারির তিরস্কারেও আবটের চরিত্র-দোষ দূর হয় নাই। মূলতান বিপ্লবের অব্যবহিত পরে কাপ্তেন আবটের সন্দিগ্ধ হৃদয়ে আবার গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল, সর্দ্দার ছত্র সিংহ মূলরাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া ইঙ্গরেজদিগকে পঞ্জাব হইতে নিষ্কাশিত করিবার চেষ্টায় আছেন। এই সন্দেহ ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিল। তিনি ছত্রসিংহকে ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার বাসস্থান ছত্র সিংহের আবাস-বাটীর ৩৫ মাইল দূরে উঠাইয়া লইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সমুদয় সংস্রব বন্ধ করিয়া দিলেন †।

সর্দ্দার ছত্র সিংহ সাধুপ্রকৃতি ছিলেন। স্যার জন লরেন্স (পরে লর্ড লরেন্স) একদা কহিয়াছিলেন, "ছত্র সিংহ নিরতিশয় নিরীহস্বভাব প্রাচীন ভাল মানুষ ‡।" কিন্তু কাপ্তেন আবট যাঁহার প্রতি সন্দেহ করেন, তাঁহার সচ্চরিত্রতাসম্বন্ধে সহস্র প্রমাণ থাকিলেও তিনি তাহাতে আস্থাবান্ হন না। সুতরাং ছত্র সিংহের প্রতি আবটের যে বিদ্বেষভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল, স্যার জন লরেন্স প্রভৃতির বাক্যে তাহা দূর হইল না।

* *Retrospects &c. p.* 114. *Empire in Asia. p,* 345. *Punjab. Papers.* 1449. *p,* 328.

† *Retrospects and Prospects, p,* 113. *Empire in Asia, p,* 344-345, *Punjab Papers,* 1849, *p p,* 279, 205.

‡ *Ibid p,* 114, *Comp. Empire in Asia,* 345. *Punjab Papers p,* 334.

একদল সৈন্য মূলতানের যুদ্ধে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া ছত্র সিংহের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী পক্লিনামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে কাপ্তেন আবট অতর্কিতরূপে, শাসনকর্ত্তার অজ্ঞাতসারে, হাজরার সশস্ত্র মুসলমান কৃষকদিগকে দলবদ্ধ ও উত্তেজিত করিয়া উক্ত সৈন্যদলের গতিরোধ করেন। ৬ই আগষ্ট ঐ রণ-দুর্ম্মদ মুসলমান সৈন্য ছত্র সিংহের বাসস্থান হরিপুর অবরোধ করে*। ছত্র সিংহের অধীনে কাপ্তেন কানোরা নামক একটি মার্কিনদেশীয় ব্যক্তি হাজরার সেনাপতি ছিল। ছত্রসিংহ আক্রমণকারীদিগকে শাসন করিতে তাহাকে আদেশ করেন। কানোরা বলিল, কাপ্তেন আবটের অনুমতি ব্যতীত সে উহাদিগের বিরুদ্ধে যাইতে পারিবে না। দ্বিতীয় বার আদেশ হইল, এবার বলা হইল "কাপ্তেন আবট অবগত নহেন যে, কামান সকল বিদ্রোহিগণের করতলস্থ হইলে কিরূপ অনর্থের উৎপত্তি হইবে।" এবারেও অবাধ্য সেনাপতি শাসনকর্ত্তার বাক্যে অবহেলা করিল। কানোরার অসম্মতিতে দুই দল শিখ পদাতি, সর্দ্দারের আদেশ পালনার্থ প্রেরিত হইল। কানোরা আপনার কামান সকল গোলা-রাশিতে পরিপূর্ণ করিয়া, হাবিলদারদিগকে উহা ছুড়িতে অনুমতি দিল। হাবিলদারগণ অসম্মত হইল। কানোরা তাহাদের এক জনকে স্বীয় তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ড করিয়া স্বয়ং গোলাপূর্ণ কামানে আগুন দিল, সৌভাগ্যক্রমে কামানের সন্ধান ব্যর্থ হইল। কানোরা পুনর্ব্বার দুই জন শিখ সৈনিকের প্রতি পিস্তল ছুড়িল। ইহার মধ্যে সৈনিকগণ অগ্রসর হইয়া গুলি করিয়া কানোরাকে নিহত করিল†। অপক্ষপাত বিচারক মাত্রেই কানোরার এই শাস্তি ন্যায়সঙ্গত বলিবেন। কিন্তু কাপ্তেন আবট উহা পেশোরা সিংহের হত্যার ন্যায় গুপ্ত-হত্যা বলিয়া ঘোষণা করিলেন ‡, এবং হত্যাকারী বলিয়া ছত্র সিংহের প্রতি সমুদয় দোষ দিয়া রেসিডেন্টের

* *Retrospects &c. p,* 115. 116. *Comp. Empire in Asia, p,* 345,

† *Retrospects and prospects &c. p.* 116. *Empire in Asia, p.* 346. *Punjab Papers.* 1849. *pp.* 280, 301, 303.

‡ *Ibid, p.* 116, *Punjab Papers, p.* 302. যে কয়েক ব্যক্তি রণজিৎ সিংহের উত্তরাধিকারী বলিয়া পঞ্জাবের সিংহাসন প্রার্থনা করেন, পেশোরা সিংহ তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন।

নিকট পত্র লিখিলেন। স্যার ফ্রেডরিক কারি উপস্থিত বিষয়ের আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিশিষ্ট ধীরতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত কাপ্তেনের অভিযোগ অসঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করিলেন। তিনি আবটকে স্পষ্ট লিখিলেন, "উপস্থিত বিষয় আপনি যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার সহিত আমি একমত হইতে পারি না। সর্দ্দার ছত্র সিংহ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। সমস্ত ফৌজদারী কার্য্য সম্পাদনে তাঁহার অধিকার আছে। শিখ সৈনিকদলের সমুদয় কর্ম্মচারী তাঁহার আদেশপালনে বাধ্য। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি কি প্রকারে কানোরার হত্যা পেশোরা সিংহের হত্যার ন্যায় ঘোরতর নিষ্ঠুরতাজনক গুপ্ত হত্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন" *। যখন হাজরার এই গোলযোগের সংবাদ মুলতানে উপস্থিত হইল, তখন পিতার প্রতি কাপ্তেন আবটের দুর্ব্ব্যবহারে শের সিংহ সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। মেজর এড্‌ওয়ার্ডিস স্পষ্ট বলিয়াছেন, "শেরসিংহ তাঁহার পিতার পত্র দেখাইয়া এসম্বন্ধে বিলক্ষণ ধীরতাসহকারে অনেক ক্ষণ কথা বার্ত্তা কহেন, এবং তাঁহার পিতা এ বিষয়ে যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সাধুতার প্রমাণ পাওয়া যায় কি না, তদ্বিষয়ে বিচার করিতে আমাকে অনুরোধ করেন" †। রেসিডেন্টের এই প্রাথমিক ধীরত্ব ও অপক্ষপাতে বোধ হইয়াছিল যে, তিনি এইরূপ ধীরতা রক্ষা করিয়া সর্দ্দার ছত্র সিংহকে উপস্থিত গোলযোগ হইতে অব্যাহতি দিবেন, এবং সর্দ্দার ছত্র সিংহ আত্মরক্ষার্থ বিদ্রোহীদিগের দমন জন্য

ইনি ও ইঁহার ভ্রাতা কাশ্মীর সিংহ স্বীয় অধিকার রক্ষার জন্য শ্যালকোটে লাহোরদরবারের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হন। ১৮৪৫ অব্দের মার্চ্চ মাসে পেশোরা সিংহ পুনর্ব্বার অস্ত্র ধারণ করেন। অদৃষ্টের বহুবিধ পরিবর্ত্তনের পর জুলাই মাসের শেষে তিনি সিন্ধুর তীরবর্ত্তী আটকের দুর্গ আক্রমণ করেন; কিন্তু উহার এক মাস পরে ছত্র সিংহের অধীন সৈনা ইঁহাকে অবরুদ্ধ করে। লাহোর-দরবারের তদানীন্তন উজীর মহারাণী ঝিন্দনের ভ্রাতা জহোর সিংহের আদেশে ইহাকে কারাগারে বধ করা হয়। এজন্য সৈনিকগণ উত্তেজিত হইয়া জহোর সিংহকে গুলি করিয়া বধ করে। ইহাতে বোধ হয় এই হত্যার সম্বন্ধে সর্দ্দার ছত্র সিংহ দোষী নহেন।—*Lionel James Trotter's History of the British Empire in India, Vol. I, p. 42-43. Comp. Retrospects and Prospectes &c, p. 116, note.*

* *Retrospects and Prospects &c. p. 117. Punjab Papers 1849, p. 313.*

† *Ibid, p, 123-124. Punjab Papers, 1849, p. 294. Empire in Asia, p. 347.*

সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, ইহা বুঝিয়া ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিবেন। কিন্তু ছত্র সিংহকে অব্যাহতি দেওয়া হইল না। রেসিডেণ্ট কোন বিচার করিলেন না। স্যার্ ফ্রেডরিক কারির নিয়োগ অনুসারে কাপ্তেন নিকল্সন্ উপস্থিত ব্যাপারের শৃঙ্খলাবিধানে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি কাপ্তেন আবটের সমর্থনকারী হইয়া ২০ শে আগষ্ট রেসিডেণ্টকে লিখিলেন, "সর্দ্দার ছত্র সিংহের ব্যবহার সাতিশয় শঙ্কা-জনক। আমার বিবেচনায় নিজামতি হইতে পদচ্যুতি ও জায়গীর বাজেয়াপ্ত করাই তাঁহার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি। আমার বোধ হয় আপনি এ বিষয়ে আমার সহিত একমত হইবেন *।"

রেসিডেণ্ট বিনা আইনে বিনা বিচারে এই কঠোর শাস্তির অনুমোদন করিয়া ২৩শে আগষ্ট কাপ্তেন নিকল্সনের নিকট পত্র লিখিলেন, সুতরাং দণ্ডানুসারে ছত্র সিংহকে নিজামতি হইতে পদচ্যুত এবং তাঁহার জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা হইল †। 23405

এইরূপে বৃদ্ধ সর্দ্দার ছত্রসিংহ ব্রিটিশ রাজনীতির দুরবগাহ কৌশলে জড়িত হইয়া কর্ম্মচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত হইলেন। যে দিন রেসিডেণ্ট কাপ্তেন নিকল্সনের প্রস্তাবিত দণ্ডের অনুমোদন করেন, সেই দিনই তিনি মেজর এড্ওয়ার্ডিস্কে লিখিয়াছিলেন, "সর্দ্দার ছত্র সিংহ যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা কেবল কাপ্তেন আবটের প্রতি অবিশ্বাসে ও ভয়ে করা হইয়াছে, অন্য কোন কারণে নহে। লেফটেনেণ্ট নিকল্সন্ ও মেজর লরেন্স এ বিষয়ে আমার সহিত একমত হইয়াছেন ‡। তিনি ইহার পূর্ব্বে প্রধান সেনাপতিকেও লিখেন, "লেফ্টেনেণ্ট নিকল্সন্ কানোরার মৃত্যু, হত্যার মধ্যে পরিগণিত করিতেছেন। তাঁহার মতে ছত্র সিংহই এই হত্যাকারিগণের অধিনায়ক। ইহাতে আমার বোধ হয়, তিনি কানোরার মৃত্যুর যথাবৎ বৃত্তান্ত অবগত নহেন" §। এতদ্ব্যতীত যে দিন রেসিডেণ্ট ছত্র সিংহের

* *Retrospects and Prospects &c p.* 126, *Comp. Punjab Papers,* 1849, *p.* 295.

† *Ibid. p.* 126. *Punjab Papers* 1849, *p.* 297.

‡ *Ibid p.* 126. *Punjab Papers, p.* 297.

§ *Ibid,* 129. *Ibid, p.* 286.

কর্ম্মচ্যুতির অনুমোদন করিয়া নিকল্‌সনের নিকট পত্র প্রেরণ করেন, তাহার পর দিন (২৪ শে আগষ্ট) কাপ্তেন আবটের কার্য্যের অনুমোদন ও কানোরার মৃত্যু গুপ্ত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত করেন নাই *। রেসিডেণ্ট এক দিকে সর্দ্দার ছত্র সিংহকে নির্দ্দোষ বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিলেন, অপর দিকে নিকলসনের প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত করিলেন।

৫ই সেপ্টেম্বর রেসিডেণ্ট প্রস্তাবিত বিষয় প্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্টে লিখেন, "আমি ছত্র সিংহকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিতে এবং তদীয় কার্য্য-পদ্ধতির যথাবৎ অনুসন্ধান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম †। যাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রধান সেনাপতি ও কাপ্তেন আবট্ প্রভৃতির নিকট পত্র লিখিত হইল, তিনি আবার কিরূপে প্রাণদণ্ডার্হ হইলেন যে, রেসিডেণ্ট উক্ত দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন? যাঁহার প্রতি হঠাৎ এরূপ গুরুতর দণ্ড প্রয়োজিত হইল, সম্মান রক্ষা করিয়া তাঁহার কার্য্যের অনুসন্ধানই বা কিরূপে হইল? অধিক কি, ছত্র সিংহকে এরূপ কথাও বলা হইল না যে, যদি তিনি আত্মদোষ ক্ষালন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই দণ্ড হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে ‡। প্রস্তাবিত বিষয়ে স্যার ফ্রেডরিক কারির প্রত্যেক কার্য্যই এইরূপ পূর্ব্বাপর-সঙ্গতি বিরুদ্ধ।

যখন ছত্র সিংহ রেসিডেণ্টের নিকট আপিল করিয়াও সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না, যখন তাঁহার কার্য্যের যথাপদ্ধতি বিচার হইল না, তখন তিনি ইঙ্গরেজদিগকে দৌরাত্ম্যকারী বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন। মহারাণী ঝিন্দনের শোচনীয় নির্ব্বাসন ও মহারাজ দলীপ সিংহের বিবাহে রেসিডেণ্টের অসম্মতিতে তিনি ইহার পূর্ব্বেই ব্রিটিশ কার্য্যপ্রণালীর প্রতি সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে নিজের এই অপমান ও অপদস্থতায় তাঁহার সেই বিরক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি স্পষ্ট

* *Retrospects and Prospects &c.* 126, *Punjab Papers p.* 319.
† *Ibid, p.* 127. *Punjab Papers,* 1849, 329.
‡ *Ibid, p.* 127.

বুঝিতে পারিলেন, পঞ্জাব শীঘ্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইবে, শীঘ্রই তাঁহাদিগের ধর্ম্মলোপ ও সম্ভ্রম নষ্ট হইবে। ছত্র সিংহ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিজের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিলেন, গুরুগোবিন্দ সিংহের মন্ত্রপূত শোণিত কলঙ্কিত না করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম এবং স্বীয় জন্মভূমির উদ্ধারার্থ আত্মোৎসর্গ করিলেন।

১০ই সেপ্টেম্বর শেরসিংহ পিতার নিকট হইতে তাঁহার দুর্গতির সংবাদ পাইলেন। এই শোচনীয় সংবাদে তাঁহার মন নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল। তিনি আর ইঙ্গরেজদিগকে বন্ধুভাবে দেখিতে লাগিলেন না। ১৪ই সেপ্টেম্বর লাহোরে তাঁহার ভ্রাতার নিকট লিখিলেন যে, তিনি আপনাদের ধর্ম্ম ও সম্মান রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন *। বীরতনয়, বীর পুরুষের এই প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইল না। ৭ই সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ সৈন্য মুলতানের দুর্গ আক্রমণ করিল, ১৪ই সেপ্টেম্বর শেরসিংহ দলবলসমভিব্যাহারে মূলরাজের সহিত মিলিত হইয়া আপনার পত্রের যাথার্থ্য রক্ষা করিলেন।

শেরসিংহ পূর্ব্বাবধি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। মেজর এড্‌ওয়ার্ডিস্ স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন যে, আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত শেরসিংহ বিলক্ষণ প্রভুপরায়ণ ছিলেন, এবং তিনি আপনার লোকদিগকে রাজানুরক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন †। শের সিংহের সদ্ব্যবহারের ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে? কিন্তু স্যার ফ্রেডরিক কারি ও কাপ্তেন আবটের অব্যবস্থিততায় এই তেজস্বী বীর পুরুষ ইঙ্গরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। কে জন্মদাতা প্রতিপালন-কর্ত্তার অপমান ধীরভাবে চাহিয়া দেখিতে সমর্থ হয়? কোন্ তেজস্বী ব্যক্তি আত্মমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া পরপদ লেহন করিয়া থাকে?

* শেরসিংহ ১২ই কি ১৩ই এইরূপ সঙ্কল্প করেন।—*Edwardes, A year on the Punjab Frontier, Vol. II. p. 606. Empire in Asia, p. 347-348.*

† *Empire in Asia, p, 347. Comp. A year on the Punjab Frontier. Vol; II, p. 588-589.*

শেরসিংহ ব্রিটিশ সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন, মূলরাজ ইহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এক্ষণে এই অতর্কিত ঘটনা দেখিয়া, তিনি শেরসিংহের প্রতি যথোচিত বিশ্বাস করিলেন না; প্রত্যুত আপনার সৈন্যদিগকে নগরের প্রাচীরের ভিতর লইয়া গিয়া শেরসিংহের সৈন্যদিগকে প্রাচী-রের উপরিভাগে শত্রুর সম্মুখে দণ্ডায়মান করিয়া দিলেন *। সুতরাং শেরসিংহ কিছু দিনের মধ্যেই মূলরাজের সন্দেহে বিরক্ত হইয়া পিতার সহিত মিলিত হইবার জন্য আপনার সৈন্য লইয়া মূলতান হইতে বহির্গত হইলেন। এদিকে ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই হইতে সাহায্যকারী সৈন্য আসিয়া মূলতানে উপস্থিত হইলে ২৬ শে ডিসেম্বর ব্রিটিশ সৈন্য পুনর্ব্বার নগর আক্রমণ করে। ১৮৪৯ অব্দের ২রা জানুয়ারি ইহাদিগের গোলায় নগর বিধ্বস্ত হয়। মূলরাজ দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিশিষ্ট বীরত্ব ও দক্ষতা সহকারে আত্মরক্ষা করেন, কিন্তু পরিশেষে সৈন্য-সমষ্টির বিশৃঙ্খলাদোষে তাঁহার পরাজয় হয়। সুতরাং তিনি ২২ শে জানুয়ারি বিজেতার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করেন।

১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দ।

এইরূপে মূলতান বিধ্বস্ত হইল, এইরূপে মূলরাজ পরাজিত ও নির্ব্বাসিত হইলেন। কিন্তু ছত্র সিংহ ও শের সিংহের হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা নির্ব্বাপিত হইল না। মূলতানের অধঃপতনের পূর্ব্বে ১৮৪৮ অব্দের ২২ শে নবেম্বর রামনগরে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ব্রিটিশ সৈন্য পরাজিতপ্রায় হইয়া যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করে। শেরসিংহ এক্ষণে ৬০ টি কামান ও ৩০ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। এই সৈনিক দল লইয়া তিনি চিনিয়াবালার নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করেন।

মূলতান-ঘটিত গোলযোগের সংবাদ ইঙ্গলণ্ডে পঁহুছিলে স্যার হেন্‌রি লরেন্স পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আসিয়া ১০ই জানুয়ারি লর্ড গফের শিবিরে উপস্থিত হন। কিন্তু সে সময়ে স্যার ফ্রেডরিক কারির কার্য্য-কাল শেষ না হওয়াতে হেন্‌রি লরেন্সকে প্রধান সেনাপতির অবৈতনিক এডিকং

* *A year on the Punjab Frontier. Vol, II. p. 621.*

হইয়া শিবিরে থাকিতে হয়। এদিকে ব্রিটিশ সৈন্য ১৩ই জানুয়ারি চিনিয়াবালায় উপস্থিত হয়। শিখ সেনাপতি শেরসিংহ সবিশেষ কৌশলসহকারে সেনাসন্নিবেশ করিয়াছিলেন। বিপক্ষগণ উপস্থিত হইলে এই সন্নিবেশিত সৈনিকদল অসাধারণ বিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করে। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেনাপতি কাম্পবেল (লর্ড ক্লাইড) ও সেনাপতি পেনিকুইক দুই দল পদাতিক সৈন্যের অধিনায়কতা করিতেছিলেন, শের সিংহের সৈন্যের পরাক্রমে এই অধিনায়ক-দ্বয়ের সৈনিক দল পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। প্রধান সেনাপতি লর্ড গফ দুই দল অশ্বারোহী সৈন্য পুরোভাগে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, স্বল্পসংখ্যক রণমত্ত শিখ অশ্বারোহীর অমিত পরাক্রমে ঐ সৈন্যশ্রেণীও বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। বিজয়শ্রী শেরসিংহের পক্ষ অবলম্বন করেন। ব্রিটিশ পতাকা শত্রুর করগত, ব্রিটিশ কামান অধিকৃত, ব্রিটিশ অশ্বারোহী পলায়িত ও ব্রিটিশ পদাতিক বিধ্বস্ত হয়। সেনাপতি শেরসিংহ বীরত্বাভিমানে উদ্দীপ্ত হইয়া তোপধ্বনিতে চতুর্দ্দিক কম্পিত করেন *।

এইরূপে চিনিয়াবালার সমরের অবসান হয়। যাহারা ওয়াটার্লুর ক্ষেত্রে অত্যদ্ভুত অনলক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া অলোকসামান্য যুদ্ধবীর নেপোলিয়ান বেনাপার্টিকে হতসর্ব্বস্ব ও হৃতগৌরব করিযাছিলেন, তাঁহারা চিনিয়াবালায় শিখদিগের তেজস্বিতা, সাহস, ও বীরত্বের নিকট মস্তক অবনত করিলেন। ইতিহাসের আদরের ধন ভারতবর্ষ এই লোকাতীত বীরত্বের জন্য চির-প্রসিদ্ধ। যদি কেহ রণতরঙ্গাপ্লিত গ্রীসের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিতে চাহেন, যদি কেহ বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় গ্রীক্ সেনাপতিদিগের বিবরণ পাঠ করিয়া ভারতের দিকে চাহিয়া দেখেন, তাহা

* ইংরেজ লেথকদিগের মধ্যে কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, চিনিয়াবালায় শিখ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া অনেক ক্ষতি সহ্য করে।—*Lieutenant-General Sir George Lawrence's Fortythree years in India, p. 263.*

ইঙ্গরেজ সেনাপতি লর্ড গফও এই যুদ্ধে আপনাকে বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করেন।—*J. M. Ludlow's British India, its Races and its History. Vol. II, p. 164.*

কিন্তু এই নির্দ্দেশ সমীচীন নহে। প্রকৃতপক্ষে শেরসিংহই যুদ্ধে জয়ী হন। *Marshman's History of India, p. 465. Comp. Kaye's Sepoy War. Vol, I., p. 42.*

হইলে আমরা তাঁহাকে অসঙ্কুচিতহৃদয়ে বলিব, হলদিঘাট ভারতবর্ষের থর্ম্মাপলী, আর এই চিনিয়াবালা ভারতবর্ষের মারাথন। মিবারের প্রতাপ সিংহ ভারতের লিওনিদস্; আর এই শেরসিংহ ভারতের মিলতাইদিস্। ইতিহাসে থর্ম্মাপলী ও মারাথন সামান্য যুদ্ধ-ক্ষেত্র নহে, লিওনিদস্ ও মিলতাইদিস্ সামান্য যুদ্ধবীর নহেন। যদি পৃথিবীতে কোন পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থ বর্ত্তমান থাকে, যদি পবিত্র স্বাধীনতাধ্বজার কোন বিলাস-ক্ষেত্র থাকে, তাহা হইলে তাহা সেই থর্ম্মাপলী ও মারাথন। যদি কোন বীরপুরুষ বীরেন্দ্র-সমাজের প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকেন, যদি কোন অদীনপরাক্রম মহাপুরুষ অলোকসামান্য দেশানুরাগ জন্য স্বর্গস্থ দেব-সমিতিতে অপ্সরাদিগের বীণানিন্দিত মধুর স্বরে স্তুত হইয়া থাকেন, তবে তিনি সেই লিওনিদস্ ও মিলতাইদিস্। এই থর্ম্মাপলী ও মারাথনের সহিত হলদিঘাট ও চিনিয়াবালা এবং লিওনিদস্ ও মিলতাইদিসের সহিত প্রতাপ সিংহ ও শেরসিংহের নাম গ্রথিত করা ভারতবর্ষের অল্প গৌরব ও অল্প সম্মানের পরিচয় নহে। ফলতঃ চিনিয়াবালা উনবিংশ শতাব্দীর একটি পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্র। কবির রসময়ী কবিতায় উহা অনন্তকাল লীলা করিবে—ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় উহা অনন্তকাল ঘোষিত হইবে। শেরসিংহ অনন্তকাল বীরেন্দ্রসমাজে শ্রদ্ধার পূজা পাইবেন এবং পবিত্র হইতেও পবিত্রতর হইয়া অনন্তকাল অমরশ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট থাকিবেন *।

কিন্তু সৌভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিন এক জনের পক্ষে থাকেন না। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অদৃষ্ট চক্রনেমির ন্যায় একবার উর্দ্ধ আর একবার অধোগামী হইয়া ইহলোকে সংসারের চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতেছে। শের সিংহ চিলিয়াবালায় যে বিজয়শ্রীতে পরি-

* এই শেষ যুদ্ধ ইতিহাসে "দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে কিন্তু লাহোর দরবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন না। প্রথম শিখযুদ্ধ যেমন লাহোর দরবার ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে ঘটিয়াছিল, দ্বিতীয় যুদ্ধ তেমন ঘটে নাই। লাহোরদরবারের অনেক সৈন্য এই যুদ্ধে ইঙ্গরেজের পক্ষে ছিল। স্বদেশবৎসল সর্দ্দার শেরসিংহ নানা কারণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া এই যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা ততটা সঙ্গত বোধ হয় না।

শোভিত হন, গুজরাটে তাহা অন্তর্হিত হয়। তিনি চিনিয়াবালা হইতে গুজরাটে গিয়া তাঁহার পিতার সহিত মিলিত হন। এদিকে সেনাপতি হুইস্‌ও মূলতান হইতে প্রত্যাগত হইয়া লর্ড গফের সৈনিকদলে প্রবেশ করেন। ২১ শে ফেব্রুয়ারি গুজরাটে পুনর্ব্বার উভয় পক্ষের সংগ্রাম হয়। এবার ব্রিটিশ সেনাপতি বিজয়ী হন। ছত্র সিংহ ও শেরসিংহ আর যুদ্ধ না করিয়া ১৪ই মার্চ্চ বিজেতার বশ্যতা স্বীকার করেন। ৩৫ জন সর্দ্দার এবং ১৫,০০০ সৈন্যের অস্ত্র বিজেতার হস্তে সমর্পিত হয়।

শিখ সর্দ্দারেরা পরাজিত হইলেও তেজস্বিতা হইতে বিচ্যুত হন নাই। শিখগুরু, ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার ওয়াল্টার গিলবার্টের দক্ষিণ পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগপুর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে গম্ভীর স্বরে কহেন, "ইঙ্গরেজদিগের অত্যাচার প্রযুক্ত আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমরা স্বদেশের জন্য যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়াছি। এখন আমাদের দুরবস্থা ঘটিয়াছে। আমাদের সৈনিকগণ পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রে বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছে, আমাদের কামান, আমাদের অস্ত্র, সমস্তই হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। আমরা এখন নানা অভাবে পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিতেছি। আমরা যাহা করিয়াছি; তাহার জন্য কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হই নাই। আমরা আজ যাহা করিয়াছি, ক্ষমতা থাকিলে কালও তাহা করিব।" এইরূপ তেজস্বিতার সহিত শিখসর্দ্দারগণ একে একে আপনাদের অস্ত্র ভূমিতে রাখিলেন। পরে সকলেই গম্ভীরস্বরে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, "আজ হইতে মহারাজ রণজিৎ সিংহের যথার্থ মৃত্যু হইল।" কিন্তু এই তেজস্বিতা—এই স্বদেশ-বৎসলতার সম্মান রক্ষিত হইল না। যে সকল শিখসৈনিক গুজরাটের যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছিল, তাহারা দয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাস্রোতে বীরত্বের সম্মান, বীরত্বের আদর, সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গেল।

এইরূপে উপস্থিত যুদ্ধ শেষ হইল। লর্ড ডালহৌসী এই অবসরে সর্ব্বগ্রাসক মুখ ব্যাদান করিলেন। ইলিয়ট সাহেব গবর্ণরজেনেরলের প্রতিনিধি হইয়া লাহোর-দরবারে প্রেরিত হইলেন। স্যার্ ফ্রেডরিক কারির কার্য্যকাল শেষ হওয়াতে স্যার্ হেন্‌রি লরেন্স পুনর্ব্বার রেসিডেন্টের

কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইলিয়ট তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ২৮শে মার্চ্চ মহারাজ দলীপ সিংহকে স্বীয় রাজ্য কোম্পানির হস্তে সমর্পণ করিতে বলিলেন। তৎপর দিন (২৯ শে মার্চ্চ) শেষ দরবার হইল। দলীপ সিংহ এই শেষ বার পিতার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। অদূরে শ্রেণী-বদ্ধ ব্রিটিশ সৈন্য সশস্ত্র দণ্ডায়মান রহিল। দেওয়ান দীননাথ এই অত্যা-চার নিবারণ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, সন্ধির নিয়ম দেখাইয়া শিখ-রাজ্য রক্ষা করিতে অনেক কথা কহিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ডালহৌসীর ঘোষণাপত্র পঠিত হইলে দরবার শেষ হইল। অমনি রণজিতের দুর্গে ব্রিটিশপতাকা উড়িল। দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। মহা-রাজ রণজিৎ সিংহের বাক্য সফল হইল। পঞ্জাব-রাজ্য ভারত-মানচিত্রে লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল *।

৩০ শে মার্চ্চ ডালহৌসীর ঐ ঘোষণাপত্র ফিরোজপুর হইতে ভারতবর্ষের সমস্ত ব্রিটিশাধিকৃত স্থানসমূহে প্রচারিত হইল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাব গ্রহণের অঙ্গীকারপত্রে মহারাজ দলীপ সিংহ এবং তাঁহার পোষ্যবর্গের জন্য বার্ষিক বৃত্তি অন্যূন ৪ লক্ষ ও অনধিক ৫ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। যে লোক-প্রসিদ্ধ কহিনুর হীরক অঙ্গাধিপতি মহারাজ কর্ণ হইতে, বিপ্লবের পর বিপ্লবে রণজিৎ সিংহের হস্তগত হইয়াছিল, রণজিৎ যাহা অতিগৌরবে বাহুতে ধারণ করিতেন, ডালহৌসী "পাঁচ জুতি" মূল্য দিয়া তাহা তদীয় পুত্র দলীপ সিংহ হইতে গ্রহণ করিলেন †।

কে সাহেব সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "লর্ড ডালহৌসী যে,

* *Empire in Asia. p. 351.*

† কোহিনুরের ইতিবৃত্ত নিতান্ত অদ্ভুত। কিংবদন্তী অনুসারে ঐ মণি গোলকুণ্ডার আকর হইতে উত্তোলিত হইয়া মহারাজ কর্ণের অধিকারে থাকে। তৎপরে উহা উজ্জয়িনীরাজের শিরোভূষণ হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন মালবদেশ অধিকার করিয়া উহা প্রাপ্ত হন। পাঠানরাজত্বের ধ্বংশ হইলে ঐ মণি মোগলদিগের অধিকারে আইসে। ইহার পর নাদির শাহ মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহকে পরাজিত করিয়া ঐ মণি গ্রহণ করেন। নাদিরের হত্যার পর কাবুলের আহম্মদ শাহ ইহা প্রাপ্ত হন। আহম্মদ শাহের পরলোকপ্রাপ্তির পর উহা তদীয় উত্তরাধিকারী শাহ সুজার হস্তগত হয়। মহারাজ রণজিৎ সিংহ শাহ সুজাকে পরাজিত করিয়া ঐ মণি গ্রহণ করেন। এক্ষণে উহা ইঙ্গলণ্ডেশ্বরীর নিকট রহিয়াছে। কথিত আছে,

মহারাজ দলীপ সিংহকে নানা বিপদ ও চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিয়া তাঁহার আবশুক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে সুখময় পরিবর্ত্তন হইল"! * সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই কে সাহেবের এই বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

কালের কি অচিন্ত্য প্রভাব! নিয়তিনেমির কি নিদারুণ পরিবর্ত্তন! যে পঞ্চনদে আর্য্য মহর্ষিগণ "প্রশস্তহৃদয়া তটিনীর মনোহর পুলিনে উপবিষ্ট হইয়া জলদগম্ভীর মধুরস্বরে সাম গান করিতেন, যে পঞ্চনদের নির্জ্জন গিরি-গহ্বরে যোগাসনে সমাসীন হইয়া, যোগরত আর্য্য তাপসগণ সৃষ্টির প্রাণরূপিণী পরমা শক্তির ধ্যানে সংযতচিত্ত থাকিতেন" যে পঞ্চনদে মহারাজ রণজিৎ সিংহ যুদ্ধকুশল জাতিকে বশীভূত করিয়া পরমসুখে রাজ্য শাসন করিতেন, অদ্য সেই পঞ্চনদ ব্রিটেনিয়ার করায়ত্ত, অদ্য সেই পঞ্চনদ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত। "প্রলয় পয়োধির জলোচ্ছ্বাসে" সে গৌরব সে মহত্ত্ব সমস্তই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। অদ্য যাহা দেখিতেছ, তাহা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার অধীন প্রদেশ, সংবাদপত্রে অদ্য যাহার বিবরণ পাঠ করিতেছ, তাহা এই অধীন প্রদেশের কাহিনী মাত্র। "নূতন সৃষ্টি, নূতন রাজ্য এবং সর্ব্বত্রই নূতন শক্তির সঞ্চার-চিহ্ন।"

যদি ন্যায়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই উত্তর পাইবে যে, লর্ড ডালহৌসী চিরন্তন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া পঞ্জাব রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, কখনও মার্জ্জনীয় নহে। শের সিংহ যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তাহা কেবল পিতার অপমান জন্য। লাহোরদরবারের প্ররোচনায় তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। ডিউক অব আর্গাইলের ন্যায় মনস্বী ব্যক্তিও স্বীকার করিয়াছেন, "খালসা সৈন্যই শিখযুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছিল, লাহোর গবর্ণমেণ্ট উহার মধ্যে ছিলেন

একদা ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধি কোহিনুরের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে রণজিৎ সিংহ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "এস্কো কিম্মৎ পাঁচ জুতি।" অর্থাৎ সকলেই ইহা পূর্ব্বাধিকারীর নিকট হইতে বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছেন।—*Encyclopædia Britannica (Eighth Edition) Vol. VIII., p.* 4-5.

* *Kaye's Sepoy War, Vol. I., p.* 47.

না”*। প্রতিনিধিসভার যে আট জন সভ্য রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ছয় জন সন্ধির নিয়ম ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, অবশিষ্ট দুই জনের মধ্যে এক জনের প্রতি সন্দেহ হয়। কেবল একমাত্র শেরসিংহ প্রকাশ্যভাবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন†। তাহাও স্বীয় জনকের ঘোরতর অপমান জন্য। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মেজর এড্‌ওয়ার্ডিস স্বীকার করিয়াছেন যে, শের সিংহ আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত বিলক্ষণ সদ্ভাবে কার্য্য করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি লাহোরে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের নিকট যে সমস্ত পত্র লিখেন, তাহাতে শেরসিংহের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়‡। যখন শিখদিগের কেহই মূলতানে যাইয়া আপনাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে সম্মত হয় নাই, তখন একমাত্র শেরসিংহ ব্রিটিশ সেনাদলের সহায় হন, যখন মূলরাজের সৈন্য ব্রিটিশ সৈন্য আক্রমণ করে, তখন শেরসিংহ তাহাদিগকে পরাজিত ও দূরীভূত করেন, যখন মূলতানবাসিগণ ব্রিটিশ সেনানায়ককে অগ্রসর হইতে বাধা দেয়, তখন শেরসিংহ আপনার কামান সকল সজ্জিত করিয়া তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হন§। ঈদৃশ ব্রিটিশানুরক্ত বীর পুরুষ পরিশেষে প্রপীড়িত হইয়া অগত্যা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। অধিকন্তু প্রতিনিধিসভার যে ছয় জন সভ্য বিশ্বাসী ছিলেন, লর্ড ডালহৌসী তাঁহাদিগকে কহেন, যদি তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত একমত না হন, যদি তাঁহারা দলীপ সিংহের রাজ্যচ্যুতি ও পঞ্জাব অধিকারের নিয়মপত্রে স্বাক্ষর না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। এইরূপে বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করান হইয়াছিল¶। এদিকে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট লাহোর-দরবারের অধ্যক্ষ ছিলেন। দলীপ সিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট

* *India under Dalhousie and Canning, p. 55.*

† *Retrospects &c., p. 159.*

‡ *Edwardes, Punjab Frontier, Vol. II., p. 588-589.*

§ *Ibid. pp, 549, 564, 589.*

¶ *Retrospects and Prospects &c p. 154-155.*

তাঁহার অভিভাবক। মহারাণী ঝিন্দন বারাণসীতে নির্ব্বাসিত। সুতরাং দরবারের সমস্ত বিষয়েই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বেসর্ব্বা। তথাপি কোন্ দোষে দলীপ সিংহকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট করা হইল? কোন্ দোষে তাঁহার পৈতৃক রাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হইল? যখন দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর শাহ্ পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া মহারাজ পুরুকে সমরে পরাজিত করেন, তখন তিনি তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? পুরুর লোকাতীত বিক্রম, লোকাতীত সাহস দেখিয়া সেকেন্দর শাহ তাঁহাকে স্বপদে স্থাপিত ও তাঁহার সহিত মিত্রতা বন্ধন করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সুসভ্য দেশবাসী লর্ড ডালহৌসী সেই পঞ্জাবের একটি নির্দ্দোষ নিরীহস্বভাব বালককে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া অভিভাবকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। সময়ের কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! জ্ঞান ও ধর্ম্মের কি বিচিত্র উন্নতি!

পঞ্জাবে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে লর্ড ডালহৌসী একদা বারাকপুরে বক্তৃতা-কালে কহিয়াছিলেন—"আমি শান্তির ইচ্ছা করি, আমি উহার জন্য লালায়িত। ভারতবর্ষের শত্রুগণ যদি যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা করে, যুদ্ধই তাহারা পাইবে, এবং আমার কথা অনুসারে তাহারা উহা বিলক্ষণ প্রতিশোধের সহিত লাভ করিবে *।"

কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়ে লর্ড ডালহৌসীর ঐ উক্তি অপেক্ষা একজন ঐতিহাসিকের উক্তি আরও ভয়ঙ্কর। পবিত্র ইতিহাস লিখিতে গিয়া এই ঐতিহাসিক এক স্থলে লিখিয়াছেন—'শিখগণ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, তাহা-দিগের সমুদয় বিষয়ই সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ন্যায় যুদ্ধে তাহারা ঐ সমস্ত বিষয় হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সহিষ্ণুতা ও ধীরতা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা ও হঠকারিতা দ্বারা সেই সহিষ্ণুতা ও ধীরতার বিলক্ষণ প্রতিশোধ তুলিয়াছে †।' এই ঐতিহাসিকের লেখনী হইতে পুনর্ব্বার অন্য স্থলে এই বাক্য বহির্গত হইয়াছে—'আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে একটি সাহসী জাতির

* *Speech at the Barrackpore Ball, October 5, 1848. Vide Arnold's, Dalhousie's Administration Vol. I, p. 96.*

† *Kaye's Sepoy War, Vol. I, p. 46.*

এইরূপ যুদ্ধ অবশ্যই মানব জাতির মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ দৃশ্য, এবং উহার অধিনায়কগণ. ন্যায়তঃ সমবেদনা ও সম্মান লাভের অধিকারী। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি মুখে আমাদিগকে বন্ধু বলিয়া গোপনে আমাদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল। ইহারা আপনাদের হিতৈষণা এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা কলঙ্কিত করে, এবং মিথ্যাবাদিতা ও প্রতারণা দ্বারা আপনাদের সম্মান হইতে বিচ্যুত হয়'*।

এই ইতিহাসলেখক কেবল স্বজাতির গৌরব-প্রিয়তায় অন্ধ হইয়া ঐ-রূপ অসঙ্গত বাক্যের উল্লেখ পূর্ব্বক পবিত্র ইতিহাসের সম্মান বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যে সূত্রে পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়, তাহা পূর্ব্বে যথাযথ বিবৃত হইয়াছে। তৎসমুদয়ের পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে যে, কেবল লর্ড ডালহৌসী ও ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের অব্যবস্থিততায় যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। ডালহৌসীর অধিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট মহারাণী ঝিন্দনকে তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র ও অতুল রাজত্ব-সম্পৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্ব্বাসিত করেন, বৃদ্ধ শিখসর্দ্দার ছত্রসিংহকে সম্মানচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত করেন এবং পরাক্রমশালী শেরসিংহের হৃদয়ে তুষানল উৎপাদনের হেতুভূত হয়েন। ঈদৃশী অব্যবস্থিততা ও ঈদৃশী রাজনৈতিক চাতুরী হইতে যে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়, তাহার জন্য শিখগণ কখনও দায়ী হইতে পারে না। উদারচেতা অপক্ষপাত ঐতিহাসিকগণ সত্যের অনুরোধে অবশ্যই নির্দ্দেশ করিবেন, শিখগণ আপনাদের সম্মানরক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। রেসিডেণ্টের রণকণ্ডূয়ন তাহাদিগকে উত্তেজিত করে এবং ডালহৌসীর রাজনীতি তাহাদিগকে সমরক্ষেত্রে নর-শোণিত স্রোত প্রবাহিত করিতে উদ্যত করিয়া তুলে। ডালহৌসী বারাকপুরে শান্তির আশা করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সারবত্তা লক্ষিত হয় না। তিনি এক-দিকে পঞ্জাবে রাজনৈতিক চক্র আবর্ত্তিত করিতেছিলেন, অপরদিকে "শান্তি শান্তি" বলিয়া লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। শিখগণ সমরকুশল ও স্বাধীনতাপ্রিয় বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ।

**Kaye's Sepoy War, Vol. I., p. 58.*

গোবিন্দ সিংহ তাহাদের হৃদয়ে যে তেজঃ প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপসারিত হইবার নহে। তাহারা উন্নত, সুব্যবস্থিত ও জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত। কিছুতেই তাহারা আত্মসম্মান হইতে স্খলিত হয় না, কিছুতেই তাহারা পর-পদানত হইয়া পর-পদ-লেহনে সময়াতিপাত করে না। ডাল-হৌসী এই তেজস্বী সম্প্রদায়ের হৃদয়ে আঘাত করিয়া শান্তির আশা করিয়াছিলেন এবং এই তেজস্বী সম্প্রদায়কে অপমানিত ও অপদস্থ করিয়া সহিষ্ণুতা ও ধীরতার একশেষ দেখাইয়াছিলেন।

শিখ সেনানায়ক শেরসিংহ পূর্ব্বাবধি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বন্ধুত্ব ও সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন শেষে রেসিডেণ্টের অব্যবস্থিততাবশতঃ বৃদ্ধ পিতার ঘোরতর অপমান দেখিয়া ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। অপমানিত ও অপদস্থ বীরপুরুষের এইরূপ সমরবেশ কখনও ইতিহাসে ধিকৃত হইতে পারে না। শেরসিংহ হৃদয়ে আঘাত না পাইলে কখনও সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন না। কখনও তাঁহার প্রতিহিংসাবৃত্তি উদ্দীপিত হইয়া উঠিত না। তিনি অপমানিত হইয়া অপমানকারীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন; কোনরূপ প্রতারণা বা হঠকারিতা তাঁহাকে কলুষিত করে নাই; কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা বা মিথ্যাবাদিতা তাঁহার হিতৈষণাকে কলঙ্কিত করিয়া তুলে নাই। তিনি পবিত্র বীরধর্ম্মানুসারে সমরে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং অদ্ভুত সামরিক কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক পবিত্র বীরধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার্থ তরুণবয়স্ক বীরপুরুষের এইরূপ কার্য্যকুশলতা অবশ্যই ইতিহাসের বরণীয়। কোন পরনিন্দুক পরদ্বেষী ব্যক্তির হস্তে পড়িলে এই অলোক-সামান্য যুদ্ধবীর কলঙ্কিত হইতে পারেন এবং কোন অনুদার ও অদুরদর্শী ব্যক্তির হস্তে পড়িলে ইনি মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ইতিহাসে ধিকৃত হইতে পারেন। কিন্তু স্যার জন্ কের ন্যায় উদার ব্যক্তির তেজস্বিনী লেখনী হইতে এরূপ অনুদার বাক্য বহির্গত হওয়া সাতিশয় অনুচিত। বলিতে হৃদয় ব্যথিত হয়, কে সাহেবের এইরূপ লিখনভঙ্গীতে পবিত্র ইতিহাসের সম্মান বিনষ্ট হইয়াছে, পবিত্র লেখনী পক্ষপাতিত্বদোষে কলুষিত হইয়াছে।

কিন্তু কের ন্যায় সকলেই শিখ-সেনানায়ককে সাধারণ্যে ধিকৃত ও অপ-

দস্থ করেন নাই, সকলেই ডালহৌসীর রাজ্য-জয়ের প্রশংসা করিয়া আপনাদের অনুদারতাবিকাশে সাহসী হন নাই। অনেকে বিলক্ষণ ধীরতা ও বিচক্ষণতাসহকারে এ বিষয়ের বিচার করিয়াছেন এবং অনেকে সদ্বুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া ইতিহাসের সম্মান রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। মেজর ইবান্স বেল্ লিখিয়াছেন—"লর্ড ডালহৌসী কহিয়াছেন, 'আমরা আমাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার অধীন রাজ্য জয় করিয়াছি'। কিন্তু ইহা জয় নহে-—ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা। দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যের নিয়ন্তা বলিয়া পঞ্জাবে আমাদের সম্ভ্রম উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। উহার দুর্গ সকল হস্তগত করিয়াছিলাম এবং উহার বিদ্রোহী অধিবাসীদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছিলাম। আমরা দলীপ সিংহের রাজ্য রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; সন্ধির নিয়মভঙ্গ করিয়া পঞ্জাবের অধীশ্বর হইবার প্রত্যাশায় উক্ত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই নাই।* * প্রাচ্য ধারণা অনুসারে, যিনি বহুসংখ্য রাজাকে আপনার শাসন ও পালনের আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনিই চক্রবর্ত্তী। লর্ড ডালহৌসী হৃদয়ের সারল্য দেখাইয়া অনায়াসে ভারতীয় রাজাদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিতেন, তিনি ইহা না করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছেন, পবিত্র ইতিহাসের অবমাননা করিয়াছেন, উত্তর ভারতের সংস্কারসম্বন্ধে উপযুক্ত সুযোগ নষ্ট করিয়াছেন, এবং অন্যায় ও অবিচারে ভারতসাম্রাজ্য ভারাক্রান্ত করিয়াছেন। ভবিষ্য বংশ ও ইতিহাস আমাদের এই বাক্যের অনুমোদনকারী হইবেন" *।

টরেন্স বলিয়াছেন—"সাধারণ নিয়ম অনুসারে, দলীপ সিংহের রাজ্যচ্যুতি ও পঞ্জাব অধিকার অবশ্য ন্যায়ের বহির্ভূত বলিতে হইবে। দলীপ সিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক, সুতরাং তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে রাজনীতির কোন বিষয়েই দায়ী নহেন। রাজ-প্রতিনিধি সভার শিরঃস্থানে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট অবস্থিতি করিতেছিলেন, রাজধানীতে কোন গোলযোগই উপস্থিত হয় নাই এবং সাধারণ্যে অধিবাসীদিগের মধ্যে কোনও প্রকার বিদ্রোহভাব লক্ষিত হয় নাই, রাণী সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন,

* *Retrospects and Prospects, &c., p. 178-179.*

পরাক্রান্ত গোলাপ সিংহ বিশিষ্ট সদ্ভাবসহকারে ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। কেবল মুলতান ব্রিটিশ সৈন্যের প্রবেশ-পথ রোধ করিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে উহাও বিধ্বস্ত করিয়া নিষ্ঠুরপ্রকৃতি বিদ্রোহীদিগের অপরাধের শাস্তি দেওয়া হয়। যদি সামরিক আইন প্রচার করিয়া অবাধ্য খালসাদিগকে সম্পত্তিচ্যুত করা হইত, তাহা হইলেই সমগ্র ক্ষতির পূরণ ও প্রকৃত পক্ষে ন্যায়পরতা রক্ষিত হইত। ইহা না করাতে পক্ষপাতশূন্য ইতিহাস অবশ্যই বলিবে যে, পঞ্জাব অধিকার কেবল ডাকাতি মাত্র" *।

লাড্‌লো লিখিয়াছেন—"দলীপসিংহ অপ্রাপ্তবয়স্ক। ১৮৫৪ অব্দেই তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেন। আমরা প্রকাশ্যভাবে তাঁহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। যখন আমরা শেষ বার তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হই, তখন (১৮৪৮ অব্দের, ১৮ই নবেম্বর) প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, যাহারা শাসনসমিতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, তাহাদের শাস্তিবিধান জন্যই আমাদিগকে আসিতে হইয়াছে। আমরা ছয় মাসের মধ্যে দলীপ সিংহের রাজ্য নিজের অধিকারভুক্ত করিয়া ঐ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলাম। ১৮৪৯ অব্দের ২৪এ মার্চ্চ পঞ্জাব রাজ্যের স্বাধীনতা শেষ হয়, আমাদের রক্ষিত বালক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিভোগী হয়েন, রাজ্যের সমস্ত সম্পত্তি কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয়, এবং বিখ্যাত কোহিনুর মহারাণীর রত্ন ভাণ্ডারে প্রবেশ করে। সংক্ষেপে আমরা আমাদের রক্ষাধীন বালকের সমস্ত বিষয় আত্মসাৎ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার "রক্ষা-কার্য্য" নির্ব্বাহ করিলাম।

"* * * একবার দলীপ সিংহের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া পরক্ষণে তদীয় প্রজাদিগের অপরাধে তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া সাতিশয় অব্যবস্থিততার কার্য্য। আমরা বিদ্রোহী প্রজাদিগকে শাসন করিয়া অভিভাবকোচিত কার্য্য করিয়াছি মাত্র। ইহার জন্য দলীপ সিংহকে সম্পত্তিচ্যুত করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। বোধ কর, কোন বিধবা মহিলার কতকগুলি ভৃত্য বিদ্রোহী হইয়া পুলিশকে আক্রমণ করিল, পুলিশ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া মহিলার রক্ষার ভার লইল; উভয় পক্ষে আবার দাঙ্গা ঘটিল, আবারও

* *Empire in Asia., p. 352-353.*

পুলিশ জয়ী হইল। ইহার পর পুলিশের তত্ত্বাবধায়ক আসিয়া বিধবাকে নম্র-ভাবে কহিলেন, তাঁহার ভদ্রাসন, সম্পত্তি, সমস্তই পুলিশের অধিকৃত হইবে। তিনি উহার পরিবর্ত্তে সম্পত্তির উপস্বত্ব লইতে নিজের ভরণ পোষণোপযোগী কিছু অংশ পাইবেন মাত্র। অধিকন্তু তাঁহার বহুমূল্য হীরকের হার পুলিশের প্রধান কমিশনরের ব্যবহারার্থ দিতে হইবে, এক্ষণে যে দলীপ সিংহ খ্রীষ্টধর্ম্মা-বলম্বী হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয় অভিজাত-শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার নিরীহ-ভাব-পূর্ণ বাল্যাবস্থায় আমরা যেরূপ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, উল্লিখিত ঘটনা কি তাহার অতিরঞ্জিত চিত্র?

"পররাজ্যাধিকার-স্থলে ব্রিটিশ ন্যায়পরতার সম্বন্ধে আমাদের লর্ড ডাল-হৌসীর এইরূপ ধারণা ছিল। তদবধি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট ও ব্রিটিশ অধিপতি রেখা মাত্রও বিচলিত না হইয়া ঐ ধারণার অনুমোদক হইয়া আসিতেছেন *।"

পঞ্জাব অধিকৃত হইল। মহারাজ দলীপ সিংহ স্বকীয়রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত হইলেন। ফতেগড় তাঁহার বাসস্থান নিরূপিত হইল। তাঁহার যে সমস্ত খাসসম্পত্তি ছিল, ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট তাহাও অধিকার করিতে নিরস্ত থাকি-লেন না †। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, দলীপ সিংহ ও তাঁহার পোষ্যবর্গের বার্ষিক বৃত্তি অনধিক ৫ লক্ষ ও অন্যূন ৪ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু রাজ্যচ্যুতির পরে দলীপ সিংহ প্রথমে বার্ষিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পাইয়া-ছিলেন। সাত বৎসর পরে উহা বাড়াইয়া বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা করা হয়। ১৮৫৮ অব্দ হইতে দলীপ সিংহকে বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়ার বন্দো-

* *J. M. Ludlow, British India its Races and its History, Vol. II., p. 166-167.*

† দলীপ সিংহ স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার খাসসম্পত্তির একটি হইতে বৎসর আড়াই লক্ষ টাকা আয় হইত। লবণের খনি হইতে বৎসরে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইত। এতদ্ব্যতীত শাল অলঙ্কার প্রভৃতি দ্রব্যজাত ছিল। ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট সম্পত্তির অছি স্বরূপ ছিলেন। তথাপি গবর্ণমেণ্ট অসঙ্কুচিতচিত্তে উহা বিক্রয় করেন। সিপাহীযুদ্ধের সময়ে দলীপ সিংহের ফতেগড়ের আবাসবাটীতে অন্যূন আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। গবর্ণমেণ্ট উহার জন্য ৩০ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দলীপ সিংহ উহা গ্রহণ করেন নাই।

বস্ত হয় *। নানা কারণে ঐ টাকা হইতে আবার প্রতি বৎসর ৭০ হাজার টাকারও অধিক কাটান যায়। সুতরাং শেষে মহারাজ পঞ্জাবকেশরীর পুত্র ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট হইতে বার্ষিক ১. লক্ষ ৮০ হাজার টাকারও কম পাইয়াছেন।

রাজ্যচ্যুতির সময়ে দলীপ সিংহের বয়স এগার বৎসর ছিল। তিনি এই সময়ে স্যার জন্ লজিন্ নামক একজন ইঙ্গরেজের শিক্ষাধীন হন। ১৮৫৩ অব্দে ফতেগড়ের একজন খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক স্বীয় ধর্ম্ম গ্রন্থের অনুশাসন অনুসারে তাঁহাকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইহার এক বৎসর পরে পঞ্জাবকেশরীর খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী পুত্র ইঙ্গলণ্ডে উপনীত হয়েন †। শেষে পারী নগরীতে তাঁহার দেহাত্যয় হয়। চিরপ্রসিদ্ধ কোহিনুর এখন মহারাণী ভারতসাম্রাজ্যেশ্বরীর রত্নভাণ্ডার উদ্ভাসিত করিতেছে। আর মহারাণী ঝিন্দন? যাঁহার জন্য প্রভুভক্ত খালসা সৈন্য উন্মত্ত হইয়া ভীষণ অনল-

* এই আড়াই লক্ষ ব্যতীত দলীপ সিংহের আত্মীয় স্বজনের ভরণপোষণ জন্য, গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ঐ সকল আত্মীয় স্বজনের অনেকের মৃত্যু হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট বোধ হয়, ৪০ কি ৫০ হাজার টাকা প্রতি-বৎসর দিয়াছেন। অবশিষ্ট টাকা দলীপ সিংহের হস্তগত না হইয়া গবর্ণমেণ্টের কোষাগারেই গিয়াছে।

† ইঙ্গলণ্ডে স্থায়িরূপে অবস্থিতি করা, প্রথমে দলীপ সিংহের অভিপ্রেত ছিল না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় তিনি ঐরূপ বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৫৭ অব্দে সিপাহী যুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে স্বদেশে আসিতে দেন নাই। বহুকাল ইঙ্গলণ্ডে থাকিয়া দলীপ সিংহ স্বদেশবাসে উদ্যত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়ে বিলাত হইতে তাঁহার প্রিয়তম জন্মভূমি পঞ্জাবের অধিবাসীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ভাবে আপনার ভুল্লি-বার হৃদয়বেদনা পরিব্যক্ত করিতেও ত্রুটি করেন নাই :—

"প্রিয়তম স্বদেশীয়গণ! ভারতবর্ষে যাইয়া বাস করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সদ্‌গুরু সকলের বিধাতা। তিনি আমা অপেক্ষা ক্ষমতাশালী। আমি তাহার ভ্রান্ত জীব। আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমি তাহার ইচ্ছায় ইঙ্গলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, ভারতে যাইয়া, সামান্য ভাবে বাস করিব। আমি সদ্‌গুরুর ইচ্ছার নিকটে মস্তক অবনত করিতেছি; যাহা ভাল, তাহাই হইবে!

"খাল্‌সাগণ! আমি আমার পূর্ব্ব পুরুষদিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করাতে আপনাদের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু আমি যখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হই, তখন আমার বয়স বড় অল্প ছিল।

"আমি বোম্বাই উপস্থিত হইয়া, শিখধর্ম্ম গ্রহণ করিব। * * বাবা নানকের অনুশাসন অনুসারে চলিব এবং গুরু গোবিন্দ সিংহের আদেশ পালন করিব।

ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাঁহার কি দশা হইল? স্বীয় অবস্থার বহুবিধ পরিবর্ত্তন, পরে তিনি বৃদ্ধ, ভগ্নচিত্ত ও প্রায় অন্ধ হইয়া "সাত সমুদ্র তের নদীর" পারে তনয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। ১৮৬৩ অব্দে বারিধি-বেষ্টিত অপরিচিত, অজ্ঞাত ও নির্জ্জন স্থানে প্রাণাধিক তনয়ের পার্শ্বে মহারাজ রণজিৎ সিংহের এই রাজ্যভ্রষ্ট শ্রীভ্রষ্ট মহিষীর জীবনস্রোতঃ অনন্ত কাল-সাগরে মিশিয়া গেল।

লর্ড ডালহৌসী সন্ধি ভঙ্গ করিয়া পঞ্জাবরাজ্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় সংযোজিত করিলেও উহার শাসনে ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন নাই। যে ঘোষণাপত্র দ্বারা পঞ্জাব রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়, তাহা গবর্ণর জেনেরেলের কার্য্যালয়ে দীর্ঘকাল পুঞ্জীকৃত বা অব্যবস্থিত হইয়া থাকে নাই। যখন লর্ড গফ্ খালসাদের পরাজয়-সাধনার্থ যুদ্ধের শৃঙ্খলাবিধানে ব্যাপৃত হয়েন, তখনই গবর্ণরজেনেরেল পঞ্জাব আপনাদের হস্তগত মনে করিয়া,ইলিয়ট সাহেবের সহিত উহার শাসন-সংক্রান্ত বন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। গুজরাটের বিজয়লক্ষ্মীর সহিত নবাধিকৃত রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত সমুদয় শৃঙ্খলাই গবর্ণমেণ্টের অধিগত হইয়াছিল। কর্ম্মচারিগণ প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কর্ম্মপারিপাট্য নিয়মবদ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে কোন গোলযোগ উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট পথ কণ্টকিত করিল না, কোন বিশৃঙ্খলা সঙ্ঘটিত হইয়া অভীষ্ট কার্য্য বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তুলিল না। কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইল; কার্য্যকারকগণ যথাযথ স্থলে যথাযথ কার্য্যে গমন করিলেন। কোন শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত কর্ম্মচারিগণ অপেক্ষা অন্য কর্ম্মচারিগণের প্রতি অধিকতর বিশ্বাসস্থাপন করেন

"আমার বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও, আমি পঞ্জাবে যাইয়া আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না; এই জন্য আপনাদিগকে এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম।

"ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বরীর প্রতি আমার যে প্রগাঢ় ভক্তি আছে, তাহার সমুচিত পুরস্কার পাইয়াছি। সদ্গুরুর ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

ওয়া গুরুজীকি ফতে,
প্রিয়তম স্বদেশীয়গণ,
আমি আপনাদের রক্তমাংসের
দলীপ সিংহ।"

নাই এবং কোন শাসনকর্ত্তা এই কর্ম্মচারিগণকর্ত্তৃক অধিকতর বিশ্বস্ততা বা শ্রদ্ধাসহকারে সম্পূজিত হয়েন নাই।

গবর্ণমেণ্ট যে রাজ্য বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ বলিয়া হস্তগত করিলেন, তাহার পরিমাণ পঞ্চাশ সহস্র বর্গ মাইল এবং অধিবাসীর সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ। অধিবাসীর অধিকাংশই হিন্দু, শিখ ও মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী। শিখগণ নানকের গভীর সাধনাবলে সম্মানিত ও গোবিন্দ সিংহের মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া পঞ্জাবে আবাস পরিগ্রহ করিয়াছিল। এই শিখদিগকে ব্রিটিশরাজ পর্য্যুদস্ত করেন, এবং প্রধানতঃ এই শিখ-সৈনিকগণকেই পরাজিত করিয়া তুলেন। কিন্তু শিখগণ পঞ্জাবের স্থাপয়িতা বা প্রাচীন অধিবাসী নহে। ইহারা ব্রিটিশ কোম্পানির অভ্যুদয় সময়ে পঞ্জাবে আপনাদের আধিপত্য প্রসারিত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। মুসলমানগণ পঞ্জাবের অধিকাংশ নগরের পরিপুষ্টি সাধন করেন। মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পঞ্জাবের নগরশ্রেণী স্থাপিত হয়, এবং পরিশেষে মহম্মদধর্ম্মাবলম্বিগণ উহা সম্প্রসারিত ও সুশোভিত করিয়া তুলেন। মুসলমানদিগের রাজত্বসময়ে দিল্লীর ন্যায় লাহোরও সমৃদ্ধ ছিল। মুসলমান সম্রাটগণ দিল্লীর ন্যায় লাহোরেও সময়ে সময়ে অবস্থিতি করিতেন। উহার পূর্ব্বে পঞ্জাবের স্থলবিশেষ গ্রীস ও বাক্‌ত্রীয় রাজ্যের অধীন ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়পতাকা যখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উড্ডীন হইয়াছিল, শ্রমণদিগের প্রভাবে ব্রাহ্মণগণ যখন শীত-সঙ্কুচিত বৃদ্ধের ন্যায় সঙ্কুচিত হইতেছিলেন, অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের কীর্ত্তি যখন সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের শাসন-মহিমার গৌরবস্পর্দ্ধী হইতেছিল, তখন পঞ্জাবের কোন কোন স্থলে গ্রীক ও বাক্‌ত্রীয় ভূপতিগণেরও আধিপত্য প্রসারিত হইয়াছিল। পঞ্জাবের অধিবাসীরা যেমন নানা ধর্ম্মে ও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, উহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও সেইরূপ নানা ভাবে নানা বেশে প্রতিভাত। কোন স্থলে উর্ব্বর ও কর্ষিত ভূমি, শস্যসম্পত্তিশোভিত ক্ষেত্র, মনোহর উদ্যান রহিয়াছে, কোন স্থানে বৃক্ষ-লতা-শূন্য ও প্রখর সূর্য্যকিরণ-

দলীপ সিংহ ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন, কিন্তু ঐ পত্র প্রকাশিত হইলে, গবর্ণমেণ্ট নানা সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে পথে আদন্ নগরে আটক করেন। পঞ্জাবকেশরীর পুত্র শিখধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আদেশে তাঁহাকে আবার ইংলণ্ডে যাইতে হইয়াছিল।

বিশুষ্ক ভূখণ্ড বা বালুকারাশিসমাকীর্ণ মরুভূমি পথিকদিগের ভীতি উৎপাদন করিতেছে, কোন স্থলে ভীষণ অরণ্য ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদগণের আবাসভূমি হইয়া রহিয়াছে, কোন স্থলে সুদূরবিস্তৃত হিমালয়ের উন্নত শৃঙ্গরাজি আলেখ্যবৎ রমণীয়তা পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে। এই মনোহর ভূখণ্ড দিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সিন্ধুর পঞ্চশাখা প্রবাহিত হইতেছে। পঞ্জাব ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিপূর্ণ ও অতীত গৌরবে বিভূষিত। যে স্থানে আর্য্যগণ গোধন সঙ্গে পদার্পণ পূর্ব্বক ভক্তিরসার্দ্রহৃদয়ে বেদ গান করিয়াছিলেন, দিগ্বিজয়ী সেকন্দর শাহ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মহাতেজস্বী পুরু বীরধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, মেগস্থেনিস ভারতীয় ঘটনানিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া ঐতিহাসিক জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এবং যে স্থানে স্বদেশগমনপ্রয়াসী আর্গস্‌বাসী গরীয়সী জন্মভূমির জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদের অধিনেতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, সে স্থান মোহিনী কল্পনা ও গম্ভীর চিন্তাশক্তির প্রধান উদ্দীপক। এইরূপ প্রাচীন ঘটনাপূর্ণ দেশ ব্রিটিশ পতাকায় শোভিত হয়, এবং এইরূপ জনপূর্ণ ও শস্যশালী ভূখণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকুশল ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তুলে।

ঈদৃশ অবস্থাপন্ন, ঈদৃশ জনপূর্ণ ও ঈদৃশ বিস্তৃত জনপদের সুশাসন জন্য নূতন পদ্ধতি অনুসারে নূতন সমিতি সংগঠিত হইয়াছিল। লর্ড ডালহৌসী সৈনিকদলের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন না। তিনি অভিজ্ঞ দেওয়ানী কর্ম্মচারী ও অভিজ্ঞ সৈনিক পুরুষ, আদরসহকারে গ্রহণ করিতেন। ঐ উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিই তাঁহার সবিশেষ আস্থা ছিল,এবং ঐ উভয় সম্প্রদায়ই যে,একীভূত হইয়া কোন প্রদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন, ইহাতেও তাঁহার বিশ্বাস ছিল। সুতরাং ডালহৌসী ঐ সম্প্রদায়দ্বয়ের লোক লইয়াই কার্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন। উভয় সম্প্রদায়েরই কার্য্যস্থল নিরূপিত হইল. উভয় সম্প্রদায়ের লোকই যথাযোগ্য স্থলে সন্নিবেশিত হইলেন। এই সকলের উপর একটি শাসনসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল; তীক্ষ্ণবুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শী হেন্‌রি লরেন্স ঐ শাসনসমিতির অধিনায়ক হইলেন।

অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে এই গুরুতর ভার সমর্পিত হয় নাই, অযোগ্য ব্যক্তি এই গুরুতর ভার গ্রহণ করিয়া সাধারণের বিশ্বাস নষ্ট করেন নাই। সমস্ত

স্বাধীনচেতা ও তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিই উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে উপযুক্ত ভার সমর্পিত হইয়াছে বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। হেন্‌রি লরেন্স প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞ ও প্রগাঢ় কর্ত্তব্যকুশল ছিলেন, তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত ছিল, ইচ্ছা সাধু ছিল এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি অনমনীয় ও অবিচলিত ছিল। কোন ব্যক্তি হেন্‌রি লরেন্সের ন্যায় নববিজিত রাজ্যের শৃঙ্খলাবিধানে অধিকতর সমর্থ ছিলেন না এবং কোন ব্যক্তি হেন্‌রি লরেন্সের ন্যায় পরাক্রান্ত, যুদ্ধকুশল ও তেজস্বী সম্প্রদায়কে আপনাদের বশবর্ত্তী রাখিতে অধিকতর যোগ্য ছিলেন না।

হেন্‌রি লরেন্সের ভ্রাতা জন লরেন্স শাসনসমিতির দ্বিতীয় সভ্যের পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। জন্ লরেন্স কোম্পানির একজন সিবিল কর্ম্মচারী। তিনি শাসনসংক্রান্ত কার্য্যে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যপ্রিয়তা বলবতী ছিল, এবং পরিশ্রম, একাগ্রতা ও অধ্যবসায় তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার গুরুতর কার্য্য সাধনের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল। যদিও জন্ লরেন্স প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না, যদিও উইলিয়ম পিট্, জন ব্রাইট্ অথবা প্রিন্স বিস্‌মার্কের ন্যায় লোকাতীত বুদ্ধিমত্তা তাঁহাতে প্রতিভাত হইত না, তথাপি তিনি সুপটু ও সুদক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজস্বের বন্দোবস্ত কার্য্যে বিশিষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। ইহার পর তিনি দিল্লীর মাজিষ্ট্রেট হয়েন। এই কার্য্যে জন লরেন্সের ক্ষমতা অধিকতর বিকশিত হইয়া উঠে। তদানীন্তন গবর্ণরজেনেরল লর্ড হার্ডিঞ্জ লরেন্সের কার্য্যপটুতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া তাঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে উহা অপেক্ষা কোন গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠেন। যখন প্রথম শিখযুদ্ধ শেষ হয়, যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ জলন্ধর দোয়াব যখন ব্রিটিশ-রাজ হস্তগত করেন, তখন জন লরেন্সের প্রতিই সেই প্রদেশের শাসনভার সমর্পিত হয়। ইহার পর হেন্‌রি লরেন্সের অনুপস্থিতিকালে জন লাহোরে গিয়া, তাঁহার অগ্রজের স্থলে প্রতিনিধি রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। যদিও এই উভয় লরেন্সের প্রকৃতিগত বৈষম্য ছিল, তথাপি ইহারা উভয়েই স্থিরতা, কর্ত্তব্যপ্রিয়তা ও মানসিক দৃঢ়তায় তুল্য ছিলেন। উভয়েই উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত সাহস-সহকারে ভারতের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং উভয়েই যোগ্যতার

সহিত আপনাদের কার্য্য সম্পাদন করিয়া ভারতীয় ইতিহাসে বরণীয় হইয়া উঠেন।.

লাহোরের শাসন-সমিতির তৃতীয় সদস্য চার্লস্ গ্রাণবিল মান্সেল। ইনিও একজন সিবিল কর্ম্মচারী ছিলেন। ভারতবর্ষের রাজস্ব সংক্রান্ত-বিষয়ে ইহার বিশিষ্ট দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ছিল। মান্সেল সাধুতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সকলের শ্রদ্ধাস্পদ ও আদর-ভাজন হইয়াছিলেন। স্থূলতঃ বিবেচনা করিলে ঐ নবাধিকৃত রাজ্যের নূতন সমিতিতে সুযোগ্য ও সুব্যবস্থিত কর্ম্মচারীই নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই নির্ব্বাচনে লর্ড ডালহৌসীর সুরুচি ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এবং ইহাতে তাঁহার বিশিষ্ট সুব্যবস্থিততাও লক্ষিত হইয়াছে।

ঐ শাসনসমিতির সদস্যবর্গ শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে পরস্পর দায়ী হইলেও বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। হেন্‌রি লরেন্স সর্দ্দারদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন, পঞ্জাবী সৈনিকদলের শৃঙ্খলাসম্পাদন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজের শিক্ষার বন্দোবস্তকরণ প্রভৃতি সমস্ত রাজনৈতিক বিষয়ের ভার গ্রহণ করেন। জন লরেন্সের প্রতি দেওয়ানী ও রাজস্ব-সংক্রান্ত বন্দোবস্তের ভার সমর্পিত হয়, এবং মান্সেল বিচার-কার্য্যের পরিদর্শক হয়েন। এই সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষত্রয়ের অধীনে কোম্পানির দেওয়ানী ও সৈনিক বিভাগ হইতে কতিপয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েন। সমস্ত প্রদেশ সাত ভাগে বিভক্ত হয়; প্রতি বিভাগে এক একজন কমিশনর ও তাঁহার অধীনে ডেপুটি কমিশনর, সহকারী কমিশনর প্রভৃতি যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্যসম্পাদনে ব্রতী হয়েন।

যে সকল কর্ম্মচারী পঞ্জাবের শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এক এক সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামরিক বিভাগের উচ্চতম পদে অধিরূঢ় হয়েন। ডালহৌসী এই নূতন রাজ্যের শাসনকার্য্যে বিশিষ্ট মনোযোগী হইয়াছিলেন, সুতরাং ইহাতে অনেক উপযুক্ত কর্ম্মচারী প্রবেশিত করিতে কাতর হন নাই। যৌবনের দৃঢ়তা ও শ্রমশীলতা এবং প্রৌঢ়ত্বের দূরদর্শিতা ও স্থিরতা, এই পঞ্জাবী কর্ম্মচারিগণের মধ্যে পরিদৃষ্ট হইত। জর্জ এড্‌মনষ্টোন, ডোনাল্‌ড মাক্‌লিয়ড, রবর্ট মণ্টগোমরী,

ফ্রেডরিক মাক্‌সন্‌, জর্জ্জ মাক্‌গ্রেগর, রিচার্ড টেম্পল, এড্‌ওয়ার্ড থরন্‌টন্‌ নিবিল চেম্বার্লেন, জর্জ বার্নেস্‌ প্রভৃতি রাজপুরুষগণ পঞ্জাবেই প্রথমে আপনাদের কার্য্যকুশলতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শনে অগ্রসর হয়েন। এদিকে পূর্ত্তকার্য্যের ভার রবর্ট নেপিয়ারের প্রতি সমর্পিত হয়। সামরিক ও বৈজ্ঞানিক গুণ, উভয়ই রবর্ট নেপিয়ারকে পৃথিবীর মধ্যে একজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইঞ্জিনিয়ার করিয়া তুলিয়াছিল। নেপিয়ারের এই গুণগ্রাম পঞ্জাবক্ষেত্রে বিকশিত হইতে থাকে। এইরূপে সুযোগ্য কর্ম্মচারিগণ ধীরে ধীরে পরাজিত সম্প্রদায়কে বশীভূত করিতে যত্নবান্‌ হয়েন। দেওয়ানীর কৃষ্ণ বর্ণ ও সামরিক লোহিত বর্ণ, উভয়ই পরস্পর একতাসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া এক ক্ষেত্রে বিকাশ পাইতে থাকে। এই উভয় বর্ণে কখনও কোনরূপ বিরোধ ঘটে নাই। লরেন্সদ্বয়ের রাজনৈতিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেওয়ানী ও সৈনিক বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারীই একাগ্রতা ও অধ্যাবসায়সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, পার্শ্বে পার্শ্বে অবস্থান পূর্ব্বক স্বকর্ত্তব্যসম্পাদনে উন্মুখ হয়েন, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলেন; কোনরূপ প্রতিদ্বন্দিতা বা কোন রূপ বিদ্বেষবুদ্ধি তাঁহাদের হৃদয়গত মহান্‌ ভাব কলঙ্কিত বা কলুষিত করে নাই, কোন গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা তাঁহাদের কর্ত্তব্যপথ কণ্টকিত করিয়া তুলে নাই। তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে নবাধিকৃত রাজ্যে নববিজিত প্রজাসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেন, নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহাদের আবাস-শিবির চারিদিকে উন্মুক্ত করিয়া রাখিতেন*, এবং নিঃশঙ্কচিত্তে

* স্যার জন মালকম কহিতেন, নবাধিকৃত রাজ্য সুশাসন করিবার একমাত্র উপায় "চার দরওয়াজা খোলা" অর্থাৎ চারিদ্বার বিমুক্ত রাখা। পঞ্জাবের কর্ম্মচারিগণ এই বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। ইঁহাদের এক ব্যক্তি একদা লিখিয়াছিলেন যে, বৎসরের মধ্যে আট মাস কাল তাম্বুই তাঁহার গৃহ ছিল। তিনি অধিবাসীদিগকে ভাল বাসিতেন এবং আপনার কর্ত্তব্যসম্পাদনে সুখী হইতেন। সমস্ত লোকেই বন্ধুভাবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, পক্ব শ্মশ্রুধারী অধিবাসিগণ তাঁহার অরক্ষিত তাম্বুর দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রত্যহ তাঁহাকে উৎকৃষ্ট ফল, সুস্বাদু চিনি ও মসলা প্রভৃতি উপহার দিত। যখন তিনি তাহাদিগকে আপনার শিবিরে কার্পেটের উপর উপবেশন করিতে অনুমতি দিতেন এবং তাহাদের সহিত পূর্ব্বতন কাহিনী ও বর্ত্তমান ঘটনাবলীর সম্বন্ধে আলাপে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাঁহার এরূপ সন্তোষের আবির্ভাব হইত যে, সে সন্তোষ তাঁহার অদৃষ্টে আর কখনও ঘটিয়া উঠে নাই।—*Calcutta Review Vol, XXXIII. Comp. Kaye, Sepoy War. Vol. I., 56 note.*

তেজস্বী ও যুদ্ধকুশল সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ করিয়া আপনাদের সাধুতা ও সরলতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে ক্রমে আয়ত্ত ও অনুগত করিয়া তুলিতেন।

এইরূপে রণজিৎ সিংহের জনপদে ব্রিটিশ শাসন বদ্ধমূল হইতে লাগিল; এইরূপে রণজিতের শাসিত শিখগণ ধীরে ধীরে একে একে ব্রিটিশ-পতাকার আশ্রয়ে সম্মিলিত হইয়া উঠিল। যে সমস্ত পরাক্রান্ত খাল্‌সা সৈন্য এক সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে শঙ্কাকুল করিয়া তুলিয়াছিল, যাহাদের অদম্য তেজ, অবিচলিত সাহস, অক্লান্ত অধ্যবসায়প্রভাবে ব্রিটিশ সৈন্য এক সময়ে পরাজিত, বিধ্বস্ত ও পলায়িত হইয়াছিল, গোবিন্দ সিংহের মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত ও মহাপ্রাণতায় উদ্দীপিত হইয়া যাহারা বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারাও এক্ষণে অদৃষ্টের নিকট মস্তক অবনত করিয়া প্রশান্তচিত্তে ব্রিটিশ শাসনের অনুগত হইতে লাগিল। তাহাদের সমস্ত যুদ্ধোপকরণ ব্রিটিশ রাজের হস্তগত হইল। তাহাদের কামান, তাহাদের বন্দুক, তাহাদের সঙ্গীন, তাহাদের অসি এবং তাহাদের শূল ব্রিটিশ অস্ত্র নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিল। যুদ্ধকুশল খাল্‌সাগণ এক্ষণে ব্রিটিশ পতাকার অধীনে সজ্জিত হইয়া ব্রিটিশ সৈন্যদল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। পঞ্জাবে নূতন শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল ও পঞ্জাব নূতন শাসনকর্ত্তার অধীন হইয়া উঠিল।

পঞ্জাব এইরূপ অভিনব প্রণালী ও অভিনব শাসনকর্ত্তার অধীন হওয়াতে একতর সম্প্রদায়ের হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল *। প্রাচীন শিখ সর্দ্দারগণ এক সময়ে গৌরবে সমুন্নত এবং সম্মান ও সমৃদ্ধিতে সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। এক্ষণে পঞ্জাব ইঙ্গরেজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে

* পঞ্জাবের শাসনসংক্রান্ত প্রথম বিজ্ঞাপনীতে এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত বিজ্ঞাপনীতে একস্থলে লিখিত আছে:—"শ্রেণীবিশেষের অনিষ্ট সাধন না করিয়া কোন গুরুতর বিপ্লব সঙ্ঘটিত করা যায় না। যখন কোন রাজ্যের পতন হয়, তখন সেই রাজ্যের অভিজাত সম্প্রদায়ও কিয়দংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। যে সম্প্রদায় এক সময়ে রাজনৈতিক উন্নতির আশায় অথবা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় একাগ্রতায় পরিচালিত হইয়াছিল, সে সম্প্রদায় সাধারণ লোক ও সামান্য সমাজের সহিত সম্মিলিত হইতে অবশ্যই অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং তাহাদের পরাক্রান্ত বিজেতার বিরুদ্ধে কিয়দংশে শত্রুতাপ্রদর্শনে উন্মুখ হয়। সম্ভবতঃ ব্রিটিশশাসনে পঞ্জাবের সাধারণ লোকের অবস্থা ক্রমেই উন্নত হইবে।"—*Kaye, Sepoy War, vol., I. 58, note.*

তাঁহাদের সে গৌরব, সে সম্মান ও সে সমৃদ্ধি ক্রমশঃ হ্রস্ব ও বিলুপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহারা দেখিলেন, গবর্ণর জেনেরল অধীরতা দেখাইয়া যুদ্ধের কারণ নিচয় একত্র করিলেন, এবং পরিশেষে প্রতিশ্রুতি ও সন্ধি ভঙ্গ করিয়া পঞ্জাবে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন করিয়া দিলেন। তাঁহারা ধীরতাসহকারে সন্ধির নিয়ম রক্ষা করিতেছিলেন, তথাপি লর্ড ডালহৌসী পঞ্জাবে রণজিৎ-সিংহের বংশধরগণের আধিপত্য বিলুপ্ত করিলেন। তাঁহারা বন্ধুভাবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজের অভিভাবক হইতে দেখিয়া ভবিষ্য সুখের আশায় সন্তৃপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহাদের এ আহ্লাদ ও এ তৃপ্তি দীর্ঘস্থায়ী হইল না। গবর্ণর জেনেরল তাঁহাদিগকে সমরে পরিচালিত করিলেন, এবং পরিশেষে তাঁহাদের মর্য্যাদা ও চিরন্তন প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করিয়া পঞ্জাব কোম্পানির রাজ্যের সহিত সংযোজিত করিয়া তুলিলেন। এ বিরাগ, এ ক্ষোভ, তাঁহারা হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে সমর্থ হইলেন না। ইহা তাঁহাদের হৃদয় তরঙ্গায়িত করিতে লাগিল। কিন্তু হেন্‌রি লরেন্স এই বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ শিখ সর্দ্দারদিগকে পরিতোষিত করিতে বিমুখ হইলেন না। তিনি তাঁহাদের সৌম্যমূর্ত্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের সামাজিক গৌরব ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসবান্ হইলেন। সর্দ্দারগণ হেন্‌রি লরেন্সের এইরূপ বিনয়-নম্রতা ও উদারতা দর্শনে আপনাদের অদৃষ্টের নিকট মস্তক অবনত করিলেন, এবং হৃদয়ের তুষানল নির্ব্বাণ বা গোপন করিয়া ক্রমে বিজেতার সহিত সৌহৃদ্য-সূত্রে সম্বদ্ধ হইতে লাগিলেন।

কিন্তু পঞ্জাবের এই শাসন-সমিতি দীর্ঘকাল থাকিল না। লর্ড ডালহৌসী ১৮৫৩ অব্দে উহার মূলোচ্ছেদ করিলেন। পঞ্জাবের শাসনভার অনেকের হস্তে না রাখিয়া একের হস্তে রাখিতে তাঁহার বলবতী ইচ্ছা হইয়াছিল, এই ইচ্ছা ফলবতী করিবার জন্যই লাহোরের শাসন-সমিতি উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইল। যখন গবর্ণরজেনেরলের এই অভিপ্রায় জনরবে প্রচারিত হইল, তখন প্রতি বাজারে, প্রতি গৃহে, প্রতি শিবিরে লরেন্স-দ্বয়ের মধ্যে কাহার হস্তে পঞ্জাবের শাসনভার সমর্পিত হইবে, তদ্বিষয়ে বিতর্ক হইতে লাগিল। হেন্‌রি ও জন্ এই উভয়ের মধ্যে কে এই বিস্তৃত রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ

করিবেন ? সকলেরই হেন্‌রিও জনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সকলেই কাহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, দেখিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিল। কিন্তু ডালহৌসী মনোমত কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে দোলায়মান-চিত্ত হইলেন না। লর্ড হার্ডিঞ্জ হেন্‌রিকে মনোনীত করিতেন, লর্ড ডালহৌসী জন্‌কে মনোনীত করিলেন। ইহাতে অনেকে বিস্মিত বা বিরক্ত হইল না; অনেকে উভয়ের উপরেই সমান বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, এক্ষণে উভয়ের একতরকে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া নীরব হইল। কিন্তু আবার হেন্‌রি লরেন্স পঞ্জাব হইতে বিদায় গ্রহণ করাতে অনেকে সাতিশয় ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিল, হেনরি দীর্ঘকাল পঞ্জাবের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন, দীর্ঘকাল পঞ্জাব সুশাসিত ও সুব্যবস্থিত করিতে মনোযোগ ও যত্ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার নাম পঞ্জাবের শাসন-বিভাগ হইতে অপসারিত হওয়াতে অনেকেই মনঃক্ষোভে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। জন্‌ লরেন্সও অগ্রজের প্রাধান্য রক্ষার্থ ভ্রাতৃসৌহার্দ্দের বশবর্ত্তী হইয়া এই কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইবার সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু ডালহৌসী জনের কার্য্যে অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সুতরাং জনই পঞ্জাবের প্রধান কমিশনরের পদে নিয়োজিত হইলেন, এবং হেন্‌রি লরেন্স রাজপুতের গৌরবভূমি রাজপুতনায় গিয়া রেসিডেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন *।

হেন্‌রি লরেন্স গবর্ণর জেনেরলের এই মীমাংসার নিকট অবনত-মস্তক হইলেন, কিন্তু উহার সহিত একমত হইলেন না। লাহোরের শাসনসমিতির উচ্ছেদ হওয়াতে হেন্‌রি লরেন্স ক্ষুণ্ণ হইলেন। এক জনের হস্তে নবাধিকৃত রাজ্যের শাসন-ভার সমর্পণ করা হেন্‌রি লরেন্সের একান্ত অনিচ্ছা ছিল; এক্ষণে গবর্ণরজেনেরলকে তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে দেখিয়া তিনি, হৃদয়ে আঘাত পাইলেন। হেন্‌রি যে রাজনৈতিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন,

* হয়দরাবাদের রেসিডেণ্টের পদ এই সময়ে শূন্য হইয়াছিল। এই পদে স্যার চার্লস মেটকাফ্‌, প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। কে সাহেব অনুমান করেন, হেন্‌রি লরেন্স এই পদ তাঁহার ভ্রাতা অথবা তাঁহার নিজের জন্য রাখিতে ডালহৌসীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ডালহৌসী সেনাপতি 'লো'কে নিজামের দরবারে প্রেরণ করিলেন, এবং হেনরি লরেন্সকে রাজপুতনায় গবর্ণর জেনেরেলের এজেণ্ট করিয়া দিলেন।—*Kaye's Sepoy War, vol, I,, 6, note.*

এবং যে রাজনৈতিক মত এত দিন হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, সেই রাজনৈতিক মতের কিয়দংশে মর্য্যাদাহানি দেখিয়া তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। হেন্‌রি লরেন্স বুঝিতে পারিলেন যে,তাঁহার মন্ত্রণা এবং তাঁহার ধারণা অসময়ে পরিস্ফুট হইয়াছে। উহা ডালহৌসীর শাসনকালে কার্য্যে পরিণত হইবে না, সুতরাং তিনি নীরবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন এবং আপনার অভিনব কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ পূর্ব্বক অভ্যস্ত কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিতে লাগিলেন।

এদিকে জন্‌ লরেন্স পঞ্জাবে আধিপত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি লাহোরের শাসনসমিতির সভ্যের পদে থাকিয়া যে ক্ষমতার পরিচয় দিতেছিলেন, সে ক্ষমতা এক্ষণে অধিকতর পরিস্ফুট হইল। সুবিস্তৃত পঞ্জাবের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার নাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি অক্লান্ত অধ্যবসায়সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, অবিচলিত ধীরতাসহকারে অভীষ্ট কার্য্যে হস্তার্পণ করিলেন, এবং অপরিমেয় শ্রমশীলতাপ্রভাবে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ভালই হউক, আর মন্দই হউক, তিনি যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে ও প্রগাঢ় বিশ্বাসের সহিত সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতেন। জন লরেন্স ডালহৌসীর মতের পরিপোষক ছিলেন, সুতরাং ডালহৌসীর অভিলষিত কার্য্যসম্পাদনে তাঁহারই সমধিক ক্ষমতা ও পটুতা ছিল। তিনি পঞ্জাবে কোন্ সময়ে কি প্রকারে কি কি কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার অধীন কর্ম্মচারিগণ কি ভাবে কোন্ পথে পরিচালিত হইয়াছেন, তাহা এক্ষণে ইতিহাসের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা-শূন্য ছিলেন। শরীরের তেজস্বিতায়, মস্তিষ্কের সরলতায়, মনের দৃঢ়তায়, তিনি কখনও কোন বিষয়ে পর্য্যুদস্ত হইতেন না। কিছুতেই তাঁহার সাধনা বিচলিত হইত না, কিছুতেই তাঁহার নিষ্ঠা কুণ্ঠিত হইত না, এবং কিছুতেই তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি অবনত হইয়া পড়িত না। তিনি সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বক্ষণ অবিচলিত, অনমনীয় ও অকুণ্ঠিত থাকিতেন। কর্ত্তব্য-সম্পাদন তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল। তিনি প্রগাঢ় ভক্তিযোগসহকারে যেরূপ ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন, সেইরূপ প্রগাঢ় কর্ত্তব্যনিষ্ঠাসহকারে প্রতিপালক প্রভুরও অভীষ্টসাধনে ব্যাপৃত হইতেন। অধিকৃত

রাজ্যের শৃঙ্খলা সম্পাদনে ও অধিকৃত রাজ্যের রক্ষাবিধানে তাঁহার যত্ন, উৎসাহ ও পরিশ্রম, তিনই সমভাবে পরিচালিত হইত। পঞ্জাবের কোন রাজপুরুষ জন্ লরেন্সের ন্যায় একাগ্রতা, দৃঢ়তা ও কার্য্য-কুশলতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, এবং পঞ্জাবের কোন রাজপুরুষ জন্ লরেন্সের ন্যায় ইতিহাসের বরণীয় হইতে সমর্থ হয়েন নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

লর্ড ডালহৌসীর রাজ্য-শাসনের অনুবৃত্তি—ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ—পেগুঅধিকার—উত্তরাধিকারি-শূন্য আশ্রিত রাজ্যের অধিকার-বিষয়ক বিধি—সেতারা—ঝাঁসী—নাগপুর—কেরৌলী—হয়দরাবাদের নিজাম—কর্ণাটের নবাব—তাঞ্জোর—সম্বলপুর—পেশবা—ধুন্দুপন্থ নানা সাহেব।

লর্ড ডালহৌসী ভারতে পদার্পণ পূর্ব্বক বিজয়-লব্ধ বলিয়া দুইটি প্রধান রাজ্য ব্রিটেনিয়ার করায়ত্ত করেন। প্রথমটি উত্তর ভারতের সিন্ধুবারি-পরিক্ষালিত পঞ্জাব, দ্বিতীয়টি পূর্ব্ব উপদ্বীপের ইরাবতীবিধৌত পেগু। প্রথমটির বিষয় যথাস্থানে যথাযথ বিবৃত হইয়াছে, দ্বিতীয়টির সহিত বর্ত্তমান ইতিহাসের তাদৃশ সংস্রব নাই, সুতরাং উহার বিষয় সবিস্তার বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মদেশে ইংরেজবণিকদিগের অসুবিধা এবং তৎপ্রযুক্ত একজন জাহাজী কাপ্তেনের অবমানা হওয়াতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কয়েক খানি রণতরী ইরাবতীতে উপনীত হয় *। অনিবার্য্য রণ-কণ্ডূয়ন বশতঃ অচিরাৎ উভয় পক্ষে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ব্রহ্মদেশীয়দিগের শোণিতস্রোতে ঐ সমরানল নির্ব্বাপিত ও পেগু প্রদেশ ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। লর্ড ডালহৌসী ১৮৫২ অব্দের ২০ এ ডিসেম্বর ঘোষণাপত্রপ্রচার করিয়া ব্রহ্মদেশকে এইরূপ বিকলাঙ্গ করেন †। পঞ্জাব ও পেগু, উভয়ই গবর্ণর জেনেরলের দুর্ব্বার রণমাদকতার ফল, উভয়ই অন্যায় সমরের অন্যায় প্রসাদ। ডালহৌসী যেমন এক দিকে বলপূর্ব্বক অপরের রাজ্য কোম্পানির অধিকারভুক্ত করেন, অপর দিকে সেইরূপ রাজনীতি বিস্তার করিয়া বিনা যুদ্ধে মিত্ররাজ্যসমূহও ব্রিটিশ পতাকায় পরিশোভিত করিতে যত্নপর হয়েন। আশ্চর্য্য ও ক্ষোভের বিষয় এই, বিচারকের পবিত্র লেখনী হইতে ঈদৃশ কার্য্যেরও প্রশংসাবাদবহির্গত হইয়াছে, ঈদৃশ

* *Rulers of India : Dalhousie p. 110-111.*

† *Empire in Asia, p. 357.*

কার্য্যও অপাপ-বিদ্ধ বিজয়-লক্ষ্মী ও অপাপ-বিদ্ধ রাজনীতির অর্জ্জিত বলিয়া বর্ণিত হইয়া ইতিহাসের সম্মান বিনষ্ট করিয়াছে *।

এক্ষণে রণস্থলের দৃশ্য পরিত্যাগ করিয়া লর্ড ডালহৌসীর শেষোক্ত নীতির বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ডালহৌসী এই নীতির অনুসরণ পূর্ব্বক উত্তরাধিকারিত্বের অভাব দেখাইয়া কয়েকটি রাজ্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় সংযোজিত করেন।

পুত্র হিন্দুদিগের অন্তিমে অনন্ত প্রীতিপ্রাপ্তির একটি প্রধান উপায়। পুত্র যেমন ইহলোকে জনক জননীর সৌভাগ্যের অবলম্বন হইয়া সংসার-সাগরে তাহাদের অদ্বিতীয় সহায় হয়, সেইরূপ পরলোকেও তাহাদিগকে পুন্নাম নরকের হৃদয়-বিদারক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিয়া শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি দ্বারা সন্তোষিত করে। হিন্দুগণ এজন্য ঔরস পুত্রের অভাব হইলে যথাবিধানে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের বংশরক্ষা ও শেষের নরকযাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় বিধান করেন। এই গৃহীত পুত্র ঔরস পুত্রের ন্যায় শাস্ত্রানুসারে পিতার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে এ সম্বন্ধে একটি অপূর্ব্ব বিধি প্রচারিত হইয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। যে সমস্ত রাজ্য সর্ব্বোপরিতন প্রভুশক্তির আশ্রিত, সেই সমস্ত রাজ্যের অধিপতিগণ ঔরস পুত্রের অভাবে যে সমস্ত দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবেন, তৎসমুদয় প্রভুশক্তির অনুমোদিত না হইলে তাঁহাদের রাজ্য উক্ত প্রভুশক্তির রাজ্যের অধীন হইবে। কিন্তু ব্যক্তিগত বিষয়াদি এই বিধির অধীন নহে, উচ্চতম প্রভুশক্তি সম্মত হউন বা না হউন, উহা কখনও দত্তকের হস্তচ্যুত হইবে না †। ভারতের এই উচ্চতম প্রভুশক্তি, অদম্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট; আশ্রিত রাজ্য, সেতারা ঝাঁসী প্রভৃতি। এই আশ্রিত রাজ্য-সমূহের অধিপতিগণ যে সমস্ত দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন,

* ডিউক অব্ আর্গাইল ও স্যার্ চার্লস জাক্‌সন প্রভৃতি ডালহৌসীর এই নীতি দোষ-সম্পর্ক-শূন্য বলিয়াছেন।—*The Duke of Argyll, India under Dalhousie and Canning. Sir Charles Jackson, A Vindication of the Marquis of Dalhousie's Indian Administration.*

† *A Vindication of the Marquis of Dalhousie's Indian Administration p. 5-6. Comp. Kaye's Sepoy War, vol. I., p. 70-71.*

তাহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত না হওয়াতে তাঁহাদের রাজ্য কোম্পানির রাজ্য হইয়া যায়। এই উপগমন-বিধি ভারতীয় মিত্ররাজ্যের ধূমকেতু স্বরূপ। সকলেই ইহার জন্য ভীত, সকলেই ইহার জন্য পুরুষ-পরম্পরাগত ধর্ম্মানুশাসনের বিনাশ-শঙ্কায় ব্যাকুল-চিত্ত। এই ভীতি, এই ব্যাকুলতা কেবল এক বিধি হইতে প্রসূত হইয়া এক সময়ে সকলের হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গালা ও বোম্বাই প্রদেশের কতিপয় সিবিল কর্ম্মচারীর সূক্ষ্ম বিচারে ঐ ভয়ঙ্কর বিধির সৃষ্টি হয়, এবং উহা প্রথমে সেতারা রাজ্যে প্রয়োজিত হইয়া সকলকে যুগপৎ বিস্ময়, আতঙ্ক ও ভয়ে চমকিত করিয়া তুলে *।

সেতারা অনতি উচ্চ মহাবলেশ্বর পর্ব্বতের শীতল ছায়ায় অবস্থিত। প্রসন্নসলিলা কৃষ্ণার জল-প্রপাত উহার পাদদেশ বিধৌত করিতেছে। অদূরে স্নিগ্ধ-হৃদয়া ভীমা ও নীরার বিকশিত কুসুম-শোভিত অনুচ্চ শ্যামল তটদেশ উহার আলেখ্যবৎ রমণীয়তা পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে। সেতারা যেরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিলাসক্ষেত্র সেইরূপ ইতিহাসেরও প্রিয় নিকেতন। যে অদীন-পরাক্রম মহাপুরুষ মাতৃভূমির উদ্ধারার্থ বিশ্বত্রাস যুদ্ধরবে সকলকে কম্পিত করিয়াছিলেন, যাঁহার অতুল্য তেজ, অতুল্য সাহস ও অতুল্য বীরত্বে দুর্দ্দান্ত মোগল সেনা বিধ্বস্ত হইয়াছিল, এবং যাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপ হিমালয় হইতে সুদূর কুমারিকা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল, সেতারা সেই হিন্দুকুলগৌরব মহা-পরাক্রান্ত শিবাজীর প্রিয়তম স্থান। যে সময়ে আর্য্যসন্তানগণ দলিত হইতেছিল, যে সময়ে চন্দ্র-সূর্য্যবংশে কতিপয় নিস্তেজ নক্ষত্র স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছিল এবং যে সময়ে ভারতবর্ষ পূর্ব্বতন গৌরবভ্রষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে ঘোর তিমিরাবৃত কলঙ্কসাগরে ডুবিতেছিল, সে সময়েও শিবাজীর বিজয়ভেরীর গভীর নিনাদ জলদ-গম্ভীর ভাবে সেতারা হইতে উত্থিত হইয়াছিল এবং মহা-সাগরের মহাতরঙ্গের ন্যায় আসিয়া ভারতের বিংশতি কোটী জীবের হৃদয়ে প্রতিঘাত করিয়াছিল। ভারতে ইংরেজের আধিপত্য সময়ে সেতারার গদিতে

১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে।

* *Retrospects and Prospects &c. p. 180.*

প্রতাপসিংহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতাপ সিংহ মহারাষ্ট্ররাজ্যের স্থাপয়িতা মহা-পরাক্রম শিবাজীর বংশধর, সুতরাং মহারাষ্ট্র-সমিতিতে তাঁহার বিশিষ্ট সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি ছিল। গবর্ণমেণ্ট ১৮১৯ অব্দে সেতারাপতির সহিত সন্ধি স্থাপন করেন *। সেতারাপতি সন্ধিবদ্ধ হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ দেখাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সন্ধির ২০ বৎসর পরে,(১৮৩৯ অব্দে) গোয়ার পর্ত্তুগীজ গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্মিলিত হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, সেতারারাজ প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত হয়। প্রতাপ সিংহ আরোপিত দোষ-ক্ষালনার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার অপরাধের বিচারও হইল না। বিনা আইনে, বিনা বিচারে, রাত্রিকালে প্রতাপ সিংহকে নগর হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী একখানি সামান্য পশুরাখিবার কুটীরে আবদ্ধ করিয়া পরে বারাণসীতে নির্ব্বাসিত এবং তাঁহার ধন-সম্পত্তি অধিকার করা হইল †। প্রতাপ সিংহের ভ্রাতা আপা সাহেব, পেশবা বাজীরাওর হস্তে বন্দীস্বরূপ ছিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বন্দিত্ব হইতে মুক্ত করিয়া সেতারার গদিতে আরোহিত করেন। ১৮৪৮ অব্দের ৫ই এপ্রেল অপুত্রকাবস্থায় তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি শাস্ত্রানুসারে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন ‡। এ দিকে রাজ্য-চ্যুত প্রতাপ সিংহও যথাবিধানে অন্য একটি দত্তকের পিতৃস্থানীয় হন §। কিন্তু লর্ড ডালহৌসী এই উভয় দত্তকই অসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার মতানুসারে সেতারা-রাজ যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন, তাহা ব্রিটিশ গবর্ণ-মেণ্টের অনুমোদিত হয় নাই, সুতরাং নিয়ম অনুসারে ঐ দত্তক সেতারার গদির অধিকারী হইতে পারে না। সর্ব্বোপরিতন প্রভুশক্তির অনুমোদন ব্যতিরেকে কাহারও কোন দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হয় না। লর্ড ডালহৌসী এই যুক্তি দেখাইয়া ১৮৪৯ অব্দের মন্তব্যলিপিতে উল্লেখ করিয়াছেন, "সেতারা-

* *Arnold's Dalhousie's Administration, Vol. II., p. 111.*

† *Dalhousie's Administration. Vol. II, p. 111-112.*

‡ *Empire in India. p. 162.*

§ *Arnold's Dalhousie's Administration, Vol. II, p. 113.*

রাজ কোন উত্তরাধিকারী না রাখিয়া পরলোক গমন করাতে উক্ত প্রদেশ ব্রিটিশরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে *।”

বিলাতের কোর্ট অব্ ডিরেক্টর সভা ১৮৪৯ অব্দের ১লা জানুয়ারি ডালহৌসীর পক্ষ সমর্থন করিলেন। তাঁহাদের মতানুসারেও ডালহৌসীর প্রদর্শিত হেতুবাদ সঙ্গত বোধ হইল। সুতরাং ডালহৌসীর লিখিত সেতারার ললাট-লিপি কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের লেখনীর আঘাতে বিপর্য্যস্ত না হইয়া অটল হইয়া গেল †।

১৮৪৯ খ্রীঃঅব্দ।

এইরূপে ভীমা ও নীরার স্বভাবসুন্দর তটভূমি, নেত্র-তৃপ্তিকর মহাবলেশ্বর ভূধর-মালার মনোহর প্রদেশ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইল। যে সেতারার পর্ব্বতকন্দর এক দিন আর্য্যকুলরবি শিবাজীর ভৈরব রবে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, যে সেতারার প্রচণ্ড প্রতাপ এক সময়ে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া সকলের ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল, সেই সেতারা পূর্ব্বতন অধিকারীর হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ব্রিটেনিয়ার করায়ত্ত হইল। সে তেজ, সে সাহস এক্ষণে অনন্ত সময়ের সহিত বিলীন হইয়া বৈদেশিকের ভোগসুখের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল।

লর্ড ডালহৌসী যে ভাবে উত্তরাধিকারীর অভাব দেখাইয়া সেতারারাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়াছেন, তাহা সন্নীতির অনুমোদিত হয় নাই। ১৮১৯ অব্দে যে সন্ধি হয়, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সেতারা-রাজ্য চিরকাল প্রতাপ সিংহের বংশধরদিগের অধীনে রাখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ‡। কিন্তু ডালহৌসী এই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া সেতারায় ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন করেন। সত্য বটে, প্রতাপ সিংহ রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, সত্য বটে, রাজ্যভ্রষ্টের গৃহীত বলিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ঐ দত্তকের প্রতি অনাস্থা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু আপা সাহেবের সম্বন্ধে এরূপ কোন বিধিবিপর্য্যয় ঘটে নাই। আপা সাহেব সেতারার গদির অধিকারী থাকিতেই যথানিয়মে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন,

* *Kaye's Sepoy War, Vol. I, p. 71.*

† *Arnold, Dalhousie's Administration, Vol. II, p. 121. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. I., p. 75.*

‡ *Empire in India, p. 171. Kaye's Sepoy War, Vol. I., p. 72.*

তথাপি কোন্ বিধানে তাঁহার ঐ দত্তক অসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল? কোন্ বিধানে তাঁহার রাজ্যে অকস্মাৎ ব্রিটিশ বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল? ফলতঃ লর্ড ডালহৌসী ভারতে ব্রিটিশাধিকার প্রসারিত করিবার উদ্দেশেই সেতারা রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, উত্তরাধিকারীর অভাব দেখান, একটি ছল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

লর্ড ডালহৌসীর মতের পরিপোষকগণ অনেক স্থলেই অযথা যুক্তি অবলম্বন করিয়া সেতারা গ্রহণের সমর্থন করিয়াছেন। ডিউক অব্ আর্গাইলের মতে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের প্রায় সমুদয় সভ্যই ডালহৌসীর প্রস্তাবের পোষকতা করিয়াছিলেন *। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী মেজর ইবান্স বেল্ স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, ডিরেক্টরের অনেকে ঐ মতের বিরোধী ছিলেন। টুকর সেফার্ড, মেলবিল্, অলিফাণ্ট, কলফিল্ড, ইঁহারা সকলেই ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন †। আর্গাইল অন্য স্থলে লিখিয়াছেন, উত্তরাধিকারীর অভাব হইলে কেবল লর্ড ডালহৌসীই যে, এই সমস্ত রাজ্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় সংযোজিত করিতেন, এরূপ নহে, ইহার পূর্ব্বেও অধিকার-শূন্য সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্যের সম্বন্ধে ঐ ব্যবস্থা বিহিত হইত ‡। ডালহৌসীর অন্যতম বন্ধু স্যার্ চার্লস্ জাক্সনও ঐ মতের এক জন প্রধান প্রতিপোষক। তিনি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের প্রদেশীয় রাজাদিগের উত্তরাধিকারীর অভাব হইলে তাঁহাদের রাজ্য-গ্রহণ বিষয়ক বিধি লর্ড ডালহৌসীর সৃষ্ট নহে। উহা পূর্ব্বাবধিই চলিয়া আসিতেছে, ডালহৌসী কেবল ঐ চিরপ্রচলিত আইন অনুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন মাত্র §। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধায়ী ইবান্সবেলের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে উহারও অসত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। বেল্ স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ১৮৪৮ অব্দে সেতারা গ্রহণের সময়েই এই আইন অনুসারে কার্য্য হইয়াছিল ¶। তিনি দৃষ্টান্তস্থলে

* *Duke of Argyll, India under Dalhousie and Canning, p. 27.*

† *Empire in India, p. 163. Comp. Rebellion in India, p. 69.*

‡ *India under Dalhousie and Canning, p. 28.*

§ *A Vindication of Dalhousie's Indian Administration, pp. 9, 16.*

¶ *Retrospects and Prospects &c., p. 9. Comp. Empire in India, pp 165-172.*

উল্লেখ করিয়াছেন, মহারাজ সিন্ধিয়া এবং কাশ্মীর ও রীবাঁর অধিপতি যে দত্তক গ্রহণ করেন, লর্ড কানিঙ্গ্ তাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। বিখ্যাত টাইম্স্ পত্রও লর্ড কানিঙ্গের এই কার্য্যের সমর্থন করেন *। লর্ড কানিঙ্গ ১৮৬০ অব্দের ২৬ শে এপ্রেল ও ১০ই মে যে শাসন-সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনী প্রেরণ করেন, এবং স্যার্ চার্লস্ উড্ (লর্ড হালিফাক্স) ২৬শে জুলাই তারিখে যে উত্তর দেন, তাহাতে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে, "উচ্চতম প্রভু-শক্তি জাইগীরদার অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর প্রত্যেক রাজ্যাধিকারীর রাজ্যই স্থায়ী দেখিতে ইচ্ছা করেন। যদি ইঁহাদের মধ্যে কাহারও ঔরস পুত্রের অভাব হয়, তাহা হইলে হিন্দু আইন (যদি তিনি হিন্দু হয়েন) ও জাতীয় রীতি অনুসারে অন্য উত্তরাধিকারি-গ্রহণ বিধিসিদ্ধ বলিয়া অনুমোদিত হইবে †।

কেবল মেজর ইবান্স্ বেলই যে, এইরূপ রাজ্য গ্রহণের নিন্দা করিয়াছেন, এরূপ নহে। বেলের ন্যায় নর্টন, লাড্লো প্রভৃতি মনস্বী লেখকগণ স্বীকার করিয়াছেন, যে বিধি অবলম্বন করিয়া সেতারা গ্রহণ করা হইয়াছে, পূর্ব্বে তাদৃশ কোন বিধি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না। লর্ড ডালহৌসীর সময়ে ১৮৪৮ অব্দে সেতারা গ্রহণের সময়েই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় ঐ ব্রিটিশ নীতির কার্য্য দৃষ্ট হয় ‡। অধিক কি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির তদানীন্তন গবর্ণর স্যার্ জর্জ্জ ক্লার্কের ন্যায় রাজপুরুষও ঐ কার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন নাই। স্যার্ জর্জ্জ স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন, "কোন ব্যক্তি এবং তাঁহার দায়াদ ও উত্তরাধিকারীর সহিত সন্ধিসম্মত চিরন্তন বন্ধুত্বের বিষয় বিবেচনা করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, যাঁহাদের সহিত সন্ধি হইয়াছে, তাঁহাদের রীতি অনুসারে যে পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারীর অভাব দৃষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করা ন্যায়সঙ্গত নহে। সেতারারাজ এক্ষণে যে বালককে দত্তক পুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, নিয়ম অনুসারে সেই বালকই তদীয় রাজ্যের এই প্রকার উত্তরাধিকারী §।"

* *Empire in India p. 133.*

† *Ibid p. 131.*

‡ *J. B, Norton, Rebellion in India: How to prevent another, pp, 66,67, 72.Comp Ludlow,British India its Races and its History. Vol.II.p.258-259*

§ *Annexation of Sattara, 1849, p. 62. Vide Empire in India. p. 164.*

এডুইন আর্ণল্ড্ লর্ড ডালহৌসীর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া-শাসনের সমালোচনা করিতে গিয়া সেতারা গ্রহণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "নীরা এবং ভীমা নদীর রমণীয় তট এবং ফল-সম্পত্তি শোভিত মহাবলেশ্বর পর্ব্বতের সহিত বহুমূল্য কিন্তু বিধি-বহির্ভূত পুরস্কারস্বরূপ সেতারা রাজ্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াভুক্ত হইল। প্রতাপ সিংহ স্বীয় অসদ্ব্যবহার বশতঃ গদিচ্যুত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপা সাহেব আমাদের বিশ্বাসী বন্ধু ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রশংসার্হ শাসনকর্ত্তা বলিয়াও সর্ব্বত্র পরিচিত। সাধারণহিতকর কার্য্যে তাঁহার সবিশেষ আস্থা ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত বিষয় দূরে থাকুক, এস্থলে কেবল আইনের অধিকার লইয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐ অধিকারের বিষয় বিবেচনা করিলে সেতারা গ্রহণ করিতে আমাদের কি অধিকার আছে? সেতারায় কোনরূপ অত্যাচার বা অরাজকতার অভিযোগ উত্থাপিত হয় নাই। এস্থলে লর্ড ডাল-হৌসী ও তাঁহার বিলাতী বণিক প্রভুগণ এই হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন, "সেতারা একটি অধীন রাজ্য এবং কলিকাতা তাহার শাসন-বিধাত্রী প্রভু-শক্তি"। যদি এইরূপ প্রভুশক্তি-সম্পন্ন বলিয়া কলিকাতা-প্রচারিত বিধি সেতারার স্বাধীনতা হরণ করে, যদি সেতারা সিন্ধিয়া ও হোলকারের রাজ্য অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর হয়, তাহা হইলে ব্রিটিশ কোম্পানির ১৮১৮ অব্দের ঘোষণা-পত্রের অর্থ কি?

কোম্পানি ১৮১৮ অব্দের ঘোষণাপত্রে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, 'সেতারার রাজা বাজীরাওর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবেন।' ঘোষণা-পত্রের এই স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করার স্বরূপ ও অর্থ কি? প্রতাপ সিংহের রাজ্যচ্যুতির পর আপা সাহেবকে গদি দেওয়াতে আমরা অবশ্যই সাক্ষাৎসম্বন্ধে সন্ধি-নির্দ্দিষ্ট স্বাধীনভাবে রাজত্বের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম, নচেৎ আপা সহেবকে স্বাধীন রাজা বলিয়া সম্মান করিবার সার্থকতা কি? কিন্তু আপা সাহেবের মৃত্যুর পর আমরা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ অর্থের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলাম। কিরূপে ঈদৃশ ব্যবহারের সামঞ্জস্য হইল? প্রতাপ সিংহ রাজা থাকিতে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন নাই, এজন্য আমরা এই দত্তককে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য না হইতে পারি, কিন্তু আপা সাহেবের দত্তক পুত্রের সম্বন্ধে এরূপ আপত্তি হইতে পারে না।

যদি বণিক কোম্পানির অধিকারপত্র (Charter) উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে আমরা ঐ দত্তক পুত্রকে বিধি-সঙ্গত রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য, যদি আইনের বশীভূত হই, তাহা হইলেও আমরা বাধ্য, যদি মতের গুরুত্ব রক্ষিত হয়, তাহা হইলেও আমরা বাধ্য এবং যদি নীতির অনুসরণ করি, তাহা হইলেও আমরা বাধ্য ; যে কার্য্য কখনও পর্য্যুদস্ত হইবে না, তাহার নিমিত্ত সাতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিতে হইতেছে যে, সত্যবাদী ও সাধুব্যক্তি আমাদের ন্যায় অবশ্যই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন" *।

অপক্ষপাত সমালোচকের লেখনী হইতে এইরূপ সারগর্ভ বাক্য বহির্গত হইয়াছে, ন্যায়-পরায়ণ মনস্বিগণ এইরূপ ন্যায়-সঙ্গত যুক্তির উল্লেখ করিয়া অস্থায়ী জীবলোকে সত্যের মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এরূপ গভীর যুক্তি, এরূপ গভীর ন্যায়-বুদ্ধি ডিরেক্টর-সমাজের বিচার্য্য হয় নাই, সুতরাং কলিকাতায় লর্ড ডালহৌসীর মুখ হইতে যে স্বর সমুত্থিত হয়, তাহাই লিডন্‌হল ষ্ট্রীটে প্রতিধ্বনিত হইয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তুলে। সেই অবধি যোগরত ভারতীয় আর্য্যতাপসগণের গভীর জ্ঞানের চিহ্নস্বরূপ ভারতমান্য শ্রুতি ও স্মৃতির হৃদয়ে কুঠারাঘাত আরম্ভ হয়, এবং সেই অবধিই ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষদিগের উদ্ভাবিত দত্তকগ্রহণের অসিদ্ধতা-সমর্থক আইনের বলে মিত্ররাজ্যসমূহ ভারত-মানচিত্রে লোহিত রেখায় অঙ্কিত হইতে থাকে।

লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতির গুণে সেতারার পর আরও কয়েকটি রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির হস্তগত হয়। তদ্বিষয়ের বিবরণ যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

ভারত-মানচিত্রের কেন্দ্রস্থলে বন্দেলখণ্ডস্থ অল্পায়তন রাজ্যসমষ্টির মধ্যে ঝাঁসী নামে একটি ক্ষুদ্ররাজ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রাজ্য মহারাষ্ট্রকুল-গৌরব পেশবার আশ্রিত ও অনুগত মহারাষ্ট্রবংশীয়ের শাসিত। বন্দেলখণ্ডস্থ রাজ্য-সমষ্টি ব্রিটিশ সিংহের করায়ত্ত হইলে ১৮১৭ অব্দে তদানীন্তন ঝাঁসীরাজ

* *Arnold, Dalhousie's Administration of British India, Vol. II., pp 121, 122, 123, 124, 125.*

† *Empire in India, p. 203. Comp. Kaye's Sepoy war. Vol. I., p. 89.*

রামচন্দ্র রাওর সহিত সন্ধি হয়। সন্ধির নিয়মানুসারে রামচন্দ্র ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ পুরুষানুক্রমে ঝাঁসীর স্বত্বাধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হয়েন †। এই সন্ধির পর রামচন্দ্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি যাবজ্জীবন সৌজন্য ও বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮২৫ অব্দে যখন লর্ড কম্বরমিয়র ভরতপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন নানাপণ্ডিত নামে মধ্য-ভারতের অনৈক সর্দ্দার বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক কাল্পী নগর অবরোধ করিতে উদ্যত হয়েন। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে ঝাঁসীরাজ পরম মিত্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপকারার্থ অবিলম্বে ৪০০ অশ্বারোহী, ১,০০০ পদাতি ও দুইটি কামান প্রেরণ করিয়া শক্রর আক্রমণ হইতে কাল্পী নগর রক্ষা করেন *।

এইরূপ সৌজন্য, এইরূপ হিতৈষিতা ও এইরূপ সুহৃৎপ্রেম দর্শনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রামচন্দ্র রাওর প্রতি বিশিষ্ট সন্তোষ প্রদর্শন করেন। এই সন্তোষ কেবল মুখের কথায় শেষ হয় নাই। ভারতের গবর্ণরজেনেরেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ ১৮৩২ শব্দের ১৯ শে ডিসেম্বর ঝাঁসীর প্রশস্ত রাজভবনে সমৃদ্ধ দরবারে রামচন্দ্র রাওকে আহ্বান পূর্ব্বক "মহারাজ" উপাধি এবং ছত্র, চামর প্রভৃতি রাজলক্ষণের দ্রব্যজাত প্রদান করিয়া তাঁহার গৌরববর্দ্ধন করেন †। এইরূপ রাজসম্মানভোগের তিন বৎসর পরে রামচন্দ্র রাওর পরলোক প্রাপ্তি হয়।

রামচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে চারি জন ঝাঁসীর গদি-প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হয়েন। গবর্ণরজেনেরেলের এজেণ্ট রামচন্দ্রের পিতৃব্য রঘুনাথ রাওকে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত অধিকারী বিবেচনা করিয়া ঝাঁসীর গদিতে আরোহিত করেন। যদিও রঘুনাথ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ও রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত ছিলেন, তথাপি সাধারণে তাঁহাকে আদরসহকারে মনোনীত করাতে তাঁহার নামেই ঝাঁসীর রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। তিন বৎসর পরে রঘুনাথও অপুত্রকাবস্থায় পরলোক গমন করেন।

রঘুনাথ রাওর পরে ১৮৩৮ অব্দে পুনর্ব্বার উত্তরাধিকারীর নির্ব্বাচন

* *Empire in India, p. 217.*

† *Ibid., p. 217.*

সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হয়। তদানীন্তন গবর্ণরজেনেরেল লর্ড অক্‌লাণ্ড এজন্য একটি অনুসন্ধানসমিতি স্থাপন করেন। সমিতির সদস্যগণের অনুসন্ধানে রঘুনাথের ভ্রাতা গঙ্গাধর রাও প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া বিবেচিত হয়েন, সুতরাং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে ঝাঁসীর রাজলক্ষ্মী গঙ্গাধর রাওর অঙ্ক-শায়িনী হয়।

কিন্তু ইহাতে ঝাঁসীরাজের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল না। পুন্নামনরকপরিত্রাতা একটি পুত্র-সন্তানও ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল করিল না। পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকারিগণের ন্যায় গঙ্গাধর রাওও নিঃসন্তান হইলেন। অবিলম্বে নিদারুণ ব্যাধি আসিয়া তাঁহাকে জীর্ণ ও শীর্ণ করিয়া তুলিল। গঙ্গাধর মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া ১৯ শে নবেম্বর ঔরস পুত্রের অভাবে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট মেজর এলিস্ ও মেজর মার্টিন নামক জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের সমক্ষে যথাবিধানে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিলেন *। এই দত্তকের সম্বন্ধে তিনি একদা রেসিডেণ্টকে লিখেন—"আমি এক্ষণে সাতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। একটি ক্ষমতাপন্ন গবর্ণমেণ্টের সবিশেষ অনুগ্রহ থাকাতেও এত দিনের পর আমার পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম বিলুপ্ত হইল ভাবিয়া, আমার সাতিশয় মনঃক্ষোভ জন্মিয়াছে। আমি এই জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের যে সন্ধি হয়, তাহার দ্বিতীয় ধারা অনুসারে আনন্দরাও (দত্তক গ্রহণ-ক্রিয়ার পর এই বালক দামোদর গঙ্গাধর রাও নামে অভিহিত হয়) আমার একটি পঞ্চম বর্ষীয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বালককে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছি। যদি ঈশ্বরের অনুকম্পায় এবং আপনার গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে আমি রোগ হইতে মুক্ত হই, এবং আমি যেরূপ তরুণ-বয়স্ক, তাহাতে যদি আমার কোন পুত্রসন্তান জন্মে, তাহা হইলে আমি এ বিষয়ে যথাবিহিত কার্য্যপদ্ধতির অনুসরণ করিব। আর যদি আমি জীবিত না থাকি, তাহা হইলে আমার বিশ্বস্ততার অনুরোধে যেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই বালকের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া বালকের মাতা ও আমার বিধবা পত্নীকে আজীবন সমস্ত বিষয়ের স্বত্বাধিকারিণী করেন; তাঁহার প্রতি যেন কখনও কোন রূপ অসদ্ব্যবহার প্রদর্শিত না হয়" †।

১৮৫৩খ্রীঃ অব্দ।

* *Empire in India. p. 202.*

† *Arnold, Dalhousie's Adminitration. Vol, II., p. 148-149.*

মুমূর্ষু গঙ্গাধর রাওর লেখনী হইতে এইরূপ বিনয়নম্র বাক্য বহির্গত হইয়াছিল, এরূপ সৌজন্য তাঁহার জীবনের শেষ লিপির প্রতি অক্ষরে পরিস্ফুট করিয়াছিল। কিন্তু মুমূর্ষুর এই শেষ অনুরোধ রক্ষিত হইল না। এই সময়ে লর্ড ডালহৌসী গবর্ণমেণ্টের শিরঃস্থানীয় ছিলেন। যিনি সন্ধি ভঙ্গ করিয়া রণজিতের রাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন করেন, যাঁহার দুরবগাহ রাজনীতির মহিমায় সেতারা রাজ্যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রবংশীয়ের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়, এক্ষণে ঝাঁসী তাঁহারই হস্তে ক্রীড়াকন্দুক হইয়া উঠিল। ডালহৌসী অবসর বুঝিয়া সেতারার ন্যায় ঝাঁসী গ্রহণেও কৃতসঙ্কল্প হইলেন, সঙ্কল্প সিদ্ধির পক্ষে বিলম্ব হইল না, অচিরাৎ আদেশলিপি প্রচারিত হইল। ঝাঁসী ডালহৌসীর লেখনীর আঘাতে মহারাষ্ট্র-সম্ভূত রাও বংশীয়ের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল।

গঙ্গাধরের বিধবা পত্নী লক্ষ্মীবাই পুরুষোচিত অটলতা ও তেজস্বিতার আধার ছিলেন। তাঁহার হৃদয় যেরূপ কমনীয় কামিনীজনোচিত সাধুরতা ও স্নিগ্ধতায় আর্দ্র ছিল, সেইরূপ স্থিরতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাতেও অনমনীয় হইয়াছিল। যদি কেহ মাধুর্য্যময় কোমল সৌন্দর্য্যের সহিত ভীমগুণান্বিত ভাবের একত্র সমাবেশ দেখিতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ প্রভাত-কমলের অঙ্গবিলাসের সহিত বিশাল সাগরের ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করিতে চাহেন, যদি কেহ কোমল বীণাধ্বনির সহিত লোকারণ্যের পর্ব্বত-বিদারক কলরব শুনিতে স্পৃহান্বিত হন, তাহা হইলে লক্ষ্মীবাই নিঃসন্দেহ তাঁহার নিকট অনুপম স্বর্গীয় ভাবের আস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। লক্ষ্মীবাইর হৃদয় অতি উচ্চভাবে পূর্ণ ছিল। ১৮৫৪ অব্দে ব্রিটিশ এজেণ্ট মেজর মাল্‌কম স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "লক্ষ্মীবাই সাতিশয় সম্মানার্হ ও রাজ-প্রতিনিধিত্বের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্রী। তাঁহার স্বভাব অতি উচ্চ ভাবের পরিচায়ক। ঝাঁসীর সকলেই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় সম্মান দেখাইয়া থাকে *।" ফলে লক্ষ্মীবাই যেরূপ উচ্চ ভাবের আদর্শ-স্থল, সেইরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় বীরাঙ্গনারও অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত-ভূমি।

* *Jhansi Blue-book, pp. 7. 28. Comp. Empire in India p. 219.*

লক্ষ্মীবাই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে স্বামীর রাজ্য রক্ষা করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইলেন, সন্ধির নিয়ম, বন্ধুতার দৃষ্টান্ত ও দত্তক-গ্রহণের বিধি-সিদ্ধতা দেখাইয়া ঝাঁসীর স্বাধীনতা রক্ষা করিতে আগ্রহসহকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রার্থনা ও সেই চেষ্টা ফলবতী হইল না। লর্ড ডালহৌসী যে বজ্রদণ্ড উত্তোলন করিয়াছিলেন, অবিলম্বে তাহা ঝাঁসীর মস্তকে নিপতিত হইল। এই অবিচার ও অবমাননায় লক্ষ্মীবাই সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়গত ব্যথা কেবল নয়ন-জলের সহিত বিলীন হইল না। অবিলম্বে উহা উদ্দীপ্ত হইয়া প্রচণ্ড হুতাশনে পরিণত হইল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যাঁহার প্রকৃতি উন্নত করিয়াছে, অটলতা যাঁহার হৃদয় অবিচলিত ও অনমনীয় করিয়া রাখিয়াছে, এবং অধ্যবসায় যাঁহার চিত্তবৃত্তি সমস্ত বিঘ্নবিপত্তির আক্রমণ সহ্য করিবার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে, তিনি কখনও কোন প্রকার বিপৎপাতে ভীত বা কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়া ভবিষ্য মঙ্গলের আশায় জলাঞ্জলি দেন না। লক্ষ্মীবাই এইরূপ প্রকৃতির ছিলেন, সুতরাং এই বিপদে কিছুমাত্র ভীত বা আশাশূন্য হইলেন না এবং আপনার দশা-বিপর্য্যয়েও দৃঢ়তর অধ্যবসায় হইতে স্খলিত হইয়া পড়িলেন না। ব্রিটিশ এজেণ্টের সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি আস্তরণপটের অন্তরাল হইতে সক্রোধে বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "মেরি ঝাঁসী দেঙ্গে নেহি।" লক্ষ্মীবাইর এই ধ্বনিতে রাজপ্রতিনিধি স্তম্ভিত হইলেন। ঝাঁসী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইল বটে, কিন্তু এই অবমাননারেখা বীরজায়া বীরাঙ্গনার হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত রহিল।

লর্ড ডালহৌসী সেতারার ন্যায় ঝাঁসীর গ্রহণ-সম্বন্ধেও অনুদারভাবের পরিচয় দিয়াছেন। লর্ড মেট্‌কাফ্ বন্দেলখণ্ডস্থ ক্ষুদ্র রাজ্যাধিকারিগণের সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাঁহারই একটি বাক্য ডালহৌসীর ঝাঁসী গ্রহণের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। মেট্‌কাফ্ স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

"হিন্দু রাজ্যাধিকারিগণের সম্বন্ধে আমি এই মত প্রকাশ করিতেছি যে, যদি তাঁহাদের ঔরস পুত্রের অভাব হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের যথাবিধানে দত্তক গ্রহণের অধিকার আছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এইরূপ রীতিবিশুদ্ধ ও হিন্দু আইনসঙ্গত দত্তকগ্রহণের বৈধতা স্বীকারে বাধ্য।

"কিন্তু যাঁহারা রাজার নিকট হইতে কেবল ভূ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন, অথবা রাজপ্রদত্ত কোন উপস্বত্ব ভোগ করেন, তাঁহারা এইরূপ নিয়মে সেই সম্পত্তির অধিকারী হইবেন যে, তাঁহাদিগের ঔরস পুত্র হইলে সেই পুত্রই উক্ত সম্পত্তির অধিকার করিতে পারিবে। ঔরস পুত্রের অভাবে ঈদৃশ স্থলে গবর্ণমেণ্ট ঐ সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিতে সমর্থ *।"

লর্ড ডালহৌসী মেট্‌কাফের শেষোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ঝাঁসী গ্রহণের সমর্থন করিয়াছেন † কিন্তু তাঁহার এই সমর্থন ফলোপধায়ি হয় নাই। লর্ড মেট্‌কাফ্ কেবল জাইগীরদারদিগের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিবিধ উল্লেখ করিয়াছেন, পুরুষানুক্রমিক রাজ্যাধিপতিগণ ঐ বিধির বিষয়সংসৃষ্ট নহেন। সুতরাং যে বিধি জাইগীর-শ্রেণীতে উপগত হইয়াছে, তাহা রাজ্যাধিকারীর পর্য্যায়ে প্রয়োজিত করা, নিতান্ত অপসিদ্ধান্তের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

ঝাঁসীরাজ জাইগীরদার শ্রেণীতে নিবিষ্ট নহেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও ঔরস পুত্রের অধিকার-বিষয়ক নিয়মে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ঝাঁসী অর্পণ করেন নাই। ঝাঁসীর রাজবংশীয়গণ পুরুষানুক্রমে ঝাঁসীতে আধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন। ১৮৩২ অব্দে যখন লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ঝাঁসীর দরবারে রামচন্দ্র রাওকে "মহারাজ" উপাধি এবং ছত্র, দণ্ড প্রভৃতি রাজচিহ্ন অর্পণ করেন, তখন ঝাঁসীর অধিপতি জাইগীরদার বলিয়া স্বীকৃত হয়েন নাই। ১৮১৭ অব্দে যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি হয়, তখনও ঝাঁসীর অধিপতি জাইগীরদার বলিয়া অভিহিত অথবা গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তি-ভোগী বলিয়া স্বীকৃত হয়েন নাই। রামচন্দ্ররাওকে কোন সম্পত্তি দান করা হয় নাই, যেহেতু তিনি পূর্ব্বাবধিই স্বীয় সম্পত্তি অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন, রাজাপ্রজা-ঘটিত কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই, যেহেতু উভয় পক্ষ মিত্রতাসূত্রে দৃঢ়বদ্ধ ছিলেন। কোন বিষয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় নাই; কোন সনন্দ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্পিত হয় নাই। ঝাঁসীরাজ জায়গীরদার নহেন, তিনি পুরুষানুক্রমিক হিন্দু জাতীয়

* *Empire in India, p. 204-205.*

† *Ibid p. 205.* কে সাহেবও স্বপ্রণীত ইতিহাসে এ বিষয়ে ডালহৌসীর মতানুবর্ত্তী হইয়াছেন। *Kaye's Sepoy War. Vol. I., p. 91, note.*

নরপতি। ১৮১৭ অব্দের সন্ধি তাঁহাকে পুরুষ-পরম্পরায় রাজ্যাধিকারের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিল। *

ডালহৌসী অন্য স্থলে একটি গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়া লিখিয়াছিলেন, "১৮৩৫ অব্দে রামচন্দ্র রাওর মৃত্যু হয়। যদিও তিনি মৃত্যুর এক দিবস পূর্ব্বে একটি বালককে দত্তক পুত্র করিয়াছিলেন, তথাপি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ঐ বালককে প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এজন্য রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তদীয় পিতৃব্য ঝাঁসীর রাজা হন †"। ডিউক অব্ আর্গাইল এবং স্যার্ চার্ল্স্ জাক্সনও ডালহৌসীর এই যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ১৮৫৩ অব্দে যে দত্তক পুত্র গৃহীত হয়, তাহার অসিদ্ধতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন ‡। কিন্তু ইবান্সবেলের সূক্ষ্ম বিচারে লর্ড ডালহৌসীর ঐ উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয় নাই। ১৮২৫ অব্দে ঝাঁসীর উত্তরাধিকারী লইয়া অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়। সে সময়ে চারি জন গদি-প্রার্থী হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র রাওর দত্তকপুত্রগ্রহণ সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ থাকাতে সে সময়ে তাঁহার পিতৃব্য আনন্দ রাও গদিতে আরোহণ করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি এবিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন, "যদি এই দত্তক-গ্রহণ রীতি বিশুদ্ধ হইত, তাহা হইলে উক্ত বালক নিঃসন্দেহ রামচন্দ্র রাওর পিতৃব্যের পরিবর্ত্তে তাঁহার পিতার সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিত, কিন্তু এ দত্তকের (এই দত্তক যথাবিধি গৃহীত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহযুক্ত) বিষয় অনুসন্ধান না করিয়া গবর্ণমেণ্ট রামচন্দ্রের পিতৃব্য আনন্দ রাওকে গদিতে আরোহিত করিয়াছেন §।" এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, ১৮৩৫ অব্দে যে দত্তকপুত্র গৃহীত হয়, তদ্বিষয় সন্দেহ-যুক্ত ছিল। কিন্তু ১৮৫৩ অব্দের দত্তকপুত্রের সম্বন্ধে এরূপ কোন সন্দেহ হয় নাই। গঙ্গাধর রাও পবিত্র হিন্দুধর্ম্মের অনু-

* *Empire in India pp. 209, 210.*

† *Jhansi Blue-book, pp. 21, 22. Comp. Empire in India, p. 211.*

‡ *Duke of Argyll, India under Dalhousie and Canning, p. 31-32. Sir Charles Jackson, A Vindication, p. 11.*

§ *Jhansi Blue-book, p. 18. Comp. Empire in India, p. 212.*

বর্ত্তী হইয়া যথানিয়মে দত্তক গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ঐ বিষয় যথারীতি বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ অব্দের দত্তকগ্রহণ ১৮৫৩ অব্দের দত্তকগ্রহণের সমান্তরাল ঘটনা নহে *। তথাপি কি জন্য এই শেষোক্ত দত্তকপুত্র ঝাঁসীর গদিতে আরোহিত হইল না? কোন্ নিয়মে কোন্ যুক্তিতে অকস্মাৎ গঙ্গাধর রাওর সিংহাসন ব্রিটিশ সিংহের হস্তগত হইল? কোন্ অপরাধে গঙ্গাধর-পত্নীর প্রার্থনা অবজ্ঞাকূপে নিক্ষিপ্ত হইল? পবিত্র সুহৃৎপ্রেমের কি এই বিষময় ফল? পবিত্র সন্ধির কি এই শোচনীয় পরিণাম?

লর্ড ডালহৌসী স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন, "ঝাঁসী ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যস্থলে অবস্থিত। সুতরাং উহা আমাদের অধিকারে আসিলে সমুদয় বুন্দেলখণ্ডের অনেক আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ সাধিত হইবে। ব্রিটিশ রাজ্যের সহিত এই সম্মিলনে ঝাঁসীর অধিবাসীদিগেরও অনেক উপকার হইবে †।" লর্ড ডালহৌসীর এই বাক্য প্রকৃত সহৃদয়তা ও উদারতার সীমা অতিক্রম করিতেছে। ঝাঁসীরাজ্যের সম্বন্ধে কোন রূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই, এবং উহার অধিবাসিগণও অত্যাচরিত বা নিপীড়িত হয় নাই। প্রত্যুত ঝাঁসীর রাওবংশীয়গণ রাজ্যশাসন-ক্ষম বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন ‡। ঝাঁসীর অধিপতিগণের এরূপ সদাশয়তা থাকাতেও লর্ড ডালহৌসী উপকারের ভাণ করিয়া উক্ত রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়াছেন। যাঁহারা চিরকাল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত দৃঢ়তর মিত্রতা-পাশে আবদ্ধ ছিলেন, সুসময়ে দুঃসময়ে চিরকাল যাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপকারার্থ প্রস্তুত থাকিতেন, অদ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একটি অসহায় বিধবাকে কারা গৃহে আবদ্ধ § ও একটি সুকুমার-মতি বালককে তাড়িত করিয়া অবলীলাক্রমে, অসঙ্কুচিত-হৃদয়ে তাঁহাদিগের রাজ্যের অধিপতি হইলেন। সভ্যতার কি উৎকর্ষ! উদারতার কি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত!

*. *Empire in India. p. 212.*

† *Kaye's Sepoy War Vol. I, p. 92.*

‡ *Arnold, Dalhousie's Administration. Vol. II, p. 147.*

§ *Ibid, p. 151.*

ব্রিটিশসিংহ বিনা গোলযোগে ঝাঁসী অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু তেজস্বিনী লক্ষ্মীবাইর হৃদয়ে শান্তি স্থাপন করিতে পারিলেন না। যে ক্ষোভে, রোষে ও অপমানে লক্ষ্মীবাই জর্জ্জরিত হইতেছিলেন, শীঘ্রই তাহা উদ্দীপ্ত হইয়া প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিল। যথাসময়ে যথাস্থলে এই বিষম অগ্নিকাণ্ডের চিত্র প্রদর্শিত হইবে।

১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দ।

লর্ড ডালহৌসীর দুরবগাহ রাজনীতি যেরূপে সেতারা ও ঝাঁসীর সর্ব্বনাশ করে, সেইরূপেই উহা আবার নাগপুর গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। সেতারা ও ঝাঁসীর ন্যায় এ রাজ্যও অমিত-পরাক্রম মহারাষ্ট্রকুলের শাসিত, সেতারা ও ঝাঁসীর ন্যায় এ রাজ্যের অধিপতিরও ঔরস পুত্রের অভাবে দত্তক পুত্র গৃহীত হয়, এবং সেতারা ও ঝাঁসীর ন্যায় এ রাজ্যেও লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতির প্রভাবে ব্রিটিশ কোম্পানির মল্লুক হইয়া যায়।

নাগপুর রাজ্য সুপ্রসিদ্ধ ভোঁসলাবংশীয়ের অধিকারে স্থাপিত। ১৮১৮ অব্দে মহারাজ আপা সাহেব তদানীন্তন গবর্ণরজেনেরল লর্ড হেষ্টিংস কর্ত্তৃক গদিচ্যুত হইলে নাগপুরের সিংহাসন শূন্য হয়। রাজবংশীয়গণ ও রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক একত্র হইয়া এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। এই পরামর্শের শেষ ফল—ভোঁসলাবংশীয় একটী ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বালকের নাগপুরের গদিতে আরোহণ। ১৮২৬ অব্দে এই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নাগপুর রাজ্য পুরুষানুক্রমে ভোঁসলাবংশীয়ের অধীনে রাখিতে প্রতিশ্রুত হন *।

এই বয়ঃপ্রাপ্ত রাজার নাম তৃতীয় রঘুজী ভোঁসলা। ১৮৫৩ অব্দের ১১ই ডিসেম্বর ইঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। মৃত্যুর সময়ে ইঁহার বয়স ৪৭ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। এই রাজা যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, তখন দ্বিতীয় রঘুজীর পত্নী বঙ্কবাই রাজ-কার্য্য করিতেন। বঙ্কবাই উন্নতচরিত্রা ও রাজ্য-শাসনোপযোগী ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর কাল সর্ব্বপ্রকার পারিবারিক ও রাজনৈতিক কার্য্যে তাঁহার আধিপত্য ছিল। তৃতীয় রঘুজী অপুত্রকাবস্থায় পরলোক-গত হওয়াতে বঙ্কবাই যশোবন্ত অহর রাও (সাধারণতঃ ইঁহার নাম

* *Arnold, Dalhousie's Administration, Vol. II, p. 156.*

আপাসাহেব) নামক তৃতীয় রঘুজীর এক জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বালককে দত্তক পুত্র করিবার প্রস্তাব করেন *। রাণীর এই প্রস্তাব ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট মানসেল্ সাহেবকে জানান হয়। মানসেল্ উহা কার্য্যে পরিণত করিতে কোন প্রকার উৎসাহ বা বাধা দেন নাই †। তিনি এসম্বন্ধে কেবল এই মাত্র উত্তর দেন যে, প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতীত তিনি কোন প্রকার দত্তক-গ্রহণ বিধি-সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না ‡। যাহাহউক, দত্তক-গ্রহণক্রিয়া নাগপুর-প্রাসাদে যথাবিধি সমাহিত হয়, যথাবিধি আপাসাহেব তৃতীয় রঘুজীর প্রেতকৃত্য—শ্রাদ্ধ তর্পণাদি নির্ব্বাহ করেন। ইহার পর আপাসাহেবের জনোজী ভোঁসলা নামকরণ হয় §।

মানসেল সাহেব প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের নিকট নাগপুররাজ্যের অবস্থার সম্বন্ধে রিপোর্ট করেন। লর্ড ডালহৌসী নববিজিত পেগু প্রদেশ পরিদর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং তখন এবিষয়ের কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই। ডালহৌসী রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া নাগপুরের বিষয় বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, প্রধানতম শাসন-সমিতিতে এবিষয়ে তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। অন্যতম সভ্য সেনাপতি লো, স্যার জন্ মাল্‌কমের ন্যায় প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের রাজধানীতে থাকিয়া তাঁহাদের মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি দৃঢ়তাসহকারে নাগপুর-রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি, প্রগাঢ় কর্ত্তব্যজ্ঞান, সেতারা ও ঝাঁসীর গ্রহণকারীর অনুমোদিত হইল না। তৃতীয় রঘুজীর মৃত্যুর এক মাসের অধিক কাল পরে ১৮৫৪ অব্দের ২৮এ জানুয়ারি পুনর্ব্বার সংহারিণী আদেশ-লিপি প্রচারিত হইল। ডালহৌসী সেতারা ও ঝাঁসীর ন্যায় নাগপুররাজ্যও প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অভাব দেখাইয়া ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিলেন ¶।

* *Empire in India, p. 174.*

† *First Nagpore Blue-book, 1854, p. 56.*

‡ *Empire in India, p. 175.*

§ *Ibid, p. 175.*

¶ *Empire in India, p. 125. Comp. Kaye's Sepoy War. Vol. I., p. 77-83*

যশোবন্ত অহর রাও তৃতীয় রঘুজীর অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তাঁহার মাতা ময়না বাই নাগপুরের রাজ-প্রাসাদেই অবস্থান করিতেন। এই প্রাসাদে অবস্থিতি সময়েই ১৮৩৪ অব্দের ১৪ই আগষ্ট তাঁহার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সন্তানের জন্মগ্রহণের পর আনন্দপ্রকাশার্থ প্রাসাদ হইতে ২১টি তোপ-ধ্বনি করা হয় *। ঐ মাসের ২৫এ তারিখ রাজ্যের প্রধান প্রধান সর্দ্দার ও অমাত্যগণ নাগপুররাজের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া মিষ্টান্ন বিতরণ উপলক্ষে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন। নাগপুরে অন্য কাহারও জন্মের পর এরূপ উৎসব হয় নাই। যাহাহউক, ময়না বাইর পুত্র নাগপুরের রাজ-প্রাসাদে রাজকুমারের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার পরিচর্য্যার নিমিত্ত অনেক দাস দাসী নিয়োজিত হইল, তিনি যেখানে গমন করিতেন, দশ অথবা বার জন মাঙ্কুরী (রাজকর্ম্মচারী বিশেষ), বল্লমধারী অনুচর এবং হস্তী ও অশ্বারোহিগণ তাঁহার অনুগমন করিত। এদিকে মহারাজ স্বয়ং তাঁহার শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কুমার দরবারস্থলে অথবা ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎসময়ে মহারাজের সহিত এক গদিতে উপবেশন করিতেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে বাল্যবিবাহের নিয়ম প্রচলিত, কিন্তু ময়না বাইর পুত্রের সম্বন্ধে নাগপুর-রাজ ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করেন। সংক্ষেপে তৃতীয় রঘুজীর সন্তান-সম্ভাবনা যতই অল্পতর হইতে লাগিল, ততই সাধারণে ময়না বাইর পুত্রকেই ভাবী নাগপুররাজ বলিয়া মনে করিতে লাগিল; সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল, তৃতীয় রঘুজী শীঘ্রই ময়নাবাইর পুত্রকে দত্তকপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিবেন। অহর রাওর বিবাহে নাগপুররাজের আপাততঃ অসম্মতি দেখিয়া ঐ বিশ্বাস ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। যশোবন্ত অহর রাও নাগপুররাজের সহিত এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। লর্ড ডালহৌসী ১৮৫৪ অব্দের ২৮শে জানুয়ারির মন্তব্যলিপিতে এইরূপ আত্মীয় বালককে একজন "সাধারণ মহারাষ্ট্রীয়," স্থানান্তরে একজন "বৈদেশিক" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন †।

দত্তকগ্রহণসম্বন্ধে অহর রাওর মাতা ময়না বাইর সহিত বঙ্কবাই অথবা

* *Empire in India p. 176.*
† *Ibid: p 177.*

তৃতীয় রঘুজীর প্রধানা মহিষী অন্নপূর্ণা বাইর কোন প্রকার বিরোধ ঘটে নাই। অনুমতি পাওয়া মাত্র সমবেত বন্ধুজনের সমক্ষে নানা অহর রাও (আপাসাহেবের পিতা) ও ময়না বাই স্বীয় সন্তানকে অন্নপূর্ণা বাইর হস্তে সমর্পণ করেন। রাণী ও তাঁহাদের মন্ত্রিগণ ধীরভাবে এবিষয় ব্রিটিশ রেসিডেণ্টকে জানান, ধীরভাবে এবিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতির প্রতীক্ষা করেন। যখন নাগপুর অধিকারের আদেশ রাণীদিগকে জানান হয়, তখন তাঁহারা যথাসাধ্য ঐ অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি উপস্থিত করেন, যথাসাধ্য দত্তক-গ্রহণ বিধিসিদ্ধ বলিয়া আপনাদিগের রাজ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু তাঁহাদের এই যত্নে, এই আগ্রহে কোনও ফল দর্শে নাই। অধিক কি, এরূপ বিধিসিদ্ধ দত্তকপুত্র বর্ত্তমান থাকাতেও লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষ পরিত্যাগসময়ে ১৮৫৬ অব্দের ২৮এ ফ্রেব্রুয়ারির মন্তব্যলিপিতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছিলেন, "নাগপুররাজের কোনও পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই, রাজার বিধবা পত্নীগণও স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা রাজার মৃত্যুর পর কোনও বালককে দত্তকপুত্র করেন নাই *"।

লর্ড হেষ্টিংস ১৮১৮ অব্দে নাগপুররাজ্যের সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করেন, তদ্‌বিষয়ে লর্ড ডালহৌসী লিখিয়াছেন, "আপাসাহেব যে, নিজের কার্য্যদোষে নাগপুর রাজ্য হারাইয়াছেন, এবং তজ্জন্য যে, বন্ধুত্বসূচক সন্ধিভঙ্গ হইয়াছে, ইহা গবর্ণরজেনেরেলের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল। এইজন্য তিনি নিজের ইচ্ছানুসারে একটি বালককে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন, নিজের ইচ্ছানুসারে তাঁহার একজন প্রতিনিধিও নির্ব্বাচন করেন। দত্তকগ্রহণ সম্বন্ধে কোন বিষয়ই সে সময়ে অনুষ্ঠিত হয় নাই। দত্তকপুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই যে, লর্ড হেষ্টিংস ঐ বালককে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা নয়। কারণ, নির্ব্বাচিত হইবার বহুকাল পরে ঐ বালককে দত্তকপুত্র করা হয়। রাজ্য ও রাজবংশের মধ্যে ঐ বালকের অনুকূলে একটি দল ছিল বলিয়া কেবল একমাত্র রাজনীতিই সে সময়ে লর্ড হেষ্টিংসকে এই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হইবে

* *Papers, Minute by the Marquis of Dalhousie, dated February 28th, 1856. No 245 of 1856. Comp. Retrospects and Prospects &c, p. 29.*

যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সে সময়ে নাগপুররাজ্য আপনাদের হস্তগত মনে করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট যাঁহাকে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহাকেই নাগপুরের গদি দিতেন। ঐরূপ দান-কার্য্যে কোন প্রকার বিবেচনা অথবা বিচারের আধিপত্য লক্ষিত হইত না। উহা কেবল গবর্ণমেণ্টের স্বাধীন ইচ্ছা ও অভিরুচির উপর নির্ভর করিত *"।

লর্ড ডালহৌসীর এই মন্তব্য সরল ও অল্প কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হইবে যে, নাগপুররাজ্য নিঃসন্দেহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পদানত হইয়াছিল। কোন একটি রাজ্য জয় করিলে সেই রাজ্যের উপর যে যে ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে, আপাসাহেবের বিশ্বাসঘাতকতার পর নাগপুররাজ্যের উপরেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ঠিক সেই সেই ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তবে গবর্ণমেণ্ট কেবল সৌজন্য ও উদার রাজনীতির অনুরোধে পূর্ব্ববর্ত্তী অধিপতির একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ব্যক্তিকে নাগপুরের গদিতে আরোহণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন †।

কিন্তু লর্ড হেষ্টিংসের নিজের কথার সহিত ডালহৌসীর ঐ মন্তব্যের তারতম্য করিলে পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। লর্ড হেষ্টিংস্ ১৮২৩ অব্দের ৬ই মে জিব্রল্টর হইতে নিজের পত্রসহ ইংলণ্ডের ডিরেক্টর-সভায় রাজ্যশাসনসংক্রান্ত যে বিবরণ প্রেরণ করেন, তাহাতে নাগপুর রাজ্যের সম্বন্ধে উল্লেখ ছিল ;—"নাগপুরের একজন রাজ্য-লিপ্সু ব্যক্তি আপাসাহেবকে রাজ্য হইতে তাড়িত করিয়া নাগপুরের সিংহাসন অধিকার করেন। আপাসাহেব এই রূপে রাজ্যচ্যুত হইয়া সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইলে আমরা আশ্রয় দিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করি। ইহার পর সেই সিংহাসনহারীর মতিভ্রংশ ও সম্পূর্ণ বাতুলতা উপস্থিত হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আপাসাহেবকেই রাজ-প্রতিনিধি করিয়া তাঁহার হস্তে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পণ করেন। পাছে বাতুল রাজা কোন দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন, এই আশঙ্কায় রাজপ্রতিনিধি বিষপ্রয়োগে রাজার প্রাণবিনাশে চেষ্টা পান। এ বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রমাণ দ্বারা উহা স্থিরীকৃত হয় নাই,

* *First Nagpore Blue-book, p. 27. Comp. Empire in India, p. 185-186.*
† *Empire in India, p. 186.*

সুতরাং আপাসাহেবের গদিপ্রাপ্তির পক্ষে কোন প্রকার বাধা উপস্থিত না হওয়াতে তিনিই নাগপুরের বিধি-সঙ্গত রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন*"। ইহার পর হেষ্টিংস্ আপাসাহেবের বিশ্বাসঘাতকতা, তাঁহার পদচ্যুতি ও তন্নিবন্ধন নাগপুররাজ্যের গোলযোগের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, "নাগপুরের বিশৃঙ্খলাপ্রযুক্ত আমরা নূতন বন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হই। রাজবংশের ও রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তি এবিষয়ে পরামর্শ করিয়া সকলেই একবাক্যে ভোঁসলাবংশীয়ের একটি নিকট-তম আত্মীয় বালককে নাগপুরের গদি দিবার প্রস্তাব করেন। তদনুসারে উক্ত বালক আপাসাহেবের স্থলে নাগপুরের সিংহাসনে আরোহিত হয় *"। নাগপুরের রাজ্যসম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ লর্ড হেষ্টিংসের বিজ্ঞাপনীতে বর্ত্তমান; অথচ লর্ড ডালহৌসী বলিয়াছেন, লর্ড হেষ্টিংসের নির্ব্বাচন অনুসারে একটি বালক নাগপুরের গদিতে আরোহণ করে †। রাজনীতির কি বিচিত্র লীলা! রাজনৈতিক বাক্যের কি অপূর্ব্ব সাদৃশ্য!

নাগপুর রাজ্য ভোঁসলাবংশীয়ের হস্তচ্যুত হইয়াছিল; ব্রিটিশ গবর্ণ-মেণ্ট স্বীয় ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে তথায় শাসনসংক্রান্ত নূতন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভূতপূর্ব্ব রাজার হস্তে উহার পরিচালনের ভার সমর্পণ করেন; উক্ত রাজা যে ভোঁসলাবংশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ, গবর্ণ-মেণ্ট তাহার কোন অনুসন্ধান করেন নাই। এই সকল বিষয়ের সমর্থন জন্যই লর্ড ডালহৌসীর সবিশেষ প্রয়াস, ইহার জন্যই যুক্তির পর যুক্তিতে তাঁহার মন্তব্যলিপি পুষ্টাবয়ব হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, তাঁহার যুক্তি অনেক স্থলেই অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে কার্য্যকারিণী হয় নাই। তিনি স্বীয় লিপির এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন, "আপাসাহেবের শক্রতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পর নাগপুর রাজ্য আমাদের বিজয়লব্ধ সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হয়। সেই বৎসরেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, উক্ত রাজ্যের কিয়দংশ ভূতপূর্ব্ব রাজার হস্তে সমর্পণ করেন, এবং ১৮২৬ অব্দের সন্ধি

* *Report of Select Committee of the House of Commons on the East India Company, 1833, Appendix, pp. 103, 104.*

† *Empire in India, p. 188.*

অনুসারে উক্ত অংশ পুরুষানুক্রমে তাঁহার ভোগদখলে রাখিতে প্রতিশ্রুত হন *"। মেজর ইবান্সবেল এবিষয়ে দুইটি গুরুতর ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এক, নাগপুররাজ্য কখনও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিজয়লব্ধ সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হয় নাই,. সামরিক নিয়ম অনুসারে নিঃসন্দেহ ঐ রাজ্য তাঁহাদের হস্তগত বলিয়া ঘোষিত হইতে পারিত, কিন্তু কখনও এরূপ কোনও ঘোষণা করা হয় নাই। দ্বিতীয়, ১৮১৮ অব্দে নাগপুররাজ্যের কিয়দংশ ভূতপূর্ব্ব রাজাকে দান করা হয় নাই। তৃতীয় রঘুজী ভোঁসলা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে সমস্ত অবিভক্ত নাগপুররাজ্যের স্বত্বাধিকারী হন। ১২৮৬ অব্দের সন্ধির পঞ্চম ধারায় দৃষ্ট হইবে, আপাসাহেব শত্রুতাচরণ করিবার পূর্ব্বে, নাগপুরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে সৈন্য ছিল, তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থে সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশ এবং অন্যান্য স্থান দান করেন। তৃতীয় রঘুজী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উহার অন্যথা করেন নাই। বস্তুতঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কখনও নাগপুর অধিকার করিয়া, পরে পূর্ব্বতন রাজাকে দান করেন নাই। প্রত্যুত ব্রিটিশ কর্ম্মচারিগণ রাজার অপ্রাপ্তব্যবহার অবস্থায় তাঁহার নামেই রাজ্য শাসন করেন, পরে ১৮২৬ অব্দে রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সন্ধির নিয়ম অনুসারে প্রকাশ্যরূপে নাগপুরের স্বত্বাধিকারী বলিয়া ঘোষিত হন। এই সময়ে আপাসাহেব ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহজন্য যে সমস্ত ভূ-সম্পত্তি দিয়াছিলেন, তৃতীয় রঘুজী তাহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনেই রাখেন। যদি নাগপুর রাজ্য তাঁহাকে দানসামগ্রী স্বরূপ প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে তিনি কখনও সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে দান করিতেন না †।

যে দুই প্রধান ব্যক্তি লর্ড ডালহৌসীর মতের পরিপোষক হইয়া সেতারা প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখনী চালনা করিয়াছেন, নাগপুরঘটিত ব্যাপারে তাঁহারা নীরব থাকেন নাই। ডিউক অব আর্গাইল ও স্যার চার্লস জাক্‌সন্‌, উভয়েই নাগপুরগ্রহণ বিধিসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। লর্ড ডালহৌসী মার্কুইস্‌ অব্‌ হেষ্টিংসের নাগপুর-ঘটিত কার্য্য সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই ডিউক অব্‌ আর্গাইলের লেখনীতে প্রতিফলিত

* *First Nagpore Blue-book, p. 23 Comp. Empire in India, p. 192.*

† *Empire in India, p, 192-193.*

হইয়াছে *। লর্ড হেষ্টিংস যে ভাবে নাগপুরের কার্য্য সম্পন্ন করেন, এবং লর্ড ডালহৌসী যে ভাবে হেষ্টিংসের মত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলেন, তাহা পূর্ব্বে যথাযথ বিবৃত হইয়াছে। উক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে, ডালহৌসী ও আর্গাইল, উভয়েই হেষ্টিংসের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অযথামত প্রকাশ করিয়াছেন; উভয়েই এক অর্থ অন্য অর্থে প্রতিবিম্বিত করিয়া নাগপুরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য স্থাপন বিধিসিদ্ধ বলিয়াছেন।

স্যার চার্লস জাক্‌সন্‌ স্বীয় পুস্তকে লর্ড ডালহৌসীর কথা প্রতিধ্বনিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি অবলীলাক্রমে ডালহৌসীর এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন:—"১৮১৮ অব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নাগপুর রাজ্য গুজরবংশীয়কে দানসামগ্রী স্বরূপ অর্পণ করেন †"। এই কথা যে ঠিক নয়, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ভারতবর্ষ পরিত্যাগ সময়ে লর্ড ডালহৌসী, আপনার মন্তব্যলিপিতে নাগপুর গ্রহণসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "নাগপুরের কোন বিধিসিদ্ধ উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান না থাকাতে উক্ত রাজ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন করা হইয়াছে। আপাসাহেবের বিশ্বাসঘাতকতায় নাগপুর রাজ্য গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হয়, গবর্ণমেণ্ট সে সময়ে উহা ভোঁসলাবংশীয় রাজাকে দান করেন। ঐ রাজার মৃত্যুর পর নাগপুররাজ্যে কোনও উত্তরাধিকারী ছিল না, পূর্ব্বতন রাজার কোনও পুত্রসন্তান জন্মপরিগ্রহ করে নাই, কোনও বালক দত্তক পুত্রস্বরূপ পরিগৃহীত হয় নাই। রাজার বিধবা পত্নীগণ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা রাজার মৃত্যুর পর কাহাকেও দত্তকপুত্র করেন নাই ‡"।

লর্ড ডালহৌসী যখন অসঙ্কুচিত চিত্তে এই সকল কথা লিখিয়াছেন, তখন সমুদয় বিষয় একবার সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। তিনি কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া বিচার করিলেই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন, রেসিডেণ্ট

* *India under Dalhousie and Canning, p. 34.*

† *A Vindication, p. 17.*

‡ *Papers, Minute by the Marquis of Dalhousie, dated February 28th, 1856. No 245 of 1856. Comp. Retrospects and Prospects &c, p. 29.*

মান্‌সেল সাহেব ১৮৫৪ অব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তৃতীয় রঘুজীর মৃত্যুর তিন দিবস পরে নাগপুর-ঘটিত কার্য্যের যে বিবরণ প্রেরণ করেন, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে নাগপুরের গদির উত্তরাধিকারীর বিষয় লিখিত আছে *। মান্‌সেল সাহেব দুই জনকে রাজার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহাদের মধ্যে প্রথমটিকে নাগপুরের গদি দিবার প্রস্তাব করা হয়। এই প্রথম আত্মীয়—নানা অহর রাওর পুত্র যশোবন্ত অহর রাও। মান্‌সেল সাহেবের মতানুসারে এই যশোবন্ত অহর রাওই রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন †। দত্তক-গ্রহণক্রিয়ার পর ইহার জনোজী ভোঁসলা নাম হয়। উপস্থিত গ্রন্থে যে যুদ্ধের ইতিহাস লিখিত হইতেছে, সেই যুদ্ধের সময়ে নাগপুরের রাজবংশীয়গণ গবর্ণমেণ্টের অনেক উপকার করাতে ১৮৬০ অব্দে লর্ড কানিং এই জনোজী ভোঁসলাকে পৈতৃক ভূ-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দান করেন ‡। ইহার সাত বৎসর পূর্ব্বে লর্ড ডালহৌসী এই বালককেই নাগপুরের গদির অনধিকারী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

লর্ড ডালহৌসী দত্তক-গ্রহণ সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হয় নাই। তৃতীয় রঘুজীর মৃত্যুর পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ বিধবা পত্নী যথাবিধানে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। মাননীয়া বৃদ্ধা বঙ্কবাই এবিষয় প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিতেও ত্রুটি করেন নাই §। রেসিডেণ্ট মান্‌সেল সাহেবও ১৮৫৩ অব্দের ১১ই ডিসেম্বর নাগপুরের রাজবংশীয়ের ও রাজ্য শাসন সংক্রান্ত ব্যক্তিদিগের দত্তক-গ্রহণের ইচ্ছা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানান ¶। অধিকন্তু নাগপুররাজের বিধবা পত্নীগণ যদি বিধিপূর্ব্বক দত্তক গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই লর্ড ডালহৌসীর কলিকাতা পরিত্যাগ করা পর্য্যন্ত, গৃহীত

* *Papers, Rajah of Berar, 1864, p. 20.*

† *Ibid. 1854, p. 20. Comp. Retrospects and Prospects &c, p. 31.*

‡ *Calcutta Gazette. April 14, 1860.*

§ *Empire in India, p. 174-175.*

¶ *Papers, Rajah of Berar, 1854, p. 56.*

দত্তকের অধিকার রক্ষার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন না।* এরূপ প্রবল প্রমাণ থাকাতেও কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া লর্ড ডালহৌসী বিধবা রাণীদিগের দত্তকগ্রহণ অপ্রতিপন্ন করিলেন? কোন্ বিধি, কোন্ নীতি, কোন্ ন্যায়ের অনুগামী হইয়া জনোজী ভোঁসলাকে স্বত্বচ্যুত করিলেন? তত্ত্বদর্শী ঐতিহাসিকগণ অবশ্যই এই প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন, অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তরদানস্থলে ব্রিটিশ রাজত্বেও যথেচ্ছাচারের অখণ্ডনীয় প্রতাপ দেখিয়া লজ্জা, ক্রোধ ও বিষাদে অবনতমস্তক হইবেন।

তৃতীয় রঘুজী স্বয়ং দত্তক গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার বিধবা পত্নী শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। স্বামী গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই, পত্নীর গৃহীত দত্তকের অসিদ্ধতা প্রতিপন্ন হইতে পারে না। হিন্দুদিগের চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে স্বামীর মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠা পত্নী যথাবিধি দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেও অনেক স্থলে ঐরূপ দত্তকের বিধিসিদ্ধতা স্বীকার করিয়াছেন। ১৮১৮ অব্দে যখন দিম্বল রাও সিন্ধিয়ার স্ত্রী, স্বামীর মৃত্যুর পর দত্তক গ্রহণ করেন, তখন গবর্ণমেণ্ট উহার বিপক্ষে কোন কথা বলেন নাই। ১৮৩৬ অব্দে যখন জঙ্কজী সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নী উক্ত বিধানের অনুবর্ত্তিনী হন, তখনও গবর্ণমেণ্ট উহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। ১৮৩৪ অব্দে ধারের রাজা এবং ১৮৪১ অব্দে কৃষ্ণগড়ের রাজার মৃত্যুর পরেও তাঁহাদিগের বিধবা পত্নীগণ ঐ নিয়মের অনুসরণ করেন†। এইরূপ দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ থাকাতে কিজন্য ১৮৫৩ অব্দে নাগপুরের দত্তকগ্রহণ অসিদ্ধ হইল? কি জন্য গ্রহিত্রী ও গৃহীতের সমুদয় সম্পত্তি ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হইল? ইহাতে কি নীতির অবমাননা হয় নাই?

নাগপুর সম্বন্ধে লর্ড ডালহৌসী এক স্থলে লিখিয়াছেন, "নাগপুর ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে একটি সমবেদনাহীন ও ভিন্ন-স্বার্থ রাজ্যের লোপ হইবে, এবং যে সৈনিক বল সম্ভবতঃ আমাদের আয়াস ও কষ্টের স্থল হইতে পারে, তাহাও হস্তগত হইয়া উঠিবে। এতদ্ব্যতীত আমরা ৮০,০০০ বর্গ মাইল পরিমাণের ও বার্ষিক ৪০ লক্ষ টাকা আয়ের একটি

* *Retorspects and Prospects &c, p. 31.*

† *Dalhousie's Administration. Vol. II. p. 157.*

ভূ-সম্পত্তি লাভ করিব। নাগপুরের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ। ইহারা সকলেই বহুদিবস হইতে আমাদের শাসনাধীন থাকিতে ইচ্ছুক। নাগপুর ব্রিটিশ অধিকারের সহিত সংযোজিত হইলে ব্রিটিশ খণ্ডরাজ্যসকল নিজামের রাজ্যের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আমাদের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যের অনেক অনুকূলতা সাধন করিবে। এক্ষণে যে সমস্ত ব্রিটিশাধিকৃত প্রদেশ ভিন্ন রাজ্য দ্বারা অন্তরিত রহিয়াছে, নাগপুর অধিকৃত হইলে তৎসমুদয় সংযোজিত হইয়া যাইবে। উড়িষ্যার পূর্ব্বদিক, খান্দেশের পশ্চিমদিকের সহিত সংলগ্ন হইবে, দক্ষিণাপথভুক্ত বেরার, সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশের অব্যবহিত উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী হইবে, এবং কলিকাতা ও বোম্বাই গমনাগমনের পথ প্রায় সমস্তই ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে পতিত হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে, নাগপুর অধিকৃত হইলে সৈনিক বলের একত্র সমাবেশ হইবে, বাণিজ্যক্ষেত্র প্রসারিত হইবে এবং আমাদের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় হইবে *"।

ডালহৌসী অন্য স্থলে লিখিয়াছেন, "নাগপুরবাসীদিগের উপকার সাধনাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যই আমাকে উক্ত রাজ্য আমাদের অধিকারভুক্ত করিতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস নাগ-পুরবাসিগণ স্থায়িরূপে ব্রিটিশ শাসনে থাকিলে তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইবে। নাগপুরের অধিবাসীদিগের মঙ্গলসাধন ব্যতীত অন্য কোন বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমি উক্ত রাজ্য অধিকারের প্রস্তাব করি নাই † "।

স্থলান্তরে লিখিত হইয়াছেঃ—"আমরা এক জনকে নাগপুরের রাজা করি। তাঁহার সুবিধার জন্য যাহা করা আবশ্যক, সমস্তই আমরা করিয়া দিই। তিনি বাল্যকালে আমাদের অনুগ্রহে শিক্ষিত হন। একটি কার্য্যক্ষম সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহার অভিভাবক হইয়া প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁহার অপ্রাপ্ত-ব্যবহার অবস্থায় আমরা দশ বৎসর পর্য্যন্ত, তাঁহার রাজ্য শাসন করি, পরে প্রকৃষ্টপদ্ধতিক্রমে পরিচালিত উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালীর সহিত সুশৃঙ্খল সৈন্য, পরিপূর্ণ রাজকোষ ও সন্তুষ্ট প্রজা, তাঁহার হস্তে সমর্পণ করি। এত

* *A Vindication, p. 36-37.*

† *Ibid p. 21.*

সুবিধা করিয়া দিলেও ঐ রাজা, মৃত্যুর পর, মনুষ্যত্ব ও রাজত্ব, উভয়েরই নিন্দনীয় চরিত্র ব্যতীত আর কোনও কীর্ত্তি পৃথিবীতে রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এইরূপ অনুগৃহীত ও এইরূপ সহায়তাপ্রাপ্ত হইয়াও ইনি ন্যায়-বিক্রয়কারী, মদ্যপায়ী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া পরলোকগত হন।

"এই রাজার উত্তরাধিকারীও যে, উক্তরূপ অসদ্দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইবেন না, তদ্বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নাগপুরের প্রজাদিগের নিকট কি প্রকারে প্রতিশ্রুত হইতে পারেন? আর বস্তুতঃই যদি নাগপুর-রাজ পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার ন্যায় অসৎকার্য্য না করেন তাহা হইলেও, ক্ষমতা থাকাতেও যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নাগপুরের অধিবাসিগণের হিতসাধনে ঔদাসীন্য দেখাইলেন, ভবিষ্যতে তদ্বিষয়ে কি বলিয়া সাধারণের নিকটে আপনাদের দোষ ক্ষালন করিবেন *" ?

যে তিনটি স্থল উদ্ধৃত হইল তাহাতে স্পষ্টরূপে লর্ড ডালহৌসীর অভিপ্রায়ের পার্থক্য লক্ষিত হইবে। ডালহৌসী এস্থলে বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকারে ব্রিটিশ অধিকারের উন্নতি সাধনই নাগপুর গ্রহণের উদ্দেশ্য। পুনর্ব্বার স্থলান্তরে লিখিয়াছেন, নাগপুরবাসীদিগের উপকারসাধনই নাগপুর গ্রহণের প্রধান কারণ। ইহাতে সকল স্থলে তাঁহার উক্তির পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। নাগপুর ভোঁসলাবংশীয়ের অধিকারে থাকিলে যে, তদ্দেশবাসীদিগের সুখসমৃদ্ধির উন্নতি হইত না, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই এরূপ বাক্যের পোষকতা করেন নাই। প্রত্যুত অনেকেই উহার বিরুদ্ধবাদী হইয়া সত্যপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন। স্যার্ জন লো স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন, "ভারতবর্ষের সকলেই অবগত আছে যে, নাগপুর রাজ্যে কোন প্রকার শাসনবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই †"। যে রাজ্যে সুশৃঙ্খলরূপে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, সে রাজ্যের অধিবাসীদিগের যে, সুখসমৃদ্ধির উন্নতি হয় না, কেহই ইহার অনুমোদন করিবেন না। এস্থলে বোধ হয়, লর্ড ডালহৌসী কেবল ব্রিটিশ রাজ্যের উন্নতিসাধনার্থ নাগপুর গ্রহণ করিয়াছেন।

লর্ড ডালহৌসী নাগপুর অধিকার করিয়া, কেবল ন্যায়পরতার মস্তকে

* *India under Dalhousie and Canning, p. 37-38.*

† *Empire in India, p. 31.*

পদাঘাত করেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে দয়া, দাক্ষিণ্য ও সুনীতিরও উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন। নাগপুরের হতভাগ্য রাণীগণ আপনাদের রাজ্যরক্ষার্থ যে যে উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎসমুদয়েরই সাক্ষাৎসম্বন্ধে বাধা দেওয়া হইতে লাগিল। বৃদ্ধা মহারাণী বঙ্কবাই বৃথা এই অত্যাচার, অবিচারের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, বৃথা সন্ধির নিয়ম, বন্ধুতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া নাগপুরের গদিরক্ষার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, বৃথা ন্যায়পরতার দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া কাতরস্বরে সুবিচার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, বৃথা প্রতিনিধি পাঠাইয়া ব্রিটিশ সিংহের দ্বারে অনুগ্রহপ্রার্থী হইলেন। তাঁহার সমুদয় চেষ্টা, সমুদয় আশা নিষ্ফল হইল। বঙ্কবাই প্রভৃতি একপ্রকার কারারুদ্ধ হইয়া রহিলেন, কয়েক মাস পর্য্যন্ত কেহই তাঁহাদের নিকটে যাইতে পারিত না। মেজর আউস্‌লে নাগপুরের গদি রক্ষার জন্য তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করাতে অবরুদ্ধ হইলেন; কতিপয় মহাজন আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে টাকা ধার দেওয়াতে ঐরূপ কারাদণ্ড ভোগ করিতে লাগিলেন *।

বঙ্কবাই অশীতিবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন; বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, মন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি এই আকস্মিক বিপদে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। বিলাতে আপিল করাই এক্ষণে বৃদ্ধার আশার শেষ অবলম্ব হইল। ক্ষোভে, রোষে ও অপমানে বৃদ্ধা ইংলণ্ডে প্রতিনিধি পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে অগ্নি উদ্দীপিত হইয়াছিল, দীর্ঘকাল তাহা এক অবস্থায় রহিল না। অশীতিবর্ষের জাড্যদোষে উহার গতি শীঘ্রই মন্দীভূত হইল। এ দিকে রঘুজীর বিধবা পত্নীর দুরবস্থার এক শেষ হইল, যিনি এক সময়ে সকলের ভীতিস্থল ছিলেন, নাগপুরের অধিবাসিগণ এক সময়ে যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন করিত, তাঁহাকেই এক্ষণে নাগপুরের স্বত্বত্যাগ-পত্রে স্বাক্ষর করাইতে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনা হইল। এই শেষ সময়েও যশোবন্ত রাওর অধিকারচ্যুতির সম্বন্ধে কোন কথা বলা হইল না। রঘুজীর পত্নী অশ্রুমুখী ও কম্পান্বিত-কলেবরা হইয়া স্বাক্ষর করিলেন, অবিলম্বে নাগপুরের সৈন্য-

* *Torrens, Empire in Asia, p. 371.*

দিগকে নিরস্ত্র করা হইল, বিশ্বস্ত ব্রিটিশ সৈন্য রাজ্যের যথোপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত হইল, বিশ্বস্ত ব্রিটিশ কর্ম্মচারী সন্দিগ্ধ সর্দ্দারদিগের উদ্‌যোগ পর্য্যবেক্ষণে নিয়োজিত হইলেন। এইরূপ কলিকাতা-প্রচারিত বিধি অবলীলাক্রমে পুরুষ পরম্পরাগত রাজ্যশাসনের মূলে কুঠারাঘাত করিল। ভোঁসলা-শাসিত রাজ্যের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গেল *।

লর্ড ডালহৌসীর গবর্ণমেণ্ট কেবল নাগপুর গ্রহণ করিয়াই নিরস্ত হইলেন না; রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজার দ্রব্যাদিও গ্রহণ করিলেন। নাগপুরের হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি ব্যবহার্য্য পশু, মণি মুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যজাত ব্রিটিশ কোম্পানি আটক করিয়া বাজারে উপস্থিত করিলেন। হস্তী ঘোটক প্রভৃতি সীতাবলদীতে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রীত হইল †। এ দিকে মণিমুক্তা প্রভৃতি কলিকাতার হামিল্টন কোম্পানির দোকানের শোভা বর্দ্ধন করিল। ১৮৫৫ অব্দের ১২ অক্টোবরের মর্ণিং ক্রনিকল্ নামক সংবাদপত্রে ঐ দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল ‡। এতদ্ব্যতীত নাগপুরের প্রাসাদে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। অন্যতম রাণীর পর্য্যঙ্কের নীচে স্বর্ণ ও রৌপ্যে ৪ লক্ষ টাকা প্রোথিত ছিল। কোম্পানির অনুচরগণ তাহা বাহির করিয়া আনিল §। রাণীগণ অবশেষে কোন সৎকার্য্যে আপনাদের নাম স্মরণীয় করিতে ইচ্ছা করিয়া আপনাদের অর্থদ্বারা কোমায়ুন নদীর উপর একটি সেতুনির্ম্মাণের অভিপ্রায় জানাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের এই শেষ ইচ্ছা, অন্তিম অনুরোধও পূর্ণ হইল না ¶। রঘুজীর বিধবা পত্নীগণ সাধারণ সৎকার্য্যে যে অর্থের উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রিটিশ কোম্পানির হস্তগত হইল। জগৎ বিস্ময়-স্তম্ভিত হইয়া এই শোচনীয় অভিনয় চাহিয়া দেখিল, নীতি যথেচ্ছাচারের প্রভাবে পরিম্লান হইয়া অবনতমস্তক হইল, ধর্ম্ম পাপের প্রশ্রয় দেখিয়া দূরে পলায়ন করিল। গবর্ণমেণ্ট এইরূপে মিত্ররাজ্যের স্বত্বাধিকার বিলুপ্ত করিয়া সভ্যতার

* *Empire in Asia, p. 371-372.*
† *Arnold's Dalhousie's Administration. Vol. II., p. 167.*
‡ *Empire in Asia, p. 372-373.*
§ *Arnold's Dalhousie's Administration. Vol. II., 168.*
¶ *Ibid, p. 169.*

অপব্যবহার করিলেন। লর্ড ডালহৌসীর কার্য্যের কি অপূর্ব্ব মহিমা! যখন ইংলণ্ডের মহারাণী প্রতীচ্য মিত্ররাজ্যের রক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ভারতের গবর্ণরজেনেরল প্রাচ্য মিত্র রাজ্য আত্মসাৎ করিতে হস্ত প্রসারণ করিলেন, যখন ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটরি পোলণ্ডদেশীয় কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্পত্তি-গ্রহণসন্দেহে রুশিয়াকে তিরস্কার করিতেছিলেন, তখন ভারতের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নাগপুরের সম্পত্তি-গ্রহণে উদ্যত হইলেন।

ভোঁসলাবংশীয়ের ভরণ-পোষণোপযোগী ধনভাণ্ডার স্থাপনই নাগপুরের-রাজ-পরিবারের সম্পত্তিবিক্রয়ের প্রধান উদ্দেশ্য; অনেকে এই কথা বলিয়া লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতির সমর্থন করিয়া থাকেন *। সমর্থনচেষ্টা যে, নিতান্ত অসঙ্গত, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। লর্ড ডালহৌসীর গবর্ণমেণ্ট যখন নাগপুর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা আপনাদের অর্থদ্বারা নাগপুরের রাজবংশীয়ের ভরণপোষণে বাধ্য। লর্ড ডালহৌসী ইহা না করাতে উদার রাজনীতির সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। একজনের বিস্তৃত রাজ্য গ্রহণ করিয়া, তদীয় খাস সম্পত্তি বিক্রয়পূর্ব্বক, তাঁহার ও তৎপরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা, সহৃদয়তার লক্ষণ নহে। রেসিডেণ্ট মান্সেল সাহেব নাগপুররাজের দ্রব্যাদি নাগপুরের রাজবংশীয়ের নিকটে রাখিবার প্রস্তাব করেন। তিনি এসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে যে পত্র লিখেন, তাহাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল "প্রায় ২০ লক্ষ নাগপুরটাকার সম্পত্তি, ৫০ হইতে ৭৫ লক্ষ নাগপুর টাকার মণি মুক্তা প্রভৃতি সমস্তই রাজপরিবারের নিকটে রাখা উচিত। তাঁহারা নিজের ইচ্ছা ও সাধারণের মতানুসারে যেরূপ ভাল বিবেচনা করেন, সেইরূপে উহা বিক্রয় করিতে পারিবেন। আমার মতে রাজসিংহাসন ব্যতীত আর সমস্ত বিষয়েই নাগপুরের রাজবংশীয় স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়েরই সমান অধিকার আছে †।" কিন্তু লর্ড ডালহৌসী রেসিডেণ্টের

* *Sir Charles. Jackson, A Vindication, p. 74-81.*

† *Letter from C. G. Mansel Esqr to Secretary to Government, dated 29th Apirl 1854 (Parly Papers, Annexation of Berar 1859, p. 9.) Comp. Empire in India, p. 229.*

এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি প্রস্তাবিত বিষয়ে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নিজের মর্য্যাদার অনুরূপ যে সমস্ত সম্পত্তি রাখা আবশ্যক, নাগপুরের রাণীগণ তাহা রাখিতে পারিবেন, অবশিষ্ট সমুদয় বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের ভরণপোষণোপযোগী ধনভাণ্ডার স্থাপন করা যাইবে। কমিশনর ধনভাণ্ডারের মূলধনসম্বন্ধে যে রূপ হিসাব করিয়াছেন, তাহাতে যদি টাকার অনাটন হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহা পূরণ করিয়া দিবেন*।

লর্ড ডালহৌসী এই যুক্তি, এই নীতির অনুগামী হইয়া নাগপুরের রাজবংশের সম্পত্তি বিক্রয় করেন। গবর্ণমেণ্ট নাগপুরের ন্যায় একটি বিস্তৃত রাজ্য গ্রহণ করিলেন, অথচ নাগপুরের রাজবংশীয়ের ভরণপোষণে সমর্থ হইলেন না; তাঁহাদের নিজ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিলেন। বৃদ্ধা রাণী বঙ্কবাইর সম্মুখে ঐ সকল সম্পত্তি বাহির করা হইল, তাঁহার পুনঃ পুনঃ নিষেধ-বাক্যেও কেহ বিরত হইল না। ক্রোধে ও অপমানে তিনি নাগপুর-প্রাসাদে আগুন লাগাইয়া সম্পত্তি ভস্ম করিতে চাহিলেন, তথাপি কেহ বিরত হইল না। ঐতিহাসিকগণের সমক্ষে ইহা কি ন্যায়বিগর্হিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না? তাঁহারা কি এইরূপ সম্পত্তি গ্রহণ ডাকাতির পর্য্যায়ে নিবেশিত করিবেন না?

ন্যায়পরায়ণ উদার ব্যক্তি মাত্রেই লর্ড ডালহৌসীর এই অযথা কার্য্যের প্রতিবাদে ত্রুটি করেন নাই। কে, টরেন্স প্রভৃতি অপক্ষপাত ঐতিহাসিকগণ এই দূষিত রাজনীতির প্রতি কলঙ্কারোপ করিয়াছেন। কে সাহেব স্বপ্রণীত সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, "আমি অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, এইরূপ আটক, এইরূপ বিক্রয়ে কেবল বেরারে নয় চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বড় দুর্ণাম হইয়াছিল নাগপুর অধিকার করাতেও লোকের মনে এত বিরাগ জন্মে নাই।

"এইরূপ বিক্রয়ে ভোঁসলাবংশীয়ের মন যেরূপ ব্যথিত হইয়াছিল, সেইরূপ সমস্ত ভারতবর্ষও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি নিতান্ত বিরক্ত

* *Parliamentary Papers, Annexation of Berar, 1859, p. 10.*

হইয়া উঠিয়াছিল। যথার্থতঃই হউক, আর অযথার্থতঃই হউক, ইহাতে আমাদের সুনাম নষ্ট হইয়াছে। অর্থের বিনিময়ে এইরূপে চরিত্র কলঙ্কিত করা সঙ্গত নয় *।”

হামিল্টন কোম্পানি নাগপুরের সম্পত্তিবিক্রয়ের যে বিজ্ঞাপন দেন, তদ্‌বিষয়ে টরেন্স লিখিয়াছেন :—“যে ব্যক্তি আপনার রাজত্ব কাল ব্যাপিয়া আমাদের বিশ্বস্ত মিত্র ছিল, তাঁহার খাস সম্পত্তি প্রাচ্য রাজধানীতে সাধারণের সমক্ষে বিক্রীত হওয়াতে ভারতবর্ষীয় রাজগণের মনে কিরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহা কি কেহ বুঝিতে পারেন না? প্রতি বাজারে, প্রতি অন্তঃপুরে এই বিজ্ঞাপন যে, সরোষে গৃহীত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কি কেহ সন্দেহ করিতে পারেন? সকলেই মনে করিয়াছিল, এবার যথেচ্ছাচার দেশ ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইবে, এবং পরক্ষণে কাহারও না কাহারও রাজত্ব বা রাজকোষ বিলুণ্ঠিত হইবে। নেপোলিয়ান যে আদেশলিপি দ্বারা ফ্রান্সে বোরবোঁবংশের রাজত্ববিলোপসংবাদ সমগ্র পৃথিবীকে জানাইয়াছিলেন, এবং যে পরুষাচারদ্বারা একটি ক্ষীণ-প্রকৃতি রাজাকে রাজ্যপরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, সেই আদেশ-লিপি ও সেই পরুষাচারের নিন্দা করিতে আমাদের ঐতিহাসিকগণ কখনও ক্ষান্ত হন নাই। নেপোলিয়ান বোরবোঁবংশীয়দিগের আলেখ্য ও ধাতুনির্ম্মিত ঘোটক অপসারণ করাতে তাঁহার প্রতি অনেক ন্যায়-সঙ্গত কঠোর বাক্যও প্রয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু নেপোলিয়ান কাহারও ভূষণাদি অপহরণ বা বিক্রয়দোষে দূষিত নহেন। ফ্রেডরিকের তরবারি আত্মসাৎ করা অন্যায় হইয়াছিল বটে, কিন্তু নেপোলিয়ান প্রুশীয় রাজ্ঞীর অঙ্গুরীয়ক ও কণ্ঠহার সরাইয়া উহা তাঁহার রাজধানীতে সাধারণের সমক্ষে বিক্রয় করিতে অবশ্যই লজ্জিত হইতেন। সাধারণের উপর অত্যাচার অর্থগৃধ্নুতার সহিত সংযুক্ত হইলে নিতান্ত ঘৃণার্হ হইয়া উঠে। যে সময়ে ব্রিটিশ রাজ্ঞীর প্রতিনিধি এশিয়াতে এইরূপ বিলুণ্ঠন ও বিক্রয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে রুশিয়া, বিদ্রোহ ঘটাইবার সন্দেহে কতিপয় পোলণ্ডদেশীয়

* *Kaye's Sepoy War, Vol. I, p. 84, and note.*

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্পত্তি হরণ করাতে আমাদের পররাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটরি সেণ্টপিটস্‌বর্গের শাসন সমিতিকে কঠোরভাবে ভৎর্সনা করিতেছিলেন। জারের মন্ত্রী এস্থলে ঘৃণাসহকারে অবশ্যই বলিতে পারেন, "চিকিৎসক! অগ্রে আপনাকে নীরোগ কর *"।

কে, টরেন্সের ন্যায় আর্ণোল্ড, বেল্‌ প্রভৃতিও লর্ড ডালহৌসীর এই দূষিত কার্য্যের যথোচিত নিন্দা করিয়াছেন †। বস্তুতঃ নাগপুরের সম্পত্তি-গ্রহণ ডালহৌসীর গবর্ণমেণ্টের একটি দুরপনেয় কলঙ্ক। যাবৎ পবিত্র ইতিহাসের সম্মান থাকিবে, যাবৎ পবিত্র ধর্ম্মের গৌরব অপ্রতিহত রহিবে, যাবৎ পবিত্র নীতি, সদাচার ও উদারতা, লোকসমাজে আদরসহকারে পরিগৃহীত হইবে, তাবৎ ঐ কলঙ্করেখা কখনও বিলুপ্ত হইবে না ‡।

এই রূপে কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনটি প্রধান মহারাষ্ট্র-বংশের রাজ-সম্মান ও রাজচিহ্ন বিলুপ্ত হইল। তিনটি প্রধান মাহারাষ্ট্র-শাসিত রাজ্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার লোহিত রেখায় পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িল। ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকার প্রসারিত হইল, এবং ভারতের ইতিহাস বিচিত্র ঘটনায় পরিপুষ্ট হইয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইতে লাগিল। যদি ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে ইহা অবশ্য বলিতে হইবে যে, সেতারা ও নাগপুর এক সময়ে বিজয়লব্ধ সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে উহা অনায়াসে অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু সে সময়ে বিজয়লক্ষ্মীর দুর্নিবার ভোগ-লালসা চরিতার্থ হয় নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও কোনরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে উহা আপনাদের অধিকারে আনিবার উপায় করেন নাই। প্রত্যুত তাঁহারা সে সময়ে উদার রাজনীতির বশবর্ত্তী হইয়া সেতারা ও নাগপুর-রাজ, উভয়কেই

* *Torrens, Empire in Asia, p, 373-374.*

† *Arnolds', Administration of Lord Dalhousie. Vol. II., p, 166-169. Bell, Empire in India, p. 229-230.*

‡ কেপ্রণীত সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে সেতারার পরেই নাগপুরের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। নাগপুরের পর ঝাঁসীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সময়ের ক্রমানুসারে অগ্রে ঝাঁসী, পরে নাগপুরের বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। এই জন্য উপস্থিত গ্রন্থে ঝাঁসীর পর নাগপুরের বিষয় লিখিত হইল।—*Arnolds', Dalhousie's Administration. Vol. II., pp. 130, 146, 154.*

বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করেন, উভয়েরই সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, এবং উভয়কেই পুরুষানুক্রমে রাজ্যভোগের ক্ষমতা সমর্পণ করেন। কিন্তু লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলে অতর্কিত কারণ-বলে, অভূতপূর্ব্ব কৌশলসহকারে ঐ উদার রাজনীতির মূলোচ্ছেদ হয়। ডালহৌসী বন্ধুত্ব-পাশ বিচ্ছিন্ন করেন, সন্ধির অবমাননা করেন, এবং রাজনীতির গৌরব-হারী হন। সেতারাগ্রহণস্থলে যেরূপ স্বার্থপরতা প্রদর্শিত হয়, তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ঝাঁসীসম্বন্ধে যেরূপ অব্যবস্থিততা পরিস্ফুট হয়, তাহারও যথাযথ উল্লেখ করা গিয়াছে। নাগপুরগ্রহণসময়ে এই স্বার্থপরতার পূর্ণবিকাশ হয়। পূর্ব্বে ডালহৌসীর বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, এস্থলেও তাঁহার কতিপয় বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ইহার সমর্থন করা যাইতেছে। লর্ড ডালহৌসী নাগপুর গ্রহণের কারণান্তর প্রদর্শনস্থলে লিখিয়াছেনঃ—"নাগপুর রাজ্য উত্তম রূপে শাসিত হইলে ইংলণ্ডের একটি অভাব পূরণ হয়। এই অভাব পূরণের উপরেই ইংলণ্ডের বাণিজ্য-বিষয়িণী উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। এই উন্নতি অনেক প্রকার বাণিজ্য-দ্রব্য দ্বারা হইতে পারে, ইংলণ্ডে নিয়মিত-রূপে তুলার আমদানি হইলে যেমন এই উন্নতি হয়, বোধ হয় অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা তেমন হইতে পারে না। যাঁহারা ইংলণ্ড কিংবা ভারতবর্ষের রাজকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদের নিকট এই বিষয়টি গুরুতর বলিয়া বোধ হয়। দশবৎসর কাল রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে উহার গুরুত্ব আমিও সবিশেষ বুঝিতে পারিয়াছি। ইংলণ্ড ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে মাঞ্চেষ্টরের বণিক-সম্প্রদায় আমার নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব করেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীও আমার ভারত-সাম্রাজ্য-শাসনসময়ে অনেকবার আমাকে লিখিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের সকলেই এবিষয়ে অধিকতর আগ্রহ দেখাইতেছেন। যাহাতে ইংলণ্ডে নিয়মিত রূপে ঐ বাণিজ্যদ্রব্যের আমদানি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আমার যে সবিশেষ মনোযোগ আছে, তাহা বলা অনাবশ্যক। এইরূপ আমদানি হইলে ইংলণ্ডকে আর কখনও ঐ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য কোন বিদেশীয় রাজ্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে না *।"

* *Duke of Argyll, India under Dalhousie and Canning, p. 38.*

স্বার্থপরতার কি মোহিনী শক্তি! নাগপুর তুলার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ, ইংলণ্ডে এই তুলার আমদানি হইলে মাঞ্চেষ্টরের বণিক-কোম্পানির সবিশেষ লাভ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও লাভবান্ হইবেন। কিন্তু নাগপুর হাতে না পাইলে তুলার একচেটিয়া হইতে পারে না; সুতরাং তুলার একচেটিয়া ও আপনাদের লাভের নিমিত্ত নাগপুরগ্রহণ অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত। লর্ড ডালহৌসী এই অপূর্ব্ব যুক্তি ও কারণ দেখাইয়া নাগপুর অধিকার করিয়াছেন। ডিউক অব আর্গাইলের ন্যায় রাজনীতিজ্ঞগণও এই অপূর্ব্ব যুক্তির পোষকতা করিয়া সভ্য জগতে—প্রশস্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আপনাদিগের নাম স্মরণীয় করিয়াছেন *। গবর্ণমেণ্ট নাগপুর-রাজের হস্তে পুরুষানুক্রমে রাজ্যভোগের যে ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছিলেন, কেবল লোভের কুহকে পড়িয়া চিরন্তন বন্ধুত্ব, ও সন্ধি, সমুদয়ই বিস্মৃত হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। কল্য যাঁহারা রাজসম্মানে গৌরবান্বিত ছিলেন, অদ্য তাঁহারাই সামান্য লোকের অবস্থায় পতিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিভোগী হইলেন। অদৃষ্টচক্রের কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন! সুবিচারের কি অপূর্ব্ব বিড়ম্বনা! জনৈক অপক্ষপাত ব্রিটিশ লেখক এস্থলে যথার্থই বলিয়াছেন, "তুলা সম্বন্ধে ব্রিটিশ ন্যায়পরতার কর্ণ অবরুদ্ধ কহা হইলেক বধির করিয়াছিল, এবং চক্ষু অবরুদ্ধ করিয়া উহাকে অন্ধ করিয়া তুলিয়াছিল †"।

সেতারা অধিকারের পর আর একটি উত্তরাধিকারি-শূন্য রাজ্যের প্রতি ডালহৌসীর মনোযোগ হয়। সেতারা গ্রহণের পর এবং ঝাঁসী ও নাগপুর অধিকারের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন ‡। বিষয়টি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। উহা ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড, উভয়েরই মনোযোগ আকর্ষণ করে, উভয়স্থলের রাজনৈতিক সমাজেই উহা ঘোরতর তর্কবিতর্কের বিষয়ীভূত হইয়া উঠে।

১৮৫২ খ্রীঃ অব্দ।

১৮৫২ অব্দের গ্রীষ্মকালে রাজপুতনার অন্তর্গত কেরৌলী রাজ্যের অধি-

* *India under Dalhousie and Canning, p 38-39.*

† *J. B. Norton. The Rebellion in India: How to prevent another, p.98.*

‡ *Bell. Retrospects and Prospects, &c., p. 190.*

পতি পরলোকগত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ভরতপাল নামে একটি আত্মীয় বালককে দত্তক পুত্র করেন। এই সময়ে সেনাপতি লো রাজপুতনায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি একবারেই এই অভিপ্রায় জানাইলেন যে, শীঘ্রই এই দত্তক গ্রহণের অনুমোদন করা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য।

লর্ড ডালহৌসী দোলায়মান-চিত্ত হইলেন। তাঁহার বোধ হইল, উত্তরাধিকারীর অভাব দেখাইয়া কেরৌলী রাজ্যও সেতারার ন্যায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় সংযোজিত হইতে পারে। ডালহৌসী এই সঙ্কল্পসিদ্ধির উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সংহারিণী লেখনী সেতারার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, তাহা এক্ষণে কেরৌলীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হইল। ডালহৌসী ৩০ শে আগষ্ট কেরৌলীর সম্বন্ধে একটি মিনিট * লিখিলেন। কিন্তু এই মিনিট প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য হইল না। স্যার ফ্রেডরিক কারি ১৮৫২ অব্দে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি গবর্ণরজেনেরলের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়া কেরৌলীর দত্তক পুত্রের স্বত্বরক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইলেন †। ৩১ শে আগষ্ট কারির 'মিনিট' লিপিবদ্ধ হইল। কারি এই 'মিনিটে' স্বীয় গবেষণা, সদ্বিচার ও সদ্‌যুক্তির সবিশেষ পরিচয় দিলেন। এক দিকে স্যার্ জন লো, স্যার ফ্রেডরিক কারির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। লোর পর স্যার হেন্‌রি লরেন্স রাজপুতনায় রেসিডেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তিনিও ঐ মতের সমর্থন করিতে ত্রুটি করিলেন না। এই রাজনৈতিক বিচার-তরঙ্গ কেবল কলিকাতা ও রাজপুতনা আন্দোলিত করিয়াই নিবৃত্ত হইল না; ক্রমে উহা ইংলণ্ডের উপকূলে আঘাত আরম্ভ করিল। জন ডিকিন্‌সন্, হেন্‌রি সেমুর প্রভৃতি কতিপয় ভারত-হিতৈষী ব্যক্তির যত্নে ও উদ্‌যোগে ইংলণ্ডে ভারত-সংস্কারক নামে একটি সভা প্রতি-

* "গবর্ণমেণ্ট" "গবর্ণরজেনেরল" প্রভৃতির ন্যায় "মিনিট" কথাও ইতিহাসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার সাধারণ অর্থ, 'শাসন-সংক্রান্ত মন্তব্য-লিপি' অর্থাৎ রাজপুরুষগণ রাজকীয় বিষয়বিশেষের ব্যবস্থাসম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, সেই লিপিকে 'মিনিট' বলা যায়।

† *Kerowlee Papers, 1855, p. 7.*

ষ্টিত হইয়াছিল। এই সভা কেরৌলী-রাজ্যের স্বত্ব রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন *। ক্রমে এবিষয় পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত হইল, জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের অনেকেই কেরৌলীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন †। ভারতের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা ডিরেক্টরগণও যথাসময়ে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন ; বিচারে কেরৌলীর পক্ষ প্রবল হইল ‡। ডিরেক্টরগণ একবাক্যে বলিলেন, "আমাদের নিকট কেরৌলী ও সেতারা, এই উভয় রাজ্যঘটিত বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া বোধ হইতেছে। গবর্ণরজেনেরল এ বিষয় সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া স্বীয় মিনিটে লিখেন নাই। সেতারা রাজ্য নূতন। উহা সর্ব্বাংশে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সৃষ্টি ; গবর্ণমেণ্ট যে ভূসম্পত্তি দান করেন, তাহা হইতেই ঐ রাজ্য উদ্ভূত হইয়াছে। পক্ষান্তরে কেরৌলী রাজ্য রাজপুতনার মধ্যে অতি প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত। ভারতে ব্রিটিশ-ক্ষমতা বদ্ধমূল হইবার বহু পূর্ব্বে উহা ভারতবর্ষীয় রাজার অধীনে শাসিত হইয়া আসিতেছে। ঐ রাজ্য এক্ষণে আমাদের আশ্রিত, উহার অধিপতি এক্ষণে আমাদের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। অতি গুরুতর কারণ ব্যতীত এইরূপ রাজ্যে আমাদের আধিপত্যস্থাপন ভারতবর্ষের কাহারও অভিপ্রেত নহে। আমাদের মতে তাদৃশ গুরুতর কারণ কেরৌলী রাজ্যে উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং আমরা ভরতপালকেই বিধিসঙ্গত রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছি §"।

কিন্তু ভরতপালের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল না। ডিরেক্টরদিগের লিপি ভারতবর্ষে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম মদনপাল, ভরতপাল অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, এবং ভরতপাল অপেক্ষা ভূতপূর্ব্ব রাজার সহিত নিকটতর সম্বন্ধে আবদ্ধ। যখন কলিকাতা ও লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে কেরৌলীর আন্দোলন চলিতেছিল ; তখন মদনপাল আপনার স্বত্বরক্ষার্থ দণ্ডায়মান হন। কেরৌলীর রাজ-

* *Retrospects and Prospects &c, p 190. Comp, Empire in Asia, p 368.*

† *Quarterly Review. 151, p. 269.*

‡ *Retrospects and Prospects &c., p. 190.*

§ *Kaye's Sepoy War, Vol. I., p 94.*

পরিবারগণ, সর্দ্দারগণ ও প্রজাগণ, সকলেই ইহার পক্ষ সমর্থন করেন। রাজপুতনার ব্রিটিশ প্রতিনিধিও ইহাদের সহযোগী হন। হেন্‌রি লরেন্সের ন্যায় এক জন প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞ ও সদ্বিবেচক ব্যক্তি যখন মদনপালের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, তখন ভরতপালের গদিপ্রাপ্তির আশা সমূলে বিনষ্ট হইল। কিন্তু দত্তক গ্রহণ-ক্রিয়া হিন্দুদিগের পুত্রত্ববন্ধনের অমোঘ সাধন। এই ক্রিয়া যথারীতি সম্পাদিত হইলে কোনও প্রতিবন্ধক পুত্রত্বসম্বন্ধের উচ্ছেদ করিতে পারে না। সুতরাং ভরতপালকে গ্রহণ করিবার সময়ে শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়া যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে কি না, হেন্‌রি লরেন্স তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হইল, হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে দত্তক-গ্রহণ কালে যে যে কার্য্য ও ব্যবহারের অনুষ্ঠান আবশ্যক, ভরতপালকে লইবার সময়ে, তাহার অধিকাংশই সম্পন্ন হয় নাই। অধিক কি, কেরৌলীর অধিবাসিগণও এই দত্তকের বিধিসিদ্ধতা স্বীকারে সম্মত নহেন। সুতরাং হেন্‌রি লরেন্সের অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত উপস্থিত হইল না। বিশেষতঃ ডিরেক্টরগণ তখন পর্য্যন্ত ভরতপালকে গদি দিতে অনুমতি দেন নাই, তখন পর্য্যন্ত এবিষয়ে তাঁহাদিগের কোন লিপি যথানিয়মে প্রচারিত হয় নাই। যখন এইরূপ কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই, তখন হেন্‌রি লরেন্স একবারে প্রাধানতম গবর্ণমেণ্টকে মদনপালের পক্ষ সমর্থন করিতে অনুরোধ করিলেন, ডালহৌসীর গবর্ণমেণ্ট আর বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন না করিয়া হেন্‌রি লরেন্সের বাক্যে সম্মত হইলেন, সুতরাং কেরৌলীর গদি ভরতপালের পরিবর্ত্তে মদনপালের হস্তগত হইল।

এইরূপে ডালহৌসীর সর্ব্বসংহারক বিধি এস্থলে পরাস্ত হইল, এইরূপে অচিন্ত্য-পূর্ব্ব-কারণে একটি প্রাচীন রাজপুতরাজ্য ডালহৌসীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল। ১৮৫২ অব্দের জুলাই মাসে কেরৌলীর বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত হয়, ১৮৫৫ অব্দের ৫ই জুলাই বিলাতের ডিরেক্টরগণ এবিষয়ে চূড়ান্ত আদেশ লিপিবদ্ধ করেন *। এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সকলেই ঔৎসুক্য-সহকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে; সকলেই কেরৌলীর সম্বন্ধে কিরূপ আদেশ হয়, জানিবার জন্য পরস্পরের নিকট সংবাদ লইতে

**Karowlee Papers, 1855, p. 5. Comp. Retrospects and Prospects &c., p. 195.*

থাকে। জনশ্রুতি ক্রমে ভারতবর্ষের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে, কেরৌলীর সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত করে। মহারাষ্ট্র-শাসিত রাজ্যের প্রতি যেরূপ কঠোর দণ্ড প্রয়োজিত হইয়াছিল, তাহা কেহই বিস্মৃত হয় নাই। কিন্তু রাজপুতরাজ্যের তুলনায় মহারাষ্ট্ররাজ্য অতি অল্প দিনের; মোগল সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থায় মহারাষ্ট্ররাজ্য পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। যে সময়ে ইঙ্গরেজগণ বণিকবেশে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছিলেন,সেই সময়েই মহারাষ্ট্র রাজ্য সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইতেছিল। রাজপুত-রাজ্য এরূপ নূতন নহে। যখন মহারাষ্ট্র-বংশ ভবিষ্য কাল-গর্ভে নিহিত ছিল, তখন রাজপুত-রাজ্য উন্নতিশিখরে সমারূঢ়, যখন মুসলমানগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে নাই, যখন তিরৌরীর ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কীর্ত্তি বিলুপ্ত হয় নাই, তখনও রাজপুত-রাজ্যের গৌরবে সমগ্র ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত; যখন ইঙ্গরেজ বণিকগণ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই, তখনও রাজপুতরাজ্যে সৌভাগ্যের পূর্ণ-বিকাশ; বস্তুতঃ রাজপুত-রাজ্য ও রাজপুত-বংশ ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় মহত্ত্ব-স্থল। এইরূপ প্রাচীন ও এইরূপ মহত্ত্বের মূলীভূত বংশে অদ্য নবাগত ইঙ্গরেজ কোম্পানি অনায়াসে কুঠারাঘাত করিবে, সকলে ইহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইল। হেন্‌রি লরেন্সের প্রতি অনেকেরই সবিশেষ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল, তথাপি সেতারার দিকে চাহিয়া কেরৌলীর সম্বন্ধে সকলেই হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। কেহই বুঝিতে পারিল না, কেরৌলী কিরূপে এই ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে, কেহই বুঝিতে পারিল না, কিরূপে রাজপুতবংশীয়গণ অপ্রতিহত ভাবে কেরৌলীর সিংহাসনে সমাসীন থাকিবেন; গভীর আন্দোলনের পর সকলেই নীরব, সকলেই কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল; যখন হেন্‌রি লরেন্স গভীর যুক্তি দেখাইয়া কেরৌলীর পক্ষসমর্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখনও কেহই বুঝিতে পারিল না, কিরূপে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইবে, কিরূপে কেরৌলীর সিংহাসন রাজপুতের হস্তগত থাকিবে; অবশেষে চূড়ান্ত আদেশ প্রচারিত হইল; মদনপাল কেরৌলীর সিংহাসনে আরোহিত হইলেন; সার্ব্বজনীন আশঙ্কা নিবারিত হইল; এবং সকলে অবনত মস্তক হইয়া গম্ভীরভাবে ডালহৌসীর গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক চাতুরীর আলোচনায় নিমগ্ন রহিল।

লর্ড ডালহৌসীর দৃষ্টি অবিলম্বে আর একটি রাজ্যের উপর পতিত হয়। ভারতের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দক্ষিণভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে বেরার, পইমঘাট, তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণার মধ্যবর্ত্তী রায়চোর দোয়াব প্রভৃতি কতিপয় প্রদেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উর্ব্বরতাগুণে এগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ঐ সকল স্থানে যেমন উৎকৃষ্ট অহিফেন ও তুলা জন্মিয়া থাকে, পৃথিবীর মধ্যে তেমন আর কোথাও উৎপন্ন হয় না। ঐ ফলসম্পত্তিশালী রাজ্যের অধিপতির পুরুষানুক্রমিক উপাধি নিজাম, রাজধানী হয়দরাবাদ। যে নবাবের প্রসাদে কতিপয় সাধারণ অবস্থাপন্ন ইঙ্গরেজ বণিক দক্ষিণ ভারতবর্ষে প্রথমে স্থান লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করে, সেই নবাব এক সময়ে এই হয়দরাবাদের নিজামের আশ্রিত ও করদ ছিলেন।

১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দ।

প্রাণীজগতের কীটবিশেষে এক প্রকার আশ্চর্য্য প্রকৃতি আছে। এই কীটের অণ্ড অপরের শরীরের রক্ত, মাংস, মজ্জা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া আপনি পরিপুষ্ট হইতে থাকে। প্রবেশ-দাতা ক্রমে রক্ত, মাংস হারাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ডালহৌসীর গবর্ণমেণ্ট মিত্ররাজ্যসমূহে আপনাদের যে সকল সৈন্য রাখিয়া থাকেন, সংহারিণী প্রকৃতি অনুসারে তাহাদের সহিত ঐ অণ্ডসমূহের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। অণ্ডের ন্যায় ঐ সমস্ত সৈন্যও প্রবেশ-দাতা মিত্ররাজ্য সমূহের শত্রু। অণ্ডের ন্যায় ঐ সমস্ত সৈন্যও প্রবেশ-দাতা মিত্ররাজ-সমূহের সারভাগ গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে কঙ্কালাবশিষ্ট ও মৃত্যু-মুখে পাতিত করিয়া থাকে।

১৮০০ অব্দের ১২ই অক্টোবর লর্ড ওয়েলেস্‌লি নিজামের সহিত যে সন্ধি স্থাপন করেন, তাহার দ্বাদশ ধারা হইতে ঐ অনিষ্টের সূত্রপাত হয়। ঐ ধারা অনুসারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আপনাদের কতকগুলি সৈন্য নিজামের সৈন্যের সহিত একত্র করেন। যুদ্ধাদির সময়ে নিজাম এই সম্মিলিত সৈন্যের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হন*। যখন দক্ষিণাপথে টিপু সুলতানের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়, তখন হয়দরাবাদের তদানীন্তন রেসিডেণ্ট হেন্‌রি রাসেল পার্শ্ববর্ত্তী অধিপতিদিগের সৈনিক-বল দেখিয়া নিজামের প্রধানমন্ত্রী চণ্ডুলালকে

* *Aitchison, A collection of Treaties, Vol. V. pp. 8, 73.*

কহেনঃ—"মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্রমেই বর্দ্ধিত-বিক্রম হইয়া উঠিতেছে, হোলকার ও সিন্ধিয়া বহুসংখ্য সৈন্যের অধিনায়ক হইয়াছেন, এই সৈন্য-সমষ্টি আবার যুদ্ধ-যাত্রার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে *"। নিজামের মন্ত্রী রেসিডেণ্টের কথায় ব্রিটিশ সৈনিক পুরুষের সাহায্যে আপনাদের সৈন্যের শৃঙ্খলা বিধান করেন। ইহাতে ব্রিটিশ কোম্পানির সৈন্য নিজামের রাজ্যে বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

কিন্তু নিজাম চিরকাল এই সমস্ত সৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহে কোনরূপ অঙ্গীকার করেন নাই, চিরকাল এই সমস্ত সৈন্য নিজের রাজ্যে রাখিতে কোনরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন নাই †। যাহাহউক, বন্ধুতার অনুরোধে নিজাম চল্লিশ বৎসর কাল ঐ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিলেন। ক্রমে উহার নিমিত্ত তাঁহার ঋণ হইতে লাগিল; বৎসরের পর বৎসরে এই ঋণের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া শেষে ৭৮ লক্ষ হইল। ১৮৫১ অব্দে ডালহৌসীর গবর্ণমেণ্ট আর বিলম্ব না করিয়া স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন, "নিজামকে শীঘ্রই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, নচেৎ বার্ষিক অন্যূন ৬৫ লক্ষ টাকা আয়ের একটি ভূসম্পত্তি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট তিন বৎসরের মধ্যে ঐ আয় হইতে আপনাদের আসল টাকা তুলিয়া লইবেন ‡"। ইহাতে নিজাম স্বীয় ঋণ পরিশোধ করিতে যত্নশীল হইলেন। ৪০ লক্ষ টাকা অবিলম্বে প্রদত্ত হইল, অবশিষ্ট শীঘ্রই পরিশোধ করা হইবে বলিয়া, কথা দেওয়া হইল §। কিন্তু সমুদয় ঋণ পরিশোধ হইল না, ১৮৫৩ অব্দে উহা আবার বর্দ্ধিত হইয়া ৪৫ লক্ষ হইল। ডালহৌসী আর কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপনাদের টাকা আদায়ের জন্য নিজামের অধিকৃত ভূ-সম্পত্তি গ্রহণে উদ্যত হইলেন ¶।

* *Arnold's Dalhousie's Administration. Vol. II. p. 132.*

† *Ibid, p. 133.*

‡ *Ibid, p. 139.*

§ *Aitchison, A collection of Treaties. Vol. V, p. 9.* আর্ণোল্ডের সহিত ইহার কিছু বৈষম্য লক্ষিত হয়। আর্ণোল্ড বলেন সর্ব্বসমেত ৭৪ লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছিল, নিজাম উহার মধ্যে ৩৪ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেন।—*Arnold's Dalhousie's Administration. Vol, II, pp. 38, 39.*

¶ *Aitchison's Treaties &c., Vol. V., p. 9.*

নিজাম ভূ-সম্পত্তি দিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু ডালহৌসী ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি এক প্রকার বলপূর্ব্বক নিজামের নিকট হইতে উহা লইতে উদ্যত হইলেন। নিজামের বিশ্বস্ত মন্ত্রী সুরাজুল্‌-মুলক্‌ এই অত্যাচার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন, সুহৃৎসৌজন্যের দোহাই দিয়া প্রভুর রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে অনেক কথা কহিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। অবিলম্বে সন্ধির ছলে সম্পত্তিগ্রহণের নিয়ম লিপিবদ্ধ হইল। রেসিডেণ্ট কর্ণেল লো সাহেব নিজামকে কহিলেন, কলিকাতা হইতে সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে, উহাতে শীঘ্রই তাঁহাকে স্বাক্ষর করিতে হইবে। রেসিডেণ্টের এই বাক্য নিজামের সহনীয় হইল না। তিনি গভীর ক্ষোভ, রোষ ও অপমানে অধীর হইয়া রেসিডেণ্টকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন:—"আপনার ন্যায় ব্যক্তিগণ—যাঁহারা এক সময়ে ইউরোপে অবস্থিতি করেন, অন্য সময়ে ভারতবর্ষে সমাগত হন, এক সময়ে গবর্ণমেণ্টের চাকরী গ্রহণ করেন, অন্য সময়ে সৈনিক কার্য্যে নিয়োজিত হন, এক সময়ে নাবিক-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, অন্য সময়ে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকেন (আমি শুনিয়াছি, আপনাদের জাতির অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি বাণিজ্য-কার্য্যে লিপ্ত);—কখনই এবিষয়ে আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন না। আমি একজন স্বাধীন রাজ্যাধিপতি; সাত পুরুষ হইতে এই রাজ্য আমার বংশের অধীন রহিয়াছে। আমি এই রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এই রাজ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি এবং ভবিষ্যতে এই রাজ্যেই দেহত্যাগ করিব। আপনারা মনে করিয়াছেন, আমি আমার রাজ্যের কোন অংশ কোম্পানিকে দিলে সুখী হইব; ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; আমি উহাতে কখনই সুখী হইতে পারিব না। রাজ্যের অংশ দিলে আমি আপনাকে যার পর নাই অপমানিত জ্ঞান করিব। আমি শুনিয়াছি, আপনাদের জাতির এক ব্যক্তি ভাবিয়াছেন, যদি আমি মহম্মদ ঘাউস্‌ খাঁর (আর্কটের নবাব) দশাগ্রস্ত হই, তাহা হইলেও আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাহা হইলে আমার আর কোনও কাজ থাকিবে না; গবর্ণমেণ্টের পুরাতন চাকরের ন্যায় পেন্সন গ্রহণ করিয়া কেবল ভোজন, নিদ্রা ও উপাসনাতে কাল কাটাইব"। এই পর্য্যন্ত বলিয়া দুঃসহ মনোযাতনায় নিজাম আরব্য ভাষায় একটি শব্দের উচ্চারণ করিলেন।

উহাতে তাঁহার গভীর ক্রোধ ও বিস্ময় পরিস্ফুট হইল; তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "আপনারা নিজের অবস্থার দিকে চাহিয়া আমার প্রতি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আমি আপনাদিগকে তাদৃশ অসঙ্গতভাবপ্রকাশক বলি না, কিন্তু ইহাতে একজন স্বাধীন রাজ্যাধিপতির মনের কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা আপনারা কখনও বুঝিতে পারিবেন না। কারণ, আপনারা বলিয়াছেন, এই সন্ধি হইলে আমার প্রতিবৎসর ৮ লক্ষ টাকা বাঁচিবে; ইহাতে আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কিন্তু আমি আপনাদিগকে বলিতেছি, যদি চারিগুণ ৮ লক্ষ টাকা বাঁচে, তাহা হইলেও আমি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব না। রাজ্যের অংশ হস্তান্তরিত হইলে আমি আপনাকে যার পর নাই অপমানিত জ্ঞান করিব *"।

নবাব নসিরউদ্দৌলা এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ ক্রোধোন্নত স্বর, এইরূপ যাতনা-প্রকাশক বাক্যে কোনও ফল হইল না। যাবৎ তাঁহার ঋণ পরিশোধ না হইবে, তাবৎ তিনি বাধ্য হইয়া বেরার প্রদেশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে রাখিতে সম্মত হইলেন।

অবিলম্বে সন্ধিপত্র উপস্থিত হইল। নিজাম নিতান্ত অনিচ্ছা দেখাইয়া ১৮৫৩ অব্দের ২১ শে মে উহাতে স্বাক্ষর করিলেন। ১৮ই জুন উহা কলিকাতার বিধিনির্দ্দিষ্ট সন্ধি বলিয়া প্রচারিত হইল। দুরন্ত সাইলক অবলীলাক্রমে নিরীহ-স্বভাব আণ্টোনিওর দেহ হইতে মাংস কাটিয়া লইল, একটি পোর্সিয়াও এসময়ে উপস্থিত হইয়া ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না।

এইরূপে ৪৫ লক্ষ টাকার জন্য আদজুন্তা হইতে উণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্ব্বতমালার উত্তরবর্ত্তী সমস্ত বেরার বিভাগ; আহম্মদ নগর ও সোলাপুরের সীমান্তস্থিত ৭৬টি জনপদ; পইম্‌ঘাট এবং কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্ত্তী রাইচোর দোয়াব ব্রিটিশ কোম্পানির হস্তগত হইল। ক্রূরপ্রকৃতি উত্তমর্ণ যেমন অধমর্ণের সহিত ব্যবহার করে, ডালহৌসীও এস্থলে নিজামের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। বেরার প্রদেশ তুলার জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ। বহুসংখ্য জলাশয় বর্ত্তমান থাকাতে রাইচোর দোয়াব শস্যসম্পত্তিতে পরিপূর্ণ। উর্ব্বরতা-

* *Blue-book, The Nizam, 1854, p, 120. Comp Empire in India, p. 123. Dalhousie's Administration, Vol. II., p. 142-143.*

গুণে ঐ ভূখণ্ড ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। ডালহৌসীর গবর্ণমেণ্ট কয়েক লক্ষ টাকার জন্য এইরূপ একটি শস্য-শালী বিস্তৃত ভূভাগ এক জন মিত্ররাজের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া আপনা-দিগের অর্থ-লালসা ও মিত্রদ্রোহিতার একশেষ দেখাইলেন *।

বেরারের পর আর একটি মুসলমান-রাজ্যের প্রতি ডালহৌসীর নেত্র-পাত হয়। বর্ণনীয় ইতিহাসের সহিত উহার তাদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। সুতরাং অতিসংক্ষেপে ঐ বিষয় লিখিত হইতেছে।

দক্ষিণাপথে কর্ণাট নামে একটি রাজ্য আছে। মোগলশাসন-সময়ে উহা নিজামের রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। উহার রাজ-ধানী আর্কট। কর্ণাট রাজ্যের সহিত ইঙ্গরেজাধিকৃত ভারতের ইতিহাসের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই স্থানে ব্রিটিশ কোম্পা-নির আদিম আশ্রয়স্থল সেণ্ট ডেবিড দুর্গ অবস্থিত ছিল, এই স্থানে ব্রিটিশ রণগৌরব ডুপ্লের সৌভাগ্য ও লালির জীবননাশের কারণ হইয়াছিল, এই স্থানে রবর্ট ক্লাইব সর্ব্বপ্রথমে বিজয়পতাকায় পরিশোভিত হইয়াছে, এবং স্থানে প্রসিদ্ধ হয়দর আলী ইঙ্গরেজদিগের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আপনার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিলেন। ১৭৬৩ অব্দে মহম্মদ আলি ব্রিটিশ কোম্পানির সহায়তায় এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কর্ণাটের সিংহাসনে প্রতি-ষ্ঠিত হন। মহম্মদ আলিকে সিংহাসনে আরোহিত করিয়া কোম্পানি তাঁহার রাজ্যরক্ষার্থ কর্ণাটে কতকগুলি সৈন্য রাখেন। নবাব ঐ সৈন্যের ব্যয়-নির্ব্বাহ করিতে প্রতিশ্রুত হন। ক্রমে অমিতব্যয় ও সুশাসনের অভাব বশতঃ মহম্মদ আলি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। এজন্য ব্রিটিশ কোম্পানি ১৭৮৫ অব্দে মহম্মদ আলির সহিত সন্ধি করিয়া ঐ ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত করেন। ১৭৯০ অব্দে মহীশূরে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। নবাবের কর্ম্মচারিগণ ঐ সময়ে প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করিয়া দিতে অসমর্থ হওয়াতে কোম্পানি

১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দ।

* আর্ণোল্ডপ্রণীত ডালহৌসীর "ভারত-সাম্রাজ্যশাসন"নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে দৃষ্ট হয়, *(Dalhousie's Administration. Vol. II, pp. 141, 143)* নিজাম রেসিডেণ্টের সহিত কথোপকথনসময়ে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বেরার প্রদেশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট চিরকালের জন্য আপনাদের হস্তে রাখিবেন। কিন্তু ১৮৫৩

যুদ্ধের সময়ে কর্ণাটের সমগ্র শাসনভার গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হন। ১৭৯২ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ নবাবের সহিত যে সন্ধি করেন, তাহাতে ঐ সঙ্কল্পসিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হইয়া উঠে। সন্ধির নিয়মানুসারে নবাব উৎপন্ন রাজস্বের এক পঞ্চমাংশ লইয়া কর্ণাটের সমগ্র শাসনভার কোম্পানির হস্তে দিতে প্রতিশ্রুত হন *।

মহম্মদ আলির পর ১৭৯৫ অব্দের ১৬ই অক্টোবর ওমদুতুল ওমরা কর্ণাটের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই নবাব টিপু সুলতানের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছেন বলিয়া তদানীন্তন গবর্ণরজেনেরল লর্ড ওয়েলেস্লি সন্দিগ্ধ হন। কিন্তু মৃত্যু, ১৮০১ অব্দের ১৫ই জুলাই ওমদুতুল ওমরাকে ওয়েলেস্লির কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করে। ওয়েলেস্লির সন্দেহ ওমদুতুল ওমরার সহিত পর্য্যবসিত হইল না। তিনি অদ্ভুত কারণ, অপূর্ব্ব সংস্কার-বলে ওমদুতুল ওমরার পুত্র আলি হুশেনকে পৈতৃক ষড়যন্ত্রের উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করিলেন! ওমদুতুল ওমরার জীবিতাবস্থায় গবর্ণমেণ্ট আপনাদের হস্তে কর্ণাটের শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য যে সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা আলি হুশেনের নিকট উপস্থিত হইল। আলি হুশেন অতি তেজস্বী ও আত্ম-সম্মান-পর ছিলেন, তিনি ঐ সন্ধিতে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইলেন না। আলি হুশেনের অসম্মতিতে ওমদুতুল ওমরার ভ্রাতুষ্পুত্র আজি-

অব্দের সন্ধি উহার বিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করিতেছে। উক্ত সন্ধির ষষ্ঠ ধারায় স্পষ্ট লিখিত আছে, যাবৎ নিজামের ঋণ পরিশোধ না হয়, তাবৎ বেরার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকিবে। রেসিডেণ্ট ঐ ভূভাগ শাসন করিবেন। অধিকন্তু ঐ সন্ধির অষ্টম ধারা অনুসারে রেসিডেণ্টকে নিজামের নিকট প্রতি বৎসর উক্ত বিভাগের হিসাব দিতে হইবে। হিসাবে যদি ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যয় বাদে টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই উদ্বৃত্ত অংশ নিজাম পাইবেন।—*Aitchison, A collection of Treaties, Engagements, &c., relating to India and neighbouring countries. Vol. V. p. 104-105. Comp. J. M. Ludlow, British India its Races and its History. Vol. II, p. 189.*

১৮৬০ অব্দের ২৬ শে ডিসেম্বর লর্ড কানিং অফ্‌জুল উদ্দৌলা নিজামুল্‌মুল্‌ক আসফজা বাহাদুরের সহিত যে সন্ধি স্থাপন করেন, তাহার ষষ্ঠ ধারা অনুসারেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের হয়দরাবাদস্থ সৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বেরারবিভাগ প্রতিভূস্বরূপ আপনাদের হাতে রাখেন।—*Aitchison, A collection of Treaties &c. Vol. V. p. 116.*

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বেরার হইতে নির্দ্দিষ্ট ঋণ অপেক্ষা অধিক টাকা তুলিয়া লইয়াছেন।

* *Aitchison's Treaties Vol. V., p. 181-182.*

মুদ্দৌলা গবর্ণমেণ্টের মনোমত সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়া কর্ণাটের সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। ১৮০১ অব্দের ৩১ শে জুলাই এই সন্ধি হইল। সন্ধির নিয়মানুসারে আজিমুদ্দৌলা আপনার ব্যয়ের জন্য উৎপন্ন রাজস্বের এক পঞ্চমাংশ লইয়া সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী-সংক্রান্ত ক্ষমতা কোম্পানির হস্তে সমর্পণ করিলেন *। এইরূপে কর্ণাটের নবাবের অধঃপতন হইল; এইরূপে ব্রিটিশ কোম্পানির অনুগ্রহের বিনিময়ে নবাব উপাধিমাত্রে পর্য্যবসিত হইলেন। যাঁহারা এক দিন ব্রিটিশ কোম্পানির আশ্রয়-দাতা ছিলেন, তৃতীয় জর্জ্জের ন্যায় নৃপতি স্বহস্ত-লিখিত বন্ধুত্ব-সূচক পত্র ও উপহার প্রেরণ করিয়া এক দিন যাঁহাদিগের সম্মান করিয়াছিলেন †, তাঁহারাই অদ্য ইংলণ্ডীয় বণিক-সম্প্রদায়ের আশ্রিত ও অনুগত হইলেন।

১৮১৯ অব্দের ৩রা আগষ্ট আজিমুদ্দৌলার মৃত্যু হয়। তৎপুত্র আজিম্‌জা নবাব হন। ১৮২৫ অব্দের ১২ ই নবেম্বর ইনি মহম্মদ ঘাউস খাঁ নামক একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মহম্মদ ঘাউসের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তদীয় পিতৃব্য আজিম্‌জা তাঁহার অভিভাবক হন। ১৮৫৫ অব্দের ৭ই অক্টোবর অপুত্রক অবস্থায় মহম্মদ ঘাউস খাঁর পরলোক প্রাপ্তি হয়। আজিম্‌জা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে সিংহাসন প্রার্থনা করেন। এই সময়ে লর্ড ডালহৌসী গবর্ণরজেনেরল ছিলেন। পররাজ্যগ্রহণবিষয়িণী নীতি যাঁহার উপাস্য দেবতা, আজিমজা তাঁহারই নিকট আর্কটের সিংহাসন-প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন।

বলা বাহুল্য, ডালহৌসী আজিমজার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। ১৮০১ অব্দের সন্ধিতে নবাব কেবল দেওয়ানী ও ফৌজদারী-সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। উহাতে পুরুষানুক্রমিক রাজসম্মান কি রাজসিংহাসন বিলুপ্ত হয় নাই। ১৮০৩ অব্দের ১ লা ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আজিমুদ্দৌলাকে স্বাধীন রাজা ও কর্ণাটের সুবাদার বলিয়া ঘোষণা করেন ‡। অধিকন্তু আজিমুদ্দৌলার পরেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অসঙ্কুচিত-

* *A Collection of Treaties. Vol. V. p. 250.*

† *Empire in India, p. 50-51.*

‡ *Carnatic Papers, 1861, p. 126.*

চিত্তে কতিপয় ব্যক্তিকে আর্কটের নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু লর্ড ডালহৌসী এ সকল বিবেচনা করিলেন না। তিনি ১৮৫৩ অব্দে যে নিয়মে নিজামের নিকট হইতে বেরার গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের হস্তে সমর্পণ করেন, সেই নিয়মেই যে, লর্ড ওয়েলেস্‌লি ১৮০১ অব্দে আজিমুদ্দৌলার হস্ত হইতে কর্ণাটের দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তাহাও তিনি বুঝিলেন না *। ডালহৌসী ১৮০১ অব্দের সন্ধির উচ্ছেদ পূর্ব্বক আর্কটের সিংহাসনে কুঠারাঘাত করিলেন ; বিলাতের ডিরেক্টরগণ এই নির্দ্দয় কার্য্যের অনুমোদন করিতে সঙ্কুচিত বা ব্যথিত হইলেন না। আজিমজা ও তৎপরিবারগণ বার্ষিক দেড়লক্ষ টাকা পেন্সন্ লইয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট হইলেন †। রাজ্যের সহিত তাঁহাদের রাজ-সম্মান ও রাজকীয় উপাধি অতীত কালে বিলীন হইল।

১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দ

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সমকালে তাঞ্জোর রাজ্য হিন্দু নরপতিদিগের শাসন-ভ্রষ্ট হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয়। ১৭৯৯ অব্দে তাঞ্জোরের মহারাষ্ট্রপতি সরফ্‌জী সন্ধিতে বাধ্য হইয়া নিজের আবাস-দুর্গ ও তৎসন্নিহিত স্থান ব্যতীত, সমস্ত বিষয়ের শাসন-ক্ষমতা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করেন। ১৮৩২ অব্দে সরফ্‌জীর মৃত্যু হইলে তাঁহার একমাত্র পুত্র শিবজী তাঞ্জোরের সিংহাসন অধিকার করেন। ১৮৫৫ অব্দের ২৯ শে অক্টোবর শিবজী দুইটি কন্যা রাখিয়া পরলোক-গত হন।

শিবজীর জ্যেষ্ঠা কন্যা তখন মৃত্যুদশায় উপনীত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঞ্জোরের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ফরবস্ সাহেব শিবজীর দ্বিতীয় কন্যাকে সিংহাসন দিবার প্রস্তাব করেন। পুরুষের অভাবে স্ত্রী যে, সিংহাসনের অধিকারিণী হইতে পারে, রেসিডেণ্ট প্রমাণ দিয়া তাহার সমর্থন করেন।

* ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বেরারের ন্যায় কর্ণাটের শাসনভারও প্রতিভূস্বরূপ আপনাদের হস্তে লইয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইব (মাদ্রাজের গবর্ণর) ১৮০১ অব্দের ৩১শে জুলাইর ঘোষণাপত্রে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন ;—"গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সন্ধির নিয়মানুসারে পবিত্র প্রতিভূত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ণাটের অধিবাসীদিগকে সন্তুষ্টচিত্তে কোম্পানীর আনুগত্য স্বীকার করিতে আহ্বান করিতেছেন।"—*Carnatic Papers, 1861. p. 105. Comp. Empire in India. p. 93.*

† *A Collection of Treaties. Vol. III, p. 184.*

ইহার উদাহরণস্থলে ১৭৩৫ অব্দের ঘটনার উল্লেখ করা হয়। এই অব্দে অন্য কোন উত্তরাধিকারী না থাকাতে তাঞ্জোরের বিধবা রাণী ভর্তার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন।

লর্ড ডালহৌসী এই সময়ে শৈল-বিহার পরিত্যাগ করিয়া নীলগিরি হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন, যে দিন মাদ্রাজের শাসনসংক্রান্ত সভায় তাঞ্জোরের বিষয়ে তর্ক হয়, সে দিন তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। সভা রেসিডেণ্টের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। ডালহৌসী কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলে এবিষয় প্রধানতম শাসন-সমিতেতে উপস্থিত হয়। গবর্ণর-জেনেরল মাদ্রাজ-শাসন-সমিতির সমর্থন করেন, সুতরাং আর্কটের ন্যায় তাঞ্জোরের রাজ-সিংহাসন ও রাজকীয় ক্ষমতাও শিবজীর সহিত অন্তর্হিত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এই অধ্যায়ে আরও একটি উত্তরাধিকারি-শূন্য ক্ষুদ্র রাজ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে। উহার সহিত রাজনীতির তাদৃশ গুরুতর সম্বন্ধ নাই; সুতরাং অতিসংক্ষেপে ঐ বিষয় লিখিত হইলেই বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

বঙ্গদেশের দক্ষিণ পশ্চিম সীমায় সম্বলপুর বিভাগ অবস্থিত। উহা পূর্ব্বে নাগপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কালক্রমে ভোঁসলা-বংশীয়গণ উহার স্বত্ব পরিত্যাগ করিলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উহা সম্বলপুরের অন্যতম প্রাচীন রাজার বংশধরকে দান করেন। ১৮৪৯ অব্দে এই বংশের অন্যতম রাজা নারায়ণ সিংহের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। ইহার কোনও পুত্র ছিল না, কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বর্ত্তমান ছিল না, কোনও বিধিসিদ্ধ দত্তকও উপস্থিত ছিল না। সুতরাং সম্বলপুরের গদি প্রার্থিশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিল। ভারতবর্ষ ও বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ অণুমাত্র বিতর্ক না করিয়া আদেশ-লিপি প্রচার করিলেন, নির্ব্বিবাদে ও নিষ্কণ্টকে সম্বলপুর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইল।

১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দ।

লর্ড ডালহৌসী কেবল পররাজ্য গ্রহণ করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, কেবল রাজ-সম্মান ও রাজ-পদ লোপ করিয়াই জগতের সমক্ষে আপনার কঠোর রাজনীতির পরিচয় দেন নাই। রাজ্যগ্রহণ ও রাজসম্মান লোপের ন্যায় অন্যবিধ কার্য্যেও তাঁহার কাঠিন্য প্রকাশ পাইয়াছে। বিজয়-লক্ষ্মীর প্রসাদ বলিয়া

যাঁহাদের রাজ্য গ্রহণ করা হইয়াছে, যাঁহারা রাজ্য-ভ্রষ্ট—শ্রী-ভ্রষ্ট হইয়া ব্রিটিশসিংহের আশ্রয় লইয়াছেন, কেবল তাঁহাদের জন্য ডালহৌসীর এই শেষোক্ত কঠোর কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণনীয় ইতিহাসের অনুরোধে এই শ্রেণীর একটি কার্য্য অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতরূপে লিখিত হইতেছে।

১৮১৮ খ্রীঃ অব্দ।

ভারতের ইতিহাসে সেতারা, নাগপুর ও পূনা, এই তিন স্থানের মহারাষ্ট্রীয় বংশ সবিশেষ প্রসিদ্ধ। লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতির গুণে প্রথম দুইটির রাজত্ব ও রাজ-সম্মান যেরূপে বিনষ্ট হয়, তাহা যথাস্থলে যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয়টির রাজ্য ডালহৌসীর বহুপূর্ব্বে ব্রিটিশ কোম্পানির হস্তগত হয়। ১৮১৮ অব্দের ৩রা জুন দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের শেষে পূনার প্রসিদ্ধ পেশবা বাজীরাও ব্রিটিশ সেনানায়ক স্যার্ জন মাল্‌কমের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করেন *। বাজীরাও বীর-ধর্ম্ম—বীর-পদ্ধতি অনুসারে সমরে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সমর-লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের আশায় অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, এবং পরিশেষে সমরে পরাজিত হইলে পলাতক না হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সামরিক নিয়মানুসারে বিজেতার শরণাগত হইয়াছিলেন। বিজেতা পবিত্র সামরিক নিয়মের অবমাননা করেন নাই, পবিত্র বীরধর্ম্মের গৌরব-হারী হন নাই। তিনি যুদ্ধ-কুশল শরণাগত শত্রুর শিবিরে গিয়া, তাঁহাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করেন এবং বন্ধুভাবে তাঁহার দশাবিপর্য্যয়ে সমবেদনা প্রদর্শন করেন। বাজী-রাও এইরূপে পরাজিত ও সন্ধি-বদ্ধ হইয়া পূনার সমুদয় স্বত্ব ও রাজকীয় ক্ষমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার ও পরিবারগণের ভরণপোষণনির্ব্বাহার্থ নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি-ভোগী হইতে প্রতিশ্রুত হন, মাল্‌কমও সৌজন্য, উদারতা ও সমবেদনার অনুরোধে পেশবার ঐ বৃত্তি বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন †।

* *The Life and Correspondence of Major-General Sir John Malcolm. Vol. II., p, 253.*

† *A collection of Treaties Vol. III. p, 99. Comp. Life of Sir John Malcolm. Vol. II. p. 248. British India its Races and its History, Vol. II. p. 30.*

বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে বলিয়া অনেকেই স্যার্ জন মাল্-কমের প্রতি দোষারোপ করেন, কিন্তু মাল্কম উহাতে কর্ণপাত করেন নাই। তিনি দোষারোপকারীদিগের বাক্যের উত্তরদান-স্থলে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন :—"যে সমস্ত রাজা বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি দোষে আপনা-দের রাজ্য ও রাজকীয় ক্ষমতা, সমস্তই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের অপরাধের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বিশিষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করাই গবর্ণমেণ্টের চিরন্তন নীতি। ভারতবর্ষে প্রথমে প্রবেশ করিয়াই গবর্ণমেণ্ট এই নীতির অনুসরণ পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া আসি-তেছেন। এইরূপ কার্য্য, সকল শ্রেণীর লোকদিগকে নির্ব্বিবাদে গবর্ণ-মেণ্টের শাসনাধীন করিয়া মহৎ ফল প্রসব করে। আমি আহ্লাদসহকারে নির্দ্দেশ করিতেছি যে, এই প্রকার কার্য্যে যে সৌজন্য প্রদর্শিত হয়, তাহা অস্ত্র অপেক্ষা ভারতে ব্রিটিশ ক্ষমতা দৃঢ়তর করিয়া থাকে। বস্তুতঃ এতদ্দ্বারা মনের উপর আধিপত্য প্রসারিত হয়, এবং যাহারা ভারতবর্ষীয় আচার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইহা অদৃশ্যভাবে গণনাতীত সুফল উৎপাদন করিয়া থাকে *"। এই সদাশয় যোদ্ধার মহৎ বাক্য অনাদৃত হয় নাই; মাউণ্টষ্টুয়ার্ট এলফিন্ষ্টোন্, ডেবিড্ অক্টরলোনী এবং তমাস মোন্রোর ন্যায় রাজ্য-শাসন-ক্ষম, রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধবীরগণ মাল্কমের পোষকতা করিয়া আপনাদের উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

এইরূপে পেশবা বাজী রাওর অধঃপতন হইল—এইরূপে বাজী রাও আপনার রাজকীয় ক্ষমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা পেন্সন্ গ্রহণ করিয়া নির্জ্জনবাসের অনুমতি পাইলেন। কাণপুরের প্রায় বার মাইল দূরবর্ত্তী বিঠুর নামক স্থানে তাঁহার আবাস-স্থল নিরূপিত হইল। বাজী রাও স্বগণসমভিব্যাহারে ঐ স্থানে গিয়া গঙ্গার পবিত্র তটে জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুসংখ্য মহারাষ্ট্রীয় তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল, বহুসংখ্য দাসদাসী বিঠুরের আবাসগৃহ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট বাজীরাওকে বিঠুরে একটি জায়গীর দিলেন।

* *Kaye's Sepoy War, Vol. I. p. 99.*

১৮৩২ অব্দের ব্যবস্থা অনুসারে ঐ জায়গীরের অধিবাসিগণ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসন হইতে বিমুক্ত হইল *। বাজী রাও এইরূপে জায়গীর লাভ পূর্ব্বক অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বাজী রাওকে এইরূপ দলবদ্ধ দেখিয়া কিছু শঙ্কান্বিত হইলেন, সে সময়ে সর্ব্বত্র শান্তি ছিল না; সুতরাং মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় এক দল যুদ্ধ-কুশল ব্যক্তি একত্র অবস্থিতি করিলে যদি কোন অনর্থ ঘটে, এই ভাবিয়া গবর্ণমেণ্ট কিছু সতর্ক হইলেন; কিন্তু ভূতপূর্ব্ব পেশবার বিশ্বস্ততা অটলভাবে রহিল, তাঁহার অনুচরগণও প্রভুর ন্যায় নিরীহভাবে ও সন্তুষ্টচিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিল। বাজী রাও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে এতদূর আবদ্ধ ছিলেন যে, তিনি দুঃসময় উপস্থিত হইলে তাঁহাদের যথাশক্তি সাহায্য করিতেও ত্রুটি করিতেন না। যখন আফগানিস্তানের যুদ্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কোষাগার শূন্য হয়, যখন সেই সঙ্কটাপন্ন সময়ে ব্রিটিশ কোম্পানি টাকার অভাবে কাতরভাবে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন বাজীরাও ৫ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়া সুহৃৎপ্রেমের পরিচয় দেন, এবং পরিশেষে যখন পঞ্জাব ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বেশ ধারণ করে, যখন রণদুর্ম্মদ খালসা সৈন্য ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণের অভিপ্রায়ে অসীম সাহস-সহকারে শতদ্রু পার হয়, তখন বাজীরাও কোম্পানিকে নিজের ব্যয়ে এক সহস্র অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতি সৈন্য দিয়া আপনার সদাশয়তা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেন।

এইরূপ সৌজন্য ও এইরূপ বন্ধুত্ব দেখাইয়া বাজীরাও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিরতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তিনি যে, এক সময়ে পুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন, এক সময়ে যে, তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সমগ্র পশ্চিমভারতবর্ষ কম্পিত হইত, তাহা তিনি বিস্মৃত হইলেন। যে ব্রিটিশ কোম্পানি এক সময়ে তাঁহার ভয়ে সশঙ্ক থাকিতেন, এক্ষণে তিনিই সেই ব্রিটিশ কোম্পানির আশ্রয়ে থাকিয়া সুসময়ে দুঃসময়ে তাঁহাদের সন্তুষ্টিসম্পাদন করিতে লাগিলেন, সুসময়ে দুঃসময়ে তাঁহাদের

* *A collection of Treaties, Vol III., p. 9.*

সাহায্য করিয়া সুহৃৎ-সৌজন্যের পরিচয় দিতে লাগিলেন। সে সাহস, সে বীর্য্যবত্তা, সে রণোন্মাদ বিগত সময়ের সহিত মিশিয়া গেল। বাজী রাও পবিত্র গঙ্গার তটে পবিত্র-স্বভাব, সংযত-চিত্ত তপস্বীর ন্যায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বাজী রাওর অর্থের অভাব ছিল না। বিঠুরের জাইগীর ও বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া তিনি অনেক ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইল না। সকলেই ভাবিতে লাগিল, বাজী রাও যখন অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তর-গত হইবেন, তখন কে এই ধন ভোগ করিবে। কাহার হস্তে এই অর্থরাশি সংন্যস্ত হইবে। বাজী রাওরও এই রূপ ভাবনা হইল। বাজী রাও অবিলম্বে দত্তক পুত্র* গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় বংশ ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার উপায় বিধান করিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাজী রাও স্বীয় দত্তক পুত্রকে পেশবা উপাধি ও বার্ষিক বৃত্তির বিধিসঙ্গত উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। আবেদন অগ্রাহ্য হইল; কিন্তু ইহাতে বাজী রাওর আশা বিলুপ্ত হইল না। ব্রিটিশ কোম্পানি সংক্ষিপ্তভাবে এই কথা বলিলেন যে, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া পেশবার মৃত্যুর পর তদীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে পারেন। সুতরাং এ বিষয়ের মীমাংসা ভবিষ্যৎ সময়ের উপর নির্ভর করিয়া রহিল; বাজীরাও ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া উঠিল, চক্ষু প্রায় দৃষ্টিশূন্য হইয়া পড়িল, বাজী রাও কালবশে ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন।

* স্যার চার্লস্ জাক্সনের মতে বাজীরাও দুই জনকে দত্তক পুত্র করেন।—*A Vindication p. 54.* কিন্তু বাজী রাওর উইলের সহিত উহার একতা দৃষ্ট হয় না। উইল অনুসারে বাজী রাওর দত্তক পুত্র তিনটি ও দত্তক পৌত্র একটি। বাজীরাও নিজের উইলে লিখিয়াছেনঃ—"ধুন্দুপন্থ নানা আমার প্রথম পুত্র, গঙ্গাধর রাও আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ও তৃতীয় পুত্র, এবং সদাশিব পন্থ দাদা আমার দ্বিতীয় পুত্র পাণ্ডুরঙ্গ রাওর পুত্র এই তিনটি আমার পুত্র ও একটি পৌত্র। আমার মৃত্যুর পর আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র ধুন্দুপন্থ নানা মুখ্যপ্রধান হইয়া আমার পেশবার গদির অদ্বিতীয় অধিপতি হইবে" ইত্যাদি।—*Ms. Records. Comp. Kaye's Sepoy War. Vol. I, p, 101, note.*

৭৭ বৎসর কাল দেহভার বহন করিয়া বাজীরাও ১৮৫১ অব্দের ২৮শে জানুয়ারি লোকান্তরিত হইলেন। তিনি ১৮৩৯ অব্দে যে উইল করেন, তাহাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ দত্তক পুত্র পেশবার গদি এবং সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া স্থিরীকৃত হন। এই জ্যেষ্ঠ দত্তক পুত্র ধুন্দুপন্থ নানা সাহেব নামে প্রসিদ্ধ। যখন বাজীরাওর মৃত্যু হয়, তখন নানা সাহেবের বয়স ২৭ বৎসর। নানা সাহেব শান্তস্বভাব, মিষ্টভাষী, অমিতাচার-বর্জ্জিত ও ব্রিটিশ কমিশনরের পরামর্শগ্রাহী ছিলেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকের কঠোর লেখনীও তাঁহার গুণগ্রামের প্রশংসাবাদে কাতর হয় নাই*। পিতার মৃত্যুর পর নানা প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার অধিকারী হন। তিনি উঁহার অর্দ্ধাংশেরও অধিক দিয়া কোম্পানির কাগজ ক্রয় করেন†। বাজীরাওর বহুসংখ্য পরিবার ও দাসদাসী ছিল; ইহাদের ভরণপোষণের ভার নানা সাহেবের স্কন্ধেই সমর্পিত হয়। নানা সাহেব এজন্য বাজীরাওর বৃত্তি পাইবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করেন। এই সময়ে সুবাদার রামচন্দ্র পন্থ নামক বাজীরাওর একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর হস্তে সমস্ত পারিবারিক কার্য্যের ভার ছিল। রামচন্দ্র পন্থ বাজীরাওর সৎপরামর্শদাতা ও তদীয় অনুচরবর্গের সৎপথ-পরিচালক ছিলেন। রামচন্দ্র পন্থ এক্ষণে বন্ধু-পুত্রের স্বত্বরক্ষার্থ উদ্যত হইলেন। তিনি সবিশেষ সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের প্রতি নানা সাহেবের অটল বিশ্বাসের বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া, উল্লেখ করেন:—"মাননীয় কোম্পানি যে ভাবে ভূতপূর্ব্ব মহারাজের রক্ষণ ও প্রতিপালন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় মনে করিয়া নানা সাহেব বর্ত্তমান বিষয়ে সম্পূর্ণ আশান্বিত ও সর্ব্বপ্রকার ভাবনাশূন্য হইয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দয়া ও উদারতাই এক্ষণে তাঁহার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে। তিনি গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা ও অভ্যুদয় দেখিতে সর্ব্বদাই ইচ্ছা করেন; ভবিষ্যতেও তাঁহার এই ইচ্ছার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না।"

১৮৫১ খ্রীঃ অব্দ।

* *Kaye's Sepoy War. Vol I. p. 101. Comp. British India, its Races and its History Vol. II. p. 220.*

† কমিশনরের রিপোর্ট অনুসারে নানা সাহেব ১৬ লক্ষ টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ, ১০ লক্ষ টাকার মণিমুক্তা প্রভৃতি, ৩ লক্ষ টাকার স্বর্ণমুদ্রা, ৮০ হাজার টাকার স্বর্ণাভরণ এবং ২০ হাজার টাকার রূপার বাসনের অধিকারী হন।

বিঠুরের ব্রিটিশ কমিশনর * পেশবার পরিবারপক্ষীয়ের প্রার্থনার সমর্থন করিলেন; কিন্তু উহা উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদিত হইল না। তমাসন সাহেব এই সময়ে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর ছিলেন। কার্য্যক্ষম ও সৎস্বভাবান্বিত বলিয়া বাহিরে তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু তমাসন অভিনব রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের পরিপোষক ছিলেন; এজন্য ভারতবর্ষীয় রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহার তাদৃশ সমবেদনা ছিল না। তিনি কমিশনরকে বিঠুরের আবেদনকারীদিগের হৃদয়ে আশা উদ্দীপিত করিতে নিষেধ করিলেন। ডালহৌসী এই সময়ে ভারতের গবর্ণর-জেনেরল; সুতরাং তমাসনের আদেশ কোথাও প্রতিহত হইল না। অবিলম্বে গবর্ণমেণ্টের আদেশ-লিপি প্রচারিত হইল। ডালহৌসী এই লিপিতে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিলেনঃ—"পেশবা ৪৩ বৎসর কাল বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত জাইগীরের উপস্বত্ব ছিল। তিনি সেই সময়ে আড়াই কোটী টাকারও অধিক লাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে কোন রূপ ব্যয়ভার বহন করিতে হয় নাই। তাঁহার কোন ঔরস পুত্রও বর্ত্তমান নাই। তিনি মৃত্যুকালে আপনার পরিবারদিগের জন্য ২৮ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে পেশবার যে সমস্ত আত্মীয় স্বজন বর্ত্তমান আছেন, গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা অনুসারে তাঁহাদের কোনও রূপ দাবি নাই। গবর্ণমেণ্টের দয়ার উপরেও এসময়ে তাঁহারা কোন রূপ দাবি উপস্থিত করিতে পারেন না। কারণ পেশবা যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট। এক্ষণে যেরূপ বলা হইতেছে, সম্ভবতঃ পেশবা তাহা অপেক্ষা অনেক সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন †।

* সূক্ষ্ম রূপে বলিতে গেলে "দুই জন ব্রিটিশ কমিশনর" এইরূপ লিখিতে হয়। যখন পেশবার মৃত্যু হয়, তখন কর্ণেল মান্‌সন বিঠুরের কমিশনর ছিলেন। কিন্তু কিছু দিন পরেই তিনি স্থানান্তরিত হন। কাণপুরের তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট মার্‌লাণ্ড সাহেব কর্ণেল মান্‌সনের পদ গ্রহণ করেন। প্রধানতঃ মর্‌লাণ্ড সাহেবের উপরেই এই বিষয়ের বিচার ভার সমর্পিত হয়।—*Kaye's, Sepy War. Vol. I., p. 102, note 2.*

† *Letter of Sir H. Elliot, Secretary to the Government of India, to the Governor of the N. W. p., dated 24th September, 1851.* যথার্থতঃ বলিতে গেলে ইহা লর্ড ডালহৌসীর "মিনিট"। তখনকার প্রথা অনুসারে পত্রের ন্যায় উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।—*A Vindication, p. 56, note*

এই রূপে নানা সাহেবের আবেদন বিফল হইল, এই রূপে নানা সাহেব আজীবন পৈতৃক বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। পেশবা যে আশায় বুক বাঁধিয়াছিলেন, ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া যে আশায় সন্তুষ্ট-চিত্ত ছিলেন, সুহৃৎপ্রেম, সুহৃৎসৌজন্যে বিশ্বাস করিয়া যে আশায় দত্তক পুত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন; ডালহৌসীর লেখনীর আঘাতে সে আশালতা ছিন্ন হইল। যিনি কাবুল ও পঞ্জাবের যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ কোম্পানিকে অর্থ ও সৈন্য দিয়া মিত্রতার গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, ব্রিটিশ কোম্পানি তাঁহার পুত্রকে বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া সেই মিত্রতার গৌরব নষ্ট করিলেন। গবর্ণমেণ্ট পেশবার মৃত্যুর পর তাঁহার বৃত্তিসম্বন্ধে বিচার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বিশেষরূপে ন্যায়সঙ্গত বিচার করিয়া সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন। বন্ধুর বিচারে বন্ধু-পুত্র দয়া ও সৌজন্যের অপাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ডালহৌসীর মতানুসারে গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ অবিলম্বে বিঠুরে ঘোষিত হইল। ডালহৌসী তমাসনের মতের অনুমোদন করিয়া নানা সাহেবের বৃত্তিমাত্র বন্ধ করিলেন; তমাসন বিঠুরের জাইগীরের প্রতি হস্তার্পণ করেন নাই; সুতরাং উক্ত জাইগীর নানা সাহেবেরই রহিল। ডালহৌসী ইহাতে কোন রূপ আপত্তি করিলেন না। কিন্তু পেশবার সময়ে ঐ জাইগীরের অধিবাসিগণ যে নিয়মে আবদ্ধ ছিল, সে নিয়ম রহিত হইল। গবর্ণমেণ্ট ১৮৩২ অব্দের ব্যবস্থা রহিত করিয়া বিঠুরের জাইগীরের অধিবাসীদিগকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসনের অধীন করিলেন *।

১৮৫২ খ্রীঃ অব্দ।

যখন ভারতবর্ষে ধন্দুপন্তের সমুদয় আশা বিফল হইল, যখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ধন্দুপন্তের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন, তখন ধন্দুপন্ত আর ডালহৌসীর গবর্ণমেণ্টের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া একবারে বিলাতের ডিরেক্টরসভায় আবেদনপ্রেরণে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বাজী রাওর জীবদ্দশায় একবার এইরূপ

* *A collection of Treaties Vol. III., p. 10*

আবেদনের প্রস্তাব হইয়াছিল, সুবাদার রামচন্দ্র পন্তের অন্যতম পুত্র এই আপিল চালাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কমিশনর তাঁহাদিগকে এবিষয়ে নিরস্ত করেন। নানা সাহেব এক্ষণে কমিশনরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপিল করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। অবিলম্বে আবেদন-পত্র প্রস্তুত হইল। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে নানা সাহেব উহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টদ্বারা ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। নানা সাহেব ঐ আবেদনে যুক্তি ও সারগ্রাহিতার পরিচয় দিয়া উল্লেখ করিলেন :—"মৃত পেশবার বহুসংখ্য পরিবার কেবল ব্রিটিশ কোম্পানির প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদের সহিত যে রূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কেবল সমবেদনার হানিকর হয় নাই, একটি প্রাচীন রাজবংশের প্রতিনিধির প্রাপ্য স্বত্বেরও বিরোধী হইয়াছে। আবেদনকারী এই জন্য কেবল সন্ধির উপর নির্ভর করিয়া আপনাদের নিকট সুবিচারপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইতেছে না, ব্রিটিশ কোম্পানি মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্যের শেষ অধিপতির নিকট হইতে যে কিছু উপকার পাইয়াছেন, অংশতঃ তাহার উপর নির্ভর করিয়াও এই আপিল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে"। ইহার পর আবেদনকারী নির্দ্দেশ করেন যে, পেশবা যখন আপনার উত্তরাধিকারিগণের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া স্বীয় রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিয়াছেন, তখন কোম্পানি, পেশবা ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে তাহার মূল্য দিতে অবশ্যই বাধ্য। বিধিবন্ধন যদি এক দিকে স্থায়ী হয়, তাহা হইলে অপর দিকেও উহার স্থায়িত্বসম্পাদন বিধেয়"। পরে সন্ধিপত্রোক্ত "পরিবার" শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়। কোম্পানি যে সন্ধিপত্র অনুসারে পেশবার রাজ্যগ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার ও তৎপরিবারগণের ভরণ-পোষণার্থ নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হন, সেই আবেদনপত্রের "পরিবার" শব্দ যে, বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারীর পরিচায়ক, তাহা আবেদন-কারী স্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন করেন। এই রূপ কারণ প্রদর্শনের পর নানা সাহেব ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উল্লেখ করেন, "কোম্পানি অন্যান্য রাজবংশীয়দিগের সহিত পেশবার পরিবারবর্গের যেরূপ ইতরবিশেষ

করিয়াছেন, তাহা মনে হইলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। মহীশূরের শাসনকর্ত্তা কোম্পানির প্রতি বিশিষ্ট শত্রুতা প্রদর্শন করেন। যে সমস্ত রাজার সাহায্যে সেই ক্রূর-প্রকৃতি শত্রু পরাজিত হয়, আবেদনকারীর পিতা তাঁহাদের অন্যতম। যখন অসি-হস্তে সেই অধিপতির পতন হয়, তখন কোম্পানি তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে কোন রূপ ইতরবিশেষ না করিয়া সকলকেই বাস-স্থান দেন এবং সকলকেই সমান ভাবে ভরণপোষণোপযোগী বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করেন। কোম্পানি দিল্লীর সম্রাটের সহিতও এইরূপ, বরং ইহা অপেক্ষা অধিকতর সদয়ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। এই অধিপতি পদচ্যুত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, কোম্পানি তাঁহাকে বিমুক্ত করিয়া রাজচিহ্ন সমর্পণ পূর্ব্বক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃত্তি দিতে ত্রুটি করেন নাই। সম্রাটের বংশধরগণ এক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। কিন্তু আবেদনকারীর বিষয়ে এরূপ বৈষম্য প্রদর্শিত হইল কেন? সত্য বটে, পেশবা বহুদিন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া এবং সেই বন্ধুত্ব-সময়ে অর্দ্ধ কোটী টাকার রাজস্ব দিয়া পরিশেষে কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক আপনার সিংহাসন বিপদাপন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ব্রিটিশ সেনাপতির প্রস্তাব অনুসারে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে কোম্পানির দয়ার উপর স্থাপন করিয়া যখন স্বীয় বহুমূল্য রাজ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং কোম্পানি যখন তাঁহার বংশানুগত রাজ্যের উপস্বত্ব হইতে লাভবান্ হইতেছেন, তখন কোন্ বিধান অনুসারে সেই সন্ধির নিয়ম ও রাজচিহ্ন লোপপূর্ব্বক তাঁহার বংশধরদিগকে পেন্সন্ হইতে বঞ্চিত করা হইল? কিরূপে কোম্পানির বিবেচনায় তাঁহার বংশধরগণের স্বত্ব বিজিত মহীশূর ও কারারুদ্ধ মোগলের বংশধরগণের স্বত্ব অপেক্ষা ন্যূন হইল"? ইহার পর নানা সাহেব আপনাকে যথাবিধিগৃহীত দত্তক বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, এই রূপ দত্তক পুত্র যে, ঔরস পুত্রের ন্যায় পিতার সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে, ব্রিটিশ কোম্পানিও যে, এই দত্তক পুত্রাধিকারের বৈধতা স্বীকারে বাধ্য, তদ্বিষয়ের সমর্থন করেন।

ইহার পর নানা সাহেব অন্য একটি বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন।

বাজী রাও নিজের পেন্সন্ বাঁচাইয়া অনেক সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার উত্তরাধিকারীকে কোনরূপ পেন্সন্ দেওয়া নিরর্থক, এই আপত্তি সম্বন্ধে নানা সাহেব ঘৃণার সহিত বলেনঃ—"ভূতপূর্ব্ব পেশবা আপনার পেন্সন্ হইতে পরিবারবর্গের ভরণপোষণোপযোগী অনেক অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন, এরূপ মনে করা বর্ত্তমান ব্যাপারের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, এবং ব্রিটিশাধিকৃত ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী হইতেও উহার দ্বিতীয় উদাহরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সন্ধি অনুসারে ভূতপূর্ব্ব পেশবা ও তৎপরিবারবর্গের ভরণপোষণার্থ বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পেশবা ঐ বৃত্তির কত অংশ ব্যয় করিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তাহার অনুসন্ধান করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। পেশবাও কোন রূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বাধ্য হইয়া ঐ বৃত্তির প্রত্যেক ভগ্নাংশ ব্যয় করিতে প্রতিশ্রুত হন নাই। আবেদনকারী সাহসসহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে সমস্ত বৃত্তিভোগী কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহাদের পেন্সনের টাকা কি পরিমাণে ব্যয়িত ও কি পরিমাণে উদ্বৃত্ত হয়, তাহা কি গবর্ণমেণ্ট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন? সন্ধিবদ্ধ ব্যক্তিদিগের পেন্সনের টাকা অধিক পরিমাণে উদ্বৃত্ত হইয়াছে মনে করিয়া কি, তাঁহাদের সন্তানগণের পেন্সন্ বন্ধ করা যুক্তিসঙ্গত? যে এক জন ভারতবর্ষীয় রাজ্যাধিপতি—একটি প্রাচীন রাজবংশধর গবর্ণমেণ্টের দয়া ও ন্যায়পরতার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে কি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী অপেক্ষা হীনতর বিবেচনা করা উচিত? যদি এ বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন রূপ ভ্রমাত্মক সংস্কার থাকে, তাহা হইলে আবেদনকারী তাহার উন্মূলন জন্য বিশিষ্ট সম্মানসহকারে নির্দ্দেশ করিতেছে যে, ১৮১৮ অব্দের সন্ধি অনুসারে, কেবল পেশবা ও তৎপরিবারবর্গের ভরণপোষণার্থ বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয় নাই, যে সমস্ত বিশ্বস্ত অনুচর নির্জ্জনপ্রবাসী পেশবার অনুগামী হয়, তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহার্থও উহা নিরূপিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ জানিতেন, পেশবার যেরূপ সঙ্কীর্ণ আয়, তাহাতে তাঁহার বহুসংখ্য পরিবারের সম্পোষণ হইত না। অধিকন্তু ভারতবর্ষীয় রাজগণ যদিও ক্ষমতাশূন্য হউন, তথাপি তাঁহাদিগকে মানসম্ভ্রম রক্ষা

করিয়া চলিতে হয়; যদি এটি বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, পেশ্‌বা বার্ষিক ৩৪ লক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি দিয়া, বার্ষিক যে ৮ লক্ষ টাকা পেন্সন্ পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে যাহা বাঁচাইয়াছেন, তাহা অধিক হইবে না। পেশবা অতি সাবধানে স্বীয় সম্পত্তি বাঁচাইয়া যে কোম্পানির কাগজ করেন, তাঁহার মৃত্যু কালে উহা হইতে বার্ষিক ৮০ হাজার টাকা আয় হইতেছে। এইরূপ পরিণাম-দৃষ্টি ও পরিমিত ব্যয় কি তাঁহার মহাপাপস্বরূপ হইয়াছিল? এই পাপে কি তাহার পরিবারবর্গ সন্ধি-নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন *?"

১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দ

কিন্তু এইরূপ যুক্তি, এইরূপ বিচার-প্রণালী ও এইরূপ লিপি-কৌশল ইংলণ্ডে কোনও সুফল উৎপাদনে সমর্থ হইল না। ডিরেক্টরগণ কঠোর পর্ব্বতের ন্যায় অটল হইয়া রহিলেন; ধন্দু পন্তের কাতর প্রার্থনায় তাঁহাদের হৃদয় কোমল হইল না। তাঁহারা পূর্ব্বেই ডালহৌসীর মতের অনুমোদন করিয়াছিলেন; ১৮৫২ অব্দের ১৯শে মে এ বিষয়ে তাঁহাদের যে লিপি প্রচারিত হয়, তাহাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল:— "আমরা সম্পূর্ণরূপে গবর্ণরজেনেরলের নিষ্পত্তির অনুমোদন করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর বাজী রাওর দত্তক পুত্র বা পোষ্যবর্গের কোন রূপ দাবি নাই। ভূতপূর্ব্ব পেশবা ৩৩ বর্ষকাল পেন্সন্ পাইয়া যে সমস্ত সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার পরিবার ও পোষ্যবর্গের পর্য্যাপ্তপরিমাণে জীবিকাসংস্থান হইতে পারিবে †" যাঁহারা এই রূপ কাঠিন্য প্রদর্শন করিয়া লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতির অনুমোদন করিলেন, তাঁহাদের নিকটেই পুনর্ব্বার নানাসাহেবের আবেদন-পত্র উপস্থিত হইল। ডিরেক্টরগণ আবেদনপত্র পাইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে লিখিলেন, "আবেদনকারীকে যেন জানান হয় যে, তাঁহার পিতার বৃত্তি পুরুষানুক্রমিক নয়, সুতরাং উহাতে তাঁহার কোন রূপ দাবি নাই। তাঁহার আবেদন-পত্র সম্পূর্ণ রূপে অগ্রাহ্য হইল।" এই কঠোর উত্তর বিঠুরে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই নানা সাহেব আপনার স্বত্বসমর্থনজন্য বিলাতে এক জন দূত

* *Ms. Records. Comp. Kaye's Sepoy War. Vol. I., p. 104-108.*
† *The Court of Directors to the Government of India. Ms.*

পাঠাইয়াছিলেন। এই দূত পূর্ব্বকার প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় সুবাদারের পুত্র নহেন; ইনি এক জন সুগঠিত, সুশ্রী, দীর্ঘকায় ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ মুসলমান যুবক। ইঁহার নাম আজিমুল্লা খাঁ। ১৮৫৩ অব্দের গ্রীষ্মকালে আজিমুল্লা ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া বিডন্‌নামক এক জন ইংরেজের সাহায্যে নানা সাহেবের পক্ষসমর্থনে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ডিরেক্টরদিগের আদেশ পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। আজিমুল্লা যথাশক্তি উদ্‌যোগ, কৌশল ও চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই তাহা বিপর্য্যস্ত করিতে পারিলেন না।

এইরূপে নানা সাহেবের সমুদয় আশা উন্মূলিত হইল, এই রূপে বাজী-রাওর পরিবারবর্গ ব্রিটিশ কোম্পানির অনুগ্রহে বঞ্চিত হইলেন। বাজী-রাও অম্লানবদনে যাঁহাদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, অম্লানবদনে যাঁহাদের হস্তে স্বীয় বহুমূল্য রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক নির্জ্জন-বাসী হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাই অসঙ্কুচিতহৃদয়ে সন্ধিনির্দ্দিষ্ট বৃত্তি বন্ধ করিলেন। এক জনের নিকট হইতে বার্ষিক ৩৪ লক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাহার নিমিত্ত বার্ষিক ৮ লক্ষ ব্যয় করা এক্ষণে কোম্পানির নিকটে মাহাপাপস্বরূপ পরিগণিত হইল। ব্রিটিশ কোম্পানি এই পাপের ভয়ে সঙ্কুচিত হইলেন, নানা সাহেব কোম্পানিকে এই পাপে প্রবর্ত্তিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া বিলাতে দূত পাঠাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

এদিকে আজিমুল্লা খাঁ বিলাতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া স্বীয় অভিলাষানু-রূপ ভোগসুখে আসক্ত হইলেন। তাঁহার দেহ-সৌন্দর্য্য ও বেশপারিপাট্য প্রভৃতি ঐ সুখের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। আজিমুল্লা পরিচ্ছন্নবেশে ও পরিচ্ছন্নভাবে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান বিলাস-সমিতিতে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সদানন্দ ভাব ও গঠন-মহিমায় অনেকেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলেন, ইংলণ্ডের কামিনী-কুলও এই আকর্ষণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। তাঁহাদের সবিশেষ অনুগ্রহে আজিমুল্লার দেহ-লক্ষ্মী অধিকতর গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডে আজিমুল্লার যখন এইরূপ সৌভাগ্য, ইংলণ্ডীয় মহিলামণ্ডলীর অনুগ্রহে আজিমুল্লা যখন এইরূপ গৌরবান্বিত, তখন অন্য এক ব্যক্তি পদচ্যুত সেতারারাজের দূত স্বরূপ হইয়া ব্রিটিশ রাজ-

ধানীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন; ইনি এক জন মহারাষ্ট্রীয়, নাম রঙ্গ বাপাজী। রঙ্গবাপাজী দূতসমূহের আদর্শস্থানীয়; ইহার ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, স্থিরবুদ্ধি ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ দূত প্রায় দেখা যায় না। ইনি সবিশেষ উদ্‌যোগ, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে সেতারা-রাজের স্বত্বসমর্থনে প্রবৃত্ত হইলেন; কি ঐ উদ্‌যোগ, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হইল না। রঙ্গ বাপাজীর প্রগাঢ় বৈষয়িক জ্ঞান ও প্রগাঢ় কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় ইংলণ্ডীয় বিচারকগণের হৃদয় আকৃষ্ট হইল না। ১৮৫৩ অব্দের শরৎকালে আজিমুল্লা ও রঙ্গ বাপাজী, উভয়েই কার্য্যসিদ্ধিতে নিরুৎসাহ হইলেন, উভয়েই অকৃতার্থ হইয়া পরস্পর একতাসূত্রে সম্বদ্ধ হইলেন। ধর্ম্ম, জাতি ও ব্যবহার-বৈসাদৃশ্যে উভয়ের এই সমবেদনার ব্যত্যয় হইল না। এক প্রকার সঙ্কল্প ও এক প্রকার অকৃতকার্য্যতা উভয়কেই এই দূরতর দেশে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিল। ইঁহারা পরস্পর কি বলিয়াছেন, কি করিয়াছেন, ইতিহাসে তদ্বিষয়ের কোনও বিবরণ দৃষ্ট হয় না; এবিষয়ে ইংলণ্ডীয় ঐতিহাসিকগণ প্রায়ই নীরব রহিয়াছেন। যাহাহউক, কিছুদিন পরে মহারাষ্ট্রীয় ও মুসলমান, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন পথে ধাবিত হইলেন। প্রথমটি স্বীয় কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও স্থির বুদ্ধিবলে ইংলণ্ডীয় লোকের মনে এরূপ অনুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন যে, তিনি মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া যাঁহাদিগকে বিরক্ত করেন, তাঁহারাই তাঁহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিলেন। রঙ্গ বাপাজী এইরূপে স্বীয় বুদ্ধি-চাতুর্য্যে ইংলণ্ডীয় লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থে বোম্বাইতে উপস্থিত হইলেন *। কিন্তু দ্বিতীয়টি ঐ পথের অনুসরণ করিলেন না। ইংলণ্ডের বাহ্য সৌন্দর্য্য তাঁহাকে ইংলণ্ডেই আবদ্ধ করিয়া রাখিল। আজিমুল্লা প্রিয়তম জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রফুল্লহৃদয়ে প্রফুল্লবিলাসি-সমাজে ভোগ-সুখে ব্যাপৃত রহিলেন।

* রঙ্গ বাপাজী ১৮৫৩ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহাকে নগদ ২,৫০,০০০ টাকা দিয়া বিনা ভাড়ায় পাঠাইয়া দেন।—*Kaye's Sepoy War, Vol. I, p. 110, note.*

তৃতীয় অধ্যায়।

ডাহৌসীর রাজ্য-শাসনের অনুবৃত্তি—অযোধ্যা—উহার পূর্ব্বতন সৌভাগ্য—মুসলমান-দিগের আধিপত্য—নবাবের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি—নবাব সুজাউদ্দৌলা—আসফ-উদ্দৌলা—মির্জ্জা আলি—সাদত আলি—গাজিউদ্দীন হায়দর—নসিরুদ্দীন হায়দর—মহম্মদ আলি শাহ—১৮৩৭ অব্দের সন্ধি—আমজুদ আলি শাহ—ওয়াজিদ আলি শাহ—অযোধ্যার শাসনসংক্রান্ত অব্যবস্থিতত্তার অপবাদ—কর্ণেল স্লিমানের রিপোর্ট—আউট্রাম—অযোধ্যা অধিকার।

পঞ্জাব, নাগপুর ঝাঁসী প্রভৃতি অধিকার করিয়াও লর্ড ডালহৌসীর দুর্নিবার লোভ পরিতৃপ্ত হইল না। অচিরাৎ আর একটি সমৃদ্ধ রাজ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। পঞ্জাবের ন্যায় রাজবিদ্রোহিতার কারণ দেখাইয়া ডালহৌসী ঐ রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির অধীন করিলেন না। যেহেতু, উহার অধিপতি চিরকাল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বন্ধু ছিলেন, চিরকাল আপনার ধন, জন, সমস্তই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপকারার্থ উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছিলেন। নাগপুর, ঝাঁসীর ন্যায় উত্তরাধিকারীর অভাব দেখাইয়াও উহা গ্রহণ করা হইল না। যেহেতু উহার অধিপতির দায়াদগণ বর্ত্তমান ছিলেন। এস্থলে কেবল ইচ্ছা হইয়াছিল বলিয়াই ডালহৌসী ঐ রাজ্যে ব্রিটিশপতাকা উড্ডীন করেন। কবিগুরু বাল্মীকির মধুর গীতিতে যাহা গ্রথিত রহিয়াছে, রঘুকুল-তিলক রামের বিলাসভূমি বলিয়া অদ্যাপি যাহা লোকের রসনায় রসনায় নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে, মেকলের লেখনী বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধিতে যাহাকে ইউরোপপ্রসিদ্ধ ফরাসী ও জর্ম্মান সাম্রাজ্যের সহিত এক শ্রেণীতে নিবেশিত করিয়াছে, একমাত্র ডালহৌসীর ইচ্ছাবলে সেই অতিবিস্তৃত অতিসমৃদ্ধ রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির হস্তগত হয়।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দ।

এই সমৃদ্ধ রাজ্যের নাম অযোধ্যা। ইহার উত্তর এবং উত্তরপূর্ব্ব সীমা নেপাল, পূর্ব্ব সীমা ব্রিটিশাধিকৃত গোরক্ষপুর, দক্ষিণপূর্ব্ব সীমা এলাহাবাদ, দক্ষিণ পশ্চিম সীমা দোয়াব, ব্রিটিশাধিকৃত ফতেহপুর, কাণপুর ও ফরক্কাবাদ,

এবং উত্তর পশ্চিম সীমা শাহজহাঁপুর। ইহার পরিমাণ ২৩,৯২৩ বর্গমাইল অধিবাসীর সংখ্যা ৫০,০০,০০০ *। অতি প্রাচীন কাল হইতে অযোধ্যা সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ, অতি প্রাচীন কাল হইতে অযোধ্যার বৈভবরাশি ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত। সহস্রের পর সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, অযোধ্যাব ঐ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধিমহিমার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। ফলতঃ, অযোধ্যা ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার স্বাভাবিক দৃশ্যের বিকাশভূমি, এবং সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধির বিলাসক্ষেত্র। অনেকেই সন্দেহ করিবেন, অযোধ্যার এইরূপ সম্পত্তি-বাহুল্যই উহার সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ। দরায়ুস দুহিতা যদি সুন্দরী না হইত, তাহা হইলে সেকন্দর শাহের ধর্ম্ম ইতিহাসের বরণীয় হইত না; অযোধ্যা যদি সুসমৃদ্ধ, সুব্যবস্থিত ও সর্ব্বাংশে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রিয় নিকেতন না হইত, তাহা হইলে লর্ড ডালহৌসী তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতেন না।

তিরৌরীক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজের পতন হইলে মহম্মদ গোরীর অনুগত দাস কোতবউদ্দীন ইবক্ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহিত হন। কোতবউদ্দীন অযোধ্যা জয় করিয়া উহা স্বকীয় রাজ্যের সহিত সংযোজিত করেন। তদবধি অযোধ্যা দিল্লীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আকবরের সমকালে উহা পঞ্চদশ সুবার অন্যতম সুবার মধ্যে পরিগণিত ছিল। এইরূপে অযোধ্যা বহুকাল দিল্লীর অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকার অধীন থাকিয়া পরে অতর্কিত কারণে নবাগত ব্রিটিশ কোম্পানির সহিত রাজনৈতিক সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া উঠে। যখন মীরকাসেম ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন ব্রিটিশ কোম্পানির সহিত অযোধ্যার সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়। সুজাউদ্দৌল্লা মীরকাসেমকে আশ্রয় দিয়া ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করেন। ১৭৬৪ অব্দের ২৩শে অক্টোবর বক্সারে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুজাউদ্দৌল্লা ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। ১৭৬৫ অব্দের ১৬ই আগষ্ট ঐ সন্ধি হয়। সন্ধির নিয়মানুসারে শত্রুর আক্রমণ হইতে মিত্ররাজ্য রক্ষা করিতে ব্রিটিশ কোম্পানির যে সমস্ত সৈন্য অযোধ্যায় থাকিবে,

১৭৬৪-১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দ।

* *M. M, Musseehooddeen,*

নবাব সেই সমস্ত সৈন্যের ব্যয় আপনার ধনাগার হইতে দিতে প্রতিশ্রুত হন। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ তিনি কোম্পানিকে ৫০ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করেন *। এই অবধি সুজাউদ্দৌলা ইংরেজদিগের প্রতি বিলক্ষণ সদ্ভাব দেখাইয়া আসিতেছিলেন, কখনও তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া মিত্রতা কলঙ্কিত করেন নাই †। কিন্তু সন্দেহ ব্রিটিশ শাসনের প্রধান মন্ত্রী, সন্দেহ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় ব্রিটিশজাতির স্বার্থসিদ্ধির অদ্বিতীয় সাধন। সন্ধির তিন বৎসর পরে জনরব হইল, সুজাউদ্দৌল্লা কোম্পানির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও সৈন্যসংগ্রহ করিতেছেন। এই জনরব গবর্ণমেণ্টের মনে গভীর সন্দেহ উৎপাদন করিল, সন্দেহের অনুরোধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নবাবের নিকট

* *Aitchison, Treaties. Vol. II,, p, 76-79.*

† অযোধ্যার নবাব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কিরূপে সুহৃৎ ও কিরূপে হিতৈষী ছিলেন, তদ্বিষয় প্রদর্শনার্থ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। ঘটনাটি এই :—১৭৭২ অব্দে প্রসিদ্ধ হায়দর আলী অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দোলার নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে লিখিত ছিল :—"আপনি এত সৈন্য ও এত অধিক যুদ্ধোপকরণের অধিস্বামী হইয়াও যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীর অধীনতা স্বীকার করিতেছেন, ইহাতে আমি নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। আমার দিকে আমি যেমন তাহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিতেছি, আপনিও সেইরূপ আপনার দিকে তাহাদিগকে আক্রমণ করেন, ইহাই আমার মতে উচিত। এইরূপ সমবেতচেষ্টায় তাহাদের বিনাশ-সাধনই কর্ত্তব্য।" এই পত্রের উত্তরে নবাব লিখেন:—"যাহারা সাংসারিক কার্য্যে সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াছে, ধর্ম্মান্ধতা কেবল তাহাদের জন্য, কিন্তু আমার ন্যায় যাহাদের উপর বহুসংখ্য বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সম্বন্ধে কর্ত্তব্যভার নিহিত আছে, তাহাদের পক্ষে উহা ইহা নিরতিশয় দোষাবহ। যে সমস্ত সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ আমার অধিকারে আছে বলিয়া আপনি জানিয়াছেন, তাহা কেবল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির শত্রুর বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার জন্যই রহিয়াছে। অন্য প্রকারে আমি উহার ব্যবহার করিব, আপনি এরূপ মনে ভাবিবেন না।" ঘটনাক্রমে এই উভয় পত্রই লক্ষ্ণৌস্থ ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের হস্তগত হয়। রেসিডেণ্ট পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া উহা গবর্ণরজেনেরলের নিকটে পাঠাইতে নবাবের নিকটে অনুমতি গ্রহণ করেন। গবর্ণরজেনেরল পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া নবাবের সৌহৃদ্যজনিত সরলতা ও বিশ্বস্ততা জানিতে পারিবেন, এই জন্যই রেসিডেণ্ট এইরূপ অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।—*M. M. Musseehooddeen. Comp. Dacoitee in Excelsis, p. 12-13, note.*

কৈফিয়ৎ তলব করিলেন, নবাব উপযুক্ত কারণ দেখাইয়া কৈফিয়ৎ দিলেন, এদিকে ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভার সদস্যগণও অনুসন্ধান করিয়া জনরবের অমূলকত্ব প্রতিপন্ন করিলেন। তথাপি ব্রিটিশ কোম্পানি প্রসন্ন হইলেন না। সন্দেহের মন্ত্রণায় নবাবের সহিত আবার নিয়ম হইল। নিয়মানুসারে নবাব ৩৫ সহস্রের অধিক সৈন্য রাখিতে পারিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন *। এই রূপে ব্রিটিশ সিংহের সহিত মৈত্রীবন্ধন করিয়া নবাবের অদৃষ্ট-চক্র পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল। কোম্পানি দেখিলেন, অযোধ্যা একটি সুসমৃদ্ধ ও বহুজনাকীর্ণ প্রদেশ, নবাবও সর্ব্বাংশে সৌভাগ্য লক্ষ্মীর বরপুত্র। ইহাঁর বহুসংখ্য প্রজা আছে, সমৃদ্ধ নগর আছে, অভেদ্য দুর্গ আছে, উহার উপরেও অপরিমিত অর্থ আছে। ঈদৃশ সৌভাগ্য-সম্পদ তাঁহাদের সহনীয় হইল না। কোম্পানির প্রধান কর্ম্মচারী রাজনীতির অপূর্ব্ব কৌশলে, বন্ধুত্ব-বন্ধনের অমোঘ সাধন সন্ধির ব্যপদেশে ঐ সকল গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিলাতের ডিরেক্টরগণ চুণার দুর্গ আপনাদের অধিকারে আনিতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে পত্র লিখেন এবং ভবিষ্যতে এবিষয়ে যে কোন সুবিধা উপস্থিত হয়, তাহা পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করেন †। ১৭৬৫ অব্দের সন্ধির ষষ্ঠ ধারা অনুসারে নবাবের নিকটে ব্রিটিশ কোম্পানির যে ৫০ লক্ষ টাকা প্রাপ্য হয়, তাহার প্রতিভূস্বরূপ এই দুর্গ কোম্পানির হস্তে থাকে ; কিন্তু ঐ টাকা পরিশোধ হইলে, উক্ত দুর্গ কোম্পানির হস্তচ্যুত হইয়া

* এই ৩৫ হাজার সৈন্য নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্তি হয় :—

অশ্বারোহী	১০,০০০
পদাতি	১০,০০০
নজিব	৫,০০০
কামান-রক্ষক	৫০০
অনিয়মিত সৈন্য	৯,৫০০

এই ৩৫ হাজার সৈন্যের মধ্যে কেহই ইউরোপীয় সৈন্যের ন্যায় সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত হইতে পারিবে না।—*Aitchison's Treaties, Vol. II, p. 64,*

† *Return to House of Lords of Treaties and Engagements between East Inddia Company and Native Powers in Asia &c. p. 55, Comp. Dacoitee in Excelsis, p. 14,*

পুনর্ব্বার নবাবের অধিকারে যায়। এক্ষণে কোম্পানি পুনর্ব্বার ঐ দুর্গগ্রহণে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। সঙ্কল্পসিদ্ধির উপায় নির্দ্দেশ করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। এই সময়ে বর্গীর হাঙ্গামায় সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য রোহিলখণ্ড হইতে অযোধ্যায় উৎপাত আরম্ভ করে। অযোধ্যা রোহিলখণ্ডের উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। উহার ঠিক বিপরীতদিকে অর্থাৎ অযোধ্যার দক্ষিণ পূর্ব্বে নবাবের অধিকৃত এলাহাবাদ ও চুণার দুর্গ আছে। কোম্পানি এই সুযোগে আপনাদের সঙ্কল্পসিদ্ধির অভিপ্রায়ে কূটরাজনীতির কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন। ১৭৬৫ অব্দের সন্ধি অনুসারে নবাবের অধিকৃত কোরা ও এলাহাবাদ দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমকে প্রদত্ত হয়। সম্রাট ১৭৭১ অব্দে উহা আবার নবাবের হস্তে সমর্পণ করেন। এক্ষণে বর্গীর হাঙ্গামা হইতে পরম মিত্র নবাবের রাজ্য নিরাপদ করিবার জন্য ১৭৭২ অব্দের ২০শে মার্চ্চ আবার দুইটি সন্ধি হইল। ঐ সন্ধিদ্বয়ের নিয়মানুসারে কোম্পানি চুণার দুর্গ গ্রহণ করিলেন এবং এলাহাবাদ আপাততঃ আপনাদের হাতে রাখিলেন *। সুতরাং কোম্পানির সহিত বন্ধুতা রক্ষা করিতে গিয়া সুজা-উদ্দৌলা দুই বার আপনার সম্পত্তি হারাইলেন; প্রথম বার তাঁহার সৈন্য সংখ্যা ন্যূন হইয়া ৩৫ হাজার হইল, দ্বিতীয় বার তাঁহার এলাহাবাদ ও চুণারের দুর্গ দুইটি অধিকারচ্যুত হইল †।

এই সময়ে ব্রিটিশ কোম্পানির রাজস্বের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল, টাকার অভাবে হেষ্টিংসের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, লর্ড মেকলের লেখনীতে তাহার একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এইস্থলে উহার আভাস প্রদর্শিত হইলঃ—"শান্তভাবে রাজ্য শাসন কর, আর অধিক অর্থ প্রেরণ কর, পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদিগের প্রতি সূক্ষ্মরূপে শান্তি বিতরণ কর, শান্ত ব্যবহার প্রদর্শন কর, আর অধিক অর্থ প্রেরণ কর। হেষ্টিংস্ বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ হইতে যে সমস্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইতেন, যথার্থতঃ বলিতে গেলে ইহাই তাহার সংক্ষিপ্ত সারাংশ। যদি এই উপদেশ সরল ভাবে অভিব্যক্ত হয়,

* *Dacoitee in Excelsis, p. 16. Comp. A collection of Treaties. Vol. II. p. 65, 82-84.*

† *Ibid, p. 15.*

তাহা হইলে ইহাই বলিতে হইবে, প্রজাদের পিতৃস্থানীয় ও দৌরাত্ম্য-কারী হও, ন্যায়ের মর্য্যাদা-রক্ষক ও অন্যায়ের পরিপোষক হও এবং শান্ত-স্বভাব ও হিংসাপরায়ণ হও। প্রাচীন সময়ের খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণ যে ভাবে বিধর্ম্মীদিগের সহিত ব্যবহার করিতেন, বিলাতের ডিরেক্টরগণও ভারতবর্ষের প্রতি ঠিক সেই ভাব প্রদর্শন করিতেছিলেন। উক্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায় বধ্য জীবকে হত্যাকারীর হস্তে সমর্পণ করিয়া এই অনুরোধ করিতেন যে, তাহার প্রতি যেন বিশিষ্ট দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শিত হয়। যে স্থলে ডিরেক্টরদিগের আদেশ কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহার পনর হাজার মাইল অন্তরে থাকিয়া যে, তাঁহারা আপনাদের আদেশের অসঙ্গতি বুঝিতে পারিতেন না, ইহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের কলিকাতাস্থ প্রতিনিধি এই অসঙ্গতি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যখন রাজকোষ শূন্য, সৈন্যগণ অপ্রাপ্তভৃতি, আপনার বেতন বাকী, সৈন্যসংখ্যা স্বল্প, রাজকীয় প্রজাগণ প্রতিদিন পলায়িত, তখনও তাঁহাকে আর দশ লক্ষ টাকা ইংলণ্ডে পাঠাইতে বলা হয়। হেষ্টিংস্ দেখিলেন যে, তাঁহাদের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহের অন্যতর উপায় অগ্রাহ্য করা তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য তিনি তাঁহাদের কোন না কোন কথা অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইয়া ভাবিলেন যে, তাঁহাদের নীতিবাক্যে উপেক্ষা ও তাঁহাদিগের নিমিত্ত অর্থের আয়োজন করাই শ্রেয়স্কর হইতেছে *।"

নবাব সুজাদ্দৌলার অপরিমিত অর্থ ছিল, সুতরাং হেষ্টিংস্ উহার দিকে হস্ত প্রসারণ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। ১৭৭২ অব্দে ২০শে মার্চ্চ ব্রিটিশ কোম্পানি যে কোরা ও এলাহাবাদ গ্রহণ করেন, ১৭৭৩ অব্দে ৭ই সেপ্টেম্বরের সন্ধি অনুসারে ৫০ লক্ষ টাকা লইয়া সেই কোরা ও এলাহাবাদই নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট বিক্রয় করা হইল; অধিকন্তু যে সমস্ত ব্রিটিশ সৈন্য নবাবের সাহায্যার্থ যাইবে, তাহার প্রত্যেক দলের নিমিত্ত নবাব প্রতিমাসে ২,১০,০০০ সিক্কা টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন †। এই রূপে গবর্ণমেণ্টের

* *Macaulay, Essay on Warren Hastings.*

† *Aitchison, Treaties. Vol. II., pp. 65, 85-86.*

মিত্রতার প্রসাদে সুজাউদ্দৌলা ও তাঁহার উত্তরাধিকারি-বর্গের সম্পত্তি নষ্ট হইতে লাগিল। এক দিকে তাঁহাদের অর্থ কোম্পানির ধনাগার পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল; অপর দিকে তাঁহাদের অধিকৃত স্থান ব্রিটিশ পতাকায় শোভিত ও ব্রিটিশ অধিকারসূচক লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ভারতের মানচিত্রে স্থান পরিগ্রহ করিতে লাগিল।

১৭৭৫ অব্দে নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হয়। তৎপুত্র আসফউদ্দৌলা অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া নবাব সুজাউদ্দৌলা ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ যে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, আসফউদ্দৌলার সহিত সন্ধিতে তাহার অঙ্কের সহিত আরও পঞ্চাশ হাজার সংযোজিত হয়। এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট সন্ধির নিয়মানুসারে বারাণসী. জৌনপুর ও গাজীপুর গ্রহণ করেন *।

১৭৯৭ খ্রীঃঅব্দে নবাব আসফউদ্দৌলা লোকান্তরিত হইলে তাঁহার পুত্র মির্জ্জা আলি † উজীরের পদগ্রহণ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ কোম্পানি দেখি-লেন, মির্জ্জা আলি অপেক্ষা আসফউদ্দৌলার ভ্রাতা সাদত আলির সহিত অর্থ-গ্রহণ-সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত সুনিয়ম হইতে পারে, সুতরাং মির্জ্জা আলির পরিবর্ত্তে সাদত আলিকেই সিংহাসনে আরোহিত করিবার সঙ্কল্প হইল। স্যার জন শোর এই সঙ্কল্পসিদ্ধির মানসে বারাণসীতে গমন করিলেন, এবং আসফউদ্দৌলার সহিত মির্জ্জা আলির পুত্রত্ব-সম্বন্ধ সন্দেহ-জনক বলিয়া মির্জ্জা আলিকে পদচ্যুত ও সাদত আলিকে তৎপদে আরোহিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। সুতরাং সাদত আলি ব্রিটিশ কোম্পানির অনুগ্রহে ১৭৯৮ অব্দের ২১শে জানুয়ারি লক্ষ্ণৌর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন ‡। সিংহাসনে অধিরোহণের এক মাস পরে (২১শে ফেব্রুয়ারি) স্যার জন শোর তাঁহার সহিত যে সন্ধি করেন, তাহাতে নবাব কোম্পানিকে ব্রিটিশ সৈন্যের

* *Aitchison, Treaties, p. 65. comp. Dacoitee in Excelsis, p. 21,*

† ইনি উজীর আলি নামেও প্রসিদ্ধ।—*Dacoitee in Excelsis, p. 35.*

‡ *Ibid, p. 35.*

ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ৭৬ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। ঐ সৈন্যের সংখ্যা ন্যূনকল্পে ১০ হাজার করা হয় *।

এই রূপ সন্ধির পর সন্ধিতে অযোধ্যার এক একটি অঙ্গ স্খলিত হইয়া ব্রিটিশ রাজ্যে সংযোজিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কোম্পানি বাহাদুর ১৭৭২ অব্দের ২০শে মার্চ্চের সন্ধি অনুসারে চুণার দুর্গ গ্রহণ করেন। ইহার পর ১৭৭৫ অব্দের ২১ শে মে বারাণসী, গাজীপুর, কাণপুর বিভাগ, ১৭৮১ অব্দে ফতেগড়ের দুর্গ, ১৭৯৮ অব্দে এলাহাবাদ তাঁহাদের অধিকারে আইসে; অযোধ্যায় কোম্পানির যে সৈন্য রক্ষিত হয়, তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ৫৫ লক্ষ টাকা দিবার নিয়ম ছিল, স্যার জন শোরের সমকালে উহা আবার বর্দ্ধিত হইয়া ৭৬ লক্ষে পরিণত হয় †। এত করিয়াও ব্রিটিশ কোম্পানির আশানুরূপ মিত্রতা দৃঢ়তর হইল না। নবাবকে অধিকতর বন্ধুত্ব-পাশে আবদ্ধ করিবার জন্য রঙ্গ ক্ষেত্রে আর এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। লর্ড মর্ণিংটন (মার্কুইস অব্ ওয়েলেস্‌লি) ১৭৯৮ অব্দের মে মাসে কলিকাতায় পদার্পণ করেন। অক্টোবর মাসে অযোধ্যার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হয়। অযোধ্যায় ইহার পূর্ব্বে যে সৈন্য ছিল, তাহা ব্যতীত আরও দুই দল সৈন্য রাখিবার প্রস্তাব করিয়া ওয়েলেস্‌লি লিখিয়া পাঠান যে, হয় নবাব সাদত আলি বার্ষিক বৃত্তি গ্রহণ করিয়া রাজত্ব পরিত্যাগ করুন, নচেৎ রাজ্যের অর্দ্ধাংশ এই সৈনিকদলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ছাড়িয়া দিন। ওয়েলেসলি কেবল মুখসর্ব্বস্ব ছিলেন না। তিনি নিজের কথা সর্ব্বাংশে রক্ষা করিয়া চলিতেন। সুতরাং তাঁহার কথা অবিলম্বে সফল হইল। ১৮০১ অব্দের ১৪ই নবেম্বর আর একটি সন্ধি হইল। সন্ধির নিয়ম অনুসারে, নবাব সাদত আলি অতিরিক্ত সৈনিকদলের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ১,৩৫,২৩,৪৭৪, টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যের অর্দ্ধাংশেরও অধিক ভাগ মিত্রবর কোম্পানির হস্তে সমর্পণ করিলেন ‡।

* *A Collection of Treaties. Vol. II., pp. 66, 115, 116.*

† *Dacoitee in Excelsis, pp. 39. 37.*

‡ *Collection of Treaties, Vol, II. p. 67. Comp. Calcutta Review, No V Vol. III. p. 379. Dacoitee in Excelsis, p. 48.*

ব্রিটিশ কোম্পানির দুর্নিবার লোভ প্রযুক্ত এইরূপে নবাব সাদত আলির সম্পত্তি ন্যূন ও ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহাকে আর দীর্ঘকাল মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিতে হয় নাই। মৃত্যু ১৮১৪ অব্দের ১১ই জুলাই তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিয়া বন্ধুশ্রেষ্ঠ কোম্পানির হস্ত হইতে রক্ষা করে। সাদত আলির পর তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র গাজী-উদ্দীন হায়দর অযোধ্যার শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ কোম্পানির অর্থলাভ সাদত আলির সহিত তিরোহিত হইল না। গাজীউদ্দীন হায়দরও সময়ে সময়ে অর্থ-সাহায্য করিয়া মিত্রতার গৌরব রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৮১৪ অব্দে যখন নেপালে যুদ্ধ উপস্থিত হয়,তখন নবাব কাণপুরে লর্ড ময়রার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এক কোটী টাকা দেন। কিন্তু গবর্ণরজেনেরল ঐ টাকা একবারে গ্রহণ না করিয়া নবাবের নিকট হইতে বার্ষিক ৬ টাকা হারে ১০৮,৫০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন *। পরে নেপালের যুদ্ধের ব্যয় অধিক হইয়া পড়াতে আবার নবাবের নিকট হইতে আর এক কোটি টাকা গ্রহণ করা হয় †। ১৮১৯ অব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট গাজীউদ্দীনকে পুরুষানুক্রমে "ভূপতি" (king) উপাধি দান করেন।

গাজিউদ্দীনের পর নসিরুদ্দীন হায়দর অযোধ্যার শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। ১৮৩৭ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় পিতৃব্য মহম্মদ আলি শাহ নবাব হন। লর্ড অকলাণ্ড ইঁহার সহিত ১৮৩৭ অব্দেব ১৮ই সেপ্টেম্বর সন্ধি করেন। ঐ সন্ধির ৭ম ও ৮ম ধারায় নিরূপিত হয় যে, নবাবের রাজ্যে অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা অযোধ্যা সুব্যবস্থিত ও সুশৃঙ্খল করিয়া, পরে উহা নবাবের হস্তে সমর্পণ করিবেন ‡।

লর্ড ডালহৌসী পঞ্জাব প্রভৃতি ব্রিটিশ কোম্পানির অধীন করিয়া যখন অযোধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন ঐ সন্ধির প্রতি তাঁহার নিরতিশয় অনাস্থা দৃষ্ট হয়। তিনি স্পষ্ট বলিতে লাগিলেন, ১৮৩৭ অব্দের সন্ধি বিলাতের

* *A Collection of Treaties, Vol, II, p. 69.*
† *Ibid. p. 69.*
‡ *Colleetion of Tueaties. Vol. II. p. 176-177.*

ডিরেক্টর সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় নাই; সুতরাং উহা অনুমোদিত ও বিধি-পাল্য সন্ধির অন্তর্গত নহে *। যাঁহারা ছলগ্রাহী হইয়া পরস্ব-গ্রহণে উদ্যত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের ছিদ্রান্বেষণের অসুবিধা হয় না। লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যাগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, সুতরাং ১৮৩৭ অব্দের সন্ধি অননুমোদিত বলিয়া উক্ত রাজ্য কিছু কালের জন্য গ্রহণের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ন্যায়ের পক্ষপাত-বর্জ্জিত বিচারের নিকট তাঁহার এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তিনি যে সন্ধি অননুমোদিত বলিয়া কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সন্ধি ১৮ই সেপ্টেম্বর যথানিয়মে অনুমোদিত হইয়া অন্যান্য সন্ধির সহিত এক শ্রেণীতে নিবেশিত হইয়াছিল †। ব্যবহারশাস্ত্র-বিশারদ ট্রেবারস্ টুইসও সবিশেষ সবিবেচনা করিয়া ঐ সন্ধিকে অনুমোদিত ও অবশ্যপ্রতিপাল্য সন্ধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, "আমি সবিশেষ বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আইন অনুসারে কখনই ১৮৩৭ অব্দের সন্ধি অকার্য্যকর বলিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারেন না" ‡। লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৭ অব্দে অযোধ্যার নবাবকে যে পত্র লিখেন, তাহাতেও ১৮৩৭ অব্দের সন্ধি বিধিপাল্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল §। কর্ণেল স্লিমানও ১৮৫১ অব্দে লিখিয়াছেন;—"১৮৩৭ অব্দের সন্ধি আমাদিগকে আপন কর্ম্মচারী দ্বারা রাজ্য-শাসন করিবার যে ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে, আমার বোধ হয়, আমাদের গবর্ণমেণ্ট সেই ক্ষমতার প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না" ¶। স্যার হেন্‌রি লরেন্স লিখিয়াছেন, "নূতন সন্ধি (১৮৩৭ অব্দের সন্ধি) অনুসারে যে, আমরা অযোধ্যার শাসনভার স্বহস্তে

* *Retrospects and Prospects &c., p. 54.*

† *Collection of Treaties, Vol II., p. 173-177.*

‡ *Dacoitee in Excelsis, p. 192.*

§ *Oude Papers, 1856, pp, 31, 32. Comp. Ibid. 1858, p. 62.*

¶ *Oude Blue-book, p. 166. Comp. J. Malcolm Ludlow, War in Oude, p. 29, note.*

গ্রহণ করিতে পারি, ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না" *। ১৮৩৭ অব্দের সন্ধি যখন বিধিবদ্ধ হয়, তখন লর্ড ব্রৌটন বোর্ড অব-কণ্ট্রোলের সভাপতি ছিলেন, তিনি স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন, "১৮৩৭ অব্দের সন্ধি যে, গবর্ণমেণ্ট বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এই সন্ধির একাংশমাত্র অগ্রাহ্য হইয়াছিল, সমুদায় অংশ অগ্রাহ্য হয় নাই" †। এইরূপ প্রধান প্রধান ব্যক্তি মাত্রেই ১৮৩৭ অব্দের সন্ধি বিধি-নির্দ্দিষ্ট ও অবশ্য-প্রতিপাল্য সন্ধির মধ্যে নিবেশিত করিয়াছেন। ফলতঃ যে সন্ধি যথানিয়মে বিধিবদ্ধ হইল, একটি কি দুইটি ব্যতীত যাহার সমুদয় ধারা ডিরেক্টরগণকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইল, আট বৎসর পরে যাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যথানিয়মে প্রচারিত হইল, প্রচারের এগার বৎসর পরে তাহাই আবার একবারে অগ্রাহ্য হইল ‡। সহৃদয়গণ কখনও ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কেহ কেহ এবিষয়েও ডালহৌসীর মতের অনুমোদন করিতে ক্রটি করেন নাই। স্যার চার্লস জাক্সনের মতে ডিরেক্টরগণ ১৮৩৭ অব্দের সন্ধি বিধিবদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন §। ডিউক অব-আর্গাইল লিখিয়াছেন, "১৮৩৭ অব্দের সন্ধি বিধিবদ্ধ না হওয়াতে যে, আমাদের অনেক লাভ হইয়াছে, উহা যথার্থ নয়। প্রত্যুত উহা প্রবল থাকিলে লর্ড ডালহৌসী অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকিতেন। ঐ সন্ধি তাঁহাকে সমস্ত অধিকারই সমর্পণ করিয়াছিল, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি অযোধ্যার শাসনভারও গ্রহণ করিতে পারিতেন" ¶। ডিউক অব আর্গাইলের এই কথা কতদূর সঙ্গত, বলা যায় না। ১৮৩৭ অব্দের সন্ধি ডালহৌসীকে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করে নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ সন্ধি অনুসারে রাজ্যের উদ্বৃত্ত টাকা ব্যয় করিতে পারিতেন না, তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ সন্ধি অনুসারে অযোধ্যার রাজস্ব

* *Sir Henry Lawrence's Essays, p. 131. Comp. Calcutta Review, No. VI. Vol. III. p. 424.*

† *Beveridge, History of India. Vol. III. p. 548.*

‡ *War in Oude, p. 29-30.*

§ *A Vindication, p. 124.*

¶ *India under Dalhousie and Canning, p. 110, note.*

গ্রহণ করিতে পারিতেন না। ঐ সন্ধি তাঁহাকে শাসনভার গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা চির দিনের জন্য নয়। তিনি কিয়ৎ-কালের জন্য অযোধ্যা জাতীয় আচার, জাতীয় রীতি ও জাতীয় বিধি অনুসারে শাসন করিয়া পরে উহা নবাবের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইতেন *। জাক্সন্ প্রভৃতির উক্ত রূপ লিখন-ভঙ্গীতে ইতি-হাসের মহিমা বিনষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা লর্ড ডালহৌসীর সহিত এক-মতে দীক্ষিত, তাঁহাদের নিকটে এবিষয়ে প্রকৃত সহৃদয়তার আশা করা যায় না।

১৮৪২ অব্দের মে মাসে মহম্মদ আলি শাহের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র আমজুদ আলি শাহ নবাব হন। আমজুদ আলির পর ওয়াজিদ আলি শাহ ১৮৪৭ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি অযোধ্যার শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন। এত দিন অযোধ্যার প্রতি ব্রিটিশ কোম্পানির যে দুর্নিবার ভোগলালসা ছিল, ওয়াজিদ আলির সমকালে তাহা চরিতার্থ হইয়া উঠিল। কোম্পানি অযোধ্যার শাসনসম্বন্ধে যে অত্যাচার ও অবিচারের অপবাদ আরোপ করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে ঐ লালসা-তৃপ্তির পথ পরিষ্কৃত করিল। এক নবাবের পর অন্য নবাব অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন, এক গবর্ণরজেনেরলের পর অন্য গবর্নরজেনেরল ভারতবর্ষের শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তথাপি অপবাদ তিরোহিত হইল না। বেণ্টিঙ্ক এই অপবাদে অন্ধ হইয়া নবাবকে উপদেশ দিলেন, অকলাণ্ড এই অপবাদে অন্ধ হইয়া ১৮৩৭ অব্দে সন্ধি বন্ধন করিলেন, হার্ডিঞ্জ এই অপবাদে অন্ধ হইয়া নবাবকে তাড়না করিলেন; এত করিয়াও গবর্ণমেণ্ট পরিতৃপ্ত হইলেন না। পরিশেষে এক জন সর্ব্বভুক্ আসিয়া সমুদয় অপবাদের সহিত অযোধ্যার নবাবের রাজত্বের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া ফেলিলেন।

লর্ড ডালহৌসী ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক সন্ধি ভঙ্গ করিয়া অযোধ্যাগ্রহণে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। কর্ণেল স্লিমান নবাবের দরবারে রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি যদিও রাজ্যশাসনের অব্যবস্থা

* *Retrospects and Prospects &c., p. 54.*

সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে লাগিলেন, তথাপি যাহাতে নবাবের সিংহাসন রক্ষা পায় এবং তদীয় রাজ্য সুব্যবস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে ক্রটি করিলেন না। স্লিমান ১৮৫২ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ডালহৌসীকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিলেন "যদি আমরা অযোধ্যা অথবা উহার কোন অংশ আত্মসাৎ করি, তাহা হইলে ভারতবর্ষে আমাদের সুনাম নষ্ট হইবে। এই সুনাম এক ডজন অযোধ্যা অপেক্ষা আমাদের পক্ষে অধিকতর মূল্যবান্"*। কিন্তু লর্ড ডালহৌসী একথায় কর্ণপাত করিলেন না, স্লিমানের প্রস্তাব অনুসারেও অযোধ্যা সুব্যবস্থিত করিতে মনোযোগী হইলেন না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার সর্ব্বপ্রধান অধিনায়কের এইরূপ উদাসীনতা দর্শনে কর্ণেল স্লিমান পরিশেষে দুঃখসহকারে তাঁহার এক জন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেনঃ—"আমার আশঙ্কা হইতেছে, লর্ড ডালহৌসী বোধ হয়, আমার সহিত একমত নহেন। আমি যাহা ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানার্হ বিবেচনা না করি, এরূপ বিষয় যদি তিনি করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমি উহার সম্পাদনের ভার অপরের জন্য রাখিয়া পদ ত্যাগ করিব। রাজ্য আত্মসাৎ করিতে আমাদের কোন অধিকার নাই। ১৮৩৭ অব্দের সন্ধি অনুসারে আমরা উহার কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু উহার রাজস্ব আপনাদের জন্য রাখিতে পারিনা। আমরা কেবল আমাদের গবর্ণমেণ্টের সম্মানরক্ষার্থ ও প্রজাদের উপকারের জন্য ঐরূপ করিতে পারি। বাজেয়াপ্ত করা নিতান্ত অসাধু ও অসম্মানার্হ কার্য্য" †। এই পত্র ১৮৫৪ অব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর লিখিত হয়। এতদ্দারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ৬ বৎসরকাল রেসিডেণ্টের কার্য্য করিয়াও কর্ণেল স্লিমান লর্ড ডালহৌসীর মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ হন নাই ‡। কেবল কর্ণেল স্লিমানই যে, অযোধ্যা গ্রহণের বিরোধী ছিলেন, এরূপ নহে। স্লিমানের ন্যায় স্যার হেন্‌রি লরেন্সও এবিষয়ে সম্পূর্ণ অমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। হেন্‌রি লরেন্স "কলিকাতারিবিউ" নামক সাময়িক পত্রে 'অযোধ্যারাজ্য' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন; "অযোধ্যা

* *Sleeman's Oude, Vol, II., pp. 378, 379.*

† *Ibid. Vol. I., pp. XXI, XXII,*

‡ *Retrospects and Prospects &c., p. 68.*

যথাসম্ভব নবাবের শাসনাধীন রাখাই বিধেয়, উহার একটি টাকাও কোম্পানির ধনাগারে আসিতে দেওয়া উচিত নহে" *। হেন্‌রি লরেন্সের এই মত চিরকাল অটল ভাবে ছিল। পঞ্জাব অধিকারের ৫ বৎসর পরে ১৮৪৪ অব্দের জুন মাসে প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক কে সাহেবকে তিনি যে এক খানি পত্র লিখেন, তাহাতেও উল্লেখ ছিল, "এক ব্যক্তি তাঁহার অর্থ অযথাব্যয় কিংবা প্রজাদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিতেছে বলিয়াই, আমরা তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিতে পারি না। আমরা তাঁহার রাজস্ব আপনাদের ধনাগারে না আনিয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে পারি" †। কর্ণেল স্লিমান ও স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের লেখনী হইতে এইরূপ পরামর্শবাক্য নির্গত হইয়াছিল, তাঁহারা এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে ডালহৌসীকে মন্ত্রণা দিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে ডালহৌসী কর্ণপাত করিলেন না, প্রত্যুত অবিলম্বে অত্যাচার, অবিচারও দৌরাত্ম্যের ছল করিয়া অযোধ্যা গ্রহণ করিতে হস্ত প্রসারণ করিলেন।

১৮৫৪ অব্দের ২৪ শে নবেম্বর জেনেরল আউট্রাম কর্ণেল স্লিমানের পরিবর্ত্তে অযোধ্যার রেসিডেন্ট হইলেন। সুতরাং সর্ব্বশেষ শোচনীয় কার্য্যসম্পাদনের ভার তাঁহার উপরেই সমর্পিত হইল। ১৮৫৫ অব্দে লর্ড ডালহৌসী নীলগিরির সুখস্পর্শ সমীরণ সেবন করিতে করিতে অযোধ্যাঘটিত সমুদয় বিবরণের সমালোচনা করিয়া একটি বৃহৎ "মিনিট" লিখিলেন। ১৮ই জুন উহা তাঁহার হস্তাক্ষরিত নামে শোভিত হইল ‡। পর বৎসরের জানুয়ারি মাসের মধ্যেই সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক হইল। কোর্ট অব ডিরেক্টর অযোধ্যাগ্রহণে সম্মতি দিয়াছিলেন, বোর্ড অব কন্ট্রোল অযোধ্যাগ্রহণে সম্মতি দিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের মন্ত্রি-সভাও অযোধ্যাগ্রহণে সম্মতি দিয়াছিলেন, সুতরাং ডালহৌসী আর নিশ্চেষ্ট থাকিলেন না। তিনি ৩রা জানুয়ারি প্রাতঃকালে একটি সভা আহ্বান করিলেন; প্রয়োজনীয় কার্য্যের অধিকাংশই অগ্রে সম্পন্ন হইয়াছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা-পত্র, অযোধ্যার নূতন

* *Sir Henry Lawrence's Essays, p. 132. Comp. Calcutta Review, No. VI., Vol. III. p. 424.*

† *Kaye's Lives of Indian Officers, Vol. II. p 310.*

‡ *Kaye's Sepoy War, Vol. I., p. 143.*

শাসন-প্রণালীর বিবরণ প্রভৃতি প্রায় সমস্তই লিখিত হইয়া পররাষ্ট্রবিভাগীয় সেক্রেটারির দপ্তরে সংরক্ষিত ছিল, এক্ষণে সভা কেবল তদনুসারে কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন। সুতরাং কাল বিলম্ব না করিয়া রেসিডেন্টের নিকটে সংবাদ দেওয়া গেল। আউট্রাম জানুয়ারি মাসের শেষে এই সংবাদ পাইলেন। মাসের শেষ দিবসে তিনি নবাব-দরবারের মন্ত্রীকে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি জানাইলেন। মন্ত্রী দোষক্ষালনের জন্য সময় চাহিলেন, নবাবমাতা পুত্রের পুনর্ব্বিচার জন্য গবর্ণমেণ্টকে আবদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন, এইরূপ সকল বিষয়ের জন্যই প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু আউট্রাম এক বই দুই উত্তর দিলেন না। বিচারের সময় অতিবাহিত হইয়াছে, সহিষ্ণুতার সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে, এক্ষণে কেবল নবাবকে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আদেশ জ্ঞাপন করাই বাকী। রেসিডেন্টের মুখ হইতে কেবল এই উত্তর বহির্গত হইল। মন্ত্রী অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী জানিয়া মস্তক অবনত করিলেন, নবাবমাতা প্রাণাধিক ওয়াজিদ আলির পতন অবশ্যম্ভাবী জানিয়া নীরবে রোদন করিলেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নবাব ওয়াজিদ আলির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। নবাবের প্রাসাদ-দ্বার কামান-শূন্য ও রক্ষকদিগকে নিরস্ত্র করা হইল। যাহারা পূর্ব্বে শস্ত্রদ্বারা রেসিডেন্টকে অভিবাদন করিত, তাহারা এক্ষণে কেবল হস্তদ্বারা অভিবাদন করিল। নবাব আপনার ভ্রাতা ও কতিপয় বিশ্বস্ত অমাত্যের সহিত রেসিডেন্টকে দরবারে গ্রহণ করিলেন। শোচনীয় ব্যাপারের অভিনয় আরম্ভ হইল। রেসিডেন্ট গবর্ণরজেনেরলের ত্র ও গুরুতর দণ্ড-বিধায়ক সন্ধির একখানি পাণ্ডুলিপি নবাবের হস্তে দিয়া হিলেন, যে দণ্ড বিহিত হইয়াছে, তাহা যেন তিনি অবনতমস্তকে গ্রহণ রেন। নবাব গভীর শোকসহকারে সন্ধিপত্র গ্রহণ করিলেন, গভীর শাকসহকারে স্বীয় উষ্ণীষ রেসিডেন্টের হস্তে দিয়া কহিলেন, সন্ধি কেবল ন্য ব্যক্তিদিগের মধ্যেই স্থাপিত হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ম নষ্ট করিলেন, রাজ্য গ্রহণ করিলেন, এরূপ ব্যক্তির সহিত সন্ধিবন্ধন ড়ম্বনা মাত্র। তাঁহার এইরূপ কাতর উক্তিতে কিছুমাত্র ফল দর্শিল না। নি যাঁহাদিগকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, বন্ধুভাবে যাঁহাদিগের

নিকট বিনতি দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারাই এক্ষণে বন্ধুতার বিনিময়ে শত্রুতা সাধিলেন। ক্ষোভে ও রোষে নবাব ওয়াজিদ আলি নীরব হইলেন। শোচনীয় অভিনয়ের যবনিকা নিপতিত হইল। অচিরাৎ ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন। পঞ্চাশ লক্ষ অধিবাসীর সহিত উত্তরে নেপাল, পূর্ব্বে গোরক্ষপুর, দক্ষিণে এলাহাবাদ ও পশ্চিমে আজিমগড়, জৌনপুর, ফরাক্কাবাদ এবং শাহজহাঁপুর সীমার মধ্যবর্ত্তী প্রায় ২৪ সহস্র বর্গ মাইলপরিমিত বিস্তৃত রাজ্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইল। আর এই বিস্তৃত রাজ্যের অদ্বিতীয় শাস্তা ও পাতা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিভোগী হইয়া অস্তিত্বমাত্রে পর্য্যবসিত হইলেন।

এইরূপে প্রধান প্রধান রাজ্যগুলি হস্তগত করিয়া লর্ড ডালহৌসী লর্ড কানিঙের হস্তে ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনভার সমর্পণ করেন। অযোধ্যা অধিকার ভারত ক্ষেত্রে লর্ড ডালহৌসীর শেষ ও সর্ব্ব প্রধান কীর্ত্তি। জনৈক ইতিহাসলেখক ডালহৌসীর এই কার্য্য রাজ্যাধিকারের ওয়াটলু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। * যদি আমাদের মত জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে আমরা অম্লানবদনে উহা মহাপাতকের চরমসীমা স্মিথফীল্ডের অগ্নিকাণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। মোহান্ধ মেরী নির্দ্দোষ প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিয়া ধর্ম্মের বিনিময়ে পাপরাশির উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, লর্ড ডালহৌসী নিরীহ ওয়াজিদ আলির হৃদয়ে তুষানল উৎপাদন করিয়া সুনামের বিনিময়ে অপকীর্ত্তির সঞ্চয় করিলেন। ডালহৌসীর গবর্ণমেণ্ট কেবল নবাবের রাজ্য গ্রহণ করিয়াই নিরস্ত হইলেন না, অন্য কার্য্যেও তাঁহাদের অবিচারের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হইল। নবাব পার্লিয়ামেণ্টে অভিযোগ উত্থাপন করিবার জন্য বিলাতগমনের অনুমতি চাহিলেন রেসিডেণ্ট কলেকৌশলে তাঁহাকে সে উদ্যম হইতে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, কেবল ইহাই নয়, যাহার উপর তাঁহার রাজ্য-পুনঃপ্রাপ্তি আশা নির্ভর করিতেছে, এরূপ দলীলাদিও রেসিডেণ্ট এবং তাঁহার সহযোগিগণ বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। নবাবের ধনসম্পত্তি, গৃহসজ্জা, ব্য

* *Sir John Kaye, History of the Sepoy War, Vol. I, p. 143.*

শকট, পুস্তকালয়স্থ দুই লক্ষ বহুমূল্য ও হস্তলিখিত পুস্তক, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সমুদয় প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হইল, এবং তদুৎপন্ন অর্থ মাননীয় কোম্পানির ধনাগার পরিপূর্ণ করিল *। এত করিয়াও ডালহৌসীর বাসনা সিদ্ধ হইল না। লিখিতে অপরিসীম লজ্জা ও ক্ষোভ হয়, কর্ম্মচারিগণ অন্তর্মহলে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক নবাবের বেগমদিগকে বাহিরে আনিল, বলপূর্ব্বক তাঁহাদের দ্রব্যাদি প্রকাশ্য রাস্তায় নিক্ষেপ করিল, এবং তাঁহাদের ব্যয়ের জন্য যে অর্থ রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা আটক করিয়া রাখিল †। জনৈক অপক্ষপাত ব্রিটিশ লেখক এ বিষয়ে লিখিয়াছেন, "ইংরেজেরা অযোধ্যারাজ্যের যে সমুদয় সম্পত্তি বিলুণ্ঠন করিয়াছেন, ইহাই তাহার শেষ, এবং নবাবের পরিবারগণ—যাঁহারা এক শত বৎসরের অধিককাল ইংরেজদিগের শরণাপন্ন ছিলেন, ইংলণ্ডীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট সুবিচার-প্রার্থী হইয়াছিলেন—এইরূপ অবস্থায় পাতিত হইলেন। অযোধ্যার নবাবেরা পুরুষ পরম্পরায় ইংরেজদিগের সহিত যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহাই সেই বন্ধুত্বের ফল। এইরূপেই তাঁহাদিগের সর্ব্বস্বহরণ সম্পূর্ণ হইল ‡।"

কি অপরাধে অযোধ্যার এইরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইল? কি অপরাধে নবাব ও তৎপরিবার সম্মান-চ্যুত ও সম্পত্তি-চ্যুত হইয়া ভিখারীর অবস্থায় পাতিত হইলেন? একবার তাহার বিচার করা কর্ত্তব্য। সকলেই ইতিহাসের দোহাই দিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন যে, নবাব ওয়াজিদ আলি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকাতেও অযোধ্যা নিতান্ত অরাজক হইয়া উঠিয়াছিল, সর্ব্বদাই চুরি, ডাকাইতি প্রভৃতির নিমিত্ত লোকে সশঙ্ক থাকিত; ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট অযোধ্যা অধিকার করিয়া লোকের ঐ আশঙ্কা দূর করিয়াছেন, ইংরেজ অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ না করিলে উহা কখনও এরূপ সুব্যবস্থিত ও এরূপ উন্নত হইত না। বিদ্যালয়ের বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, সকলের মুখেই এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়। লর্ড ডালহৌসীর পরিপোষকগণও এই কথা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের লেখনী হইতে অযোধ্যার

* *Dacoitee in Excelsis p. 145.*
† *Dacoitee in Excelsis, p, 145-146.*
‡ *Ibid, p. 146.*

এইরূপ বর্ণনা বহির্গত হইয়াছে:—"অযোধ্যা বৃক্ষরাজি-পরিপূর্ণ এবং বংশ ও কণ্টক-সমাকীর্ণ জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। পূর্ব্বে যেখানে জঙ্গল ছিল না, তালুকদারগণ শস্য-সম্পত্তি বিনষ্ট করাতে তাহা আপনা হইতেই জঙ্গলে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। * * অযোধ্যার অধিকাংশ স্থানেরই এইরূপ অবস্থা ছিল। কোনও স্থানে শান্তি ছিল না। উর্ব্বর প্রদেশের সমস্ত স্থানই জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। * * জীবন ও সম্পত্তি সর্ব্বদা বিঘ্নসঙ্কুল থাকাতে বাণিজ্য তিরোহিত হইয়াছিল, ক্ষুদ্র নগরসমূহ পল্লীগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। অধিবাসিগণ বিদ্রোহী ও দস্যুগণের হস্তেও সময়ে সময়ে অব্যাহতি পাইত, কিন্তু নবাবের সৈন্যগণের হস্তে কাহারও নিস্তার ছিল না *।" কিন্তু আমরা এই কথায় সম্মতি দিয়া পবিত্র ইতিহাসের সম্মান বিলুপ্ত করিতে ইচ্ছা করি না। অবশ্য অন্যান্য দেশের ন্যায় অযোধ্যায় কখন কখন অত্যাচার হইত। কিন্তু যে অত্যাচারে রাজ্য অরাজক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, যে অত্যাচারে সর্ব্বসাধারণের ধনপ্রাণ নষ্ট হইয়া যায়, সংক্ষেপে যে অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নবাবকে রাজ্য-চ্যুত করেন, অযোধ্যায় এরূপ অত্যাচার হয় নাই। আমরা ইংরেজ-শাসিত দেশের সহিত তুলনা করিয়া সপ্রমাণ করিব, অযোধ্যায় এরূপ অত্যাচার হয় নাই, যাহার নিমিত্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নবাবের সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারেন, সপ্রমাণ করিব, এরূপ কোনও অরাজকতা ঘটে নাই, যাহার নিমিত্ত অযোধ্যার কথা ইতিহাসে নিন্দনীয় হইতে পারে।

প্রথমে চুরি, ডাকাইতি প্রভৃতি উপদ্রবের বিষয় ধরা যাউক। কাপ্তেন বান্‌বারি প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, অযোধ্যায় চুরি, ডাকাইতির সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ন্যূন হইয়া উঠিয়াছিল। অযোধ্যায় ১৮৪৮ হইতে ১৮৫৪ অব্দ পর্য্যন্ত ৬ বৎসরে ৫০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে লঘু অপরাধের সংখ্যা কিঞ্চিদূন ১,৬০০ এবং গুরু অপরাধের সংখ্যা কিঞ্চিদূন ২০০

* *Life of Sir Henry Lawrance. Vol. II., p. 287.* মার্শমান সাহেবও স্বপ্রণীত ইতিহাসে *(History of India. Vol, III, p. 421.)* অযোধ্যাসম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অধিক কি হেন্‌রি লরেন্‌সও অযোধ্যাকে এইরূপ অরাজক বলিয়া বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন নাই।—*Calcutta Review, No. VI. Vol. III., 1845, p. 421-423.*

হইয়াছিল। পক্ষান্তরে অন্যান্য প্রদেশের সহিত উহার তুলনা কর, বিস্তর প্রভেদ লক্ষিত হইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসিত এলাহাবাদ অযোধ্যার এক পঞ্চমাংশ, এবং বারাণসী এক ষষ্ঠাংশ। কিন্তু এক ১৮৫৫ অব্দেই এলাহাবাদে অপরাধের সংখ্যা ১,৪৫২ এবং বারাণসীতে ৮,০০৪ হইয়াছিল। বারাণসী অযোধ্যার এক ষষ্ঠাংশ পরিমিত হইয়াও অপরাধাংশে অযোধ্যা অপেক্ষা চারি গুণ উর্দ্ধে স্থান পরিগ্রহ করে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা বিটিশ কোম্পানির একটি প্রাচীন সুশাসিত প্রদেশ। উহাতেও ১৮৫০ অব্দে ৯৬, ৩৫২ জন ধৃত হইয়া বিচারার্থ আনীত হয়। ইহাদের মধ্যে ৫৫,২৫১ জন দোষী বলিয়া প্রমাণিত ও যথাবিধি দণ্ডিত হয়। এতদ্ব্যতীত ১৮৫১ অব্দে ঐ প্রদেশে অপরাধীর সংখ্যা ৯৪,৯৫৩; ১৮৫২ অব্দে ৯২,১১৫ ও ১৮৫৩ অব্দে ৯২,৬২৯ হয়। বাঙ্গালার জনসংখ্যা অযোধ্যার জনসংখ্যার ৮ গুণ, অপরাধীর সংখ্যা অযোধ্যার অপরাধীর সংখ্যার ৩৭ গুণ *।

ব্রিটিশ অধিকারের সীমায় দুশ্চরিত্র লোকে সময়ে সময়ে চুরি, ডাকাইতি প্রভৃতি উপদ্রব করিত বলিয়াই যে, অযোধ্যা সুশাসন-বর্জ্জিত ছিল, তাহাও যথার্থ নয়। জেনেরল আউট্রাম সীমাস্থিত ব্রিটিশ মাজিষ্ট্রেট-

* *Dacoitee in Excelsis, p. 182-183.*

এই স্থলে অন্য প্রকারে অযোধ্যার সহিত বাঙ্গালার তুলনা করা যাইতেছে। ডালহৌসী যে ১৮৫৬ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণা-পত্র দ্বারা অযোধ্যার সুশাসনের অভাব প্রচার করেন; সেই ১৮৫৬ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গালার অবস্থা সম্বন্ধে মিসনরিগণের একখানি আবেদনপত্র সমর্পিত হয়। তুলনার জন্য এক পার্শ্বে ডালহৌসীর ঘোষণাপত্রোক্ত অযোধ্যার অবস্থা, অন্য পার্শ্বে মিসনরিগণের আবেদন পত্রোক্ত বাঙ্গালার অবস্থা উদ্ধৃত হইল:—

ডালহৌসীর লিখিত অযোধ্যার অবস্থা।	মিসনরিগণের লিখিত বাঙ্গালার অবস্থা।
"ডাকাইতের দল বিভাগসমূহের শান্তি নষ্ট করিতেছে।"	"ডাকাইতদলের গতি প্রতিরোধ করিতে পুলিশের কোনও ক্ষমতা নাই।"
'আইন ও ন্যায় অপরিচিত রহিয়াছে'	'এ প্রদেশের সর্ব্বত্রই নিঃস্ব দুর্ব্বল লোকের উপর অত্যাচার হইয়া থাকে। ধনসংগ্রহের উপায়ভূত ক্ষমতাই ক্ষমতার মধ্যে পরিগণিত। (লেঃ গবর্ণর হাল্লিডের রিপোর্ট।)
"অস্ত্রাঘাত ও রক্তপাত প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে পরিগণিত।"	"ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষণ ডাকাইতি প্রতি বৎসরই সংঘটিত হইয়া থাকে। * * এস্থানে সীমাঘটিত বিবাদে সর্ব্বদাই মারামারি হইয়া থাকে।

দিগকে এ সম্বন্ধে এই কয়েকটি বিষয় জানাইতে অনুরোধ করেনঃ—"গত কয়েক বৎসরের (ছয়, সাত) মধ্যে ব্রিটিশ সীমায় হত্যা ও ডাকাইতি প্রভৃতির সংখ্যা কমিয়াছে কি না? সংখ্যা ন্যূন হইলে ঐ নূনতা অযোধ্যার সীমাস্থিত শান্তিরক্ষকদিগের শাসনে হইয়াছে, কি জীবন ও সম্পত্তি বিঘ্নসঙ্কুল বলিয়া লোক-সংখ্যা কম হওয়াতে, হইয়াছে *"? মাজিষ্ট্রেটগণ এই প্রশ্নের যে সকল উত্তর দেন, সেগুলি পরস্পর এরূপ বিসদৃশ যে, তৎসমুদয় অবলম্বন করিয়া কখনই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ফতেহপুরের মাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ে লিখেন, "অযোধ্যা রাজ্যের সংস্রবে এই বিভাগে অপরাধের সংখ্যা বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে, তাহার নির্দ্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। তবে যে কয়েকটি ডাকাইতি হইয়াছে, তাহার একটি ব্যতীত সমস্তই অযোধ্যার লোকে করিয়াছে"। জৌনপুরের মাজিষ্ট্রেট উত্তর দেন, "গত কয়েক বৎসরে ডাকাইতি ও হত্যার সংখ্যা কমিয়াছে। নবাবের সুলতানপুরস্থ নাজিম এবিষয়ে সবিশেষ সাহায্য করিতেছেন। অপরাধ ঢাকিতে অথবা অপরাধকারীদিগকে উৎসাহ দিতে কখনও তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই।" গোরক্ষপুরের মাজিষ্ট্রেটও সীমান্ত প্রদেশে অপরাধের সংখ্যা কমিয়াছে বলিয়া রিপোর্ট করেন। অধিবাসীর সংখ্যা কমিয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে তিনি কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। ফরক্কাবাদের মাজিষ্ট্রেটের উত্তর কিছু কৌতুকাবহ। তিনি বলেন "এ বিভাগে যে সকল ব্যক্তি চুরি, ডাকাইতি প্রভৃতি পাপ-কার্য্য করে, অযোধ্যায় তাহাদের পলায়ন ও অপহৃত দ্রব্যাদির সংগোপনের যে সবিশেষ সুবিধা হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অযোধ্যার

"কোন স্থানে এক ঘণ্টাকালও জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ নহে।"	"বাঙ্গালার অধিকাংশ বিভাগেই জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ নহে।"

এই তুলনায় স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, ১৮৫৬ অব্দে অযোধ্যার অবস্থা বাঙ্গালার অবস্থা অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। সুতরাং যে অপরাধে ডালহৌসী অযোধ্যায় নবাবের রাজত্ব লোপ করিলেন, সেই অপরাধ বাঙ্গালাতেও প্রয়োজিত হইতে পারে।—*War in Oude, p. 24-25, note.*

* *Blue-book, p. 47.*

পুলিশের কাপ্তেন হিয়ার্সে অপরাধীদিগকে ধৃত করিতে বিশিষ্ট যত্ন প্রদর্শন করিয়া থাকেন।” কাণপুরের মাজিষ্ট্রেট অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতরূপে জেনেরল আউট্রামের প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি কয়েকটি অপরাধের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, “এই সকল অপরাধকারীর অধিকাংশই অযোধ্যায় ধৃত হইয়াছে। অপরাধের সংখ্যা বর্দ্ধিত কি ন্যূন হয় নাই। উহা সমভাবেই রহিয়াছে। ১৮৫৪ অব্দে যে সমস্ত ডাকাইতি হয়, তাহার অধিনায়কগণ অযোধ্যার লোক নয়। ইহারা গোবালিয়র ও দক্ষিণপশ্চিম দিক হইতে আসিয়া ছিল *।”

এক্ষণে এই মাজিষ্ট্রেটগণের সকলেই যদি একবাক্যে স্বীকার করিতেন যে, কেবল অযোধ্যার লোকেই ব্রিটিশ সীমায় চুরি, ডাকাইতি প্রভৃতি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহা হইলেও কেহই বিস্মিত হইতেন না। যে বিভাগদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী, তাহার দুশ্চরিত্র লোকে এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে গিয়া প্রায়ই উপদ্রব করিয়া থাকে। পৃথিবীর পরস্পর সমীপবর্ত্তী দেশসমূহেও এরূপ ঘটনা বিরল নহে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আপনাদের যে রাজ্য সুশাসিত বলিয়া অভিমান করেন, সেই রাজ্যের লোকও অযোধ্যার সীমায় গিয়া দৌরাত্ম্য করিত। সুলতানপুরস্থ নাজিম জৌনপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এ বিষয়ে অনেক অভিযোগ করিয়াছিলেন। অযোধ্যার জনৈক সেনাপতি কাপ্তেন বান্‌বারি ব্রিটিশাধিকৃত আজিমগড়ের কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধেও এইরূপ অভিযোগ করিতে ক্রটি করেন নাই †। বিশেষতঃ, যে পাঁচ জন মাজিষ্ট্রেট জেনেরল আউট্রামের নিকটে বিজ্ঞাপনী প্রেরণ করেন, তাঁহাদের দুই জন, অযোধ্যার সীমায় পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। দুই জন অযোধ্যার পুলিশের কর্ত্তব্যপরায়ণতার যথোচিত প্রশংসা করিয়াছেন। এক জন প্রকৃতপ্রস্তাবে কিছুই বলিতে পারেন নাই। সুতরাং এই বিজ্ঞাপনী অবলম্বন করিয়া অযোধ্যাকে অরাজক বলা সর্ব্বথা অসঙ্গত। অযোধ্যা

* *War in Oude, p. 15-16*

† *War in Oude, p. 18. Comp. Oude Blue-book, pp. 47-57. 59.*

যে অত্যাচার-পীড়িত ও সুশাসন-বর্জ্জিত ছিল, এই বিজ্ঞাপনী দ্বারা তাহার কোনও সমর্থন হইতেছে না।

অযোধ্যার রাজকর্ম্মচারিগণ যে অকর্ম্মণ্য ছিলেন না, তদ্বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। জেনেরল আউট্রাম অনুসন্ধান করিয়া স্বীকার করিয়াছেন, "অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী ব্রিটিশ সীমান্ত-ভাগ যে, অযোধ্যার সীমাস্থিত পুলিশ হইতে বিশিষ্ট উপকার পাইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।" লক্ষ্ণৌস্থ পূর্ব্বতন রেসিডেণ্ট সেনাপতি লো ১৮৫৫ অব্দের ১৫ই আগষ্টের "মিনিটে" লিখিয়াছেন, "আমাদের অধিকার হইতে যে সমস্ত অপরাধী অযোধ্যায় পলায়ন করে, তাহাদের অনুসন্ধানে যখন আমাদের সৈনিকগণ অযোধ্যা দিয়া গমন করে, তখন তাহাদের আহারীয় সামগ্রী প্রভৃতির আয়োজন এবং আমাদের ডাক-রক্ষণপ্রভৃতি কার্য্যে অযোধ্যার গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত বিশিষ্ট মনোযোগ ও দক্ষতা দেখাইয়া আসিতেছেন। অযোধ্যার নবাবগণের সকলেই ঠগী ও ডাকাইতি নিবারণ বিষয়ে আমাদের সহিত বিশিষ্ট মনযোগসহকারে কার্য্য করিতেছেন। * * * আমি যখন লক্ষ্ণৌতে রেসিডেণ্টের কার্য্যে নিয়োজিত ছিলাম, তখন (এবং আমার মতে বর্ত্তমান সময়েও) অযোধ্যার দরবার সন্তোষ পূর্ব্বক আমাদের ইচ্ছানুযায়ি কার্য্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কোনও অংশে কোনও রাজ্যে এরূপ ছন্দানুবর্ত্তিত্ব এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই *।"

লো প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের লেখনী হইতে অযোধ্যার এইরূপ প্রশংসা-বাক্য বহির্গত হইয়াছে, এইরূপ ন্যায়-সঙ্গত বিচারে তাঁহারা বিনশ্বর জগতে অবিনশ্বর সত্যের মহিমা রক্ষা করিয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয় এই, ডালহৌসীর গবর্ণমেণ্ট এইরূপ দূরদর্শিগণের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া এই "কোকেই অত্যাচার ও অবিচারের আকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে

জীবন ও ধন নাই।

এই তুলনায় -রিত্রের উপদ্রব ছাড়িয়া রাজোপদ্রবের বিষয় বিচার করিলেও কোনও অংশে ষ দেখা যাইবে না। নবাবের আধিপত্য-সময়ে অযো-

লোপ করিলেন,

p. 24-25, note

* *Blue-book, -book, p. 226. Comp. War in Oude, p, 19.*

ধ্যায় সকলেই প্রফুল্লচিত্তে কালাতিপাত করিত। সমুদয় ক্ষেত্রই শ্যামল শস্য-সম্পত্তিতে পরিশোভিত ছিল। সুবিখ্যাত ডাক্তার হিবর্ অযোধ্যায় ভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন, "আমি অযোধ্যার বিষয় যেরূপ শুনিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া তাহার কিছুই দেখিলাম না, প্রত্যুত দেশের সমুদয় ক্ষেত্রই সম্পূর্ণ রূপে কর্ষিত দেখিলাম, ইহাতে আমার যেমন সুখের উদয় হইয়াছে, তেমনই বিস্ময়েরও সঞ্চার হইয়াছে। কারণ, অযোধ্যা ঘোরতর অত্যাচারে পীড়িত হইলে আমি কখনও এত অধিক জনসংখ্যা ও এত অধিক ব্যবসায়-ক্ষেত্র দেখিতে পাইতাম না *।" অযোধ্যার সুখ-শান্তির ইহা অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ আর কি হইতে পারে? হিবর্ সাহেব যখন স্বয়ং দেখিয়া অযোধ্যার এইরূপ সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অযোধ্যাকে অত্যাচার-পীড়িত বলিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত নহে। অত্যাচার-পীড়িত দেশ কখনও সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বিকাশক্ষেত্র হয় না।

অযোধ্যা সুশাসন-বর্জ্জিত অথবা অত্যাচার-পীড়িত হইলে অধিবাসিগণ অবশ্যই উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে উপনিবিষ্ট হইত। কিন্তু এরূপ ঘটনা অযোধ্যায় কখনও হয় নাই। অধিবাসীদিগের বাস-স্থান পরিত্যাগসম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয়দ্বারা অযোধ্যার গবর্ণমেণ্টের অত্যাচার-বাহুল্য সপ্রমাণ হয় না। জেনেরল আউট্রাম প্রস্তাবিত বিষয়ে লিখিয়াছেন, "অযোধ্যাবাসিগণ যদি রাজোপদ্রবে নিপীড়িত হইয়া উঠিত, তাহা হইলে তাহারা যে, নিকটবর্ত্তী ব্রিটিশ রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিত, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। আমি মাজিষ্ট্রেটগণের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এ বিষয়ের কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফতেহপুরের মাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ে কিছুই বলিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে আজিমগড় শাহজহাঁপুর ও এলাহাবাদের মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে কোনও উত্তর পাওয়া যায় নাই। অযোধ্যায় অধিবাসীদের সংখ্যা কম, অথবা তাহারা অধিক পরিমাণে

* *Heber's Journal, Vol. II., p. 49.*

ব্রিটিশাধিকারে উপনিবিষ্ট হইয়াছে কি না, জৌনপুরের মাজিষ্ট্রেট তদ্বিষয় অবগত নহেন। অযোধ্যাবাসিগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে কি না, গোরক্ষপুরের মাজিষ্ট্রেটও সে বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। ফরক্কাবাদের মাজিষ্ট্রেট উত্তর দিয়াছেন, দুর্ঘটনার সময়ে বহুসংখ্য লোক অযোধ্যাহইতে এই বিভাগে আসিয়া কিয়ংকাল বাস করে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উপনিবিষ্ট লোকের সংখ্যা অতি অল্প। অযোধ্যা হইতে যে সমস্ত লোক ব্রিটিশ অধিকারে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, কাণপুরের মাজিষ্ট্রেট তাহার একটি তালিকা প্রস্তত করিয়াছেন। ঐ তালিকায় প্রতিপন্ন হয় যে, গত ছয় সাত বৎসরের মধ্যে উপনিবিষ্ট লোকের সংখ্যা ২,৩৩৩ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১,৩৫৪ জন কৃষক, অবশিষ্ট অকৃষিজীবি। এই সকল লোক পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে আসিয়া স্থায়িরূপে উপনিবিষ্ট হইয়াছে। যদিও অকৃষি-জীবিগণ স্বভাবতঃ পক্ষীর ন্যায় নিরন্তর এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তথাপি তাহারা অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক নহে *।”

এক্ষণে বিবেচনা করা উচিত যে, কোন প্রদেশের অধিবাসিগণ প্রদেশান্তরে উপনিবিষ্ট হইলেই যে, সেই প্রদেশে অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা সপ্রমাণ হয় না। লোকসংখ্যার আত্যন্তিক বৃদ্ধি, জল বায়ুর দোষ, দেশব্যাপী মহামারী বা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অনেক কারণে লোকে অধ্যুষিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকে। কিন্তু রাজা দুর্ব্বিনীত ও অত্যাচারী অথবা রাজ্য বিঘ্ন-সঙ্কুল হইলে লোকে সহসা গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে কোন নিরাপদ স্থানে গিয়া বাস করে। ইহার উদাহরণস্থলে আরাকানবাসীদের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। গত শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশীয় গবর্ণমেন্টের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া আরাকানবাসিগণ গৃহাদিসম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রিটিশ রাজ্যে প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। অযোধ্যাবাসিগণ আরাকানবাসীদের ন্যায় প্রদেশান্তরে গিয়া বাস করিয়াছে কি না, এক্ষণে তাহারই বিচার করা কর্ত্তব্য। আউট্রাম মাজিষ্ট্রেট-

* *Oude Blue-book, 44.*

দিগের নিকট হইতে যে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎসমুদয়, এই শেষোক্ত প্রকারের উপনিবেশস্থাপনের পোষকতা করিতেছে না। ছয় কিংবা সাত বৎসরে ৫০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ২,৩৩৩ জনের উপনিবেশ-স্থাপন গণনার উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ ইহারা যে অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া, অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে অন্যান্য বিভাগের মাজিষ্ট্রেটগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, অযোধ্যা হইতে আসিয়া, কেহ সেই সেই বিভাগে উপনিবেশ স্থাপন করে নাই। ইহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, অযোধ্যায় কোনও অত্যাচার সঙ্ঘটিত হইয়া অধিবাসীদিগকে উপনিবেশস্থাপনে প্রবর্ত্তিত করে নাই। যদি কোন স্থানের কতিপয় অধিবাসী প্রদেশান্তরে বাস করিলে সেই স্থান সুশাসন-বর্জ্জিত ও অত্যাচার-পূর্ণ হয়, তাহা হইলে বোলনে কিয়ৎসংখ্যক ইংরেজকে উপনিবিষ্ট দেখিয়া লুই নেপোলিয়ন অনায়াসে ইংলণ্ডকে সুশাসনবর্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন, এবং ভারতবর্ষের কুলিগণ প্রদেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করাতে ভারতবর্ষও দৌরাত্ম্যপূর্ণ বলিয়া কথিত হইতে পারে *।

ফলতঃ অযোধ্যায় এমন কোনও অত্যাচার হয় নাই, যাহাতে স্থানীয় লোকে উৎপীড়িত হইয়া দলে দলে অধ্যুষিত স্থান পরিত্যাগ করিতে পারে, এবং অযোধ্যায় এমন কোনও অবিচার হয় নাই, যাহাতে সেই রাজ্য অকৃষ্ট ও শস্যসম্পত্তিশূন্য হইতে পারে। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতসাম্রাজ্যশাসনের বর্ণনা প্রসঙ্গে স্যার্ জন্ কে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয়গণ নিত্যসন্তুষ্ট ও সমবেদনাহীন; এজন্য সহসা আপনাদের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা করে না †। কে সাহেবের এই উক্তি অংশতঃ সমীচীন হইলেও ঘোরতর অত্যাচার বা আকস্মিক বিপ্লবের সময় উহার যাথার্থ্য পরিস্ফুট হয় না; যেহেতু আকস্মিক বিপ্লবের সময়ে ভারতবর্ষীয়গণ প্রায়ই দলে দলে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। নিজামের রাজ্যের অধিবাসিগণ এক সময়ে এইরূপে দলবদ্ধ হইয়া ব্রিটিশ রাজ্যে প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই ‡।

* *War in Oude, p. 29.*

† *Kaye, Administration of East India Company, p. 54-55*

‡ *Ludlow, British India, its Races and its History. Vol, I., p. 217.*

সুতরাং নিত্যসন্তুষ্টি বা সমবেদনার অভাব আকস্মিক উপদ্রবের সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগকে এক স্থানে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পাবে না।

অযোধ্যাগ্রহণের বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ফরাক্কাবাদে জজ ফ্রেডরিক্ শোর লিখিয়াছিলেন, "আমি অযোধ্যার কোন কোন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছি; আমার মতে উহা অধিবাসীর সংখ্যানুসারে সম্পূর্ণরূপে কৃষিকার্য্যসম্পন্ন। *** যে সকল কর্ম্মচারী সীতাপুরে থাকিতেন, এবং মৃগয়া প্রভৃতি আমোদে নিকটবর্ত্তী জনপদে যাতায়াত করিতেন, তাঁহারা সকলেই এক-বাক্যে সমস্ত জনপদকে উদ্যানভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অধি-বাসীদের গবাদি পশু, অশ্ব, অধিকৃত দ্রব্যাদি, এবং আবাসগৃহ ও পরিচ্ছদের দৃশ্যে বোধ হয় যে, তাহারা কোন অংশে দুর্দ্দশাপন্ন নহে; বরং আমাদের প্রজাগণ অপেক্ষা অনেকাংশে সৌভাগ্যশালী। লক্ষ্ণৌয়ের সম্পত্তি—যাহা কেবল রাজার অধিকারভুক্ত নয়, প্রত্যুত মহাজন ও বিপণি-স্বামীদিগের অধি-কৃত—বৃটিশাধিকৃত রাজ্যের অনেক নগরের (বোধ হয়, কলিকাতা উহার অন্তর্ভুক্ত নহে) সমৃদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া থাকে, যদি গবর্ণমেণ্ট অবিচার ও অত্যাচারে প্রসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে প্রদেশের সাধারণ অবস্থা কি প্রকারে এমন সমৃদ্ধিপন্ন হইতে পারে? প্রকৃত কথা এই, লক্ষ্ণৌ গবর্ণমেণ্ট আমা-দের নিজের গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা অনেক পরিমাণে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বংশানুগত ভূমির ক্রয় ও বাজেয়াপ্তকরা এখানে সচরাচর সংঘটিত হয় না *"।

হারমান্ মারিবেল নামক জনৈক সুলেখক ইংরেজ, স্যার্ হেন্‌রি লরেন্সের জীবনবৃত্তে অযোধ্যার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "১৮৫৩ অব্দের পূর্ব্বে পররাজ্যাধি-কারের পক্ষপাতী কোন ব্যক্তি অযোধ্যা-রাজ্য কণ্টক ও বংশবৃক্ষে পরিপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে রাজকর্ম্মচারিগণ অযোধ্যারাজ্যের কিরূপ বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহাই দেখা যাউক। অযোধ্যারাজ্যের বিস্তার প্রায় ২৫,০০০ ইংরেজী বর্গ মাইল। স্যার হেন্‌রি লরেন্স ঐ রাজ্যের অধি-বাসীর সংখ্যা ৩,০০,০০০ বলিয়াছেন; কিন্তু তাহা ভ্রম-পূর্ণ বোধ হয়। তিন

* *Notes on Indian Affairs. Vol. I. p. 152-154.*

চারি বৎসর গত হইল অযোধ্যার জনসংখ্যা ৮,০০,০০০ নিরূপিত হইয়াছে। ১৮৬৯-৭০ অব্দে প্রকাশিত ভারতবর্ষের বার্ষিক বিজ্ঞাপনীতে অধিবাসীর সংখ্যা ১,১০,০০,০০০ দৃষ্ট হয়। অযোধ্যাধ্বংসের যে সমুদয় কারণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে সিপাহী-বিদ্রোহও নিরূপিত হইয়াছিল। ইংরেজাধিকারকে আমরা যতই যাদুবিদ্যাপারদর্শী বলি না কেন, অযোধ্যা-গ্রহণের পর এত অল্প সময়ে এতদূর উন্নতি কখন সম্ভবে না।

"ন্যায়তঃ বলিতে হইলে, আমাদিগকে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা যখন অযোধ্যা অধিকার করি, তখন উহা অধিবাসি-পূর্ণ ও সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল, এবং এ বিষয়ে ইংরেজাধিকৃত অন্যান্য স্থানের সহিত উহার উপমা দিতে পারা যাইত। সত্য, অযোধ্যা রাজ্য উত্তমরূপে শাসন করা হয় নাই; কিন্তু উহাতে কখন এতদূর অত্যাচার হয় নাই, যাহাতে অধিবাসীর সংখ্যা কমিয়া যাইতে পারে, এবং বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য বন্ধ হইতে পারে *।"

অযোধ্যা ঘোরতর দৌরাত্ম্য-পূর্ণ ছিল না। নবাব বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্বাংশে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ-গ্রাহী ছিলেন। মসীউদ্দীন নামক ইতিহাসবেত্তা লিখিয়াছেন, "নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ প্রাচ্য ভাষায় উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস এবং সাহিত্যশাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার আছে। তিনি পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কাব্য এবং অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এগুলি ইউরোপের সাধারণ পুস্তকালয়সমূহে বিশিষ্ট আদরসহকারে রক্ষিত হইয়া থাকে। মস্যুর গারসিন দি তাসীনামক ফরাসী বিদ্বৎসমাজের জনৈক সভ্য ও হিন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপক স্বীয় বক্তৃতার প্রারম্ভে নবাবের লিখিত পুস্তকসমূহের বিলক্ষণ সুখ্যাতি করেন †।"

জেনেরল লো লিখিয়াছেন, "অযোধ্যার পূর্ব্বতন পাঁচ জন নবাবের মধ্যে, সকলেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পরম মিত্র ছিলেন, সকলেই ব্রিটিশ কর্ম্মচারিগণের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। ইঁহাদের কার্য্য-পদ্ধতি সাতিশয়

* *Merivale's Life of Sir Henry Lawrence, Vol, II, p. 288.*

† *Dacoitee in Excelsis, p. 156,*

প্রশংসনীয় ছিল। অযোধ্যার বর্ত্তমান নবাব এবং তাঁহার কর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে আমরা সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনেক উপকার পাইয়াছি।

“এই নবাবগণ কেবল আমাদের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন না, ইঁহারা অন্যান্য মিত্ররাজের নিকট যে সমস্ত পত্র লিখিতেন, তাহাও আমাদের রেসিডেন্ট দ্বারা পাঠাইয়া দিতেন। কাহারও সহিত কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইঁহারা আমাদের সহিত যথার্থ বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। নেপাল ও ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের সময়ে অর্থের বড় প্রয়োজন হইয়াছিল; অযোধ্যার নবাব সে সময়ে আমাদিগকে তিন কোটী টাকা ঋণ দেন। ১৮৪২ অব্দে লর্ড এলেনবরার গবর্ণমেণ্ট যখন আফগানিস্তানের দুর্ঘটনায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, তখন বর্ত্তমান নবাবের পিতামহ ১৪ লক্ষ ও পিতা ৩২ লক্ষ টাকা দিয়া সাহায্য করেন। নেপালের যুদ্ধের সময়েও নবাব আমাদিগকে ৩০০ হস্তী দিয়াছিলেন। পার্ব্বত্য প্রদেশে কামান ও তাম্বু প্রভৃতি লইয়া যাইবার সময়ে এগুলি হইতে আমরা সবিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলাম। হস্তীর সহায়তা ব্যতীত আমরা কখনও যুদ্ধের দ্রব্যাদি যথাস্থলে আনিতে পারিতাম না *।”

এত দূরে লর্ড ডালহৌসীর পররাজ্যগ্রহণ ব্যাপারের পরিসমাপ্তি হইল। ডালহৌসীর প্রসাদে পঞ্জাব, নাগপুর, ঝাঁসী প্রভৃতি ব্যতীত আরও কতকগুলি রাজ্যে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হয়। গ্রন্থপ্রতিপাদ্য ঘটনার সহিত তৎসমুদয়ের কোনও সংস্রব নাই, এজন্য এ স্থলে উহার বিবরণ লিখিত হইল না। যে সমস্ত রাজ্যের সহিত সাক্ষাৎ ও পরম্পরা-সম্বন্ধে সিপাহীযুদ্ধের কারণ অনুস্যূত রহিয়াছে, বর্ত্তমান গ্রন্থে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে তৎসমুদয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। এইরূপে আট বৎসর কাল ভারতসাম্রাজ্যের অধিনায়কপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, ধীরে ধীরে একে একে প্রধান প্রধান রাজ্যগুলি ব্রিটিশ কোম্পানির অধীন করিয়া, লর্ড ডালহৌসী ১৮৫৬ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদায়-সূচক “মিনিট” লিপিবদ্ধ করেন। এই “মিনিটে” তিনি অনেক কথা লিখিয়াছিলেন, রাজ্যবৃদ্ধি ও ধনবৃদ্ধির

* *Oude Blue-book, p. 225. Comp. Dacoitee in Excelsis, p. 154.*

কারণ দেখাইয়া অনেক গর্ব্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বাগাড়ম্বর ও গর্ব্ব সূক্ষ্মদর্শীদিগের নিকট প্রীতিকর হয় নাই। তিনি যে রাজ্য-গ্রহণ-নীতির কুহকে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, অবিলম্বে সেই সর্ব্বসংহারিণী নীতি অমৃতের বিনিময়ে গরল উদ্গীরণ করিল। ডালহৌসী শান্তভাবে এই নীতিকে শান্তিময়ী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সফল হয় নাই। তিনি কেবল কতকগুলি স্নিগ্ধ ও শীতল বাক্য স্তূপাকার করিয়া স্বীয় "মিনিট" বাড়াইয়াছিলেন। এই স্নিগ্ধতা, এই শীতলতায় ভারতের গাত্রজ্বালা নিবারিত হয় নাই। বরফ-খণ্ড একত্র পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল, নিদারুণ উত্তাপে উহা দ্রবীভূত হইল, এবং সমগ্র ভারত বিপ্লাবিত করিয়া, মহা প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত করিল।

——o——

চতুর্থ অধ্যায়।

লর্ড ডালহৌসীর রাজ্য-শাসনের অনুবৃত্তি—ভূস্বামীদিগের অধঃপতন—রাজস্বঘটিত অবস্থা-উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভূমির বন্দোবস্ত—তালুকদারী স্বত্ব—ভূমিক্রোক—বোম্বাইর ইনাম কমিশন—দেওয়ানী আদালতের বিচারকাৰ্য্য—জ্যোতিঃপ্রসাদের বিচার—সমাজের অভ্যন্তরীণ অবস্থা।

১৮০৬-১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দ।

যখন প্রাচীন রাজ্যসমূহ ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হইতে ছিল, যখন প্রাচীন রাজবংশীয়গণ ব্রিটিশ কোম্পানির পেন্সন গ্রহণ করিতে ছিলেন, তখন আমাদের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামিদলের বিরুদ্ধে আর একটি মহাসংগ্রাম উপস্থিত হয়। রাজ্যগ্রহণের ন্যায় ঐ সংগ্রামও মারাত্মক ফল প্রসব করিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। ডালহৌসী ঐ সংগ্রাম প্রথমে ঘোষণা করেন নাই, উহা অনেক রাজনীতিজ্ঞ ব্রিটিশ কৰ্ম্মচারীর মন্ত্র বলে অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু জন মালকম্ এই অনুষ্ঠাতৃদলের পরিপোষক নহেন, জর্জ্জ ক্লার্ক ইঁহাদের অন্তর্ভুক্ত নহেন, এবং হেন্‌রি লরেন্সও ইঁহাদের দলস্থ নহেন। ঐ সংগ্রাম জন লরেন্সের অনুমোদিত, এবং যে গুরুর পাদমূলে বসিয়া, জন লরেন্স রাজনৈতিক মন্ত্রে দীক্ষিত হন, সেই গুরুই (জেমস্ তমাসন) ঐ সংগ্রামের সৃষ্টি-কৰ্ত্তা। ধীরে ধীরে ঐ সংগ্রামের সূত্রপাত হয়, নীরবে উহা গতি প্রসারিত করে, কালক্রমে প্রবৃদ্ধতেজ হয়, অদম্য ক্ষমতার মহিমায় বিজয়-লক্ষ্মী আয়ত্ত করে, পরিশেষে সৰ্ব্বতোমুখী প্রভুতা বিস্তার করিয়া, সকলকে চমকিত করিয়া তুলে।

প্রজাদিগকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে আপনাদের অধীন করিয়া রাজ্যশাসন করা, সৰ্ব্ব প্রকার অত্যাচার ও অবিচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা, এবং তাহাদিগকে উদার ব্রিটিশ শাসনের ফলভোগ করিতে দেওয়া, অবশ্য ফলপ্রদ ও মঙ্গলকর ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া, প্রজাদের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ স্থাপন করিলে সম্প্রদায়-বিশেষের উন্মূলন হয়। গবর্ণ-

মেণ্ট ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী ভূস্বামি-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ না হইলে, ঐরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। এজন্য যেমন এক দিকে ভারতে স্বাধীন রাজত্বের বিলোপ-দশা উপস্থিত হয়, তেমনই অন্য দিকে অভিজাত দলের উন্মূলন হইতে থাকে।

গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্য-প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য মহৎ। ভারতের একটি বিস্তৃত সম্প্রদায়ের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধন, অবশ্য ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ মহত্তর কার্য্য। কিন্তু একের উন্নতি করিতে গিয়া, অপরের অবনতিসম্পাদন, অথবা একের অঙ্গ পরিপুষ্ট করিতে গিয়া, অপরের অঙ্গ-চ্ছেদন, ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না। সকলকে এক সমভূমিতে আনয়ন পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ করা উদারতার কার্য্য বটে, কিন্তু সমভূমিতে আনয়ন জন্য ব্যক্তি-বিশেষকে চিরন্তন স্বত্ব হইতে বিচ্যুত করা, নিষ্পাপ ও উদার রাজনীতির অনুমোদনীয় নহে। গবর্ণমেণ্ট একের স্বত্ব নষ্ট না করিয়া, আপনাদের উদারতার পরিচয় দিতে সমর্থ হইতেন, তাঁহারা মূল উদ্দেশ্য রক্ষা করিয়া নিম্ন শ্রেণীকে উন্নত ও সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন। কিন্তু ভারতীয় ভূস্বামীদিগের সম্বন্ধে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞগণের কোন একটি বিশেষ ধারণা ছিল না। তাঁহাদের অন্তঃকরণ প্রশস্ত ছিল, সমবেদনা প্রগাঢ় ছিল, তথাপি তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর উপকারের জন্য উচ্চতর সম্প্রদায়ের উন্মূলনকেই যোগ্যতর কার্য্য মনে করিয়াছিলেন।

দুই উপায়ে এই মারাত্মক কার্য্য সম্পন্ন হয়; এক, ভূমির বন্দোবস্ত, অপর ভূমির ক্রোক। অযোধ্যার নবাব হইতে যে সমস্ত প্রদেশ লাভ হয়, এবং মহারাষ্ট্র-যুদ্ধে জয়ী হওয়াতে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী যে যে রাজ্য অধিকৃত হয়, তৎসমুদয়ে কোন রূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব হইতে থাকে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনসময়ে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ঐ বন্দোবস্ত-কার্য্য যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব যে সদুদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া ও বিজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়া, স্থির করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। ঘটনার মূল সূত্র প্রগাঢ় মহত্ত্ব ও গভীর উদারতার পরিচায়ক। গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন, "দরিদ্র ও নিঃসহায় কৃষকদিগের এবং ধনী ও সহায়-সম্পন্ন তালুকদারগণের বর্ত্তমান স্বত্বের নির্দ্ধারণ এবং সেই স্বত্বের

রক্ষণ, গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য *"। এই কর্ত্তব্য অপেক্ষা উদার রাজনীতি-সম্মত আর কোন রাজকীয় কর্ত্তব্য সম্ভবে না। কিন্তু বন্দোবস্ত-সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ এই কর্ত্তব্যের সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়া অনেক অনিষ্টের সূত্রপাত করেন। তাঁহারা ন্যায়ের অনুসরণ করিতে গিয়া, অন্যায়ের পরিপোষক হন, এবং সুবিচার করিতে গিয়া, অবিচারের পরিচয় দেন। তাঁহাদের পরিদর্শন-পুস্তকের প্রতি পত্র দুই স্তম্ভে বিভক্ত থাকিত। এক স্তম্ভের শীর্ষ-দেশে "মুস্তাজীর" (কৃষক) এবং অপর স্তম্ভের শীর্ষদেশে "মালিক" (অধিকারী) লিখিত হইত। মালিকের স্তম্ভ প্রায়ই শূন্য থাকিত। কর্ম্মচারিগণ সূক্ষ্ম অনুসন্ধান না করিয়া এক জনকে তাহার চিরন্তন সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত করিতেন, এবং ইচ্ছানুসারে তাহাকে কৃষকের স্তম্ভে নিবেশিত করিতেন। ইহা-মহত্তর সাম্যপ্রণালী; বন্দোবস্ত-সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ অসঙ্কুচিতচিত্তে সকলকেই এই প্রণালীর অধীন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। যখন আদি পুরুষ আদম স্বহস্তে মৃত্তিকা খনন করিতেন, তখন ধনী লোক কে ছিল? আর যখন চিরমান্য পল্লী-সমাজ প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই বা কে ধনবান্ ছিল? সুতরাং সমাজে তালুকদারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়াই উচিত। কর্ম্মচারিগণ এইরূপ উদারতা, এইরূপ বিবেক-বুদ্ধি ও এইরূপ সুনীতির বশবর্ত্তী হইয়া, ভূস্বামি-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন করেন।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এইরূপে ভূমির বন্দোবস্ত-কার্য্য আরম্ভ হয়। অনেক তালুকদার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া, সাধারণ লোকের অবস্থায় পতিত হন, অনেকের সম্পত্তি আইনের বলে (Sale Law) প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হইয়া যায়। বন্দোবস্তসংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণের উত্তোলিত দণ্ড, ধনী ও নির্ধন, সকলকেই এক ভূমিতে আনয়ন করে। রাজনীতির অক্ষুণ্ণ শক্তি অনুদার ভাব হইতে উৎপন্ন হয়, সংহার মূর্ত্তির ন্যায় সর্ব্বত্র আবির্ভূত হয়, প্রতিকূলতায় পরিপুষ্টি লাভ করে, শেষে বর্দ্ধিতবিক্রমে সমুদয় বিনষ্ট করিয়া ফেলে। যদি অনুকূল ঘটনাবশতঃ কেহ এই সংহারিণী রাজ-শক্তির হস্ত হইতে রক্ষা

* *Letter of Mr. John Thornton, Secretary to Government, N. W. Provinces to Mr. H. M. Elliot, Secretary to Board of Revenue, April 30, 1845.*

পাইতেন, তাহা হইলে তখন তাহা ইন্দ্রজাল বলিয়া বোধ হইত। তালুকদারগণ প্রায়ই নির্ব্বোধ, অক্ষম, দুরাচার, অথবা এই বিশেষণত্রয়ের সমষ্টীভূত এক অপূর্ব্ব জীব বলিয়া উল্লিখিত হইতেন। এই নির্ব্বোধতা অক্ষমতা ও দুরাচারতাই তাঁহাদের সম্পত্তিচ্যুতির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। এ বিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মৈনপুরীর রাজা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সম্ভ্রান্ত তালুকদার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার বংশ যেমন প্রাচীন, তেমনই সম্মানিত ছিল। রাজভক্তি ও সৎকার্য্যের নিমিত্ত, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটেও তিনি বিশিষ্ট গণনীয় ছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত তালুক প্রায় দুই শত পল্লীগ্রাম লইয়া ছিল। ঐ স্থানের বন্দোবস্তকর্ম্মচারীও কার্য্যনিপুণ ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। কার্য্য-নিপুণতায় ও ক্ষমতায় তিনি শেষে সেই প্রদেশে উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু সাম্য-প্রণালী তাঁহার চিরাভ্যস্ত ছিল। তিনি ঐ প্রণালীর পরিপোষকগণের শ্রেণীতে বসিয়াই রাজনৈতিক মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং বন্দোবস্তসংক্রান্ত অপর কর্ম্মচারিগণ তালুকদারদিগকে যে ভাবে দেখিতেন, তিনিও মৈনপুরী-রাজকে সেই ভাবে দেখিলেন। এডমন্‌ষ্টোন মৈনপুরীর অধিপতিকে অক্ষম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না ; তাঁহার মতে রাজা সর্ব্বদা দুষ্ট-বুদ্ধি কর্ম্মচারিগণে বেষ্টিত থাকেন, সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে অমনোযোগী হন, সর্ব্ব প্রকার পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। সমস্ত ভূসম্পত্তির এক চতুর্থাংশ রাজাকে দিয়া অপরাংশ গ্রহণই ঐ অপরাধের উচিত শাস্তি বলিয়া বিবেচিত হইল। মৈনপুরী-রাজ ১৪৯ গ্রামের অধিস্বামী ছিলেন, বন্দোবস্ত-কর্ম্মচারী উহার মধ্যে তাঁহাকে কেবল ৫১ খানি গ্রাম দিয়া, গ্রামের লোকদিগের সহিত অপরাপর গ্রামগুলির বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই সঙ্গে মৈনপুরী রাজকে বিচ্যুত গ্রামগুলির জন্য কিছু অর্থ দিবারও কথা থাকিল।

রাজ্য-শাসন-বিভাগের শ্রেণী-অনুসারে বন্দোবস্ত-কর্ম্মচারীর উপর কমিশনর, কমিশনরের উপর রেবিনিউ বোর্ড, এবং রেবিনিউ বোর্ডের উপর লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর অবস্থিতি করিতেন। ইঁহাদের কেহ প্রাচীন, কেহবা আধুনিক মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। শতরঞ্চের বিভিন্নবর্ণের গুটিকার ন্যায় ইঁহারা এক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ভাবে থাকিতেন। জর্জ্জ এডমনষ্টোনের প্রস্তাব

কমিশনরের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তীব্রভাবে উহার প্রতিবাদ করেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রবর্ট হামিল্টনের অকাট্য যুক্তির বলে বন্দোবস্ত-কর্ম্মচারীর সমস্ত অসার হেতুবাদ খণ্ডিত হইয়া যায়। হামিল্টনের মতানুসারে ভূসম্পত্তি, অর্থের বিনিময়ে কখনও স্বত্বাধিকারীর হস্তচ্যুত করা যাইতে পারে না; রাজা সম্পত্তিরক্ষণে অসমর্থ হইলে, অবসর গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার অসামর্থ্য হেতু তদীয় বংশধরদিগকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। কোন ভারতীয় রাজ্যাধিপতি ভূসম্পত্তিবিক্রয় অথবা কাহাকে সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত করিলে, যে গবর্ণমেণ্ট তাহা দৌরাত্মাকর বলিয়া ঘোষণা করেন, সেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তদনুরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করা শোভা পায় না *। কিন্তু রবর্ট বার্ড এই সময়ে রেবিনিউ বোর্ডের পরিচালক ছিলেন। অভিনব রাজনৈতিক মত তাঁহার নিকট সাতিশয় আদরণীয় ছিল, তিনি কমিশনরের মতের অনুমোদন করিলেন না। অভিনব সম্প্রদায়ের পরিপোষক অভিনব সাম্প্রদায়িক মতেরই সমর্থন করিলেন। শতরঞ্চ গুটিকার এক শ্রেণী অবনতি স্বীকার করিল, উহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপর শ্রেণী বর্দ্ধিতবিক্রমে পুনর্ব্বার উন্নত হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই স্থলে ঐ রাজনৈতিক অভিনয়ের শেষ হইল না। রেবিনিউ বোর্ডের উপর লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর কর্ত্তৃত্ব করিতেন, তাঁহার নিকট প্রস্তাবিত বিষয় উপস্থিত হইল। রবর্টসন্ ভারতবর্ষীয়দিগের যথার্থ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার হিতৈষিতা দেশের উন্নতিসাধনে তৎপর থাকিত, তাঁহার বিবেকবুদ্ধি দূষিত রাজনীতির উন্মূলনে নিয়োজিত হইত, এবং তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান উদারতা ও অপক্ষপাতের সম্মান রক্ষা করিত। তিনি ঐ অভিনব দূষিত রাজনীতির সমর্থন না করিয়া উদার ও অপক্ষপাত নীতির সমর্থন করিলেন। কমিশনর রবর্ট হামিল্টনের যুক্তি-পূর্ণ মতই তাঁহার অনুমোদনীয় হইল। কিন্তু বোর্ডের প্রতিকূলতায় এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আদেশ-লিপি প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল। মৈনপুরীরাজের সহিত বন্দোবস্ত হইবার পূর্ব্বেই রবর্টসন্ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার আসনে জর্জ্জ ক্লার্ক উপবিষ্ট

* *Despatch of Court of Directors, August 13, 1851.*

হইলেন। ক্লার্কও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তার ন্যায় উদারস্বভাব ও উদারনীতির পরিপোষক ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি ঐ উদারতার পরিচয় দিতে পারিলেন না। অসুস্থতাহেতু তাঁহার কার্য্য-কাল সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল; ক্লার্ক অবসর লইলেন। তাঁহার স্থলে অন্যমতাবলম্বী অন্য এক ব্যক্তি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিলেন।

তমাসন কার্য্যনিপুণ ও সরলহৃদয় কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু অহম্মুখতা তাঁহার একটি গুরুতর দোষ ছিল। তিনি নিজের মত সর্ব্বাংশে রক্ষা করিয়া, কার্য্য করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার শিক্ষা, অভিনব রাজনৈতিক মন্ত্রের পরিপোষণ করিত, প্রাচীন-তন্ত্রের প্রতিকূলতায় মার্জ্জিত হইত, একাগ্রতায় উন্নত থাকিত এবং উদ্দেশ্যসাধনে অপরাঙ্মুখ হইয়া উঠিত। আপনার মতের প্রতিবাদ কখনও তমাসনের গ্রাহ্য হইত না। তিনি অভিনব সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষাদাতা ও অধিনেতা ছিলেন, সুতরাং আধুনিক দলের অনুমোদিত সমদর্শিতা-নীতি তাঁহারও অনুমোদনীয় ছিল। তিনি ঐ প্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া, সকলকেই অসঙ্কুচিতহৃদয়ে এক ভূমিতে আনয়ন করিতেন। তাঁহার উদারতা এইরূপে একীকরণের মহিমা ঘোষণা করিত, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি পরস্বগ্রহণে নিয়োজিত থাকিত, এবং ন্যায়পরতা চিরন্তন স্বত্বের উচ্ছেদে পরিস্ফুট হইত। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের উচ্চতম পদে অধিরূঢ় হইয়া তমাসন দেখিলেন, মৈনপুরীর রাজার বিষয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে, এপর্য্যন্ত কোন চূড়ান্ত আদেশ প্রচারিত হয় নাই, সুতরাং তিনি উহা প্রচার করিলেন, বন্দোবস্ত-কর্ম্মচারীর উত্তোলিত দণ্ডই অক্ষুণ্ণ রহিল। মৈনপুরী রাজ স্বীয় বিষয়ের তিন চতুর্থাংশ হইতে বঞ্চিত হইলেন। উদার সাম্যপ্রণালী অবাধে ও অসঙ্কোচে এক জন সমৃদ্ধ তালুকদারকে সাধারণ লোকের অবস্থায় পাতিত করিল *।

বোলডর্সন নামক এক জন রাজপুরুষ ১৮৪৪ অব্দে যখন আগ্রার রেবিনিউ বোর্ডের মেম্বর ছিলেন, তখন তালুকদারী বন্দোবস্ত-সম্বন্ধে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিপিবদ্ধ করেন। নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতর-

* *Ludlow, Thoughts on the Policy of the Crown towards India, p. 227-228. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. I, p. 161-162.*

গার্থ ঐ পুস্তক মুদ্রিত হয়। বোণডর্সনের পুস্তকে মৈনপুরী-রাজের বিষয় ব্যতীত অন্য একটি ভূসম্পত্তি-ঘটিত বিবরণ আছে। ভূস্বামিনী পোয়েনীর রাণী। ইংরেজগণ যখন উক্ত প্রদেশ অধিকার করেন, এবং যখন পর্য্যায়ক্রমে ভূমির বন্দোবস্ত হয়, তখন তাঁহার জমীদারী স্বত্ব অবিসংবাদিত রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু রাণীর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ বর্ত্তমান না থাকিলেও তাঁহার সম্পত্তিসম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। অনুসন্ধানে রাণী আপনার অবিকৃত সমস্ত বিষয়েরই প্রকৃত স্বত্বাধিকারিণী বলিয়া বিবেচিত হন। উহার ছয় বৎসর পরে রাণী যখন পূর্ণযুবতী ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণে ক্ষমতাপন্না ছিলেন, তখন গ্রামের প্রধানদিগের সহিত তাঁহার সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত কোর্ট অব ওয়ার্ড তাঁহাকে সহসা আপনাদের অধীন করেন*।

বন্দোবস্ত-প্রণালীর ন্যায় ভূসম্পত্তির বিক্রয়রীতিও অনেক অনিষ্টের সূত্রপাত করে। কোন বৎসর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে যেমন এক দিকে খাদ্যের অভাবে লোকের দুরবস্থার এক শেষ হইত, তেমনই অপর দিকে বিক্রয়-সংক্রান্ত আইনের (Sale Law) বলে ভূস্বামীদিগের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইত। তালুকদারগণ ঐ দুঃসময়ে খাজানা দাখিল করিতে পারিতেন না, সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত বিষয় অবিলম্বে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হইয়া যাইত। এইরূপ সম্পত্তি-বিক্রয়ে অনেক ভূস্বামী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। সূক্ষ্মবুদ্ধি রবর্টসন ১৮৪২ অব্দের ১৫ই এপ্রেল লিখিয়াছিলেন, "আমার আশঙ্কা হইতেছে, তালুকদারী বন্দোবস্ত, ভূমিক্রোক ও ভূমিবিক্রয়-সংক্রান্ত আইনে বর্ত্তমান উচ্চশ্রেণীর সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই সকল আইন প্রচার করিয়া গবর্ণমেণ্ট দয়াপ্রদর্শনের পথ কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছেন †"। কেবল রবর্টসনই গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-প্রণালীর এইরূপ নিন্দা করেন নাই; যাঁহারা উদার রাজনীতির পরিপোষক, তাঁহারা সকলেই উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। মার্টিন গবিন্স্ ভূমি-

* *Ludlow, Thoughts on the policy &, p. 230-231.*

† *Return on the Revenue Survey, India, 1853, p, 125. Vide Ludlow, Thoughts on the Policy &c. p. 236.*

বিক্রয়সংক্রান্ত আইনের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে আমরা রাজস্ব-ঘটিত যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে অনেক দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাজস্ব-দানে অক্ষম লোকদিগের প্রতি আমরা যে কঠোরতা দেখাই, তাহা রাজস্ব প্রণালীর একটি প্রধান দোষ। এই নিয়মানুসারে অক্ষম লোকের ভূসম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হয়, এবং সে পুরুষানুক্রমে যাহা ভোগ করিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে একবারে বিচ্যুত হইয়া পড়ে***। উত্তর ভারতের ভূস্বামিগণ এই প্রণালীর প্রতি নিরতিশয় ঘৃণা ও বিরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন ***। আমি যখন রাজস্ববিভাগের কর্ম্মচারী ছিলাম, তখন কখনও ঐ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করি নাই। ভারতীয় ভূম্যধিকারিগণের ন্যায় আমিও উহার প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া থাকি"*। প্রশস্তমনা রাজপুরুষগণ এই কঠোর প্রণালীকে এইরূপ কঠোরভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট এক সময়ে এইরূপ গুরুতর দণ্ড বিধান করিয়া ভারতবর্ষকে বিস্ময়, ভয়, ও আতঙ্কে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। দণ্ডের কঠোরতায় উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে তালুকদারগণ হৃতসর্ব্বস্ব ও হতমান হন, প্রাচীন প্রধানগণ সম্পত্তিচ্যুত ও প্রণষ্টসর্ব্বস্ব হইয়া পড়েন, এবং মহাজনগণ দাঙ্গাকারীদিগের নিকট মস্তক অবনত করেন †।

দূরদর্শী ব্যক্তিগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, উত্তর ভারতের এইরূপ বন্দোবস্ত-কার্য্যে রাজনৈতিক বিষয়ে একটি গুরুতর অনিষ্ট ঘটিয়াছিল। উদার ও সমীচীন নীতি যাহাদিগকে ব্রিটিশ রাজত্বের পক্ষপাতী ও হিতৈষী বন্ধু করিতে পারিত, ঐ সঙ্কুচিত ও অযোগ্য প্রণালী তাহাদিগকে পরম শত্রু করিয়া তুলে। প্রাচীন, উদার রাজনৈতিক মতের পরিপোষকগণ ঐ অনুদার প্রণালীর বিষময় ফল স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ঐ সংহারিণী রীতি ভারতে ভবিষ্য বিপ্লবের বীজ রোপণ করিতেছে। অবিলম্বে ঐ বীজ হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। এই সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞগণের মধ্যে ডিরেক্টরসভার মনস্বী টুকর

* *Gubbins, The Mutinies in Oude, p, 439.*
† *Ludlow, Thoughts on the Policy &c. p. 247.*

প্রথমে উল্লিখিত রীতির অনিষ্টকারিতা হৃদয়ঙ্গম করেন। তিনি ভূমির বন্দো- বস্ত-প্রণালী সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "কৃষকদিগের সহিত উচ্চশ্রেণীর তালুকদারগণের সম্বন্ধ রহিত করা, আমার বিবেচনায়, সেই কৃষকদিগকে আজ্ঞানুবর্ত্তী অথবা তাহাদের অবস্থা উন্নত করিবার প্রশস্ত উপায় নয়। আমরা একশ্রেণীকে পূর্ব্বতন অবস্থা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাদের পূর্ব্বস্মৃতি অথবা বর্ত্তমান অনুভূতি নষ্ট করিতে পারি নাই। তাহারা এবং তাহাদের সন্তানগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের সে সৌভাগ্য অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহারা এক্ষণে নীরবে আছে, যেহেতু রাজ্যাধিপতিগণের ইচ্ছার বশীভূত হওয়া ভারতবর্ষীয়দিগের স্বাভা- বিক ধর্ম্ম। কিন্তু যদি পশ্চিম সীমান্তে আমাদের কোন শত্রু উপস্থিত হয়, অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে কোনরূপ বিপ্লব ঘটে, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে, ঐ তালুকদারগণ বিপক্ষদলে প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহাদের অনুবর্ত্তী প্রজাসমূহ সেই দলের পতাকার নিম্নে সজ্জিত হইয়াছে *।" ইহার পঁচিশ বৎসর পরে এক জন রাজপুরুষ দূরদর্শী রবর্টসনের পাদতলে বসিয়া রাজনীতি শিক্ষা পূর্ব্বক অসঙ্কুচিতভাবে লিখিয়াছিলেন, "(১৮৫৭ অব্দের) বিপ্লব ঘটিবার এক বৎসরেও অধিক কাল পূর্ব্বে আমি প্রকাশ্যরূপে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতার অপব্যবহার, সম্পত্তি-বিক্রয়-সম্বন্ধীয় কঠোর রীতি এবং তৎপ্রযুক্ত সমাজের পরিবর্ত্তন, কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করি- য়াছি। আমি ইহার পর দেখাইয়াছি যে, যদিও আমরা প্রাচীন সম্প্রদা- য়কে স্থান-ভ্রষ্ট করিয়াছি, তথাপি তাহাদের পূর্ব্বস্মৃতি কিংবা প্রজাদের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নষ্ট করিতে পারি নাই। আমি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করি- তেছি যে, বিপ্লবের সময়ে এই সমৃদ্ধ ও সহায়-সম্পন্ন সম্প্রদায় এবং তাহাদের অনুচরগণ আমাদের শত্রুর দল পরিপুষ্ট করিয়াছিল। আমার এইরূপ সাবধা- নতা অবলম্বনের পরামর্শে মনোযোগ দেওয়া হয় নাই; আমাকে আশঙ্কা- কারী বলিয়াই মনে করা হইত, যেহেতু কেবল রাজনৈতিক বিভাগে কার্য্য করাতে, রাজপুরুষগণ আমাকে রাজস্বঘটিত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, ও উক্ত বিষয়ে কোনরূপ যুক্তিসিদ্ধ মত প্রচারে সম্পূর্ণ অসমর্থ ভাবিতেন।

* *Kaye, Sepoy War, Vol. I, p. 165.*

"বদাউনে সমগ্র নিম্ন শ্রেণীর অধিবাসীই দলবদ্ধ হইয়াছিল, এবং সমগ্র বিভাগেই অরাজকতা ও বিপ্লব বিরাজ করিয়াছিল। প্রাচীন ভূস্বামিগণ এই অবসরে নিলামক্রেতাদিগকে নিহত বা দূরীভূত করিয়া আপনাদের পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন। যে গবর্ণমেণ্ট এক সময়ে কঠোরতা দেখাইয়াছেন, যে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-প্রণালী এক সময়ে সকলকে সম্পত্তিচ্যুত ও শ্রেণীচ্যুত করিয়াছে, সেই গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে দেশের অস্থিমজ্জাস্বরূপ এই সকল লোক কখনই সম্মত হইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি বিগত অনিষ্টের প্রতিবিধানার্থ কোন উপায় অবলম্বিত না হয়, এবং যদি প্রাচীন বংশাবলিকে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না করা যায়, তাহা হইলে অপরিমিত সৈন্যও আমাদের প্রভুশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবে না। আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, যদি অসন্তোষের এই কারণ বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে যে পল্লীবাসিগণ সিপাহীদিগকে ঘৃণা করে, সেই পল্লীবাসিগণই সিপাহীদিগের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইত না। টোটার সহিত ইহাদের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই; ময়দার সহিত মনুষ্যের অস্থিচূর্ণ আছে কি না, ইহারা সে বিষয়েরও কোন সংস্রবে থাকে না; আপনাদের ধর্ম্মরক্ষা করা দুরূহ হইয়াছে বলিয়াও, ইহারা ব্যাকুলভাবে চীৎকার করে না। যে ভূসম্পত্তি ইহাদের "জান্‌সে আজিজ"—প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, সেই ভূসম্পত্তির অধিকারচ্যুতি ও পুরুষানুক্রমিক স্বত্ববিলোপই ইহাদিগকে এইরূপ উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে *।"

কর্ণেল স্লিমান, জন কলবিনকে এক সময়ে লিখিয়াছিলেন:—"ভারতবর্ষীয় ভূস্বামীদিগের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করিতে গিয়া, রবর্ট মার্টিন্ বার্ড যখন সুযোগ পাইয়াছেন, তখনই তাঁহাদের সম্মান নষ্ট করিয়াছেন, এইরূপ অন্যান্য বিষয়ে তমাসন (উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের পূর্ব্বতন লেফ্‌টেনেণ্টগবর্ণর) তাঁহার অনুকরণ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। তাঁহাদের ছন্দানুবর্ত্তী ও প্রশংসাকারিগণের অনেকেই ঐ দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিয়া-

* *William Edwards, Personal Adventures during the Indian Rebellion, pp. 12, 17.*

ছেন। * * ভারতবর্ষীয় সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এক মাত্র ভূমির উপরই উচ্চতর ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সংগঠিত হইতে পারে, তমাসন আপনার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে গিয়া, ভূমির উপর উচ্চতর ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পরিপুষ্টি সাধনের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত ভূস্বামীকে অমিতাচারী ও বিঘ্নকারী সম্প্রদায় ভাবিয়া,সর্ব্বদাই অবজ্ঞার ভাবে চাহিয়া দেখিতেন *।"

ভারতবর্ষীয় ভূস্বামিগণ এইরূপ অমিতাচারী ও বিঘ্নকারী সম্প্রদায় বলিয়া উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়াছিলেন। সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞগণের এইরূপ কঠোর সমালোচনাও অকার্য্যকর ও অসার বলিয়া উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়াছিল। যখন এইরূপ সাম্যপ্রণালীর কার্য্য ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তখন অন্য এক সম্প্রদায়ের অধিকার বিনষ্ট হইবার সূত্রপাত হয়। রাজ্য-গ্রহণ ঘটনার ন্যায় রাজ্যাধিপতিগণের এ কার্য্যও সম্প্রদায়বিশেষের হৃদয়ে গভীর অসন্তোষের উৎপত্তি করে। যাহারা সৎকার্য্যের বলে রাজ্যের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, অথবা কোন উপায়ে অধিপতিগণের অনুগ্রহের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কারস্বরূপ বা সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ নিষ্কর ভূমি দেওয়া হইত। এই প্রথা ভারতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রথমাধিপত্য কাল এবং উহার পূর্ব্বতন সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। লাখেরাজদারগণ পুরুষানুক্রমে আপনাদের এই স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। লাখেরাজ ভূমির ইতিহাস ঘটনাবৈচিত্রে পরিপূর্ণ। প্রকৃষ্টপদ্ধতিক্রমে উহার বর্ণনা করিতে গেলে এক খানি বড় গ্রন্থ হইয়া উঠে। ঐ সকল ভূসম্পত্তির কোন কোনটি নিয়মাবলি হইতে বিমুক্ত ছিল, কোন কোনটি অধিকারীর জীবিত কাল পর্য্যন্ত তাহার স্বত্বাস্পদীভূত ছিল, কোন কোনটি পুরুষানুক্রমিক ও চিরস্থায়ী অধিকার বলিয়া পরিগণিত ছিল। কোন কোনটির উৎপত্তির সময় প্রাচীন, কোন কোনটির আধুনিক, কোন কোনটি ন্যায়ানুসারে ও বিধিপূর্ব্বক অধিকৃত হইয়াছিল, কোন কোনটি বা প্রবঞ্চনা ও চাতুরীর বলে হস্তগত হইয়া-

* *Sleeman's Oude, Vol. II, p, 413-414.*

ছিল। ঐ সমস্ত ভূসম্পত্তির প্রকৃত স্বত্বের নির্দ্ধারণ ও যথানিয়মে তৎসমুদয়ের শ্রেণী-বিভাজন অবশ্যই সন্নীতি ও সদুদ্দেশ্যের অনুমোদিত। ইংরেজেরা যখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণ করেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ঐরূপ অনেক নিষ্কর ভূমি লোকের অধিকারে থাকে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেও ঐরূপ অনেক লাখেরাজ ভূমি ছিল। লাখেরাজদারগণ পুরুষানুক্রমে উহা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। কালক্রমে কার্য্যদক্ষ, লিপিপটু কর্ম্মচারিগণের হস্তে ঐ সমস্ত লাখরাজ ভূমির বন্দোবস্তের ভার সমর্পিত হইল। এই কর্ম্মচারিগণ লাখেরাজদারদিগকে আপনাদের স্বত্ব-প্রতিপাদনার্থ দলিলাদি উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু লাখেরাজদারগণ বহুকাল পুরুষানুক্রমে ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, উহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের অটল বিশ্বাস ছিল। পুরুষানুক্রমিক ভূমির যে সমস্ত দলিলাদি ছিল, তৎসমুদয় বর্ষা অথবা কীট প্রভৃতির উপদ্রবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যে সম্পত্তি তাঁহারা বহুকাল অবিসংবাদিতরূপে ভোগ করিতেছিলেন, এক্ষণে সেই সম্পত্তির স্বত্বনির্দ্ধারণ জন্য আদেশ প্রচারিত হওয়াতে, তাঁহাদের সকলেই সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। প্রয়োজনীয় দলিলাদি বিনষ্ট হইয়াছিল, প্রকৃত স্বত্বাধিকারিগণ এজন্য অধিকতর শঙ্কাকুল ও কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন, ভয় ও আশঙ্কা সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতে লাগিল। কর্ম্মচারিগণ কার্য্য-নৈপুণ্য-গুণে প্রতিদিন শত শত বিষয়ের মীমাংসা করিতে লাগিলেন। কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার সময় পাইল না, কেহই দয়া বা সৌজন্যের অধিকারী হইল না। সংহারক বিধি সকলকেই স্বীয় সংহার-মূর্ত্তির কুক্ষিগত করিল। যাহারা প্রবঞ্চনা-বলে নিষ্কর ভূমি অধিকার করিয়াছিল, তাহারা যেমন ন্যায়সম্মত দণ্ড ভোগ করিল, যাহারা পুরুষানুক্রমে বিধিসঙ্গত নিষ্কর ভূমির অধিকারী হইয়াছিল, তাহারাও সেইরূপ অন্যায়ের ফলভোগী হইল।

কার্য্য-কুশল কর্ম্মচারিগণের উত্তোলিত দণ্ড এইরূপে বঙ্গদেশের নিরীহ অধিবাসীদের হৃদয়ে আঘাত করিল। বাঙ্গালী চিরকাল রাজভক্ত, বাঙ্গালী চিরকাল বেদনাবোধ-হীন, এবং বাঙ্গালী চিরকাল আপনাতে আপনি লুক্কায়িত। তাহারা নীরবে এই দণ্ড গ্রহণ করিল, নীরবে সংহারক বিধির নিকটে অবনত-মস্তক হইল এবং নীরবে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, পূর্ব্ব-

স্মৃতিতে বিসর্জ্জন দিল। কিন্তু আর এক সম্প্রদায় বাঙ্গালী অপেক্ষা সাহসী ছিল। ইহার বেদনাবোধ ছিল, একপ্রাণতা ছিল, অনমনীয় তেজস্বিতা ছিল। অধিকন্তু এই সম্প্রদায়ই প্রধানতঃ ভারত-সাম্রাজ্যের রক্ষণে নিয়োজিত ছিল। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের এই যুদ্ধকুশল জাতির উপর প্রস্তাবিত সংহারিণী পদ্ধতি আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিবে কি না, ইহাই এক্ষণে সকলের বিচার্য্য হইল। সংবাদপত্রে এ বিষয়ে আন্দোলন হইতে লাগিল। অনেকেই মনে করিলেন, নিষ্কর ভূমি সম্বন্ধে ঐ কঠোর প্রণালী উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রবর্ত্তিত হইলে, নিশ্চয়ই কেবল ব্রিটিশ সেনা দ্বারা ভারতসাম্রাজ্য রক্ষা করিতে হইবে। ঐ প্রণালীর এক জন অনুমোদনকারী বিপ্লবের আশঙ্কায় স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিলেন যে, উহার কার্য্য কখনও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রসারিত হইবে না। কিন্তু এ বাক্য নিষ্ফল হইল। সংহারিণী নীতি কোথাও প্রতিহত হইল না। অভিনব রাজনৈতিক মন্ত্র-শক্তিতে উহা বর্দ্ধিত-তেজ হইল, তুষানলের ন্যায় ধীরে ধীরে আপনার গতি বিস্তার করিতে লাগিল, প্রতিকূলতায় অনমনীয় হইয়া উঠিল, শেষে প্রবলবেগে সমুদয় স্থানে ব্যাপিয়া পড়িল। কেহই উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল না, কেহই উহার অদমনীয় বেগ নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। লোকে মোগলশাসনে যাহা ভোগ করিয়া আসিয়াছিল, মরহাট্টার অভ্যুদয়ে যাহা স্বাধিকারে রাখিয়াছিল, ব্রিটিশ কোম্পানির রাজ্যে যাহা অবিসংবাদিতরূপে অধিকার করিবে বলিয়া, মনে করিয়াছিল, ঐ কঠোর প্রণালী অবলীলাক্রমে তাহা অধিকারচ্যুত করিয়া ফেলিল।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের নিষ্কর ভূমির শৃঙ্খলা করিবার ভার বন্দোবস্তসংক্রান্ত কর্ম্মচারীদিগের উপর সমর্পিত হয়। ইহারা অনুসন্ধান করিয়া নিষ্কর ভূমি সকল পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদিগের ভোগদখলে রাখিতে পারিতেন, অথবা যাহারা অন্যায়পূর্ব্বক নিষ্কর ভূমির অধিকারী হইয়াছে, তাহাদের সেই ভূমির উপর যথোপযুক্ত কর স্থাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু নিষ্কর ভূমি সকল প্রকৃত স্বত্বাধিকারিগণের অধীন করা ঐ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই ইচ্ছা ছিল। বার্ড এবং তমাসনের শিষ্যদলের অধিকাংশই বন্দোবস্ত-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মহত্তর সাম্য প্রণালীর

প্রতিষ্ঠাকরাই ইহাদের রাজনীতির এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ইহারা নিষ্কর ভূমিসমূহ অপকারকারক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, রেবিনিউ বোর্ড মহত্তর সাম্যপ্রণালীর কার্য্যে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া, এই কর্ম্মচারিদলের পরিপোষক হইতে সঙ্কুচিত হইলেন না। কিন্তু উদারচেতা রবর্টসন অটল সাহস ও দৃঢ়তর অধ্যবসায়ের সহিত ঐ সংহারিণী নীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার চেষ্টায় পরিশেষে কর্ম্মচারিগণের অবলম্বিত নীতি কোন কোন স্থানে প্রতিহত হইল বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই নিষ্কর ভূমির অধিস্বামিগণ আপনাদের চিরন্তন স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হইলেন। রবর্টসন এই বন্দোবস্তসংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যে সকল নিষ্কর ভূমি রেজেষ্টরি করা হয় নাই, বন্দোবস্ত-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ অনুসন্ধান না করিয়া তৎসমুদয়ই অধিকারিগণের স্বত্বচ্যুত করিয়াছেন। * * * একটি জেলায় অর্থাৎ ফরক্কাবাদে সন্ধি-পত্রের নিয়ম ও সাক্ষাৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আদেশ, ফলোপধায়ক হয় নাই। ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও লর্ড লেকের ন্যায় ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে যে রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার প্রতিও সম্পূর্ণরূপে অনাদর প্রদর্শিত হয় *।" ঐ যথেচ্ছাচার প্রণালী যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিষময় ফল উৎপাদন করিয়াছিল, তাহা দূরদর্শী ব্যক্তিগণের সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। উহা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে বঙ্গদেশের সাধারণ অবস্থাপন্ন লোকেও আপনাদের জীবনরক্ষার সম্বল হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। ওয়াইজ নামক এক জন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "চট্টগ্রাম জেলার সমস্ত অধিবাসীই উহাতে আপনাদের চিরন্তন অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, এবং উহাতে এক রূপ অভ্যন্তরীণ বিপ্লব সঙ্ঘটিত হইতে থাকে †।" কর্ম্মচারিগণ অবশ্য

* *Minute of Mr. Robertson, Lieutenent-Governor of the North West Provinces, quoted in Despatch of the Court of Directors, August 13, 1851. Comp. Kaye. Sepoy War. Vol. I., p. 173, and Ludlow, Thoughts &c., 250-251.*

† *Second Report on Colonization and Settlement (India) 1858, pp. 44, 60.*

রাজ্যের ভবিষ্য মঙ্গলের আশায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্যের মঙ্গলাশা ভূয়োদর্শন অথবা অভিজ্ঞতার সহিত সম্মিলিত হয় নাই। অল্প জ্ঞানের বিপত্তি-পূর্ণ, তরঙ্গময় সাগরে উহা অস্থির ও পরিশেষে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

কিন্তু বন্দোবস্তবিভাগের কার্য্যকারকগণের সকলেই ঐ রূপ অনভিজ্ঞ বা অদুরদর্শী ছিলেন না, দুর্দ্দমনীয় ভূমিকামুকতা সকলকেই ঐরূপ অভ্যন্তরীণ বিপ্লবসাধনে প্রবর্ত্তিত করে নাই। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দূরদর্শী ও উদারচেতা ছিলেন, বিবেক-বুদ্ধি ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ইঁহাদিগকে রাজ্যের ও প্রজা-সাধারণের মঙ্গলসাধনে নিয়োজিত রাখিত। আগ্রার বন্দোবস্ত-কর্ম্মচারী মান্সেল সাহেব এই শেষোক্ত দলের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এক সময়ে আগ্রার বন্দোবস্ত-সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনীতে লিখিয়াছিলেন, "যদি প্রজাসাধারণের সন্তুষ্টিসম্পাদন, এবং দণ্ডবিধি দ্বারা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি-ক্রমে রাজ্যশাসন আবশ্যক হয়, যদি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালী দ্বারা এই প্রদেশের দারিদ্র্য ও অজ্ঞানের দুর্দ্দশাপন্ন ভূমিতে পতনোন্মুখ সমাজকে যথাশক্তি রক্ষাকরা আবশ্যক হয়, যদি পূর্ব্বপুরুষাগত আভিজাতিক গৌরব, বিগত সময়ের সাহস, স্বদেশীয়দিগের জাতীয় চরিত্র, মানবহৃদয়ের উচ্চতর ও মহান্ ভাবনিচয়স্বরূপ পূর্ব্বস্মৃতির মনোহর দর্পণে প্রতিফলিত করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, আগ্রার লেফ্টেনেণ্ট গবর্নর বুধোয়ার রাজ-পরিবারকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে উদারতা ও মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আর কোনও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বলিয়া, আমি অধিকতর আহ্লাদের সহিত নির্দ্দেশ করিতে পারি না, এবং যে সমবেদনা আগ্রাবিভাগের উন্নতি ও সৌভাগ্যের সহিত গ্রথিত আছে, ভারতবর্ষের এই বিভাগের অধিবাসীদিগের প্রতিনিধি হইয়া,আমি বিজ্ঞাপনীতে সেই সমবেদনা প্রকাশ না করিয়া,ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না।" দুরদর্শী রবর্টসন বুধোয়ারের মৃত রাজার দত্তক পুত্রকে পৈতৃক জাইগীর সমর্পণ করাতে, সমবেদনা-পর বন্দোবস্তকর্ম্মচারী এইরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং সরল ও প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে এইরূপ উদার বাক্য লিপিবদ্ধ করিয়া, অনুপম হিতৈষিতা ও দুরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এইরূপ বিপ্লব উপস্থিত হয়, বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের রাজস্ব-ব্যবস্থা এইরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। এদিকে বোম্বাইয়ের ইনাম কমিশন আর একটি বিপ্লবের সূত্রপাত করে। ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দের সংগ্রামে পেশবা বাজীরাওর অধঃপতন হইলে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অনেক ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। এই বিজিত রাজ্যে অনেক নিষ্কর ভূমি "ইনাম" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। লোকে ঐ সমস্ত ভূমি বিভিন্ন সময়ে বিবিধ উপায়ে অধিকার করিয়াছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পেশবার রাজ্যে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া, ঐ সমস্ত নিষ্কর ভূমির বন্দোবস্ত করিবার সঙ্কল্প করেন। ১৮১৯ অব্দে এলফিন্‌ষ্টোন ঐ বিজিত রাজ্যের কমিশনর ছিলেন, তিনি সর্ব্বপ্রথম বন্দোবস্তের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করেন। যদি গবর্ণমেণ্ট সহসা অনুসন্ধান আরম্ভ করিতেন, সহসা প্রত্যেক সন্দেহযুক্ত নিষ্কর ভূমির বিলোপ সাধন করিতেন, সহসা পূর্ব্বতন গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত অধিকার উৎসন্ন করিতেন, এবং সহসা পুরুষানুগত সমগ্র অধিকারের উচ্ছেদ করিতেন, তাহা হইলে লোকে অবশ্যই ভয়-বিহ্বল-চিত্তে গবর্ণমেণ্টের দিকে চাহিয়া থাকিত, এবং অবশ্যই এই সমস্ত কার্য্যকে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা মনে করিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এইরূপ হঠকারিতা দেখাইয়া, সকলকে আতঙ্কে বিহ্বল করিতে উৎসুক ছিলেন না। যাহাতে ন্যায়ের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকে, যাহাতে সমান ভাবে সমস্ত বিষয়ের সুবিচার হয়, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে গিয়া, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে যেরূপ কঠোর প্রণালী অবলম্বন করেন, তাহাতে সাধারণের বিরাগ ও অসন্তোষ ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া উঠে।

১৮৫২ অব্দ।

বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, আইনের পর আইন প্রণীত, প্রচারিত ও কার্য্যে পরিণত হইতে লাগিল, তথাপি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রাজস্ব-প্রণালী সংশোধিত ও সুব্যবস্থিত হইল না। ইহার পর ১৮৫২ অব্দে অন্য একটি আইন বিধিবদ্ধ হইল; এই আইন অনুসারে প্রধানতঃ যুদ্ধব্যবসায়ী কতিপয় ইংরেজ কর্ম্মচারী শত সহস্র ভূমির বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা পাইলেন। ইহারা আইনের তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন না,

দেওয়ানী কার্য্যেও পারদর্শী ছিলেন না। যে সকল ভূমির শৃঙ্খলা-বিধান জন্য এই আইন প্রণীত হইল, তৎসমুদয়ের অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের অধিকৃত ছিল; ইহারা কুলমর্য্যাদায় উন্নত থাকিতেন এবং পুরুষানুক্রমিক প্রাধান্যে গৌরবান্বিত হইতেন। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ আপনাদের তরবারির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, ঐ তরবারির বলেই আপনাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র-প্রদেশে এইরূপ বহুসংখ্য জাইগীরদার ছিলেন। ইহারা অধিকৃত ভূসম্পত্তির দলিলাদি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করেন নাই। ইহারা পুরুষানুক্রমে ঐ সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, ইহাদের ধারণায় ঐ চিরন্তন অধিকারই, দলিল অপেক্ষা, স্বত্ব-স্থাপনের প্রবলতর সমর্থক ছিল। সৌভাগ্য-ক্রমে কেহ সম্পত্তির স্বত্বসমর্থনোপযোগী কোন লিখিত দলিল পাইলেও সযত্নে উহা রক্ষা করেন নাই। যে মহাসংগ্রামে পেশবার অধঃপতন হয়, যে সংগ্রামে শ্বেত পুরুষ মহারাষ্ট্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, সেই সংগ্রামের কাহিনী ব্যতীত তাঁহাদের পূর্ব্বস্মৃতিতে আর কিছুই প্রতিভাসিত হইত না। এইরূপে এক বৎসরের পর অন্য বৎসর আসিতে লাগিল, বংশানুক্রমে এক ব্যক্তির পর আর এক ব্যক্তি অবাধে আপনার সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন, কেহ ইহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল না। কিন্তু শেষে ইনাম-কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার কীর্ত্তি, ইহার প্রতাপ, ইহার কার্য্যক্ষমতা সমস্ত দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে ব্যাপ্ত হইল। কেহই ইহার প্রতিরোধে সমর্থ হইল না। অবারিতবেগে ইহার কার্য্য আরম্ভ হইল, অপ্রতিহততেজে ইহা চারি দিকে গতিবিস্তার করিল, এবং অনমনীয় বিক্রমে ইহার বিষময় ফল সকলকে চমকিত করিয়া তুলিল। কমিশনরগণের উপস্থিতি-সংবাদ এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে প্রচারিত হইতে লাগিল, এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে গিয়া, কমিশনরগণ দলিলাদি চাহিতে লাগিলেন। অসময়ে, অতর্কিতভাবে কমিশনরগণের আদেশ প্রচারিত হওয়াতে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিল। যাহাদের দলিল ছিল না, তাহাদের কেহই এই ভীষণ আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইল না, এবং কেহই আপনাদের পুরুষানুগত সম্পত্তিরক্ষায় সমর্থ হইল না। প্রতি দিনই ভূসম্পত্তি বধ্য ভূমিতে নীত হইতে লাগিল,

প্রতি দিনই উহা কমিশনরদিগের উত্তোলিত দণ্ডের প্রভাবে পূর্ব্বাধিকারিগণের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইতে লাগিল। "যাহারা অনুকূল অদৃষ্ট-ক্রমে এই মারাত্মক বিপ্লব হইতে রক্ষা পাইল, তাহারাও কমিশনরদিগের মর্ম্মভেদী বিচারালয় হইতে সমাগত, অত্যাচারে বিশীর্ণদেহ, কার্য্য-সম্পাদনে অসমর্থ, ভিক্ষা-করণে লজ্জিত, এবং দারিদ্র্যে মর্ম্মাহত সম্প্রদায়ের মধ্যে আসিয়া, তাহাদের অসহনীয় মনোবেদনা ও অদমনীয় মনঃক্ষোভ দ্বিগুণ করিয়া তুলিল *।" এই কমিশনের কর্ম্মচারিগণ লোকের গৃহে অনধিকারপ্রবেশে সঙ্কুচিত হইলেন না, এবং বলপূর্ব্বক দলিলাদির অন্বেষণ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। অবাধে, অম্লানভাবে ইঁহারা সাধারণের অন্তর্মহলে প্রবেশ করিয়া, অবিচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন †। কমিশনরগণ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, পঁয়ত্রিশ হাজার ভূমির দলিল উপস্থিত করিতে আদেশ প্রচার করেন। ইঁহাদের কার্য্যকালের প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে তৎসমুদয়ের তিন পঞ্চমাংশ বাজেয়াপ্ত হইয়া যায় ‡।

১৮৫৮ অব্দের ১লা সেপ্টেম্বর মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেও ইনাম কমিশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। এদিকে এই কমিশনের কার্য্য-প্রণালীর দোষে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সকলেই মর্ম্মাহত হইয়া পড়ে। এক জন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "দক্ষিণ মহারাষ্ট্র-প্রদেশে ইনাম কমিশন দ্বারা লোকে দাতিশয় বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। লোকের মন এজন্য এরূপ

* *Memorial of G. B. Seton-Karr. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. I., p. 177.*

† নিম্নে একখানি আবেদন পত্রের যে অংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইল ; তাহাতে এই বিষয় পরিস্ফুট হইবে। পুনা ও অপরাপর নগরের ইনামদার এবং অন্যান্য অধিবাসিগণ বোম্বাইর একটি সভায় এই আবেদন-পত্র সমর্পণ করে :—

"আমাদের বিশ্বাস, ইনাম কমিশনরগণের লোকে যে, তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষের প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে অপরের বাটীতে বলপূর্ব্বক অনধিকার-প্রবেশ করিয়া গৃহের তালা ভগ্ন করে, সমস্ত দ্রব্য ধ্বংস করে এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদি গ্রহণ করে, ইহা কখনই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নয়। * * ইনাম কমিশনের লোকে যেরূপ অত্যাচার, অবিচার, ও দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহা আমরা উল্লেখ করিতে লজ্জিত হইতেছি। তাহারা গৃহস্বামীর অনুপস্থিতে অবাধে বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সমুদয় তালা ভাঙ্গিয়াছে, সমস্ত দলিল লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।—*"Ludlow, Thoughts on the Policy &c" p. 260, note.*

‡ *Kaye, Sepoy War, Vol. I., p. 177.*

উত্তেজিত হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যখন যাহার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়, ইহারা তখনই তাহার অনুমোদন করিয়া থাকে *"। দক্ষিণাপথের এক জন ভ্রমণকারী লাড্‌লো নামক ইংলণ্ডের এক জন সুবিজ্ঞ ব্যবহারাজীবকেও এই অসন্তোষের বিষয় জানাইয়াছেন†। বোম্বাইর ন্যায় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেও এই কমিশনের বিষময় ফল লক্ষিত হইয়াছে। নর্টন সাহেব এ সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন; তন্মধ্যে দুইটিমাত্র এ স্থলে সংগৃহীত হইল; এতদ্দেশীয় সৈনিক দলের দুই জন সুবাদার বিলোড়ের সিপাহীদিগের বিরক্তিকর ভাব দর্শনে সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে সংবাদ দেয়, এজন্য তাহারা পুরস্কার স্বরূপ তিরুচিনাপল্লী ও মাদুরা বিভাগে নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে ইনাম কমিশনরদিগের বিচার-নৈপুণ্যে ইহাদের এক জনের সন্তানবর্গ এই ভূমি যথানিয়মে ভোগ করিবার ক্ষমতা পাইল, অপরের বিধবা পত্নী যাবজ্জীবন তাহার স্বামীর অধিকৃত ভূমিসম্পত্তির অধিকারিণী হইল। এই বিধবার মৃত্যুর পর গবর্ণমেণ্ট উক্ত ভূমি পুনরধিকার করিলেন। বিশ্বস্ত সুবাদারের পুত্র পিতার পুরস্কার-লব্ধ সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইল; তাহার পিতার প্রভুপরায়ণতা ও বিশ্বাস এক্ষণে সে মহাপাপস্বরূপ বলিয়া মনে করিতে লাগিল ‡।

রাজস্ববিভাগ যখন ভারতবর্ষের সমুদয় স্থলে, সমুদয় ভূস্বামীর হৃদয়ে এইরূপ গভীর মালিন্যের উৎপাদন করিতেছিল, তখন দেওয়ানী বিভাগও ঐ সর্ব্ব-সংহারক মহাসংগ্রামের প্রধান সহায় হইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকে। দেওয়ানী বিচারালয়ের কার্য্য-নৈপুণ্যে প্রাচীন ভূম্যধিকারিগণের অনেকেই পুরুষানুগত ভূমির স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হন। বন্দোবস্ত-সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণের প্রবর্ত্তিত সংহারিণী নীতি দেওয়ানী বিচারপতিদিগের বিচারে অটল, অনমনীয় ও অজেয় হইয়া উঠে। প্রতি বৎসর ভূসম্পত্তি-সমূহ দেওয়ানী বিচারালয়ের ডিক্রী অনুসারে বিক্রীত হইতে থাকে, প্রতি

* *Third Report on Colonization and settlement (India), p. 93., Comp. Ludlow, Thoughts on the Policy &c, p. 273.*

† *Thoughts on the Policy, &c, p. 273.*

‡ *Norton, Topics for Indian, Statesmen, p. 169.*

বৎসর ভূস্বামিগণ চিরন্তন স্বত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, নির্ব্বিত্ত, নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইতে থাকেন। এইরূপে বিচারালয়ের বিচার-প্রণালী রাজস্ব-কার্য্যপদ্ধতির অনুমোদন করে, ভূমিসম্বন্ধীয় বিপ্লবের অধিনায়ক হয়, ভারতের ভূম্যধিকারিগণের হৃদয়ে নিদারুণ তুষানল সঞ্চারিত করে, এবং ব্রিটিশাধিকার ও ব্রিটিশশাসনকে তীব্র হলাহলে কালীময় করিয়া তুলে। কর্ম্মচারিগণের কার্য্যপ্রণালীর দোষে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তোষ ও বিরাগ ক্রমেই সাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে থাকে। সকলেই ব্রিটিশ নীতিকে অবজ্ঞার ভাবে দেখিতে থাকে, সকলেই ব্রিটিশশাসনে আপনাদিগকে অধঃ-পাতিত ও হৃত-সর্ব্বস্ব মনে করিতে থাকে, এবং সকলেই কোন ভবিষ্য বিপ্লবের সময় আপনাদের বিনষ্ট ও বিচ্যুত স্বত্বের পুনরুদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠে।

লর্ড ডালহৌসী ঐ সংহারিণী প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন নাই, ডালহৌসীর উদ্ভাবনী শক্তিতে ঐ অসাধারণ বিপ্লব সঙ্ঘটিত হইয়া, সাধারণের পূর্ব্বস্মৃতি কলুষিত করে নাই। ডালহৌসী কেবল ঐ প্রণালীর অনুমোদন ও সম্প্রসারণ করিয়াছিলেন মাত্র। পূর্ব্বাধিকৃত প্রদেশসমূহে ঐ প্রণালীর কার্য্য অনুমোদিত হইয়াছিল, ডালহৌসী স্বয়ং যে সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তৎ-সমুদয়ে উহা সম্প্রসারিত হইয়াছিল। পঞ্জাবে যে সমস্ত রাজনীতিজ্ঞের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পিত ছিল, তাঁহারা ঐ প্রণালীতে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন। স্যার হরবর্ট এড্‌ওয়ার্ডিস্ ঐ ভয়ঙ্করী নীতির আক্রমণে প্রাচীন সর্দ্দার ও ভূস্বামীদিগকে পতিত হইতে দেখিয়া, বিরাগে ও ক্ষোভে পঞ্জাব পরিত্যাগ করেন। প্রশস্তমনা স্যার হেন্‌রি লরেন্সও প্রতিসংগ্রামে নিরাশ্রয় ও নিঃসহায়-ভূম্যধিকারিগণের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া, পরাজয়ে অবনত-মস্তক হন, এবং পরিশেষে সমস্ত পঞ্জাবে ঐ সাম্য-প্রণালীর বিজয়পতাকা উড্ডীন এবং সমস্ত সর্দ্দারকে হতমান, হতসর্ব্বস্ব ও হতাশ দেখিয়া, সে স্থল হইতে বিদায় গ্রহণ করেন *। অযোধ্যাতেও ঐ প্রণালী নিদা-

* *Raikes, Notes of the Revolt of the North-West Provinces of India. Comp. Kaye, Sepoy War, I., p. 179, note,*

রূপ অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের উৎপত্তি করে। এতদ্দ্বারা এক দিকে অধিকারিগণ যেমন স্বত্বভ্রষ্ট হইতে থাকেন, অপর দিকে সেই রূপ প্রদেশীয় লোকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে সুদূরে অপসারিত হইয়া পড়ে। ইহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারতবর্ষীয় রাজগণ-কর্তৃক নিষ্কর ভূমির বাজেয়াপ্তকরণের ফলের বিভিন্নতা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। আমাদের রাজগণ কোন নিষ্কর ভূমি গ্রহণ করিলে ভূস্বামী তাদৃশ দুরবস্থায় পতিত হন না। সমস্ত সম্ভ্রান্ত পদ তাঁহার সম্মুখে অবারিত থাকে, ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের শাসনে ভারতবর্ষের সন্তানগণই রাজস্ব ও সেনা-সংক্রান্ত সমস্ত প্রধান প্রধান পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনে এরূপ দৃষ্ট হয় না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সমস্ত সম্ভ্রান্ত পদ ব্রিটিশ জাতির নিমিত্তই উন্মুক্ত থাকে। যাহাদের ভূসম্পত্তি ব্রিটিশ রাজের অধিকার-ভুক্ত হয়, তাঁহারা অনেক সময়ে বৈষয়িক মধুচক্র হইতে মধুসংগ্রহে প্রতিবিদ্ধ হন। সুতরাং নিদারুণ দৈন্য আসিয়া, তাঁহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে তীব্র তুষানল সঞ্চারিত করে। তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মে নিয়োজিত হইতে পারেন না, এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতেও বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারেন না। ইহাতে পূর্ব্বস্মৃতি তাঁহাদের শিরায় উগ্রতর বিষ প্রবাহিত করে, এবং বর্ত্তমান অবস্থা শরীরের প্রতিস্তরে তুষাগ্নির উৎপত্তি করিয়া, তাঁহাদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলে। কঠোর রাজস্ব-প্রণালী এইরূপে বহুসংখ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি হতশ্রদ্ধ করে। ইঁহাদের মধ্যে কেবল রাজবংশীয়গণ অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন না, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী অনেক পুরোহিত এবং যুদ্ধ-ব্যবসায়ী সৈনিক প্রধানগণেও ইঁহাদের সংখ্যা পরিপুষ্ট হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকৃত নিষ্কর ভূমি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সনাতন ধর্ম্ম-লোপের ভয় দেখাইয়া, সাধারণের বিরাগ পরিবর্দ্ধিত ও সাধারণকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্তেজিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। এইরূপে অভিজাত ও সাধারণ সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত ও সমবেদনাশূন্য হইয়া উঠে, এবং এইরূপে তাহাদের অন্তর্নিগূঢ় ধূমায়মান বহ্নি ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত হইবার সূত্রপাত হইতে থাকে।

ইনাম-কমিশনের পর বিচার-কার্য্যের দুই এক স্থলেও গবর্ণমেণ্টের সাতিশয় অব্যবস্থিততা প্রকাশ হয়। এস্থলে উহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। জ্যোতিঃপ্রসাদ নামক এক জন ধনী ও বিচক্ষণ কণ্ট্রাক্টর আফগানিস্তান ও গোবালিয়রের যুদ্ধের সময়ে সৈনিকদিগের আহারীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহের ভার গ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষ হইলে গবর্ণমেণ্টের নিকট জ্যোতিঃপ্রসাদের এক লক্ষ টাকা প্রাপ্য হয়। গবর্ণমেণ্ট ঐ টাকা পরিশোধ করেন না। পঞ্জাবে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জ্যোতিঃপ্রসাদ আবার সৈনিকদিগের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিবার জন্য আহূত হন। জ্যোতিঃপ্রসাদ প্রথমে এ বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পূর্ব্ব প্রাপ্য সমস্ত টাকা ও একটি "উপাধি" দিতে প্রতিশ্রুত হওয়াতে, তিনি পরিশেষে কমিশরিয়টের ভার গ্রহণ করেন। পঞ্জাবের যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে জ্যোতিঃপ্রসাদ টাকা কি উপাধি, কিছুই প্রাপ্ত হন না। এদিকে সবিশেষ কঠোরভাবে তাঁহার হিসাব পরীক্ষা হয়, এবং ঘটনাবিশেষে ভয় প্রদর্শিত হইতে থাকে। ইহার মধ্যে কমিশরিয়টের এক জন কর্ম্মচারী জ্যোতিঃপ্রসাদের বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপ, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি কয়েকটি গুরুতর বিষয়ে অভিযোগ উপস্থিত করেন। গবর্ণমেণ্ট এই অভিযোগ শুনিয়া জ্যোতিঃপ্রসাদের বিপক্ষ হন, তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনের সঙ্কল্প করেন, এবং মেজর রাম্‌সে নামক এক জন সৈনিক পুরুষকে উহার অনুসন্ধান করিতে আদেশ দেন। রাম্‌সে বিশিষ্ট মনোযোগ ও ধীরতার সহিত জ্যোতিঃপ্রসাদের হিসাব দেখিয়া সৈনিক সমিতিতে জ্যোতিঃপ্রসাদকে নির্দ্দোষ বলিয়া রিপোর্ট করেন। এই সমিতিতে তিন জন মেম্বর ছিলেন, ইঁহাদের দুই জন রাম্‌সের রিপোর্টে সম্মত হন, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি এ বিষয় গবর্ণর্‌জেনেরলের সভায় পাঠাইবার প্রস্তাব করেন। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে নন্দকুমারকে লইয়া যে কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার পুনরভিনয় আরম্ভ হইল। যিনি অসময়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিয়াছিলেন, অকাতর ভাবে অর্থ ব্যয় করিয়া, গবর্ণমেণ্টের সৈনিকগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংস্থান করিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

১৮৫১ অব্দ।

দুঃসময়ে উপকার করা এক্ষণে মহাপাপ স্বরূপ স্থির হইল। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানার্থ অধমর্ণ, উত্তমর্ণকে প্রকাশ্য বিচারালয়ে দণ্ডায়মান করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেন। অবিলম্বে আগ্রাতে জ্যোতিঃপ্রসাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইল। লাঙ্গ্ নামে এক জন ইংরেজ বারিষ্টার জ্যোতিঃপ্রসাদের পক্ষসমর্থনে নিয়োজিত হইলেন। এ দিকে জ্যোতিঃ-প্রসাদ শঙ্কিত হইয়া, কলিকাতায় পলায়ন করিলেন, কিন্তু কলিকাতাতেও তাঁহার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট জারী হইল। জ্যোতিঃপ্রসাদ কলিকাতা হইতে আগ্রায় আনীত হইলেন। বার দিন বিচারকার্য্য চলিল, বার দিন, অধমর্ণ গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত জুরী ও বিচারপতির সমক্ষে, উত্তমর্ণ জ্যোতিঃপ্রসাদ বারিষ্টার লাঙ্গের সাহায্যে আপনার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। শেষে ধর্ম্মাধিকরণে ধর্ম্মের সম্মান রক্ষিত হইল, ব্রিটিশ নীতি ও ব্রিটিশ ন্যায়ের নিকট ভারতের ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মস্তক অবনত করিলেন। জ্যোতিঃপ্রসাদ প্রকাশ্য বিচারালয়ে নির্দ্দোষ বলিয়া সপ্রমাণ হইলেন, এবং স্বদেশীয়গণের উৎসাহ-পূর্ণ আনন্দধ্বনির মধ্যে বিজয়-শ্রীতে শোভিত হইয়া, বিচার গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। কিঞ্চিদূন এক শতা-ব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হয়। নন্দ-কুমার এক সময়ে গবর্ণরজেনেরলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করাতে ফাঁসী-কাষ্ঠে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন, জ্যোতিঃপ্রসাদ অন্য সময়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট আপনার ন্যায়ানুগত প্রাপ্য বিষয় প্রার্থনা করাতে নির্দ্দোষ বলিয়া বিমুক্ত হন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে এই দুই বিষয়ই সমান লজ্জাকর ও সমান অপবাদ-জনক *।

রাজস্বসংক্রান্ত বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবসময়ে হিন্দুগণ যেমন সংযত-চিত্ত যোগীর ন্যায় স্বপদ্ধতির অনুমোদিত ক্রিয়া-কলাপ ও স্বপদ্ধতির অনুমোদিত বিদ্যাশিক্ষায় নিরত ছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনে তাহার রূপান্তর হইতে থাকে। যে সংস্কার

* *British India its Races and its History, Vol. II., p. 182-183,*

হিন্দুদিগের অস্থিতে অস্থিতে, শিরায় শিরায় প্রবেশিত হইয়াছিল, সে সংস্কার কোম্পানির মুল্লুকে দূরীভূত হইবার সূত্রপাত হয়। ইংরেজী শিক্ষা, ইংরেজী অভ্যাস ও ইংরেজী রীতিতে সংস্কৃত হইয়া, এক অভিনব সম্প্রদায় পূর্ব্বতন সমাজকে চমকিত করিয়া তুলেন। যে হিন্দুমহিলাগণ অপরের মুখদর্শনে নিরস্ত থাকিতেন, যাঁহারা গৃহপ্রকোষ্ঠকেই পরিদৃশ্যমান জগতের শেষ সীমা জানিয়া, অসূর্য্যম্পশ্যারূপ পবিত্র সংজ্ঞায় ভূষিত হইতেন, তাঁহাদের কন্যাগণ এক্ষণে ইংরেজের স্থাপিত বিদ্যালয়ে ইংরেজী রীতিতে বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়, যে হিন্দুগণ এক সময়ে তালপত্রে লিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া, বিদ্যাভ্যাস করিতেন, তাঁহাদের সন্তানগণ এক্ষণে সুদৃশ্য ইংরেজী পুস্তক হস্তে লইয়া, ইংরেজী ভাষায় জলদ-গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে সমাজের এক স্তরের উপর অন্য স্তর সংগঠিত হইতে থাকে, এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ রাজের প্রসাদে সমাজ ক্রমেই উন্নতি বা অবনতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। শিক্ষিত সম্প্রদায় উহার স্রোতঃ নিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা না করিয়া, যথাশক্তি উহা প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন।

কিন্তু এই পরিবর্ত্তনে সাধারণের হৃদয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয় নাই, সাধারণে এই পরিবর্ত্তনে কোন অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের আশঙ্কা করে নাই। হিন্দুত্ব অবহেলিত ও হিন্দুরীতি পদদলিত হইলেও, গোঁড়া হিন্দুগণ প্রশান্তচিত্তে ও গম্ভীরভাবে আপনাদের ধর্ম্ম-সঙ্গত নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ত্রুটি করেন নাই। সামাজিক রীতির পরিবর্ত্তন ব্যতীত অন্য একটি বিষয়ের পরিবর্ত্তনে সাধারণের হৃদয় সহজেই সংক্ষুব্ধ হইতে পারে। জাতিবিচার-প্রণালী সমুদয় স্থলে সমুদয় হিন্দুগণের মধ্যেই সমাদৃত হইয়া থাকে। সকলেই জাতিবিচারের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, সকলেই আপনাদের জাতিরক্ষায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকে। কেহই এই সনাতন রীতি হইতে বিচ্যুত হয় না, এবং কেহই প্রাণ থাকিতে এই সনাতন ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিতে সম্মত হয় না। জাতি গেলে কিরূপ দুরবস্থায় পড়িতে হয়, কিরূপে সামাজিক সম্বন্ধশূন্য হইয়া থাকিতে হয়, কিরূপে ঈশ্বর-পরিত্যক্ত, ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট, পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজন-বিচ্যুত হইয়া, অন্তিমে অনন্ত

পদপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভীষণ অন্ধকারময় নরকে ডুবিতে হয়, তাহা বালক, বৃদ্ধ, বনিতা, সকলের হৃদয়েই গাঢ়রূপে অঙ্কিত থাকে। এই জাতি বিচারের প্রতি ইংরেজদিগের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল, তাঁহারা প্রজার জাতিরক্ষা করিতে উদাসীন থাকিতেন না, এবং তাহাদের আপন আপন জাতির অনুমোদিত কার্য্যানুষ্ঠানে অন্তরায় হইতেন না। কিন্তু এইরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও এইরূপ প্রগাঢ় যত্ন থাকিলেও, সময়বিশেষে এক একটি কার্য্য-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া, সাধারণকে চমকিত ও সাধারণের হৃদয় আন্দোলিত করিয়া তুলে।

কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক প্রতিপালিত ও সংরক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদের ভরণপোষণ প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যই গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বতন নিয়মানুসারে কয়েদিগণ খাদ্য দ্রব্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে নির্দ্দিষ্ট হারে টাকা পাইত। তাহারা ঐ টাকায় আপনাদের ইচ্ছামত খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ ও আপনাদের রীতি অনুসারে রন্ধন করিয়া ভোজন করিত। কিন্তু ঐ নিয়ম শেষে কারাশৃঙ্খলার প্রতিরোধক হইয়া উঠিল। কয়েদিগণ খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ বা রন্ধনজন্য অনেক বিলম্ব করিয়া, নির্দ্দিষ্ট কার্য্য হইতে বিরত থাকিত। এজন্য তাহারা আহারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই বিভিন্ন দলের আহারসামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট পাচকগণ নিযুক্ত হইল। যাহাদের জন্য খাদ্যসামগ্রী রন্ধন করা হয়, পাচকগণ তাহাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর হইলে তাহাদের যে জাতি নষ্ট হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কারালয়ে পাচকগণ নিযুক্ত হওয়াতে উচ্চ শ্রেণীর কয়েদিগণ সাতিশয় বিরক্ত হইল, সকলেই ব্রিটিশ কোম্পানির উদারতা ও ব্যবস্থিততা সম্বন্ধে ভ্রান্ত হইয়া উঠিল, সকলেই মনে করিতে লাগিল, গবর্ণমেণ্ট এবার জাতি নষ্ট করিয়া, সাধারণকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সংস্কার কারাগৃহ ব্যতীত নগরে নগরে জনসাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। নগর-বাসিগণ ঐ আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্ময়ে ও বিরাগে হত-বুদ্ধি হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ পাচকগণ কারাগৃহে রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত ছিল কি না, এস্থলে তদ্বিষয়ের উল্লেখের কোনও

আবশ্যকতা নাই, অদ্য ব্রাহ্মণ পাচকগণ কারাগৃহের জাতিভেদ প্রণালীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে, কল্য হয় ত নিম্ন শ্রেণীর লোক তাহাদের স্থান পরিগ্রহ করিয়া, উচ্চ শ্রেণীর কয়েদীদিগকে অনশনে রাখিতে পারে। সাধারণে এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই, ম্রিয়মাণ হইল, এবং ফিরিঙ্গী গবর্ণমেণ্টের শাসনে জাতি নষ্ট হইবে ভাবিয়া, কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল।

এই বিরাগ ও আশঙ্কা কেবল হিন্দুধর্ম্ম-মূলক, এবং এইরূপ সন্ত্রাসও কেবল হিন্দুজাতি হইতে উদ্ভূত। হিন্দু ব্যতিরিক্ত অন্য কোন জাতির সহিত কারাগৃহস্থিত রন্ধনালয়ের তাদৃশ সম্বন্ধ ছিল না। মুসলমানগণ এবিষয়ে সমবেদনা দেখায় নাই। কিন্তু বিষয়ান্তরের পরিবর্ত্তনে তাহাদের মর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছিল। তাহারা দেখিল, তাহাদের চিরমান্য পারস্য ভাষা ধর্ম্মাধিকরণ হইতে অপসারিত হইল, তাহারা দেখিল, তাহাদের চিরমান্য মৌলবীগণ ইংরেজ বিচারপতি ও ইংরেজ অধ্যাপকের সমক্ষে অধঃকৃত হইলেন, ইহার পর তাহারা দেখিল, তাহাদের কলিকাতাস্থিত মাদ্রাসার সমুদয় ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় দান রহিত হইয়া গেল। যে আচার, যে রীতি, যে ভাষা, এক শতাব্দীর অধিক কাল অক্ষুণ্ণ প্রতাপের সহিত ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আধিপত্য প্রসারিত করিয়াছিল, তাহা এক্ষণে প্রতিকূল তেজের প্রভাবে সঙ্কুচিত হইল এবং কোন অভাবনীয় দৈবশক্তিতে সর্ব্বসংহারক কালের কবলগ্রস্ত হইতে লাগিল। ইংরেজী ভাষা, ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী ব্যবহার-পদ্ধতি মহম্মদীয় অধ্যাপকদিগকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। অপর দিকে নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত হওয়াতে তাঁহাদের বিরাগ শত গুণে বর্দ্ধিত হইল। ইহার পর কারাগৃহে পাচকনিয়োজন দেখিয়া, তাঁহাদের হৃদয় ক্রমেই আশঙ্কাতরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল। এইরূপে মুসলমানগণও ক্ষোভে, রোষে ও বিরাগে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল *।

লর্ড ডালহৌসীর কার্য্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে

* বিশ্বাস্য প্রমাণ অনুসারে জানিতে পারা যায় যে, হিন্দুদের অগ্রে মুসলমানগণই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠে। বাঙ্গালার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাম্পিয়ার সাহেব একদা লিখিয়াছিলেন, "আমি অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, মুসলমানগণ

কারালয়সমূহে পূর্ব্বোক্ত প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। হঠাৎ উহার প্রবর্ত্তনায় যে, বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা তখন বিশিষ্ট ধীরভাবে ও সমীচীনতাসহকারে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন *। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতে লাগিল ; প্রতি বৎসর, এক প্রণালীর পর অন্য প্রণালী স্থান পরিগ্রহ করিতে লাগিল, এই পরিবর্ত্তনে পূর্ব্ব আশঙ্কা দূরে অপসারিত হইল, এবং পূর্ব্ব-সাবধানতা শিথিল হইয়া পড়িল। সুতরাং অনেক স্থানের কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণ এই প্রণালীর বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে কুণ্ঠিত হইল না। তাহারা অপরিসীম সাহস ও অবিচলিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত ঐ অভিনব প্রণালীর প্রতিরোধে দণ্ডায়মান হইল। শাহাবাদ, সারণ, বিহার ও পাটনা, লোমহর্ষণ নিদারুণ কাণ্ডের রঙ্গভূমি হইল, শেষে দূরদর্শিতা-বলে হিন্দুত্বের নিদর্শন-ক্ষেত্র, হিন্দু অধ্যাপকদিগের পূজনীয় স্থান, পুণ্যভূমি বারাণসী ঐ ভীষণ কাণ্ড হইতে রক্ষা পাইল।

পাচকনিয়োজনে, কারাগৃহের কয়েদী ও পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীদের মধ্যে যেমন অসন্তোষ ও বিরাগের উৎপত্তি হয়, কয়েদীদের লোটা পরিবর্ত্তনেও সেইরূপ অসন্তোষ ও বিরাগের আবির্ভাব হইতে থাকে। লোটা, হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনের একটি প্রধান উপকরণ। কিন্তু স্থলবিশেষে এই লোটা উগ্রপ্রকৃতি ব্যক্তির হস্তে অস্ত্রের কার্য্যও করিয়া থাকে †। এজন্য কোন কোন স্থানে কয়েদীদিগকে

ভূমিবাজেয়াপ্ত-করণ, নূতন শিক্ষাপ্রণালীস্থাপন ও ইংরেজী শিক্ষার উৎসাহ দানে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহার পর কারাগৃহে পাচকনিয়োজন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাহাদের বিরাগ অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে।"—*Kaye, Sepoy War. Vol I, p. 197, note.*

* উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর ১৮৪১ অব্দের জুলাই মাসে প্রস্তাবিত বিষয়ে এই বিজ্ঞাপনী প্রচার করেন, "যদি এই প্রণালী প্রকৃতপ্রস্তাবে সাধারণের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতের হানিকর হয়, এবং কিয়দ্দিনের জন্যও কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণের ভবিষ্যৎ আশার মূলোচ্ছেদ করে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট ইহা প্রবর্ত্তিত করিবেন না"।—*Kaye, Sepoy War Vol. I., p. 198, note.*

† কে সাহেব এবিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি কহেন, ১৮৩৪ অব্দের এপ্রেল মাসে আলিপুর জেলের একজন কয়েদী, তথাকার মাজিষ্ট্রেট রিচার্ডসন সাহেবকে পিত্তলের লোটার আঘাতে নিহত করিয়াছিল।—*Kaye, Sepoy War, Vol. I., p. 198-199, note.*

লোটার পরিবর্ত্তে মৃণ্ময় পাত্র দেওয়া হয়। খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য পাচক নিযুক্ত হওয়াতে যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল, লোটার পরিবর্ত্তে মৃণ্ময় পাত্র প্রদত্ত হওয়াতে তাহারই পুনরভিনয় আরম্ভ হইল। মৃণ্ময় পাত্রপ্রদান ও তাহার ব্যবহারাদেশ, কয়েদীদের মস্তিষ্কে অন্যরূপ জ্ঞান ও অন্যরূপ ধারণার সঞ্চার করিল। তাহারা ভাবিল, গবর্ণমেণ্ট সকলের হস্তে মৃদ্‌ভাণ্ড দিয়া, জাতি নষ্ট করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন; ধর্ম্মসংহারের অপরবিধ চেষ্টা অনুষ্ঠিত হইতেছে, অপরবিধ চেষ্টা জাতিগত, অনুশাসনগত ও সম্প্রদায়গত পার্থক্য দূর করিতে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং কয়েদীগণ স্থির থাকিতে পারিল না, সাধারণেও ঐ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে সন্তুষ্ট হইল না। আরাতে কারারুদ্ধগণ এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, কারারক্ষকগণ কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে তাহাদের প্রতি গুলি করিতে কাতর হইল না। মজঃফরপুরেও সাধারণের বিরাগ এইরূপ বর্দ্ধিত হয়। তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট এই বিপ্লবকে, কয়েদীদের সাহায্যকারী ও কয়েদীদের প্রতি সমবেদনা-বিশিষ্ট অধিবাসীদের একটি ভয়ঙ্কর ও আকস্মিক অভ্যুত্থান বলিয়া, নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। নগরের প্রায় সমস্ত অধিবাসী ও বহুসংখ্য কৃষিজীবীতে এই সমুত্থিত দল পরিপুষ্ট হইয়াছিল। ইহারা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছিল যে, লোটা প্রত্যর্পিত না হইলে তাহারা কখনও শান্তভাবে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিবে না। পাছে শান্তি-রক্ষক সৈনিকগণের আসিবার পূর্ব্বে কয়েদীগণ পলায়ন পূর্ব্বক ধনাগার লুণ্ঠন ও নগরে উপদ্রব আরম্ভ করে, এই আশঙ্কায় কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা কয়েদীদিগকে লোটা প্রত্যর্পণ করিয়া, সাধারণকে শান্ত ও স্থির করাই যুক্তিসিদ্ধ বোধ করিয়াছিলেন।

কোনরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে লোকের মন যে, বিরক্ত ও নানা প্রকার আশঙ্কাতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া উঠে, তাহা এই কারাগৃহের বিপ্লবে স্পষ্ট প্রতীত হইবে। ভারতবর্ষীয়গণ নিত্যসন্তুষ্ট হইলেও ধর্ম্মনাশ ও জাতি-নাশের আশঙ্কা তাহাদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলে, এবং গভীর আতঙ্ক তীব্র তুষানলের ন্যায় অলক্ষ্যভাবে গতি প্রসারিত করিয়া, তাহাদিগকে নিরন্তর দগ্ধ করিতে থাকে। কিন্তু কয়েদীগণ ব্রিটিশরাজকে অকূল সাগরে ডুবাইতে সমর্থ নহে; ভারতের মানচিত্র হইতে লোহিত

রেখা অপসারিত করিতে, শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যক্তিগণের কোনও ক্ষমতা নাই। তাহারা কেবল ক্ষণস্থায়ী আতঙ্কে উত্তেজিত হইয়া, ক্ষণস্থায়ী বিকার প্রদর্শন করে মাত্র। কারাগৃহের প্রণালী-পরিবর্ত্তন কেবল পরীক্ষা-স্থল। গবর্ণ-মেণ্ট এই পরীক্ষা-স্থলে পরিশেষে অকৃতকার্য্য হন নাই। কয়েদীগণ অপেক্ষা আর এক রণকুশল সম্প্রদায় আছে। তাহারা শৌর্য্যে বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয়, এবং সাহসে ও তেজস্বিতায় ভারতে অতুলনীয়। এই সাহসী ও তেজস্বী সম্প্রদায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অব্যবস্থিততা বা বিদ্যাভিমানী মৌলবী ও পণ্ডিতদিগের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া, ভীষণ-অনল-ক্রীড়া-প্রদর্শনে অসমর্থ নহে।

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রিটিশ কোম্পানির সিপাহী-সৈন্য- ইহার উৎপত্তি ও উন্নতি—ইহার অসন্তোষের কারণ—ভারতবর্ষীয় আফিসরদিগের অবনতি—বেলোড়ে সৈনিকগণের অসন্তোষ—ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয় সৈন্য—অর্দ্ধবাটা—সিন্ধু ও পঞ্জাব অধিকার—রাজ্য-বৃদ্ধির ফল—লর্ড ডালহৌসী ও স্যার চাল স নেপিয়ার—ডালহৌসীর স্বদেশে গমন—তাঁহার কৃতি ও কীর্ত্তি—তাঁহার উত্তরাধিকারি-নিয়োগ।

১৭৫৬-১৮৫৬ অব্দ।

ভূস্বামি-সম্প্রদায় ও সমাজের অভ্যন্তরীণ ধর্ম্মানুশাসন যেমন এক দিকে পূর্ব্বতন অবস্থা-ভ্রষ্ট ও পূর্ব্বতন গৌরবচ্যুত হয়, সেইরূপ অন্য দিকে অন্য এক সম্প্রদায় উৎপন্ন ও উন্নত হইয়া রাজ্য-শাসনের অঙ্গীভূত হইয়া উঠে। রাজ-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, ভবিষ্য অনিষ্টের নিবারণ জন্য ইহা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং সর্ব্বত্র শান্তিস্থাপনার্থ ইহা বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া থাকে। ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ ভাবিতেন, ভারতবর্ষ তরবারির সাহায্যে অধিকৃত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে ইহা তরবারির সাহায্যেই রক্ষিত হইবে। সুতরাং যাবৎ এই অসি দৃঢ়রূপে হস্ত-নিবদ্ধ থাকিবে, তাবৎ কোন রূপ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। অসির এইরূপ মহৎ প্রয়োজন দেখিয়া, তাঁহারা বহুসংখ্যক অসিরক্ষক নিযুক্ত করেন। ব্রিটেনিয়ার প্রাচ্য সাম্রাজ্য এই রূপে প্রায় তিন লক্ষ অস্ত্রধারী সৈন্যে সুরক্ষিত হয়।

কিন্তু এই তিন লক্ষ সৈন্যের অতি অল্প অংশই ব্রিটিশ দ্বীপ হইতে সংগৃহীত ও সমানীত হয়। ইংলণ্ডের জন-সংখ্যা অথবা ভারতবর্ষের রাজস্ব, কখন কেবল ব্রিটিশ সৈন্যদ্বারা ভারতবর্ষশাসনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। এজন্য অধিকাংশ সৈন্য ইংরেজী পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষিত, সজ্জিত ও ব্যবস্থিত হইয়া, ভারতবর্ষরক্ষায় নিয়োজিত হয়। ভারতের যে অল্প সংখ্যক সৈন্য রবর্ট ক্লাইবকে বিজয়-পতাকায় শোভিত করে, তাহা ক্রমে একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। এই সম্প্রদায়, সাহসে অনমনীয়, তেজস্বিতায় অপ্রতিহত ও রণপাণ্ডিত্যে ব্রিটিশ সেনার সমকক্ষ হইয়া অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে কোম্পানির মুল্লুক রক্ষা করিতে

যত্নশীল হয়। বীরত্ব-প্রসিদ্ধ ভারতবর্ষ অধিস্বামিগণের সাহায্যার্থ এইরূপে আপনার সন্তানদিগকে সামরিক বেশে সুসজ্জিত করিয়া, স্বীয় গৌরবের পরিচয় দিতে থাকে।

সিপাহীগণ যেমন বীরত্বে ও রণপাণ্ডিত্যে সমাদৃত হয়, সেইরূপ অটল বিশ্বাস ও অসামান্য প্রভুভক্তিতেও বরণীয় হইয়া উঠে। সকলেই প্রফুল্ল-চিত্তে ইহাদের প্রশংসাবাদে সাধারণের হৃদয়ে অচিন্তনীয় ও অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব প্রীতিরস সঞ্চারিত করিয়া থাকেন। কোন সদাশয় ব্যক্তি একদা ভারতের গবর্ণরজেনেরলের নিকট ভারতীয় সিপাহীদিগের সম্বন্ধে লিখিয়া ছিলেন, "তাহারা (সিপাহীগণ) যে, জীবিত কাল পর্য্যন্ত আমাদের প্রতি বিশ্বাসী, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তাহারা এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ-গণ আমাদের জন্য একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছে, তাহারা ঘোর অন্ধকারময় বিপত্তি-পূর্ণ সময়ে—যে সময়ে আমাদের শাসন বিধ্বস্ত-প্রায় বোধ হইয়াছিল,—আমাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারা আমাদের পরাজয় সুসাধ্য বোধ হইলেও বিপক্ষ দলের উৎকোচগ্রহণের বিরোধী হইয়াছে। তাহারা ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কার্য্য সাধন করিয়াছে। তাহারা আমাদের আদেশে, তাহাদের প্রাচীন অধিস্বামীদিগের বিরুদ্ধে, তাহাদের স্বদেশের বিরুদ্ধে, এবং তাহাদের আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে *।"

ব্রিটিশ সেনার সহিত ভারতীয় সেনার তুলনা হইতে পারে না। নানা কারণে ও নানা বিষয়ে উভয়ে, উভয় হইতে বহু অন্তরে অব-স্থিত। এক জন বৈদেশিক প্রভুর, দেশ, জাতি, বর্ণ, ও ধর্ম্মানুশাসনে, সর্ব্বতোভাবে বৈদেশিকের ভৃত্যত্ব করে, অন্য জন তাহার স্বদেশীয় রাজার ও স্বদেশের কার্য্যসাধনে নিয়োজিত থাকে; এক জন অধিকাংশ সময়ে তাহার স্বজাতির, স্বধর্ম্মের ও স্বজ্ঞাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, অন্য জন অনেক সময়ে, ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ধর্ম্মের ও ভিন্ন বর্ণের বিরুদ্ধে সজ্জিত

* *Why is the Native Army disaffected—An address to the Right Honorable the Governor-General of India, by an old Indian, p. 2.*

হইয়া থাকে; এক জনের প্রভুভক্তি প্রভুদত্ত বেতনে সমুৎপন্ন ও প্রভুর সদাচরণে পরিবর্দ্ধিত হয়, অন্য জনের প্রভুভক্তি, আপনার পরিপুষ্টির সহিত পরিপুষ্ট হয়, এবং আপনার উন্নতির সহিত উন্নত হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ পার্থক্য থাকিলেও ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশরাজের আজ্ঞানুবর্ত্তী। অর্থ ও সদাচরণের বিনিময়ে যে প্রভুভক্তি ক্রীত হয়, তাহা অনেক সময়ে ও অনেক স্থলে, প্রভুর স্বদেশীয় সৈন্যের কর্ত্তব্যনিষ্ঠাকেও অধঃকৃত করিয়া থাকে।

বহুবিধ কষ্ট বা অস্থিভেদী পরিশ্রমের প্রয়োজন হইলেও সিপাহী কখনও কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ হয় না। বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, সিপাহী সর্ব্বপ্রকার কষ্ট-ভারবহনে প্রবৃত্ত হয়, এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, সমীহিতসাধনে উদ্যত হইয়া থাকে। কোন অভাব বা কোন অনিচ্ছা, ইহাকে কর্ত্তব্য পথ হইতে অপসারিত করিতে সমর্থ হয় না। ভিন্ন ধর্ম্মের, ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ব্যবহার-পদ্ধতির অধিনায়কের অধীন থাকিয়া, সিপাহী সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্তে ও উৎসাহসহকারে কর্ত্তব্য-পালনে অগ্রসর হইয়া থাকে। সে অসন্দিগ্ধভাবে ভিন্ন দেশীয় অধিনায়কের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহার সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হয়, এবং অম্লানভাবে তাঁহার আদেশপালনে উদ্যত হইয়া থাকে। কিছুতেই তাহার সাধনা প্রতিহত হয় না, কিছুতেই তাহার সহিষ্ণুতা অবনত হইয়া পড়ে না। সে বিপত্তি-সময়ে নিদারুণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও, আপনার যৎসামান্য খাদ্য দ্রব্য দ্বারা সহযোগী ব্রিটিশ সেনার তৃপ্তি সাধনে অগ্রসর হয়, সে, ইউরোপীয় সৈন্য যে স্থানে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হয়, সে স্থানেও অবাধে ও অসঙ্কোচে উপনীত হইয়া, আপন দলের পতাকা স্থাপিত করে, এবং সে যুদ্ধের সময়ে আপনার বহু পরিশ্রম-লভ্য যৎকিঞ্চিৎ বেতনের অংশ দিয়া, ব্রিটিশ রাজের সাহায্য করিয়া থাকে। পবিত্র ইতিহাসের প্রতি পত্রে তাহার পবিত্র বিশ্বাস ও পবিত্র প্রভুভক্তি জাজল্যমান রহিয়াছে। তাহার মহত্ত্ব, তাহার একপ্রাণতা, তাহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, তাহার স্বার্থ-ত্যাগ অনন্তকাল তাহাকে ইতিহাসের বরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। হিমালয়ের শৃঙ্গপাতেও তাহার গৌরবস্তম্ভ বিচূর্ণিত

বা বিক্ষিপ্ত হইবে না, ভারত-মহাসাগরের সমগ্র বারিতেও তাহার কীর্ত্তিচিহ্ন বিলুপ্ত বা বিধৌত হইবে না।

দক্ষিণাপথে যথন ইংরেজ ও ফরাসীগণ, পরস্পর বিক্রমস্পর্দ্ধী হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করেন, তথন কোম্পানির সিপাহী, সৈন্য সৃষ্ট ও ব্যবস্থিত হয়। সুদূর-বিস্তৃত ভারত সাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশই সিপাহী সৈন্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিস্তৃতির ক্ষেত্র। এই সিপাহী সৈন্য সর্ব্ব প্রথম অল্পসংখ্যক হইলেও প্রতিদ্বন্দীর আক্রমণে কোম্পানির অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিমুখ হয় নাই। ক্রমে রণপারদর্শিতা ও ক্ষমতায় ইহারা উচ্চতর শ্রেণীতে আরোহণ করে, গুরুতর কর্ত্তব্যসাধনের যোগ্য হয়, এবং সমরক্ষেত্রে ইউরোপীয় বীরপুরুষের সমকক্ষ হইয়া উঠে। ইংরেজ সেনাপতি কর্ত্তৃক ইংরেজী প্রণালীতে শিক্ষিত ও ইংরেজী প্রণালীতে পরিচালিত হইয়া, উচ্চ শ্রেণীর রাজপুত ও উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানগণ গৌরবে উন্নত হয়, এবং বিজয়-শ্রীতে সম্বর্দ্ধিত হইয়া যুদ্ধ-ব্যবসায়ে দ্বিগুণ উৎসাহান্বিত হইয়া উঠে। তাহারা মদুরা আক্রমণে কিরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, আর্কটরক্ষণে কিরূপ সাহস দেখাইয়াছিল, কডালূরে কিরূপ সুকৌশলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফরাসী সৈন্যের সহিত সঙ্গিনে সঙ্গিনে যুদ্ধ করিয়াছিল, ঐতিহাসিকগণ তাহা আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত বর্ণনা করিয়া থাকেন। সর্ব্ব প্রকার ক্ষমতা, সর্ব্ব প্রকার দায়িত্ব, সর্ব্ব প্রকার সম্মান ও সর্ব্ব প্রকার পুরস্কার, সে সময়ে কেবল ইংরেজ সেনাপতিদিগের আয়ত্ত ছিল। সুশিক্ষিত, সুব্যবস্থিত ও সুপটু ভারতবর্ষীয় সৈনিকগণও তৎসমুদয়ের অংশী হইয়াছিল। শ্বেতকায় সৈনিকপ্রধানগণ ভারতীয় সেনাপতির হস্তে ভারতীয় সৈনিকগণের পরিচালন-ভার সমর্পণ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। কৃষ্ণকায় সেনাপতিগণ তাঁহাদের শ্বেতকায় সহযোগীদিগের ন্যায় অশ্বারোহণে আপন আপন সৈনিকদল পরিচালিত করিয়াছেন। সাহসে, পরাক্রমে ও কৌশলে, শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়ের মধ্যে কোনও বিভিন্নতা লক্ষিত হয় নাই। উষ্ণীষের আশ্রিত সৈনিকদল গোলাকার টুপির আশ্রিত সৈনিকদিগের ন্যায়, সাহসিকতা ও রণদক্ষতার জন্য সম্মানিত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে।

যে সময়ে অন্ধকূপ-হত্যার লোমহর্ষণ সংবাদ মান্দ্রাজে উপস্থিত হয়, এক

জন দৃঢ়কায় তরুণ-বয়স্ক পুরুষ যে সময়ে ভবিষ্য সৌভাগ্যের সূত্রপাত করিতে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় যাত্রা করেন, সে সময় ইংরেজদিগের ভাগীরথীর তটবর্ত্তী বাণিজ্য-ক্ষেত্রে কোন ভারতবর্ষীয় সৈন্য ছিল না। কিন্তু মাদ্রাজে ১৪ দল ভারতীয় সৈন্য, অবস্থিতি করিতেছিল। উহার প্রতিদলে এক হাজার করিয়া সৈনিক ছিল। ক্লাইব এই সৈনিক পুরুষদিগকে সঙ্গে করিয়া জাহাজে আরোহণ করেন, এবং সুনীল বারি-রাশি অতিক্রম করিয়া, কলিকাতায় উপনীত হন। কলিকাতা সহজেই অধিকৃত হয়। এই সময় হইতেই ক্লাইব বাঙ্গালায় সৈনিকদল সংগঠিত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও রণপারদর্শিতাগুণে বাঙ্গালার সৈনিক দল ক্রমে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। এই সৈনিকগণ পলাশীর ক্ষেত্রে তাহাদের মাদ্রাজদেশীয় ভ্রাতৃগণের সহিত তুল্য বিক্রম ও তুল্য দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। ইহার আট বৎসর পরে ঐ এক দল সৈন্যের স্থলে নয় দল হয়, এবং মাদ্রাজের ন্যায় প্রতিদলে সহস্র সৈনিক পুরুষ বর্ত্তমান থাকে।

যাঁহারা সুশিক্ষিত ও সুব্যবস্থিত ইউরোপীয় সৈন্য পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই বাঙ্গালার এই সিপাহীদিগকে উৎকৃষ্ট সৈন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। ইংরেজী পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষিত ও ইংরেজী রীতিতে পরিচালিত হইয়া, এই সেনারা ইংরেজ সৈন্যের ক্ষমতাস্পর্দ্ধী হইয়া উঠে। ইংরেজেরা এই সৈনিকদিগের প্রতি কোনওরূপ ঔদাসীন্য দেখান নাই। যে প্রণালী ইহাদের ধর্ম্ম, জাতি বা অনুশাসনের বিরোধী হইতে পারে, তাহা কখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সিপাহীগণ আপনাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিত, এবং সন্তুষ্ট থাকিয়াই রণস্থলে ব্রিটিশ রাজের পক্ষ সমর্থন করিত। তাহারা আপনাদের প্রণালী অনুসারে পৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করিত, পৃথক্ ভাবে রন্ধন করিত, পৃথক ভাবে ভোজন করিত। তাহাদের কণ্ঠীধারণে, কর্ণভূষণপরিধানে, জাতিগত শ্রেষ্ঠতা-জ্ঞাপক তিলকব্যবহারে কেহই বিরক্ত হইত না, এবং কেহই তাহাদিগকে ঐ সমস্ত চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া, শ্বেতপুরুষের দলে সম্মিলিত হইতে অনুরোধ করিত না। শ্বেতকায়গণ যে, তাহাদিগকে আপনাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন, এ আশঙ্কা কখনও তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না। সুতরাং তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত,

সেনাপতির আজ্ঞাবাহক হইত, আপনাদের গবর্ণমেণ্টের প্রতি সর্ব্বদা বিশ্বস্ততা দেখাইত।

সিপাহীগণ কখনও নিমক্‌হারাম ছিল না; তাহারা যাহাদের নুণ খাইয়াছে, তাহাদের প্রতি কখনও অকৃতজ্ঞ হইত না। যাহাদের হস্ত তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনসংগ্রহে উদ্যত রহিয়াছে, কখনও তাহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইত না। কৃতজ্ঞতা, প্রভুভক্তি ও প্রভুর প্রতি বিশ্বাসে তাহারা সর্ব্বদা গৌরবান্বিত থাকিত। কিন্তু যদি তাহারা দেখিত, তাহাদের প্রতিপালক, তাহাদের বিরুদ্ধমতবর্ত্তী হইয়াছেন, তাহারা অপরিসীম সাহস ও অটল বিশ্বাসের সহিত এত দিন যাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিয়াছে, তিনিই তাহাদের প্রতিকূলতাসাধনে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা হইলে তাহারা ক্ষোভে ও বিরাগে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িত। এ ক্ষোভ ও বিরাগ শীঘ্র বিস্মৃতিসলিলে নিমজ্জিত হইত না। উহা তাহাদের হৃদয়ের প্রতিস্তর দগ্ধ করিতে থাকিত।

১৭৬৪ অব্দ।

বাঙ্গালার সিপাহী-সৈন্য এক্ষণে সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল। এই সময়ে তাহাদের মধ্যে অসন্তোষের চিহ্ন লক্ষিত হয়। কিন্তু সিপাহী সৈনিকদল ঐ অসন্তোষের উদ্ভব-ক্ষেত্র নহে। ইউরোপীয় সৈনিক সম্প্রদায় হইতে ঐ অসন্তোষ সিপাহী সৈন্যে সংক্রান্ত হইয়াছিল। কোম্পানির সৈন্যের নিমিত্ত মীরজাফরের প্রদত্ত অর্থ আসিতে বিলম্ব হওয়াতে ইউরোপীয় সৈনিকগণ সাতিশয় বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু যখন টাকা পহুঁছে, তখন সিপাহীগণ উহার অংশ হইতে বঞ্চিত হইবে ভাবিয়া, অসন্তুষ্ট হয়। তাহাদের এই বিরক্তি অকারণে জন্মে নাই। তাহারা ইউরোপীয় সৈন্যের সহিত সমান পরাক্রমে, সমান সাহসে কোম্পানির কার্য্য করিয়াছিল, সুতরাং তাহারা উহার পুরস্কার ইউরোপীয় সৈন্যের সহিত সমানভাবে পাইবার প্রত্যাশী হইয়াছিল। কিন্তু বর্ণ, জাতি ও ধর্ম্মের বিভিন্নতার ন্যায় এ বিষয়েও ইউরোপীয়গণ ও তাহাদের মধ্যে বিভিন্নতা হইয়াছিল *। সুতরাং এই

* ইউরোপীয় সৈনিকদলের এক জন সামান্য সৈনিক *(Private)* যখন চল্লিশ টাকা পায়

অকারণ পার্থক্যবিধানে তাহারা সন্তুষ্ট হয় নাই এবং এই অসন্তোষও তাহারা শীঘ্র শীঘ্র হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে পারে নাই। যে বহ্নি-শিখা তাহাদের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা অমনি নির্ব্বাপিত হইল না। বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই একদল সৈন্য ব্রিটিশ অফিসরদিগকে আক্রমণ ও অবরোধ করিল, এবং দৃঢ়তার সহিত কহিল, তাহারা কথনই কোম্পানির কার্য্য করিবে না। কিন্তু কঠোর শাসন, কঠোর বিচার-প্রণালী সিপাহী-দিগের এই উত্তেজনার প্রতিরোধ করিতে নিরস্ত থাকিল না। ২৪ জন সিপাহী বিদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হইল, ছাপরার সৈনিকবিচারালয়ে ইহাদের বিচারকার্য্য চলিতে লাগিল, পরিশেষে ইহারা দোষী বলিয়া স্থির হইল, এবং অপরাধের শাস্তিস্বরূপ ইহাদিগকে কামানে উড়াইয়া দিবার আদেশ প্রচার হইল।

এক শত বৎসরের অধিক কাল হইল, এই আদেশ কার্য্যে পরিণত হই-য়াছে, এক শত বৎসরেরও অধিক কাল হইল, চব্বিশ জন সিপাহী স্বশ্রেণীর সহযোগীদিগের সমক্ষে অম্লানভাবে মানবলীলাসংবরণ করিয়াছে। সিপাহীগণ অনেক বিস্ময়কর ও অনেক লোমহর্ষণ ঘটনা দেখিয়াছিল, কিন্তু ঐ শোচনীয় ও ভয়াবহ কাণ্ড অপেক্ষা তাহাদের পূর্ব্বস্মৃতিতে আর কোন ভয়ঙ্কর দৃশ্য প্রতিভাসিত হয় নাই। এ দৃশ্য যেমন ভয়ঙ্কর, সেইরূপ গভীর সন্ত্রাস ও গভীর মনোবেদনার উদ্দীপক। ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয় সৈনিকগণ প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমবেত হইল। কামানগুলি গোলাপূর্ণ হইয়া, ভয়ঙ্কর সময়ের ভয়ঙ্করত্ব প্রতিপাদন করিতে লাগিল, এবং অবরুদ্ধ ও দণ্ডার্হ সিপাহীগণ দণ্ড গ্রহণ করিতে ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। বাঙ্গালার সৈনিক-দলের অধ্যক্ষ মেজর মন্‌রো ঐ লোমহর্ষণ, ভীষণ ঘটনার পরিচালক হইলেন। তাঁহার আদেশে সর্ব্বপ্রথম চারি জন অপরাধী কামানের মুখে আবদ্ধ হইল। কয়েক জন ভীষণমূর্ত্তি কামান-রক্ষক শেষকার্য্য সম্পাদনার্থ দণ্ডায়মান হইল। এই শেষকার্য্য সম্পন্ন হইতে কাল-বিলম্ব হইল না। মন্‌রোর আদেশে

তখন সিপাহীকে ছয় টাকা দিবার প্রস্তাব হয়। অবশেষে ইহাদের অংশে কুড়ি টাকা করিয়া পড়িয়াছিল।—*Kaye, Sepoy War, I., p. 206, note.*

কামানে আবদ্ধ চারি জন বিশাল-দেহ সিপাহীর প্রাণবায়ু অনন্ত অসীম বায়ুপ্রবাহে মিশিয়া গেল।

এই ভয়ঙ্কর সময়ে, ভীষণ কার্য্যের রঙ্গ-ভূমিতে, নিদারুণ অভিনয় দর্শনে, সিপাহীদিগের প্রতিজনের মুখেই অভূতপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় কালিমা বিকাশ পাইতে লাগিল, এবং প্রতিজনেরই গণ্ডদেশ অশ্রু-প্রবাহে প্লাবিত হইল। ব্রিটিশ সৈনিকগণের সমক্ষে ব্রিটিশ সেনাপতির আদেশে তাহাদের স্বজাতির এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া, তাহারা নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় হত-জ্ঞান হইয়া উঠিল। একে একে কুড়ি জন এই রূপে কামানের মুখে আবদ্ধ হইয়া, নীরবে ধীরভাবে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিল, এবং একে একে সমুদয় সৈনিকদল নীরবে ধীরভাবে এই শোচনীয় কাণ্ড চাহিয়া দেখিল। অবশিষ্ট চারি জনকে, স্থলান্তরের সিপাহীদিগকে ব্রিটিশ সিংহের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ জানাই-বার জন্য, পূর্ব্বের ন্যায়, মৃত্যুমুখে পাতিত করিবার নিমিত্ত রাখা রহিল। কিন্তু ইহাতেই এই ভয়ঙ্কর অভিনয় পর্য্যবসিত হয় নাই। বাঁকীপুরে আরও ছয় জন সিপাহীর বিচার হয়, এবং তাহাদেরও জীবন-স্রোত এইরূপে অনন্ত কাল-স্রোতে বিলীন হইয়া যায়। এই কার্য্য দয়া ও ক্ষমার বিরোধী হইলেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সাধারণের মধ্যে শান্তি স্থাপনার্থ ইহা সম্পন্ন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, দয়া ও ক্ষমা নীরবে ও ম্লানমুখে এই কার্য্য চাহিয়া দেখিল, নীরবে ও ম্লানমুখে ইহাতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল এবং নীরবে ও ম্লানমুখে শান্তির বিঘ্ন দূরীকরণ জন্য ইহার অনুমোদন করিল।

এই কঠোর শিক্ষা ও কঠোর শাস্তি-দান নিষ্ফল হয় নাই। সিপাহী-গণ এই অবধি কোম্পানির অক্ষুণ্ণ প্রতাপের নিকট মস্তক অবনত করে, এবং এই অবধি বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সকল বিষয়েই কোম্পানির আনুগত্য করিতে প্রস্তুত থাকে। তাহারা এই অবধি বুঝিতে পারিল, যেই হউক, কোম্পানির বিরুদ্ধাচারী হইলে, তাহাকে হত-সর্ব্বস্ব, হতমান ও হত-জীবন হইতে হইবে। ব্রিটিশ দণ্ড-নীতি, জাতিবিচার, শ্রেণীবিচার ও প্রণালী-বিচার না করিয়া, সকলকেই অন্যায়ের ফল-ভোগী করিবে। এই ধারণা ও এই বিশ্বাস পরিণামে অনেক মঙ্গলের কারণ হইয়াছিল। ক্লাইবের সময়ে ইউরোপীয় সৈনিকগণ যখন অসন্তুষ্ট হয়, তখন এতদ্দেশীয় সৈনিকগণ

তাহাদের পরিপোষক হয় নাই। ক্লাইব এই বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত সিপাহী লইয়াই ইউরোপীয় সৈন্যের অশান্তভাব নিবারণ করিয়াছিলেন। যদি এই সময়ে সিপাহী সৈন্য ইউরোপীয় অফিসরদিগের সাহায্য করিত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট নিঃসন্দেহ অনেক কষ্ট ও অসুবিধায় পতিত হইতেন। কিন্তু সিপাহীগণ আশ্রয়-দাতা ও প্রতিপালনকর্ত্তার প্রতি আর অবিশ্বাসী হয় নাই, কিংবা হঠকারিতা ও অবাধ্যভাব দেখাইয়া, আপনাদের চিরন্তন ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয় নাই। তাহারা কোম্পানির নুণ খাইয়াছিল, সুতরাং প্রতিকূলপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, কোম্পানির পক্ষসমর্থনেই উদ্যত হইল। সিপাহীদিগের এই অটল বিশ্বাস ও প্রভুভক্তি ক্লাইবের অবিদিত ছিল না। ক্লাইব কেবল এই সিপাহীদিগের উপর বিশ্বাস করিয়াই, বিশিষ্ট দৃঢ়তার সহিত তাঁহার সহযোগী স্মিথ ও ফ্লেচরকে ইউরোপীয় অফিসরদিগের অসন্তোষ দূরীভূত করিতে লিখিয়াছিলেন। সিপাহীগণ চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারে সেনাপতির আদেশে বিদ্রোহোন্মুখ ইউরোপীয় অফিসরদিগকেও গুলি করিতে উদ্যত হইয়াছিল *। সিপাহীদিগের এই দৃঢ়তা দেখিয়া, ক্লাইব সুস্থির হইলেন। তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন, বিপদের আশঙ্কা অতীত হইয়াছে; নিশ্চিত বুঝিলেন, যদি সমগ্র ইউরোপীয় সৈন্য বিদ্রোহী হয়, তাহা হইলেও তিনি এই কৃষ্ণবর্ণ সিপাহীদিগের সাহায্যে সে বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাণে সমর্থ হইবেন।

বাঙ্গালার সিপাহীগণ কেবল যুদ্ধ-ব্যবসায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল না, তাহারা উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও উচ্চ শ্রেণীর ক্ষত্রিয় বলিয়াও সমাজে সম্মানিত

* *Browne, History of the Bengal Army Vol. I., p, 589.*

ক্লাইব এসম্বন্ধে স্মিথ সাহেবকে লিখিয়াছিলেন :—"এই ঘটনায় কৃষ্ণবর্ণ সিপাহী অফিসরেরা বিশ্বস্ততা ও কার্য্যক্ষমতার বিশিষ্ট প্রমাণ দেখাইয়াছে। তাহারা যাবৎ এইরূপ বিশ্বস্ত ও কার্য্যক্ষম থাকিবে, ইউরোপীয় সৈনিকেরা বিদ্রোহোন্মুখ হইলেও তাবৎ কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।"—*Clive to Smith, May 15, 1760, M, S. Records. Comp. Kaye, Sepoy War. Vol. I., 210 note.*

ছিল। তাহারা যেমন কুলমর্য্যাদায় গৌরবান্বিত ছিল, সেইরূপ পুরুষানুক্রমিক ধর্ম্মানুশাসন রক্ষায় যত্নপর থাকিত। দক্ষিণাপথের সেনাগণও এইরূপে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত থাকিয়া আপন আপন ধর্ম্মপদ্ধতির অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিত। ইহাদের নিয়ম অথবা ব্যবহারপ্রণালীর প্রতি এ পর্য্যন্ত কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু শেষে সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এক শৃঙ্খলার পর আর এক শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন, প্রতি শৃঙ্খলাতেই নূতন ধারণা, নূতন প্রস্তাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষ দাক্ষিণাত্য সৈনিকদলে নূতন প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিলেন। এই সেনাদল ইংরেজী রীতিতে শিক্ষিত হইল, ইংরেজী রীতিতে সজ্জিত হইল, এবং ইংরেজী রীতিতে ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। কেবল ইহাতেই প্রবর্ত্তমান শৃঙ্খলার সমাপ্তি হইল না। সিপাহীগণ, যে কর্ণভূষণ ও তিলক ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল, যাহাকে তাহারা জাতীয় গৌরবের একটি প্রধান চিহ্ন মনে করিত, তাহা হইতেও বিচ্যুত হইল *। ইহার পর তাহাদের উষ্ণীষ দূরে অপসারিত হইল, এবং উহার স্থলে ইংরেজী প্রণালীর অনুরূপ গোল টুপি স্থান পরিগ্রহ করিল।

সিপাহীগণ তত্ত্বজ্ঞ বা কারণানুসন্ধায়ী নহে। তাহারা সদা কৌতূহলপর ও সদা সন্দিগ্ধ। এই কৌতূহল ও সন্দেহে তাহারা অনেক সময়ে ন্যায়মার্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্যায় পথে পরিচালিত হইত। নূতন প্রকার টুপি ব্যবহারের আদেশ প্রচারিত হওয়াতে তাহারা ধর্ম্মনাশ ও জাতিনাশের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ইংরেজী প্রণালীর টুপি দেখিয়া তাহারা মনে ভাবিল, গবর্ণমেণ্ট এবার তাহাদের সকলকেই খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহার পর আর এক ধারণা আসিয়া তাহাদের পূর্ব্ব আশঙ্কা দ্বিগুণ করিয়া তুলিল। তাহারা মনে ভাবিল, ঐ সকল টুপি

* *Standing Orders of Madras Army. Para, 10, Sec. II.* সিপাহীরা যখন সৈনিকবেশ পরিধান করিবে, তখন কেহই তিলক, ফোঁটা অথবা কর্ণভূষণ রাখিতে পারিবে না। অধিকন্তু প্যারেডের সময়ে হনূদেশের কেশ চাঁচিয়া ফেলিতে হইবে।—*Comp. Kaye. Sepoy War Vol. I., 218, note.*

গাভী ও শূকরের চর্ম্মে নির্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং উহা হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই তুল্যরূপ অস্পৃশ্য। শ্মশ্রুচ্ছেদন, কর্ণভূষণের অপষারণ ও তিলক ব্যবহারের নিষেধে সিপাহীগণের গভীর আতঙ্ক ও গভীর সন্ত্রাস ক্রমেই গভীরতর হইতে লাগিল। হিন্দু সিপাহীগণ যেমন তিলক ব্যবহারের নিষেধে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইল, মুসলমান সিপাহীগণ শ্মশ্রুচ্ছেদন ও কর্ণ-ভূষণের অপসারণে সেইরূপ বিরক্ত হইয়া উঠিল।

এইরূপে উভয় শ্রেণীর সিপাহীগণই মনোবেদনায় অস্থির হইয়া কোম্পানি-রাজকে অনিষ্টকারী ও অব্যবস্থিত বলিয়া মনে করে। ১৮০৬ অব্দের বসন্ত কালে তাহারা পরস্পর আপনাদের জাতি ও ধর্ম্মানুশাসনরক্ষা-সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হয়। এপ্রেল ও মে মাসে সিপাহীগণ অবকাশ পাইয়াছিল। ঐ সময়ে ইংরেজ অফিসরেরা আপন আপন সেনাদিগকে কদাচিৎ পরিদর্শন করিতেন, এবং কদাচিৎ সৈনিক-শ্রেণীর প্যারেডে উপস্থিত হইতেন। সুতরাং সিপাহীরা প্রায়ই নিষ্কর্ম্মা থাকিয়া, আমোদে আহ্লাদে মত্ত থাকিত, অথবা অভ্যাগত ব্রহ্মচারী ও ফকীরদের নিকট নানা প্রকার গল্প শুনিয়া অবকাশ-কাল যাপন করিত। এইরূপ অবস্থায় তাহারা প্রায়ই টুপি-ধারণ প্রভৃতি বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত থাকিত, প্রায়ই বাজারের গল্প ও ফকীরদের নিকট ধর্ম্ম বিলোপের সংবাদ শুনিয়া অধিকতর শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিত। সুতরাং ঈদৃশ অবকাশ এবং বৈষয়িক ব্যাপারে ঈদৃশী অনাসক্তি তাহাদের অসন্তোষ, বিরাগ ও বিদ্বেষভাবের উত্তেজনার প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

কোম্পানির কার্য্য সম্বন্ধে সিপাহীদিগের অনেক অভিযোগ বর্ত্তমান ছিল। তাহারা যদি কায়মনোবাক্যে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যসাধন করিয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করে, তাহা হইলেও সুবাদার অপেক্ষা উচ্চতর পদ তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। এক সময়ে সিপাহীরা বিশ্বস্ততা ও সৎ-কার্য্যে উচ্চ পদে অধিরূঢ় হইত, কিন্তু সে সময় শীঘ্রই অন্তর্হিত হয়। সিপাহী অফিসরেরা উন্নত না হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে অবনত হইয়া পড়েন। যে মর্য্যাদায় তাঁহারা আপন আপন দলে আধিপত্য করিয়াছিলেন, যে মর্য্যাদায় তাঁহারা অপরের নিকট গৌরবান্বিত থাকিতেন, এবং যে মর্য্যাদা তাঁহাদের

আত্মাদরের উদ্দীপক ছিল, ইংরেজদের ক্ষমতায় তাঁহাদের সে মর্য্যাদা বিনষ্ট হয়। তাঁহারা এক্ষণে আপন আপন দলে পূর্ব্বতন গৌরবের ভগ্নপ্রায় কঙ্কাল ও পূর্ব্বতন সম্মানের বিলুপ্ত প্রায় ছায়া স্বরূপ অবস্থিতি করিতেন। সিপাহীরা যখন কার্য্যে নিয়োজিত থাকে, তখন ইংরেজ আফিসর দেখিলেই অস্ত্রোত্তোলন করিয়া, তাহাদিগকে অভিবাদন করিয়া থাকে। কিন্তু এক জন ইংরেজ সৈন্য সিপাহী অফিসরদিগের সমক্ষে এরূপ শিষ্টতার পরিচয় দেয় না। তাহারা কোন প্রকার অভিবাদন না করিয়া, ইহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ শীলতা-হানি কেবল ইউরোপীয় সৈনিকদিগের মধ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্যারেড-ভূমিতে ইংরেজ অফিসরেরা ভুলক্রমে অশুদ্ধ আদেশজ্ঞাপক বাক্য উচ্চারণ করেন, অথচ নির্দ্দোষ সিপাহীদিগের স্কন্ধে ঐ দোষ-ভার নিক্ষিপ্ত হয়। যে সকল সিপাহী অফিসর, কোম্পানির কার্য্য করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও সামান্য ইউরোপীয় সৈনিকগণ নিন্দা বা বিদ্রূপ করে। অভিযান-সময়ে সিপাহী অফিসরদিগকে বাধ্য হইয়া সামান্য সৈনিকদিগের সহিত একত্র এক শিবিরে অবস্থিতি করিতে হইয়া থাকে। যদি তাঁহারা নিজ ব্যয়ে ঘোটকারোহণে গমন করেন, তাহা হইলেও ইংরেজ অফিসরদের হস্তে তাঁহাদের নিস্তার থাকে না। সিপাহীরা স্পষ্টাক্ষরে কহিয়া থাকে, নিজাম ও মারহাট্টা অধিপতিদের সিপাহীরা তাঁহাদের সুবাদার অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। অধিকন্তু ব্রিটিশ কোম্পানি কার্য্যানুরোধে সিপাহীদিগকে অনেক দূর দেশে লইয়া যান। তাহারা এই অজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অপরিচিত স্থানে যদি কালের কবলশায়ী হয়, তাহা হইলে তাহাদের, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণের দুরবস্থার অবধি থাকে না। তাহারা নিদারুণ দৈন্য-গ্রস্ত হইয়া, ভিখারীর অবস্থায় পতিত হইয়া থাকে। ভারতের রাজারা কোন প্রদেশ অধিকার করিলে উৎকৃষ্ট সৈনিকদিগকে পুরস্কার স্বরূপ ভূমি দান করিয়া থাকেন; কিন্তু কোম্পানি উহার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে কেবল মিষ্ট কথা দিয়াই শান্ত করিয়া রাখেন। ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সহিসেরাও কোম্পানির সিপাহী অপেক্ষা অধিক বেতন পায়, এবং অধিক সুখে থাকে। সিপাহীরা অনেক সময়ে সামান্য পশুর ন্যায় পদদলিত ও অবহেলিত হইয়া থাকে। এরূপও কথিত হইয়া থাকে যে, সৈন্যাধ্যক্ষ

আর্থর ওয়েলেস্‌লি তাঁহার আহত সিপাহীদিগকে গুলি করিয়া নির্দ্দয়রূপে নিহত করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

সিপাহীদিগের এই অভিযোগ কাল্পনিক ঘটনায় পরিপূর্ণ হইলেও উহার অভ্যন্তরে যে অনেক সত্য গূঢ়ভাবে রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। কিন্তু সিপাহীরা বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইলেও দীর্ঘকাল সহিষ্ণুতা দেখাইয়া আসিয়াছে, এবং দীর্ঘকাল বিরাগ ও অসন্তোষ আপনাদের হৃদয়ে গোপন করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের হৃদয়নিহিত বিরাগ ও অসন্তোষের উদ্দীপনায় কোনও আকস্মিক বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয় নাই। শেষে গোল টুপি পরিধানের আদেশ প্রচার হওয়াতে এবং ফোঁটা ও কর্ণ-ভূষণের অপসারণে তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা ভাবিল, তাহাদের সম্ভ্রম নষ্ট ও জাতি নষ্ট হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। তাহারা ভাবিল, ব্রিটিশ কোম্পানি তাহাদিগকে আপনাদের জাতিতে, আপনাদের ধর্ম্মানুশাসনে আনিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন; ইহার পর তাহারা ভাবিল, তাহাদের ভীষণ অন্ধকারময় নরক-যাতনার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। যে ভবিষ্য সুখ, ভবিষ্য আমোদ ও ভবিষ্য তৃপ্তি তাহাদের সম্মুখে নয়নরঞ্জন দৃশ্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল, এবং ঘোর অন্ধকারময় ভয়ঙ্কর বিভীষিকা তাহাদের সম্মুখে আগন্তুক কালের করাল মূর্ত্তির ছায়া প্রসারিত করিল। সে সন্তোষ, সে প্রীতি ও সে অনুরাগ অতীত সময়ের গর্ভে বিলীন হইল, তাহার পরিবর্ত্তে, অসন্তোষ, বিরাগ ও বিদ্বেষভাব তাহাদের হৃদয় কালীময় করিয়া তুলিল। তাহারা বুঝিল, এক্ষণে তাহাদের জাতি ও সম্ভ্রম রক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না, জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া আপনাদের বংশ-মর্য্যাদার রক্ষায় উদ্যত হইল। একভাব হিন্দু ও মুসলমানদিগকে এক সূত্রে সম্বদ্ধ করিয়াছিল; সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান সিপাহী একপ্রাণ হইয়া, আপনাদের শেষ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে দণ্ডায়মান হইল। এই অভ্যুত্থানের অধিনেতা ও শিক্ষাদাতাও দূরবর্ত্তী ছিলেন না। মহীশূরে মুসলমান রাজত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল, যে হায়দর আলির প্রতাপ এক সময়ে সমগ্র দক্ষিণাপথে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান সময়ে লোকের কেবল পূর্ব্বস্মৃতিতেই প্রতিফলিত হইত। নিয়তিনেমির পরিবর্ত্তনে

হায়দরের বংশধরগণ সিংহাসন-ভ্রষ্ট হইয়া বিলোড়ের দুর্গে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। তাঁহাদের বহুসংখ্য অর্থ ও বহুসংখ্য স্বধর্ম্মাবলম্বী অনুচর ছিল। তাঁহারা এক্ষণে এই দুর্গের আলস্যবর্দ্ধক সুখশয্যায় সমাসীন হইয়া বিনষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা সিপাহীদিগের সাহায্য ব্যতীত এই সুখস্বপ্ন অপ্রতিহত রাখিতে সমর্থ ছিলেন না। সুতরাং এই সিপাহীদিগকেই স্থান-ভ্রষ্ট করিবার কল্পনা হইতে লাগিল। সময় শুভকর ছিল, অবিলম্বে কার্য্য আরম্ভ হইল।

১৮০৬ অব্দ।

এই কার্য্য অনায়াসে সম্পাদনীয় ছিল না। সিপাহীরা ইংরেজ আফিসরদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অনেক আফিসর দীর্ঘকাল-ব্যাপী পরিশ্রমের পর শান্তিসুখ লাভের আশায় পেন্সন্ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের স্থলে অদূরদর্শী সম্প্রদায় সিপাহীদিগের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। ইঁহাদের সহিত সৈনিকদিগের কোন রূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, অনেক স্থলে ইঁহারা আপন আপন দলের সিপাহীদিগকেও চিনিয়া লইতে পারিতেন না। সুতরাং এই নূতন অসন্তোষের সময়ে নূতন আফিসরগণ সিপাহীদিগকে সুব্যবস্থিত বা সুশৃঙ্খল রাখিতে পারিলেন না। তাঁহারা প্যারেডের সময়ে সিপাহীদিগকে আগন্তুক বা অপরিচিত লোকের ন্যায় দেখিতেন, সিপাহীরাও আপনাদের অধিনায়কদিগকে আগন্তুক বা অপরিচিত বলিয়া মনে করিত। সেই জন্যেই উল্লিখিত হইয়াছে, সময় শুভকর ছিল, অবিলম্বে কার্য্য আরম্ভ হইল।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষ ভাগে আডজুটাণ্ট জেনেরল আগ্নু সাহেব সেণ্টজর্জ্জ দুর্গে থাকিয়া, স্বকর্ত্তব্য কার্য্য প্রায় শেষ করিয়াছেন, এমন সময়ে বিলোড়ের সিপাহীদিগের অসন্তোষের সংবাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। এক দল সৈন্য ইহার মধ্যেই প্রকাশ্য ভাবে শত্রুতাচরণে সমুত্থিত হইয়াছিল। মাদ্রাজের সেনাপতি স্যার জন ক্রাডক নগরের নিকটবর্ত্তী উদ্যানবাটীতে গিয়াছিলেন; সুতরাং আগ্নু কালবিলম্ব না করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই ক্রাডক বিলোড়ে উপনীত হইলেন। বিলোড়ে আসিয়া যাহা দেখিলেন,

তাহাতে আপ্ন্ তাঁহাকে যে সংবাদ জানাইয়াছিলেন, তাহার কিছুই অত্যুক্তি বোধ হইল না। এবিষয়ে সদ্বিবেচনা বা ধীরতার সহিত কার্য্যারম্ভ হইল। ধীরভাবে ও সদ্বিবেচনাসহকারে যাহা করিতে হয়, তাহার অনুষ্ঠান হইল। যে সকল সৈন্য শক্রতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে মান্দ্রাজে পাঠান হইল, অন্যান্য সৈনিকদল আসিয়া তাহাদের স্থান পরিগ্রহ করিল। সৈনিক বিচারালয় সেনা-নিবেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা-বিধানে তৎপর হইলেন, দুই জন প্রধান ষড়যন্ত্রকারীর প্রতি বেত্রাঘাত দণ্ড বিহিত হইল। কিন্তু উহাতে সংক্রামকতা-দোষ তিরোহিত হইল না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি ও বিরুদ্ধ ভাব ক্রমে সমগ্র সেনাদলে সংক্রান্ত হইয়া উঠিল।

এই সংক্রামকরোগের নিবারণে কোন রূপ চেষ্টা হয় নাই, কোন রূপ সতর্কতা ভবিষ্য আশঙ্কার উন্মূলন জন্য অবলম্বিত হয় নাই। বেলোড় এক্ষণে শান্তিপূর্ণ বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। নিদারুণ বিদ্বেষভাব যে, অলক্ষ্যভাবে আপনার গতি প্রসারিত করিতেছে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষের কেহই বুঝিতে পারেন নাই, অথবা বুঝিতে পারিয়াও উহার প্রতিবিধানার্থ মনোযোগ দেন নাই। সিপাহীগণ অনেকের মুখে আপনাদের ধর্ম্মনাশের কারণ শুনিয়া, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। বেলোড়ের ব্রিটিশ সৈন্য রক্ষার জন্য কোন রূপ কার্য্য হয় নাই, কোন রূপ উপায়, মহীশূরের পদচ্যুত সুলতানের বংশধরদিগের সহিত সিপাহী সৈন্যের যোগাযোগ নিবারণে অবলম্বিত হয় নাই। সুতরাং এই পদচ্যুত রাজবংশীয়গণ অবাধে সিপাহীদিগের ধূমায়মান বিদ্বেষানল উদ্দীপিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, এবং অবাধে ধর্ম্মনাশ ও জাতিনাশের ভয় দেখাইয়া, তাহাদিগকে কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে পরামর্শ দিতেছিলেন। এদিকে অপরাপর লোকে গোলাকার টুপি দেখাইয়া, নির্দ্দেশ করিতেছিল যে, শীঘ্রই সিপাহীগণ ফিরিঙ্গীদিগের ধর্ম্মাক্রান্ত হইবে, এবং শীঘ্রই তাহারা জাতিভ্রষ্ট ও পতিত হইয়া রহিবে। ক্রমে এই টুপি সকলকেই পরিতে হইবে, এবং ক্রমে সকল দেশই ফিরিঙ্গীদিগের ধর্ম্মে নষ্ট হইয়া যাইবে। দুর্গের অভ্যন্তরে ও দুর্গের বহির্ভাগে সর্ব্বদা এই রূপ আন্দোলন

ও এই রূপ কথোপকথন হইতে লাগিল। শেষে এই গোলাকার টুপি হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই ধর্ম্মনাশের আশঙ্কাস্থল হইয়া উভয়কে শত্রুতাচরণে প্রবর্ত্তিত করিল।

এই সমস্ত ঘটনা, এই সমস্ত আন্দোলন, বেলোড়ের ইংরেজ আফিসর গণের গোচর হয় নাই। তাঁহারা উহার প্রতিবিধান জন্য কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান করেন নাই। তাঁহারা এ বিষয়ে এরূপ অমনোযোগী ও এরূপ সতর্কতা-শূন্য ছিলেন যে, এক জন সিপাহী, সৈনিক দলের বিদ্বেষ-ভাব ও শত্রুতাচরণ, এক জন ইংরেজ আফিসরের গোচর করাতে তাহাকে বাতুল বলিয়া লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। সমস্ত সৈনিক-দলের প্রতি এইরূপ কলঙ্কের কালিমা অর্পণ করাতে এতদ্দেশীয় আফিসরেরা, তাহাকে কঠোর দণ্ডের যোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে এমন সময় আসিল, যখন অনিষ্টসূচক ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। এই অনিষ্টের শিক্ষাদাতা গৌরবে উন্নত ও পুরস্কৃত হইল। এই ব্যক্তি প্রথমে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে, পরিশেষে স্বদলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করাতে এরূপ ঘৃণিত ও অশ্রদ্ধেয় হইয়াছিল যে, তাহার নামোচ্চারণও ভারতীয় সৈনিকগণ মহাপাপ বলিয়া মনে করিত। তাহার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সাতিশয় বিরাগ ও অশ্রদ্ধার মূল হইয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য সিপাহীগণ কহিত, "কোম্পানির ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের প্রকৃতি এবং তাঁহাদের গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মই এই যে, তাঁহারা চোরকে সুখী করেন, এবং সাধু ব্যক্তিকে দুঃখে দগ্ধ করিয়া থাকেন *।"

১০ই জুলাই বিপক্ষদিগের একটি কুল্যা হঠাৎ স্ফুটিত হইয়া উঠিল। এস্থলে স্মরণ করিতে হইবে যে, উহার পূর্ব্ব দিন অপরাহ্ণে বহুসংখ্য লোক

* হয়দরাবাদের সিপাহী সৈনিকদল আডজুটাণ্ট আগ্নুর নিকটে হিন্দুস্থানীতে একখানি পত্র প্রেরণ করে। তাহাতে লিখিত ছিল, বেলোড়ের ঘটনায়, মুস্তফাবেগনামক এক জন সিপাহীর প্ররোচনায় সিপাহীরা প্রথমে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল। রাজপুরুষ-গণ ইহাকেই সুবাদারের শ্রেণীতে আরোহিত করিয়াছিলেন, এবং সাধারণ ধনাগার হইতে দশ সহস্র প্যাগডা (ভারতবর্ষের একপ্রকার মুদ্রা) পুরস্কার দিয়াছিলেন। এই মুস্তাফাবেগই প্রথমে সিপাহীদিগকে বিপ্লব উপস্থিত করিতে ইঙ্গিত করে। শেষে কোম্পানি এই ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়াছিলেন।—*Kaye, Sepoy War. Vol. I., p. 227, note.*

অশ্বারোহণে ও পদব্রজে গল্প এবং আমোদ করিতে করিতে দুর্গে গিয়াছিল, সেই দিন সিপাহীগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে অনেক কথা কহিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু ষড়যন্ত্রকারিগণ শেষ কার্য্যসম্পাদনার্থ তখনও প্রস্তুত হইতে পারে নাই। উহার দুই কিংবা তিন দিবস পরে সিপাহীগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করে *।

এই সময়ে বেলোড়ে চারি দল মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। গভীর নিশীথে ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পর্য্যুদস্ত করা সিপাহীদিগের অসাধ্য ছিল না। দ্বিপ্রহর রাত্রির দুই ঘণ্টা পরে কার্য্য আরম্ভ হইল। যে যে সৈনিক পাহারা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, বিরুদ্ধাচারী সিপাহীরা গুলি করিয়া তাহাদিগকে বধ করিল, অন্যান্য সৈনিকগণও এই রূপে মৃত্যুমুখে পাতিত হইল। চিকিৎসালয়ে যে সমস্ত ইউরোপীয় ছিল, তাহারা নিষ্ঠুর হত্যাকারীর হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। এই ভয়ঙ্কর নিশীথে এক্ষণে অভূতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টচর বিপ্লব উপস্থিত হইল। গভীর রজনীতে বন্দুকের আকস্মিক শব্দ শুনিয়া, আফিসরগণ সসম্ভ্রমে শয্যা হইতে উঠিয়া, কারণ জানিবার উদ্দেশে গৃহবহির্গত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের অনেকের আর চৈতন্য হইল না। উন্মত্ত সিপাহীগণ গুলি করিয়া তাঁহাদিগকে একে একে ধরাশায়ী করিতে লাগিল। ইঁহাদের দুই কিংবা তিন জন কোন প্রকারে আত্ম-রক্ষা করিয়া, ইউরোপীয় সেনা-নিবাসে উপস্থিত হইলেন, এবং যাহারা নিদারুণ হত্যাকাণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল, তাহাদের পরিচালক হইয়া বিপক্ষদিগকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহীদিগের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সুতরাং

* এই সময়ে যে সমস্ত পত্রাদি লিখিত হয়, তাহাতে জানা যায়, ১৪ই তারিখ বেলোড়ের বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়। বেলোড়ের বিপ্লবের কারণানুসন্ধান জন্য যে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার অনুসন্ধানে জানা যায় যে, মহীশূরের পতাকা প্রাসাদে উড্‌ডীন করিতে প্রস্তুত করিবার ১৫ দিন পরে, সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। পক্ষান্তরে কথিত হইয়াছে, মেজর অর্ম্‌ষ্ট্রঙ্গ বেলোড়ে কিছু কাল অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি ১০ই তারিখ রাত্রিতে তথায় উপনীত হন, কিন্তু দুর্গের বহির্ভাগের লোকেরা তাঁহাকে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করে, যেহেতু দুর্গে কোনরূপ আকস্মিক ঘটনার সূত্রপাত হইতেছিল—*Kaye, Sepoy War. Vol. I., p. 228, note.*

ইহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা ইউরোপীয়দিগের সুসাধ্য হইল না। এই বিপ্লব নিরবচ্ছিন্ন সিপাহীদিগের অভ্যুত্থান-মূলক হয় নাই। পুলিশের কর্ম্মচারিগণও সিপাহীদিগের বীর্য্যবহ্নি উদ্দীপিত করিতেছিল। পদচ্যুত সুলতানদিগের অধ্যুষিত গৃহ হইতে পরিশ্রান্ত সিপাহীদিগের তৃপ্তিসাধনার্থ নানা প্রকার খাদ্য সামগ্রী প্রেরিত হইতে লাগিল, এবং তাহাদের একাগ্রতা ও শারীরিক তেজস্বিতা বিধানার্থ অনেক উৎসাহ বাক্য ও অনেক পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি বিজ্ঞাপিত হইল। টিপুসুলতানের তৃতীয় পুত্র স্বয়ং ঘটনা-স্থলে উপনীত হইয়া, সিপাহীদিগকে উৎসাহিত করিতে ত্রুটি করিলেন না, তিনি নিজ হস্তে তাহাদিগকে তাম্বুল দিতে লাগিলেন, এবং নিজ মুখে, মুসলমান-বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে অনেক পুরস্কার দিবেন বলিয়া, অঙ্গীকার করিলেন। যখন চারি দিকে এইরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইতেছিল, যখন উন্মত্ত সৈনিকদলের ভয়ঙ্কর কলরব নৈশ গগনে বিস্তৃত হইয়া গভীর নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল, যখন ঘাতকের উত্তোলিত অসির প্রহারে অথবা ঘাতকের নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে, ইউরোপীয়দিগের জীবন-স্রোত কালের অনন্ত স্রোতে মিশিয়া যাইতেছিল, এবং যখন দুর্গের চতুর্দ্দিক নরশোণিত-প্রবাহে রঞ্জিত হইতেছিল, তখন মুসলমান সৈনিগণের উৎসাহ-পূর্ণ বিকট "দিন্ দিন্" শব্দের মধ্যে, সুলতানের এক জন বিশ্বস্ত ভৃত্য মহীশূরের ব্যাঘ্রলাঞ্ছিত পতাকা প্রাসাদ-প্রাচীরে স্থাপন করে। পদচ্যুত সুলতানগণ পুনর্ব্বার আপনাদের পুরুষাধিগত পতাকা স্বদেশীয়গণের বিক্রমে ও সাহায্যে আপনাদের প্রাসাদোপরি উড্ডীন দেখিয়া, আশ্বস্ত হইলেন। এক্ষণে তাঁহারা ভাবিলেন, তাঁহাদের বিলুপ্ত বংশের গৌরব রক্ষা পাইল, শ্বেতকায়ের পরাক্রম স্বদেশীয়দিগের পরাক্রমে পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল, আপনাদের আধিপত্য ও আপনাদের প্রভুশক্তি পুনর্ব্বার অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। উদ্ধত সিপাহীগণ প্রথমে হত্যাকাণ্ডে মনোনিবেশ করে, শেষে সুলতানের লোকে আহ্লাদসহকারে বিলুণ্ঠিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, তাহাদের পথানুবর্ত্তী ও উৎসাহকারী হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে সিপাহীরাও বিলুণ্ঠনে মনোযোগী হয়। দুর্গে যে সমস্ত ইংরেজ মহিলা অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা এই শোচনীয় ও ভয়ঙ্কর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাই-

লেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের দেহ নিকৃষ্টতর কার্য্য সাধনের জন্য করাল সংহার-মূর্ত্তির হস্ত হইতে রক্ষিত হইল। সুলতানের অনুচরগণ তাঁহাদিগকে নিহত করিতে নিষেধ করিল. যেহেতু তাঁহারা পরিশেষে মুসলমানদিগের অন্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধন করিতে পারিবেন *।

যখন দুর্গের অভ্যন্তরে এইরূপ শোচনীয় কাণ্ডের অভিনয় হইতেছিল, যখন ইউরোপীয়গণ গভীর নিশীথে মৃত্যুমুখে পাতিত হইতেছিলেন, তখন ইংরেজদিগের হস্ত নিশ্চল হইয়া থাকে নাই, অথবা ইংরেজগণ আপনাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টাহীন বা উৎসাহ-শূন্য হন নাই। ইংরেজ সৈনিকদলের মেজর কোট্‌স নামক এক জন আফিসর দুর্গের বহির্ভাগের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। দুর্গের অভ্যন্তরের কলরব ও বন্দুকের শব্দ তাঁহার শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল, তিনি আকস্মিক বিপ্লব ও তজ্জনিত বিপদের বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন, এবং কাল বিলম্ব না করিয়া, এই সংবাদ জানাইতে অতি প্রত্যূষে আর্কটের সেনা-নিবাসের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। আর্কটে এই সময়ে কর্ণেল গিলেস্পির অধীন এক দল ব্রিটিশ সৈন্য ছিল, পূর্ব্বাহ্ণ সাতটার সময় মেজর কোটস্ বেলোড়ের নিদারুণ সংবাদ জানাইলেন, উহার পনর মিনিট পরে গিলেস্পি আপনার সৈনিকদলের কিয়দংশ লইয়া বেলোড়ের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অবশিষ্ট সৈনিকগণ সজ্জিত হইয়া থাকে। কামানগুলি শীঘ্র শীঘ্র পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এক দল ভারতবর্ষীয় অশ্বারোহী সৈন্য ছিল, তাহারাও ভেরীর শব্দ শ্রবণে ইউরোপীয় সৈন্যের ন্যায় সত্বরতা ও পটুতাসহকারে সজ্জিত ও ব্যবস্থিত হইয়া বেলোড়ের হতভাগ্য ইউরোপীয়দিগকে রক্ষা করিতে উদ্যত হয়। এই সময়ে সর্ব্ব প্রকার শৃঙ্খলা যথাশক্তি রক্ষিত হইল। অল্প বিলম্ব, অল্প বিশৃঙ্খলা অথবা অল্প অব্যবস্থিততা হইলেই বিপদের সম্ভাবনা ছিল, সুতরাং গিলেস্পি

* এই হত্যাকাণ্ডে ১৪ জন আফিসর এবং ৯৯ জন সৈন্য গতাসু হয়। ইহা ভিন্ন আরও কয়েক জন আফিসর ও সৈন্য আহত হয়। এই শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের কয়েক জনের আঘাত সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

সবিশেষ সত্বরতার সহিত আপনার সৈনিকদল সমভিব্যাহারে বেলোড়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গিলেস্পি বেলোড়ের দুর্গ-প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইয়া, দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। দুর্গের বাহিরের কপাট উদ্ঘাটিত ছিল, কিন্তু ভিতরের কপাট অবরুদ্ধ ও বিপক্ষদলের অধিকৃত থাকাতে কামানের সাহায্য ব্যতীত গন্তব্য পথ বিমুক্ত করিবার সম্ভাবনা ছিল না। কামানও দ্রুতগতিতে আসিতেছিল। দুর্গের অভ্যন্তরে অনেক গুলি ইউরোপীয় ছিল, এক জন সুদক্ষ অধিনেতা থাকিলেই ইহাদের দ্বারা শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারা যাইত। সুতরাং যখন দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা হইতেছিল, তখন গিলেস্পি একাকীই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সমুন্নত দুর্গপ্রাচীরে উঠিবার নিমিত্ত কোন রূপ অধিরোহণী ছিল না। অগত্যা দুর্গের সেনাগণ এক গাছি সুদৃঢ় রজ্জু উপর হইতে নামাইয়া দিল। গিলেস্পি ঐ রজ্জু ধরিয়া অক্ষতশরীরে ও ইউরোপীয় সৈনিকদিগের আনন্দধ্বনির মধ্যে প্রাচীরের উপর আরোহিত হইলেন। দুর্গ-প্রাচীরে উঠিয়াই গিলেস্পি সৈন্যাধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন, এদিকে নির্দ্দিষ্ট কামান গুলি আসিয়া উপস্থিত হইল, ইউরোপীয়গণ গিলেস্পির আদেশে শত্রুদলের আক্রমণ নিরস্ত করিতে সজ্জিত হইল। সুদক্ষ অশ্বারোহিগণের পরাক্রমে, দুর্দ্ধর্ষ কামানের তীব্রবেগে, জয়শ্রী অনায়াসেই গিলেস্পির হস্তগত হইল। অনেকে ব্রিটিশ সৈনিকদলের অসির আঘাতে গতাসু হইল, এবং অনেকে ব্রিটিশ সিংহের দুর্ব্বার পরাক্রম সহিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। এত ক্ষণে টিপুসুলতানের পুত্রদ্বয়ের সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তাঁহারা বিজয়-গৌরবে প্রমত্ত হইয়া, ইংরেজের পরাক্রম, কালের অতল সাগরে নিমজ্জিত হইল বলিয়া, ভাবিতেছিলেন, এক্ষণে সে ভাবনা দূরে অন্তর্দ্ধান করিল। হস্তভ্রষ্ট রাজ্য পুনর্ব্বার পদানত হইল ভাবিয়া, তাঁহারা কল্পনার নেত্রে যে উৎসব দেখিতেছিলেন, তাহা অন্ধকারে মিশিয়া গেল। তাঁহারা এক্ষণে ইংরেজদিগের করুণার ভিখারী হইলেন। টিপুসুলতানের বংশধরগণ কর্ণেল মেরিয়টের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ছিলেন। রক্ষাকর্ত্তা মেরিয়টের অনুকম্পায় তাঁহাদিগকে আর সামরিক বিধির অধীন হইয়া কোনরূপ গুরুতর দণ্ড গ্রহণ

করিতে হইল না। টিপুসুলতানের পুত্রদ্বয় ব্রিটিশ সিংহের নিকট করুণা-প্রার্থী হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা সে করুণা হইতে বঞ্চিত হইলেন না *।

সিপাহীদিগের এই আকস্মিক অভ্যুত্থান দেখিয়া, গবর্ণমেণ্ট অনেক শিক্ষা পাইলেন। গভীর নিশীথে অচিন্তনীয় বিপ্লব রাজপুরুষদিগের হৃদয়ে পূর্ব্বসাবধানতার রেখাপাত করিল। যে সকল আদেশে সিপাহীদিগের আপত্তি থাকিতে পারে, গবর্ণমেণ্ট তৎসমুদয় রহিত করিবার কল্পনা করিলেন। কিন্তু ইহাতে এ আশঙ্কা একবারে নিবারিত হইল না, যে অনল সিপাহীদিগের হৃদয়ে প্রবেশিত হইয়াছিল, তাহা ইহাতেও নির্ব্বাপিত হইল না। ঘৃণিত টুপি সিপাহীদিগের সমক্ষে অনলে দগ্ধ করা যাইতে পারে, কর্ণ-ভূষণ প্রত্যর্পিত হইতে পারে, ললাট-দেশ তিলকরাজিতে পুনর্ব্বার শোভা ধারণ করিতে পারে, তথাপি প্রকৃত শান্তির রাজ্য বহু অন্তরে অবস্থিতি করিয়া থাকে। সিপাহীগণ সাধারণ্যে যে গভীর উত্তেজনায় অসি ধারণ পূর্ব্বক ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, সে উত্তেজনা শীঘ্র শীঘ্র নিবারিত হইবার নহে। বেলোড়ের দুর্গ সুলতান-বংশের ব্যাঘ্র-লাঞ্ছিত পতাকার পরিবর্ত্তে পুনর্ব্বার ব্রিটিশ সিংহের বিজয়-বৈজয়ন্তীতে শোভা পাইতেছিল, তথাপি আর দুই এক স্থানে উত্তেজিত সিপাহীগণ, ব্রিটিশ সিংহের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কেবল মহীশূরে ও কর্ণাটে, সিপাহীগণ অসন্তুষ্ট হইয়া, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয় নাই; অন্যান্য স্থানেও ইহাদের অসন্তোষ গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল। হয়দরাবাদে সৈনিকগণ এরূপ অসন্তুষ্ট হয় যে, তথায় ভয়ানক বিপ্লবের আশঙ্কা করা হইয়াছিল। কিন্তু নিজাম ও তাঁহার সুদক্ষ মন্ত্রী মীর

* কে সাহেবের সংগৃহীত বিবরণ অবলম্বন করিয়া এই অংশ লিখিত হইল। উহার সহিত প্রস্তাবিত বিষয়সম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থোক্ত বিবরণের একতা লক্ষিত হইবে না। কথিত আছে, যে আফিসর আর্কটে সংবাদ লইয়া যান, তিনি সুবিস্তৃত দুর্গ-পরিখা সন্তরণ দ্বারা পার হন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্রে লিখিত আছে যে, মেজর কোটস্ দুর্গের বাহিরে ছিলেন। সাধারণতঃ উক্ত হইয়া থাকে, গিলেস্পি অধিরোহণী বা রজ্জুর সাহায্যে দুর্গের প্রাচীরে উঠেন নাই। দুর্গস্থ সৈনিক পুরুষগণ আপনাদের কটিবন্ধনী পরস্পর জড়াইয়া গিলেস্পিকে টানিয়া উপরে তুলে। কিন্তু কে সাহেব গিলেস্পির স্বাক্ষরিত পত্রপাঠে অবগত হইয়াছেন যে, গিলেস্পি রজ্জুর সাহায্যে উঠিয়াছিলেন।—*Kaye, Sepoy War, Vol. I, p.232, note.*

আলম ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া, বন্ধুজনোচিত কার্য্য করিয়াছিলেন। যখন চারি দিকে সিপাহীদিগের গুপ্ত পরামর্শ চলিতেছিল, যখন ভারতের মানচিত্র হইতে ব্রিটিশ অধিকারের সমস্ত চিহ্নের বিলোপ সাধনই সিপাহীদিগের এক মাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল, যখন ইংরেজের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সিপাহীগণ সজ্জিত হইতেছিল, তখন নিজাম ও তাঁহার মন্ত্রীর সুহৃৎপ্রেম বিচলিত হয় নাই। হয়দরাবাদের লোকে নিজামকে ইংরেজদিগের সপক্ষ দেখিয়া, হয়দরাবাদের মুসলমান-রাজত্বের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই *।

এই সার্ব্বজনীন আশঙ্কা ও ভীতির সময়ে দুই একটি কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়া, সিপাহীদিগকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলে। একেই সেনাগণ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার পর কর্ণেল মণ্ট্রেসরের আবির্ভাবে ঘটনাচক্র অধিকতর সাংঘাতিক হইয়া উঠে। মণ্ট্রেসর সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া কতিপয় ঘৃণিত ও অশ্রদ্ধেয় নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। তিনি বাজারে টমটম বাজাইবার নিয়ম রহিত করিলেন। এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব নিয়মের প্রবর্ত্তনায় হিন্দু সিপাহীদিগের মর্ম্মে আঘাত লাগিল। তাহারা মনে করিল, কোম্পানি উৎসবাদিতেও তাহাদিগকে বাদ্য বাজাইতে নিষেধ করিতেছেন। সুতরাং তাহারা এত দিন হৃদয়ে যে আশঙ্কা পোষণ করিয়া আসিয়াছিল, তাহা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল, হয়দরাবাদের প্রতি রাস্তাতে প্রতি গলিতে, একই আশঙ্কা একই ভীতি বিরাজ করিতে লাগিল এবং সিপাহীদিগের প্রতি জনের হৃদয়ই এক সময়ে এক বিষে কালীময় হইয়া উঠিল।

ভারতীয় সৈনিকদিগের বিদ্বেষভাব এরূপ প্রবল ছিল, এবং আশঙ্কিত

* হয়দরাবাদের রেসিডেণ্ট কাপ্তেন সিডেনহাম একদা লিখিয়াছিলেন যে, তিনি হয়দরাবাদে বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন, সিপাহীরা বিদ্রোহী হইলে, আপনাদের আফিসরদিগকে বধ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিল। মীর আলম ও অপরাপর ইংরেজপক্ষীয় ব্যক্তিকে নিহত, এবং নিজামকে পদচ্যুত ও অবরুদ্ধ করিয়া ফেরিদুন জাকে দেওয়ান অথবা হয়দরাবাদের গদিতে আরোহিত করিবার প্রস্তাব হয়।—*Captain Thomas Sydenham to Mr. Edmonstons, M. S. Correspondence, Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. I, p. 235, note.*

বিপদ এরূপ ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইয়াছিল যে, প্রাচীন সিপাহীআফি-সরেরা মণ্টেসরকে অশ্রদ্ধেয় ও ঘৃণিত নিয়ম গুলি রহিত করিতে আগ্রহাতিশয়ে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনাপতি ইহাতে আদৌ সম্মত হন নাই; পরিশেষে যখন বেলোড়ের নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ উপস্থিত হইল, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, এইরূপ কঠোর বিধি প্রচলিত রাখিলে সিপাহীগণ বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টও অসন্তুষ্ট হইবেন। সুতরাং তিনি পূর্ব্ব আজ্ঞা রহিত করিবার আবশ্যকতা বোধ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও সিপাহীগণ সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্যারেডের সময়ে আপনাদের টুপি অবজ্ঞা-সহকারে ভূতলে নিক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইল না। চারি দিকে অসন্তোষ, চারি দিকে আকস্মিক বিপ্লবের ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি বিরাজ করিতে লাগিল। শেষে প্রগাঢ় চেষ্টা ও সুশৃঙ্খলায় হয়দরাবাদ এই বিপ্লব হইতে রক্ষা পাইল এবং বিদ্রোহোন্মুখ সৈনিকগণ ইউরোপীয় ও ভারতীয় সিপাহীর প্রহরিতায় মছলীপট্টনে প্রেরিত হইল।

কিন্তু শান্তির সুখময় রাজ্য ইহাতেও প্রতিষ্ঠিত হইল না। মহীশূর রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী নন্দিদুর্গে সিপাহীদিগের অসন্তোষ ও বিরাগ স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে লাগিল। নন্দিদুর্গে সৈন্য সংখ্যা বেশি ছিল না। কিন্তু এখানকার দুর্গ পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত বলিয়া সুদৃঢ় ও দুরতিক্রমণীয় ছিল। অধিকন্তু বঙ্গলূর, এই স্থান হইতে এক দিনের পথ, সুতরাং যুদ্ধোন্মত্ত সৈনিক-গণ অনায়াসে বঙ্গলূর হইতে এই স্থানে আসিতে পারিত। এই স্থানের সৈনিকগণ অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে সজ্জিত হইল। হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীগণ একত্র হইয়া এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরস্পর ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ হইয়া উঠিল।

যে দিন তাহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে পর্য্যুদস্ত করিতে অভ্যুত্থিত হইবে, যে দিন তাহারা ব্রিটিশ আফিসরদিগের শোণিতে আপনাদের অসি রঞ্জিত করিবে, সে দিন পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ১৮ই অক্টোবর এই নিদারুণ ঘটনার সূত্রপাত হইবে বলিয়া সকলে পরামর্শ করে। সিপাহীরা আপন আপন পরিবারবর্গকে দুর্গের বাহিরে পাঠাইয়া আপনাদের শেষ প্রতিজ্ঞার

পালন জন্য সজ্জীভূত হইতে লাগিল। ১৮ই অক্টোবর গভীর নিশীথে সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া ইংরেজ আফিসরদিগকে আক্রমণ করিত, এবং করাল করবালপ্রহারে তাহাদিগকে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত করিয়া রাখিত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই নিদারুণ শোণিত-স্রোতে পৃথ্বীদেহ আর কলঙ্কিত হইল না। সেই দিন অপরাহ্ণ আটটার সময় এক জন ইংরেজ আফিসর অশ্বারোহণে দ্রুতগতিতে সেনাপতির গৃহে উপনীত হইয়া, তাঁহাকে ভবিষ্য বিপদের সংবাদ জানাইলেন। অশ্বারোহী আফিসর এই সংবাদ দিতে না দিতেই, এক জন প্রসিদ্ধ ভারতীয় বৃদ্ধ আফিসর পূর্ব্বের ন্যায় দ্রুতগতিতে সেই সংবাদ লইয়া, সেই স্থানে উপনীত হইলেন। সুতরাং এক্ষণে সন্দেহের কারণ রহিল না, এবং বিলম্বেরও অবকাশ রহিল না। বিশিষ্ট সত্বরতা সহকারে বঙ্গলূরে সংবাদ প্রেরিত হইল। এদিকে ইউরোপীয় সৈনিকগণ, যে স্থানে থাকিলে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারা যায়, সেই স্থানে শত্রুপক্ষের আক্রমণ নিরস্ত করিবার জন্য সজ্জিত হইয়া রহিল। বিনা আক্রমণে বিনা বাধায় ভয়ঙ্কর রাত্রি প্রভাত হইল। রাত্রি প্রভাত হইলে কর্ণেল ডেবিসের নিকট এই সংবাদ উপস্থিত হইল, অপরাহ্ণ তিনটার সময় তাঁহার সৈনিকদল নন্দিদুর্গের নিকট সমবেত হইতে লাগিল।

নন্দিদুর্গে আর কোনও গোলযোগ রহিল না। নবেম্বর মাস সমাগত হইল, কিন্তু এই নূতন মাসের সহিত নূতনবিধ অসুবিধা ও নূতনবিধ অশান্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল। পালামকোটে মেজর ওয়েল্‌স্‌ ও ছয় জন আফিসরের অধীন এক দল সিপাহী সৈন্য ছিল। ইহাঁদের অনেকের আত্মীয় বেলোড়ের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, এই নিদারুণ মর্ম্ম বেদনা ইহাদিগকে ব্রিটিশ কোম্পানির পরম শত্রু করিয়া তুলিয়াছিল। নবেম্বর মাসের শেষে মুসলমান সিপাহীগণ ইউরোপীয়দিগকে নিহত করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল, কিরূপে ব্রিটিশ আফিসরদিগের গৃহে অগ্নি দিবে, কিরূপে অগ্নিকাণ্ডের গোলযোগে সকলকে মৃত্যু-মুখে পাতিত করিবে, কিরূপে দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে, কিরূপে দুর্গোপরি আপনাদের পতাকা উড্ডীন করিবে, তাহা স্থির করিতে বিলম্ব হইল না। এক জন মলবারদেশীয় লোক ছদ্মবেশে এই সংবাদ লইয়া, ব্রিটিশ সেনাপতির নিকট উপস্থিত হয়।

মেজর ওয়েল্‌স্‌ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র এই বৈরভাবের নিরাকরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও কার্য্য-নৈপুণ্যে ষড়যন্ত্রকারিগণ নিরস্ত হয়। ইহার দুই দিন পরে তিরুনেলুবলী বিভাগের সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল ডাইস্‌ পালামকোটে উপস্থিত হইয়া হিন্দু সিপাহীদিগকে একত্র করেন এবং তাহাদিগকে ব্রিটিশ কোম্পানির পক্ষ সমর্থন করিতে আদেশ দেন। হিন্দু সিপাহীগণ সকলেই ব্রিটিশ পতাকার আশ্রয়ে কার্য্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, সকলেই অটল প্রভুভক্তি ও অনমনীয় বিশ্বাস প্রদর্শন করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে। এইরূপ দৃঢ়তা ও কর্ত্তব্যকুশলতায় পালামকোট নররুধিরের বিকাশক্ষেত্র হয় নাই। এইরূপে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রধান প্রধান সেনানিবাসেই ভারতীয় সৈনিকদিগের বিদ্বেষানল প্রধূমিত হয়, স্থানবিশেষে উহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং স্থান-বিশেষে উহা সাবধানতা ও সুশৃঙ্খলার বলে ধূমমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়।

এই সমস্ত নিদারুণ ঘটনার ছয় মাস পরে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের চৈতন্য হইল। তাঁহারা তখন স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিলেন, এতদ্দেশীয় সৈনিকেরা আপনাদের ধর্ম্মলোপ ও জাতিলোপের আশঙ্কায় যেরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে তাহাদের অসন্তোষকর নিয়ম প্রচলিত রাখা বিধেয় নহে। সুতরাং পূর্ব্বে যে অশ্রদ্ধেয় নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় তিরোহিত হইল। গবর্ণমেণ্ট সিপাহীদিগকেও স্নেহ ও প্রীতি-পূর্ণ ভাবে সম্বোধন করিয়া তাহাদের জাতি, ধর্ম্ম ও অনুশাসন রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ২রা ডিসেম্বর মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আপনাদের মন্ত্রিসভায় এক খানি ঘোষণা-পত্রের প্রণয়ন ও অনুমোদন করিলেন। পর দিবস উহা প্রচারিত এবং হিন্দুস্থানী, তামিল ও তেলিগু ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রতিসৈনিকদলে প্রেরিত হইল। ঐ ঘোষণাপত্রে অনেক কথা লিখিত ছিল, সম্ভ্রম-হানি ও ধর্ম্মলোপের অমূলক আশঙ্কার বিষয় সুপ্রণালীতে সুযুক্তিসহকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ঐ ঘোষণাপত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সিপাহীদিগের প্রতি সর্ব্বদা যেরূপ অনুকম্পা ও উদারতা দেখাইয়া আসিতেছেন, তাহাতে তাহাদের সুখ-সৌভাগ্যের হানি হইবে না। এরূপ অনুকম্পা ও সৌজন্য

পৃথিবীর অন্য কোন অংশের সৈনিকগণ অন্য কোন গবর্ণমেণ্ট হইতে লাভ করে নাই। তাহারা লরেন্স ও কুটের সময়ে যে সদাচরণে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্টের এই উদারতা অবশ্যই তাহাদিগকে সেই সদাচরণে প্রবর্ত্তিত করিবে। যদি তাহারা এইরূপ সদাচার-সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে যথানিয়মে দণ্ডিত করিতে অবশ্যই প্রস্তুত হইবেন। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া সিপাহীদিগকে শান্ত ও সুব্যবস্থিত করিলেন। এ দিকে দণ্ডবিধির অক্ষুণ্ণ শক্তি হত্যাকারী-দিগকে শাস্তিপ্রদানে উন্মুখ হইল। যাহারা হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া-ছিল, তাহাদের প্রাণ-দণ্ড এবং অপর কয়েক জন পদচ্যুত হইল। এই স্থলেই দণ্ডবিধির কার্য্য শেষ হইল না। বিলাতের ডিরেক্টর সভা এই বিপ্লবে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং মাদ্রাজের গবর্ণর, প্রধান সেনাপতি ও আড্‌জুটাণ্ট জেনেরলকে অযোগ্য ও অব্যবস্থিত বিবেচনায় পদচ্যুত করিলেন।

এক বৎসরেই এই আকস্মিক বিপ্লবের শান্তি হইল, এক বৎসরেই ব্রিটিশ সিংহের অপ্রতিহত প্রতাপ পুনর্ব্বার সমগ্র দক্ষিণাপথে সকলের ভীতি-স্থল হইয়া উঠিল। নূতন বৎসরে এক্ষণে নূতনবিধ তর্ক ও নূতনবিধ আন্দোলনের আবির্ভাব হইল।

১৮০৮ অব্দ।

কি কারণে এই বিপ্লবের সূত্রপাত হইল? কাহার দোষে এই বিপ্লব সঙ্ঘটিত হওয়াতে রুধিরস্রোত প্রবাহিত হইল? ইহা কি রাজনীতি-ঘটিত অভ্যুত্থান? না বহিঃস্থ লোকের ষড়যন্ত্র? নিদারুণ বিপ্লব ও তন্নিবন্ধন নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের পর এই সকল প্রশ্ন উঠিয়া, রাজনীতিজ্ঞ ও সৈনিকপ্রধান-দিগের মস্তিষ্ক আন্দোলিত করিয়া তুলিল। রাজনীতিজ্ঞগণ, ইংরেজী প্রণালীর অনুযায়ী গোল টুপিই এই বিপ্লবের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণের সমক্ষে ঐ কারণ সমীচীন বোধ হইল না। তাঁহারা এই বিপ্লবে রাজনীতির চাতুরী দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন, অনেক সিপাহী নূতন প্রণালীর টুপি দর্শনে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিল, এবং অনেকে উহা ব্যবহার করিতে উৎসুক হইয়াছিল। সুতরাং ঐ টুপির জন্য সিপাহীগণ উত্তেজিত হইয়া ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে

নাই। টিপুসুলতানের পদচ্যুত সন্তানদিগের মন্ত্রণাই তাহাদিগকে ঐ বিপ্লবের উৎপাদনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। যদি পদচ্যুত সুলতানগণ পরামর্শ দিয়া বেলোড়ের সিপাহীদিগকে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে উত্তেজিত না করিতেন, যদি সুলতানদিগের প্রতিশ্রুত পুরস্কারের লোভে সিপাহীগণ উৎসাহযুক্ত না হইত, যদি তাহাদের অনুচরবর্গ আপনাদের বিনষ্ট গৌরবের উদ্ধারের আশা হৃদয়ে সম্পোষণ না করিত, তাহা হইলে কখনও ঈদৃশ নিদারুণ কাণ্ড সজ্ঘটিত হইত না। এই রূপে রাজ্যশাসনবিভাগের এক এক সম্প্রদায় দাক্ষিণাত্য সিপাহীদিগের অভ্যুত্থানের এক এক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক ও সৈনিক বিভাগ, উভয়ই স্ব স্ব দায়িত্ব হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এক দল টুপির উল্লেখ করিয়া সামরিক নীতিতে দোষার্পণ করিয়াছেন, অন্যতর দল রাজ্যগ্রহণের উল্লেখ করিয়া, রাজনীতিতে কলঙ্কারোপ করিয়াছেন।

কিন্তু তৃতীয় দল উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে অন্য একটি কারণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মতানুসারে চারি দিকে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচার ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-মন্দির স্থাপিত হওয়াতে সাধারণের হৃদয় আপনাদের সনাতন ধর্ম্ম-নাশের আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সাধারণে এজন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে অবজ্ঞার ভাবে দেখিতেছিল। ইহার পর একটি অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়কর কিংবদন্তী প্রচারিত হইয়া সাধারণকে শঙ্কিত করিয়া তুলে। সাধারণে ভাবিয়াছিল যে, কোম্পানি বাজারের সমস্ত লবণ ক্রয় করিয়া, স্তূপে স্তূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন, উহার এক স্তূপে গোরক্ত ও অন্যতর স্তূপে শূকর-রক্ত দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং এতদ্দ্বারা হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই জাতিপাত করিবার অভিসন্ধি হইতেছে। এইরূপ কিংবদন্তীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, এইরূপে ধর্ম্ম-হানির আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়াই দক্ষিণাপথের সিপাহীগণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে।

বেলোড়ের বিপ্লব সম্বন্ধে যে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সমিতি কয়েকটি কারণের উল্লেখ করেন। ডিরেক্‌টরগণ ঐ সমস্ত কারণের অনুমোদন করিয়াছিলেন। ভারতীয় সৈনিকদিগের পরিচ্ছদ ও বেশের পরিবর্ত্তনকেই ইঁহারা এই বিপ্লবের একটি প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ,

টিপুসুলতানের পুত্রদিগের বেলোড়ে অবস্থিতি। টিপুর পুত্রগণ বেলোড়ে থাকাতেই সিপাহীরা তাঁহাদের প্ররোচনায় আফিসরদিগের প্রাণনাশে যত্নপর হইয়াছিল। কিন্তু লিডনহল ষ্ট্রীটের বণিক্ প্রভুগণ উহা অপেক্ষাও দূরতর কারণের নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইলেন। অব্যবহিত কারণ-পরম্পরা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সভাপতিদ্বয় বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের অধ্যক্ষকে এক খানি অভিজ্ঞতা-পূর্ণ পত্র লিখিয়া চমকিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা এক বাক্যে নির্দ্দেশ করিলেন, ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত অল্প জ্ঞানবিশিষ্ট, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সহিত সমবেদনাশূন্য এবং ভারতবর্ষের আচারব্যবহারে অসহিষ্ণুভাবাপন্ন লোকে এক্ষণে সামরিক ও রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান প্রধান পদগুলি ক্রমে অধিকার করিয়া তুলিতেছেন। এই জন্য ভারতীয় সৈনিকদল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি ক্রমশঃ আস্থাশূন্য হইয়া পড়িতেছে। অধিকন্তু লর্ড ওয়েলেস্‌লির রাজ্য-গ্রহণ-নীতিতে মহীশূরের মুসলমান-বংশ ভিখারীর অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, এজন্য সাধারণেও গবর্ণমেণ্টের সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে আস্থা-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে; এবং সকল বিষয়েই ইংরেজী প্রণালী ও ইংরেজী মত প্রবর্ত্তিত হওয়াতে শাসক ও শাসিতদিগের মধ্যে ক্রমেই দূরতর সম্বন্ধ ঘটিয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে তাদৃশ বন্ধুতা ও তাদৃশ ঘনিষ্ঠতার সঞ্চার হইতেছে না, এই জন্যই ভারতবর্ষীয়গণ অনেক সময়ে উত্তেজিত হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতে সঙ্কুচিত হয় না *।

বেলোড়ের বিপ্লবের পরেও অন্যান্য ঘটনাবশতঃ ভারতীয় সৈনিক-দল আপনাদের আফিসর হইতে দূরতর হইয়া পড়ে। সিপাহীগণ ভবিষ্য সুখ ও ভবিষ্য সৌভাগ্য লক্ষ্য করিয়া, ব্রিটিশ কোম্পানির কার্য্য-ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। আশা ও বিশ্বাস, উভয়ই একত্র হইয়া, তাহাদের সম্মুখে সুখ ও শান্তির নয়নরঞ্জন দৃশ্য বিস্তার করে। এই সুখ ও শান্তির সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সৈনিকগণ অপেক্ষা আমাদের দেশের সৈনিক-

* *The Chairman and Deputy Chairman of the East India Company (Mr. Parry and Mr. Grant) to the President of the Board of control (Mr. Dundas.)—M. S. Records. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. I p. 251.*

ণ অধিকতর সৌভাগ্যশালী। ইংলণ্ডের অতি অল্প লোকেই ভাবি
খ ও সৌভাগ্যের আশায় সৈনিকবিভাগে প্রবিষ্ট হয়, এবং অতি
ল্প লোকেই যুদ্ধ ব্যবসায় করিয়া, সম্মান ও মর্য্যাদা প্রাপ্তির আশা করিয়া
াকে। যাহারা নির্ব্বিণ্ণ, নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হইয়া পড়ে, অথবা নিদারুণ
শাবিপর্য্যয় যাহাদিগকে সামাজিক সংস্রব-শূন্য করিয়া তুলে, তাহারাই প্রায়
ংলণ্ডের সৈনিকদল পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের সেনাগণ কোনও সুখ,
কানও সৌভাগ্যের প্রত্যাশী হয় না, কোনও শান্তি তাহাদের ভাবি জীবনকে
ুখময় ভাবে পরিপূর্ণ করে না, এবং কোন আশা বা কোনও আশ্বাস,
াহাদের সম্মুখে নেত্রতৃপ্তিকর দৃশ্য প্রসারিত করিয়া রাখে না। সে
মাজ-বহির্ভূত হইয়া অপরের প্ররোচনায় সৈনিক কর্ম্ম গ্রহণ করে, এবং
পরের প্ররোচনায় পার্থিব বন্ধন-শূন্য আত্মাকে সামরিক কার্য্যে সংযত
াখিতে যত্ন করিয়া থাকে। অল্প লোকেই তাহার সংবাদের জন্য লালায়িত
য়, অল্প লোকেই তাহার অভ্যর্থনা ও সমাদর করিতে উৎসুক হইয়া
াকে। সে এইরূপ আশাশূন্য, সৌভাগ্যশূন্য ও সংস্রব-শূন্য হইয়া অস্তিত্ব
াত্রে পর্য্যবসিত হয়, এবং জীবিত থাকিয়াও এক প্রকার মৃতের ন্যায় অব-
্তি করে। আপনাদের কেহ মহারাণীর সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইলে, ইং-
ণ্ডের অনেক পরিবার, তাহা তাদৃশ গৌরবকর বা শ্লাঘাকর বিবেচনা
রেন না, ঈদৃশ জীবন্মৃত ও অস্তিত্বমাত্রে পর্য্যবসিত ব্যক্তিদের সহিত
াহাদের তাদৃশ সমবেদনা থাকে না।

কিন্তু অস্মদ্দেশীয় সৈনিক এরূপ জীবন্মৃত নহে, কিংবা এরূপ
ামাজিক সংস্রব শূন্য ও অস্তিত্বমাত্রে পর্য্যবসিত নহে। সে সৈনিকদলে
বিষ্ট হইয়াও স্বজাতি বা স্ববন্ধু হইতে বিচ্যুত হয় না, অথবা যুদ্ধব্যবসায়
রিয়াও কোন প্রকার স্বত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে না। সে
নিক হইয়াও আপনার গৌরবে আপনি উন্নত হয়, এবং সমরক্ষেত্রে
কাম্পানির পক্ষ সমর্থন করিয়াও, সর্ব্ব প্রকার সুখশান্তির অধিকারী হইয়া
কে। সে সময়ে সময়ে আপনার বাটীতে উপস্থিত হয়, সময়ে সময়ে পারি-
রিক সুখ সম্ভোগ করে, সময়ে সময়ে আপনার বেতনের অধিকাংশ
ড়ীতে পাঠাইয়া থাকে। সিপাহীগণ যে, পুরুষানুক্রমে কোম্পানির লুণ

খাইয়া আসিয়াছে, ইহা তাহাদের একটি প্রধান গৌরবের বিষয়। তাহাদের ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, সকল সময়ই প্রশান্তভাবে পরিপূর্ণ থাকে, এবং সকল সময়েই তাহাদিগকে উৎকৃষ্টতর কার্য্যে, মহত্তর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে উত্তেজিত করে। কোন বিকার, কোন অশান্তি, তাহাদের পূর্ব্বস্মৃতিকে কলুষিত করে না, অথবা কোন অভাব, কোন অনাশ্বাস তাহাদিগকে বর্ত্তমানকালে তীব্র দুঃখানলে বিদগ্ধ করে না, ভবিষ্যতেও তাহার সৌভাগ্যের অন্তরায় হয় না। সিপাহীদিগের অনেকে যত্নপূর্ব্বক কোম্পানির পক্ষ সমর্থন করিয়া, অন্তিমে শান্তিসুখ ভোগের আশায় পেন্সন গ্রহণ পূর্ব্বক পরম প্রীতিসহকারে কালাতিপাত করিয়া থাকে। তাহারা আবাসপল্লীতে সুচ্ছায়, সুবিস্তৃত বটতরুমূলে গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া আপনাদের ভূতপূর্ব্ব কাহিনীর কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়। লরেন্স, কূট, মিডো, কি প্রকার যোদ্ধা ছিলেন, ফরাসিদিগের সহিত কি প্রকার সংগ্রাম হইয়াছিল, হায়দর আলি ও তাঁহার পুত্র টিপুসুলতানের সহিত কি প্রকার দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তাহারা ইহাই আপনাদের আত্মীয়গণের সমক্ষে কীর্ত্তন করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করে। আপনাদের কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা যেরূপ প্রফুল্ল-চিত্ত ও উৎসাহযুক্ত থাকে, কার্য্যের অবসান হইলেও আপনাদের পরিবারমধ্যে সেইরূপ উৎসাহ ও সেইরূপ শান্তি, তাহাদিগকে অমৃতপ্রবাহে অভিষিক্ত করে। কোন সিপাহী পূর্ণযৌবনে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে আগমন করে, এবং পূর্ব্বের ন্যায় পরিবার-বদ্ধ হইয়া বড় লাটের ভ্রাতা ছোট ওয়েলেস্‌লি সাহেব (আর্থর ওয়েলেস্‌লি) অথবা লিক সাহেবের (লর্ড লেকের) বীরত্বকাহিনী বিবৃত করিয়া, আত্মীয়দিগের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে। এইরূপ সুখ, এইরূপ শান্তি ও এইরূপ আমোদে সিপাহীদিগের অবকাশকাল অতিবাহিত হয়। তাহারা আপনার আবাসপল্লীতে এইরূপ গণনীয়, এইরূপ শ্রদ্ধেয় ও এইরূপ মাননীয় হইয়া, সুখে কালাতিপাত করে। তাহাদের অনেকেরই ভূসম্পত্তি থাকে, এবং অনেকেই সেই সম্পত্তি নির্ব্বিবাদে ভোগ করিয়া আপনার অবস্থায় সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত ও প্রফুল্ল থাকে। সামরিক বেশ ও সামরিক ব্যবসায়, কোম্পানির সিপাহীদিগের আত্মগৌরব, আত্মাদর ও আত্মগর্ব্বের প্রধান পরিচয়-স্থল। যে সকল সম্প্রদায় হইতে সিপাহীরা

সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, সৈনিকদল পরিপুষ্ট করে, সে সকল সম্প্রদায় সর্ব্বোপরিতন প্রভুশক্তির সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া, আপনাদিগকে শত গুণে গৌরবান্বিত বিবেচনা করে। কোম্পানির সৈনিক কার্য্য দেশীয় লোকের পক্ষে একটি গৌরবকর ব্যবসায়। এদেশের সাহসসম্পন্ন ও শৌর্য্যশালী পুরুষদিগের সকলেই এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে আগ্রহান্বিত হয়, এবং সকলেই ইহা হইতে বিচ্যুত হইলে আপনাদিগকে অপমানিত, অপদস্থ ও অনাশ্রয় বিবেচনা করিয়া থাকে।

পূর্ব্বতন ইংরেজ আফিসরেরাও সহৃদয়, অমায়িক ও সিপাহীদিগের অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারা সিপাহীদিগকে স্বগোষ্ঠীর লোক বলিয়া মনে করিতেন, অনেক সময়ে, অনেক স্থলে তাহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া তাহাদের নিকট বাজারের গল্প বা প্রাচীন সময়ের কথা শুনিতেন, এবং সকল সময়ে তাহাদের সুখসৌভাগ্য ও তাহাদের আমোদ আহ্লাদবর্দ্ধনে যত্নপর থাকিতেন। সিপাহীরা আফিসরদিগকে আশ্রয়-দাতা, প্রতি-পালন-কর্ত্তা ও মঙ্গল-বিধাতা বলিয়া মনে করিত, এবং তাঁহাদের আদেশ-পালনে ও তাঁহাদের পক্ষসমর্থনে সন্তুষ্ট হইত। তাহারা আফিসরদিগকে আপনাদের শোকের সান্ত্বনাকর্ত্তা ও অনিষ্টের প্রতিবিধান-কর্ত্তা মনে করিত। ফলতঃ আফিসরেরা দয়া, উদারতা ও সৌজন্যগুণে সর্ব্বতোভাবে সিপাহীদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সিপাহীরা তাঁহাদিগকে পিতৃস্থানীয় ভাবিত, এবং তাঁহাদের "বাবা লোক" অর্থাৎ পুত্রস্থানীয় বলিয়া পরিচিত হইলে আহ্লাদিত হইত।

কিন্তু এসময় শীঘ্রই অন্তর্হিত হইল, শীঘ্রই এ সময়ের উদারতা, সমদর্শিতা ও সমবেদনা বিগত কালস্রোতে বিলীন হইল। প্রাচ্য ভূখণ্ডে ব্রিটিশাধিকারের বৃদ্ধির সহিত স্থল বিশেষে অধিনায়ক সম্প্রদায়েরও অব্যবস্থিততা, অসতর্কতা ও অনুদারতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। আফিসরদিগের পূর্ব্ব ক্ষমতা ও পূর্ব্ব প্রভুত্ব অনেকাংশে ন্যূন হইল, তাঁহারা এক্ষণে আড্‌-জুটাণ্ট জেনেরলের হস্তের ক্রীড়া-পুত্তুল হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বে আফি-সরেরা আপনাদের লোকদিগকে দণ্ডিত করিতে পারিতেন, উন্নত করিতে পারিতেন, সজ্জিত করিতে পারিতেন, সুশিক্ষিত ও সুব্যবস্থিত করিতে

পারিতেন। যে আফিসরের সৈনিকদল সর্ব্ব প্রথম বিজয়-শ্রীতে গৌরবান্বিত হইত, সেই আফিসরের নামানুসারেই সেই সেই সৈনিকদলের নাম হইত। ইহাতে সিপাহীরা বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইত না। তাহারা অধিনায়কের নামানুসারে চিহ্নিত বা পরিচিত হইতে দেখিলে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিত। শেষে ক্রমে ক্রমে রাজ শক্তির উন্নতির সহিত আফিসরদিগের হস্ত হইতে ক্ষমতা অপহৃত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে আফিসরেরা আপনাদের সেনাদলে স্বল্পপরিচিত, স্বল্পমান্য ও স্বল্প আদরের পাত্র হইয়া উঠিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহারা অস্তিত্বমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষমতার অভাবে, প্রভুশক্তির অভাবে আর আফিসরেরা আপন আপন দলে কর্তৃত্ব করিতে পারিলেন না। সিপাহীরাও আর তাঁহাদিগকে আপনাদের রক্ষাকর্ত্তা, প্রতিপালন-কর্ত্তা বা মঙ্গল-বিধাতা বলিয়া জ্ঞান করিল না। আড্‌জুটাণ্ট জেনেরলের আফিস হইতে যাহা নির্দ্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ হইয়া আসিত, আফিসরেরা তাহাতেই অবনত-মস্তক হইতেন, এবং তাহাই আপনার সেনাদলে প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত করিতেন। সিপাহীরা এত কাল আপন আপন আফিসরদিগকে আপনাদের সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যের নিয়ামক বলিয়া, যে ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিল, তাহা ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। আফিসরেরাও সিপাহীদিগের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহপ্রদর্শনে নিরস্ত হইলেন। সুতরাং ঘনিষ্ঠতার পরিবর্ত্তে উভয়ের মধ্যে দূরতা বর্দ্ধিত হইল, এবং সমবেদনা ও সৌহৃদ্যের পরিবর্ত্তে ঔদাসীন্য ও অপ্রণয় স্থান পরিগ্রহ করিল।

এই দূরতা, উদাসীনতা ও অসৌহৃদ্যের সহিত আফিসরদিগের বিলাসপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দ্রুতগতিশীল বাষ্পীয় যান ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের দূরতার হ্রাস করিয়া দিয়াছিল। ইংরেজেরা যেমন শাসন কার্য্যের উন্নতি করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনাদিগকেও উন্নত করিতে বিস্মৃত হন নাই। ভারতবর্ষ ক্রমে ইংলণ্ডের ক্রোড়শায়ী হওয়াতে ইংলণ্ডের বিলাসিতা ও সৌখীনতার তরঙ্গ ভারতের উপকূলেও আঘাত আরম্ভ করিয়াছিল। ইংরেজী সংবাদ, ইংরেজী পুস্তক, ইহার উপর ইংরেজ ললনার ভারতবর্ষে উপস্থিত হইতে লাগিল। ইহাদের সংশ্রবে আফিসরেরাও ভারত

বর্ষীয় ভাব, ভারতবর্ষীয় আচার ও ভারতবর্ষীয় মনুষ্য হইতে দূরে অপসারিত হইতে লাগিলেন। আর সিপাহীদিগের গল্পশ্রবণে, সিপাহীদিগের শৃঙ্খলা-বিধানে ও সিপাহীদিগের উন্নতিসাধনে তাঁহাদের অনুরাগ বা মনোযোগ রহিল না। স্বদেশীয় পুস্তক তাঁহাদের একাগ্রতা আকর্ষণ করিল, স্বদেশীয় বিলাসিতা তাঁহাদের শরীরের প্রতিস্তরে প্রসারিত হইল, এবং স্বদেশীয় ললনার সৌন্দর্য্য-গরিমায় তাঁহাদের সৌভাগ্যলক্ষ্মী গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা এক্ষণে প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈদেশিক হইয়া পড়িলেন, এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতবর্ষীয়দিগকে দূরতর ভাবে দেখিতে লাগিলেন। যে সৌহৃদ্য ও সমবেদনা সিপাহীদিগকে তাঁহাদের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায়ের পার্থক্য এক্ষণে স্পষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। ঈদৃশী সৌখীনতা ধীরে ধীরে ভারতে উপনীত হইল, অলক্ষ্যভাবে গতি প্রসারিত করিল, অপূর্ব্ব শক্তিতে বিজয়-লক্ষ্মী আয়ত্ত করিয়া তুলিল, শেষে আপনার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা বিস্তার করিয়া মোহের অন্ধকারে ইংরেজদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পরিবর্ত্তন-শীল সময়ের সহিত আফিসরদিগের পূর্ব্ব ভাব, পূর্ব্বসজীবতা ও পূর্ব্ব অনুভূতি এতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিল যে, তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া বিলাসিতার স্রোতে দেহ ভাসাইয়া দিতে সঙ্কুচিত হইলেন না; এই স্রোত নিরুদ্ধ করিতে কোন রূপ চেষ্টা হইল না, কোন রূপ চেষ্টা বর্ত্তমান সময়ে অতীতের ছায়া সমর্পণ করিতে অনুষ্ঠিত হইল না। প্রতীচ্য ভূখণ্ডের সুন্দরীগণ প্রতীচ্য ভাবে মনোমোহিনী হইয়া, প্রাচ্য ভূখণ্ডের সৌন্দর্য্য-রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। এই সৌন্দর্য্য ও বিলাসের তরঙ্গে আফিসরদিগের হৃদয়ও আন্দোলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সিপাহীগণের প্রাচ্য ভাব হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। সুতরাং তাঁহাদের সহিত সিপাহীদিগের পূর্ব্বের ন্যায় ঘনিষ্ঠতা বা সমবেদনা রহিল না।

আফিসর ও সিপাহীদিগের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য জন্মিলেও সিপাহীরা প্রকাশ্যভাবে কোনরূপ শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয় নাই। লর্ড আমহর্ষ্ট ও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের সময়ে তাহারা শান্তভাবে কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৮০৬ অব্দের ভয়া-

১৮২২-১৮৩৫ অব্দ।

বহু বিপ্লবের পর সিপাহীদিগের হৃদয় কোনরূপ অশান্তির উত্তেজনায় বিচলিত হইয়া উঠে নাই। তাহারা বিশ্বস্তভাবে, সাহস ও প্রভুভক্তিসহকারে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, এবং সাহস ও প্রভুভক্তিসহকারে যুদ্ধ করিয়া, লর্ড হেষ্টিংসের গবর্ণমেণ্টকে বিজয়-শ্রীতে পরিশোভিত করে। কিন্তু যখন শান্তির রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন সিপাহীগণ অবসর পাইয়া, অদ্ভুত কিংবদন্তী ও গল্পশ্রবণে মনোনিবেশ করে, তখন তাহাদের হৃদয় পুনর্ব্বার তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। ব্রিটিশ কোম্পানির অব্যবস্থিততা সম্বন্ধে সিপাহীদিগের যে সমস্ত অভিযোগ ছিল, তাহা এই সময়ে প্রবলতর হইয়া উঠে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি হইতে এবিষয়ের আর একটি দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইতেছে। ১৮২২ অব্দের বসন্তকালে আর্কটের সৈনিকদলের আবাস-ভূমিতে এক খণ্ড কাগজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কাগজে লিখিত ছিল যে, মহম্মদের ধর্ম্মাবলম্বিগণ ইংরেজদিগের অধীন হইয়া অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছে। এইরূপ অধীনতায় তাহাদের প্রার্থনাও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সমক্ষে অগ্রাহ্য হইতেছে। এজন্য তাহারা অনেকে বিসূচিকায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ঈশ্বরের অভিসম্পাত তাহাদের উপর পতিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের ধর্ম্মরক্ষার জন্য সকলেরই প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আর্কটে ও দিল্লীতে অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান আছে। কিন্তু ইউরোপীয়ের সংখ্যা অতি অল্প মাত্র। ইহাদিগকে এক দিনেই বধ করা সহজ। হিন্দু ও মুসলমানগণ একতাসূত্রে সম্বদ্ধ হউক, নিশ্চয়ই ফল পাওয়া যাইবে। এক্ষণে আর সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। ইংরেজেরা এই দেশের লোকের নিকট হইতে সমস্ত জাইগীর ও ইনাম ভূমি গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে ইহারা তাহাদিগকে বৈষয়িক কার্য্য হইতেও বঞ্চিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইউরোপীয় সৈনিকদল এই দেশে আহূত হইয়াছে, আর ছয় মাসের মধ্যেই ভারতীয় সৈনিকদিগকে নিরস্ত্র করা হইবে। অতএব এরূপ ব্যবস্থা হউক, যাহাতে প্রত্যেক দলের প্রাচীন সুবাদারগণ অন্যান্য সুবাদারদিগকে পরামর্শ দিয়া, সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিতে পারে। সুবাদারেরা আবার জমাদারদিগকে পরামর্শ দিবে, এইরূপে সমগ্র সৈনিকদল ক্রমে উপদিষ্ট হইয়া উঠিবে। বেলোড়, চিতোর, মাদ্রাজ এবং অন্যান্য স্থলে

এইরূপ নিয়মানুসারে কার্য্য হইলে সমস্ত সৈনিককে ইঙ্গিত করা হইবে, যেন তাহারা সকলে এক দিনেই সমুত্থিত হইতে পারে। ১৭ই মার্চ্চ রবিবার এই সমুত্থানের দিন ঠিক হউক। এই ১৭ই মার্চ্চ নিশীথকালে এক জন নায়ক ও দশ জন সিপাহী, এক এক জন ইউরোপীয়ের গৃহে যাইবে, এবং অবলীলাক্রমে ও অসঙ্কোচে শয্যাতেই তাহাদিগকে নিহত করিবে। এই কার্য্য শেষ হইলে ভারতীয় আফিসরগণ সৈনিকদলের অধিনায়কতা গ্রহণ করিবেন, সুবাদারেরা কর্ণেলের বেতন পাইবেন।*

কোন্ ব্যক্তি হইতে এই অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর লিপির উদ্ভব হইয়াছিল, কোন্ ব্যক্তি এইরূপে সমুদয় সৈন্যের হৃদয় বিষাক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। এ সম্বন্ধে সমুদয় অনুসন্ধান নিষ্ফল হইয়াছে। উহা ছয়গণিত অশ্বারোহি-দলের লাইনে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল। উহার অনুরূপ আর এক খানি লিপিও আট গণিত সেনাদলের লাইনে পাওয়া যায়। প্রাপ্তিমাত্র ঐ উভয় লিপিই সেই ষ্টেসনের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। কর্ণেল ফাউলিস্ এ সম্বন্ধে উৎসাহ, একাগ্রতা ও যত্ন সহকারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিলেন না। তিনি প্রত্যেক রেজিমেণ্টের অধিনায়কদিগকে একত্র করিলেন, তাঁহাদিগকে কাগজের লিখিত বিষয় জানাইলেন, এবং তাঁহারা যে সকল ভারতীয় আফিসরদিগকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সহিতও এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে অনুরোধ করিলেন। এই কার্য্য শেষ হইলে, কাগজে যে সমস্ত সেনানিবেশের নাম ছিল, তৎসমুদয়ের অধ্যক্ষদিগকেও এ বিষয় জানান হইল। কিন্তু তাঁহারা কোন রূপ অসন্তোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। নির্দ্ধারিত দিবস নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইল। কোন রূপ অসন্তোষ বা কোন রূপ বিরাগ, সাধারণের মধ্যে শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইল না। এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র ও এই ভয়ঙ্কর অভ্যুত্থান কেবল লিপি-মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া গেল।

কিন্তু অধিক দিন এইরূপ নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইল না, অধিক দিন, এইরূপ প্রশান্তভাব শাসন-সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষদিগকে নিঃশঙ্ক ও নির্ভয় করিয়া রাখিতে পারিল না। উল্লিখিত লিপি প্রাপ্তির কিছু দিন পরেই ডাকে আর এক খানি হিন্দুস্থানী পত্র মান্দ্রাজের গবর্ণর স্যার্ তমাস্ মনরোর হস্ত-

গত হইল। পত্রের ভাবে এইরূপ বুঝা গিয়াছিল যে, উহা সিপাহী সৈন্যের প্রধান প্রধান আফিসরদিগের নিকট হইতে আসিয়াছিল। উহাতে সাধারণতঃ ভারতীয় সৈনিকদলের আত্ম-বেদনা লিপিবদ্ধ ছিল। এই আত্ম-বেদনা ও অভিযোগ গুলি এই; "সমস্ত অর্থ, সমস্ত সম্মানই শ্বেতকায় সর্দ্দার বিশেষতঃ সিবিলকর্ম্মচারীদিগের হস্তগত হইতেছে, পক্ষান্তরে পরিশ্রম ও কষ্ট ব্যতীত আর কিছুই ভারতীয় সেনাগণের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিতেছে না। যদি তাহারা তরবারির বলে কোন দেশ অধিকার করে, তাহা হইলে ঐ সকল বেশ্যাপুত্র কাপুরুষ সিবিল সর্দ্দারেরা সেই দেশে প্রবিষ্ট হয়, সেই দেশ শাসন করে, এবং কিছু কালের মধ্যেই ধনরাশিতে আপনাদের কোষাকার পূর্ণ করিয়া ইউরোপে প্রস্থান-পর হয়। কিন্তু যদি এক জন সিপাহী সমস্ত জীবন পরিশ্রম করে, তাহা হইলেও সে পাঁচ কড়ার বেশি পায় না। মুসলমানদিগের শাসন-সময়ে এবিষয়ে অনেক বিভিন্নতা ছিল। যেহেতু, যখন জয়লাভ হইত, তখন জাইগীর এবং প্রধান প্রধান পদ সৈনিকদিগকে দেওয়া হইত। কিন্তু কোম্পানির শাসন-কালে সকল বিষয়ই কেবল সিবিল কর্ম্মচারীদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। এক জন কলেক্টরের চাপরাশী দেশে যেমন ক্ষমতা ও প্রভুত্ব দেখায়, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু এই চাপরাশী কখনও সৈন্যের ন্যায় যুদ্ধ করে না।" এই পত্র এক জনের উদ্ভাবনাপ্রসূত অথবা এক জন-কর্তৃক লিখিত হইতে পারে। এক জনে আপনার এইরূপ দুঃসহ মনোবেদনা প্রদেশাধিপতির নিকট জানাইতে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু ঐ দুই খানি পত্রের যেরূপ ভাব, ও যেরূপ অভিপ্রায় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা সকল সময়ে সকল সিপাহীরই হৃদয়-নিহিত কথা। এই অভিযোগ ও এই বিকার চিরকাল, তাহাদের অন্তরে জাগরূক ছিল, চিরকাল উহা তাহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করিতেছিল। পরিশেষে উহা আর স্বল্প-পরিসর হৃদয়ে আবদ্ধ থাকিতে পারিল না, উদ্বেলিত হইয়া বাহিরে প্রকাশিত হইল।

ইহার পর সময়ে সময়ে কয়েকটি নিয়ম প্রণীত ও প্রচারিত হইয়া স্থলবিশেষে সৈন্য-সমষ্টির শৃঙ্খলা-বিধানের প্রতিকূলতা সাধন করে। কিন্তু উহাতে সাধারণের মধ্যে শান্তির কোনও ব্যাঘাত হয় নাই, অথবা কোন বিপ্লব।

সঙ্ঘটিত হইয়া কোম্পানির গবর্ণমেণ্টকে বিপদাপন্ন করে নাই। এক সময়ে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে একটি অসন্তোষকর কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে হয়। ডিরেক্টর সভা, সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের বাটা কমাইবার প্রস্তাব করেন। বেণ্টিঙ্ক এই প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হন। ইহাতে সৈনিকগণ সাতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করে, এবং এজন্য চারি দিকে মহাগোলযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই অসন্তোষ ও গোলযোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। এই সময়ে সংবাদপত্রসমূহ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় অনেকে স্বাধীন ভাবে আপনাদের মতামত প্রচার করিতে উদ্যত হয়। অর্দ্ধ বাটার সম্বন্ধে সৈনিকদলের যে অভিযোগ ছিল, তাহা সংবাদপত্রের স্তম্ভে ক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকে। স্বাধীন সংবাদপত্র অসন্তোষ নিবারণের একটি প্রধান উপায়। হৃদয় যে অসন্তোষে পূর্ণ থাকে, কালীর সহিতই ক্রমে তাহা বাহির হইয়া হৃদয়কে শান্ত ও সন্তুষ্ট করিয়া তুলে। এই অসন্তোষ আর সতেজে প্রকাশ পাইয়া কোন রূপ বিপ্লবের কারণ হয় না। বেণ্টিঙ্কের সময়ে অর্দ্ধ বাটার নিয়ম প্রচলিত হওয়াতে সৈনিক কর্ম্মচারিগণ সংবাদপত্রসমূহেই আপনাদের মর্ম্মবেদনা জানাইয়া নিরস্ত হন।

এইরূপে সৈনিক কর্ম্মচারিগণের সমস্ত বিরাগ ও অসন্তোষ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল। ক্রমে সিপাহীরা শান্তির রাজ্যে শান্তভাবে আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্যসম্পাদনে মনোনিবেশ করিল। কিন্তু রাজ্যশাসন-চক্রের পরিবর্ত্তনে সিপাহীদিগের মানসিক শান্তি ও প্রীতি চিরস্থায়ী হইল না। পরিবর্ত্তনশীল রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সুখশান্তির আশাও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। আফগানিস্তানের যুদ্ধে সিপাহীরা বিশিষ্ট সাহস ও দৃঢ়তাসহকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থন করে। তাহারা সেনাপতি পলকের অধীনে আপনাদের পরাক্রমের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিল, নটের অধীনেও আপনাদের বীরত্ব ও সাহসের এক শেষ দেখাইয়াছিল। যখন এই সুদৃশ্য, সুসজ্জিত ও পরাক্রান্ত সৈনিকদল আফগানিস্থানের গিরি-গহ্বর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিল, তখন সিন্ধুর আমীরের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সিপাহীরা অকুতোভয়ে, অটলসাহসে ভীষণ-মূর্ত্তি, ভীম-

পরাক্রম বেলুচাদিগের সহিত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, প্রধান সেনাপতি স্যার্ চার্লস্ নেপিয়ার তাহাদিগের এইরূপ উৎসাহ ও বীরত্ব দেখিয়া প্রশংসাবাদে তাহাদিগকে শত গুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এক্ষণে সিপাহীদিগকে আবার আর একটি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। কিন্তু ইহাতে তাহাদিগের চিরাভ্যস্ত সহিষ্ণুতা বা পরাক্রম স্খলিত হইল না। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সাহসের সহিত মহারাজপুরের রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, এবং পূর্ব্বের ন্যায় পরাক্রমের সহিত সুসজ্জিত অরাতিদলের সহিত যুদ্ধ করিল। অনতিবিলম্বে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রদীপ্ত সমরানল ক্রমে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কিন্তু শান্তির সহিত আবার নূতন বিপদের উদ্ভব হইল। সিন্ধু ব্রিটিশ রাজ্যের একটি অংশ হইয়াছিল, ব্রিটিশ পতাকা সিন্ধুর সমতল-ক্ষেত্রে শোভা পাইতেছিল। যে সিপাহীরা বিজয়-শ্রীর সহিত এই রাজ্য হস্তগত করিতে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারাই এক্ষণে বিজিত রাজ্যরক্ষণে অসম্মতি প্রকাশ করিল।

ভারতে ব্রিটিশাধিকার যে সমস্ত রাজ্যে পরিপুষ্ট হইয়াছে, ব্রিটিশ বিজয়-পতাকা যে সমস্ত রাজ্যে একে একে পরিবর্ত্তনশীল কালের অনন্ত শক্তি প্রকাশ করিয়াছে, সেই সমস্ত রাজ্যাধিকারের ফলের সহিত সিপাহী সৈনিক দলের বিশৃঙ্খলা অনুস্যূত রহিয়াছে। রাজ্যাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অরাতির সংখ্যাও ন্যূন হইয়া আইসে; এই ন্যূনতার সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্য সৈন্য রাখিবার প্রয়োজনও অল্পতর হইয়া উঠে। সৈনিকগণের বিশ্বাস ও ভক্তির উপরে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। শত্রুসংখ্যা ন্যূন হইলে এবং রাজ্যাধিকারের আধিক্য সাধন করিলে, সৈনিকগণ যুদ্ধ-ব্যবসায়ে একরূপ বিরত হয়। সুতরাং যে উচ্চ আশায় তাহারা কোম্পানির সৈনিকদলে প্রবেশ করে, যে উচ্চ আশা তাহাদের হৃদয়নিহিত ভাবনিচয়কে মহীয়ান্ করিয়া তুলে, তাহা ক্রমেই বিলোপ দশা প্রাপ্ত হইতে থাকে। অধিকন্তু রাজ্যাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সিপাহী-দিগের কষ্ট ও অসুবিধা বর্দ্ধিত হয়। তাহারা বহুদূরদেশে, অজ্ঞাত ও অপরিচিত স্থানে কেবল পুলিসের ন্যায় প্রহরীর কার্য্যে নিয়োজিত থাকে। এই প্রকার কার্য্য পরিশেষে তাহাদের অসুখ ও অশান্তির প্রধান

কারণ হয়। ইহার পর যখন তাহাদের বাটা কমাইবার প্রস্তাব হয়, তখন তাহারা রাজ্যাধিকারের সাতিশয় বিরোধী হইয়া উঠে। কোম্পানির সিপাহীগণ সীমান্ত-ভাগে অথবা পররাষ্ট্রে থাকিলে, যে অতিরিক্ত বেতন পাইত, কোম্পানির অধিকার প্রসারিত হইলে, সেই বেতন ন্যূনতর হয়। সুতরাং তাহারা যে কার্য্য করিয়া পুরস্কারের প্রত্যাশা করিত, সেই কার্য্যের বিনিময়ে তাহারা এক্ষণে আপনাদের বেতনের অংশ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। এই জন্য সিপাহীরা রাজ্যাধিকারের সাতিশয় বিরোধী, এই জন্য তাহারা দূরবর্ত্তী নবাধিকৃত রাজ্যে কার্য্য করিতে সাতিশয় অসম্মত।

রাজ্যাধিকার ও তন্নিবন্ধন সিপাহীদিগের মনোগত ভাবের সম্বন্ধে যে সকল বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহা সিন্ধু দেশ অধিকারের পর পরিস্ফুট হয়। এ স্থলে উহার একটি দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইতেছে। ১৮৪৪ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গবর্ণর জেনেরল লর্ড এলেনবরা ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি ৩৪ গণিত সিপাহীদলের অসন্তোষের সংবাদ অবগত হন। এই সৈনিকদল বাঙ্গালা হইতে সিন্ধুদেশে কার্য্য করিতে আদেশ পাইয়াছিল। ইহারা পথে যাইতে যাইতে ফিরোজপুরে আপনাদের যাত্রা বন্ধ করে। উল্লিখিত সৈনিক পুরুষগণ এই বলিয়া, নববিজিত সিন্ধু দেশে কার্য্য করিতে অসম্মত হয় যে, তাহারা যুদ্ধের সময়ে যে অতিরিক্ত বেতন পাইত, তাহা না পাইলে কখনই ঐ স্থানে কার্য্য করিতে যাইবে না। সিপাহীদিগের এইরূপ অনিচ্ছা দেখিয়া লর্ড এলেনবরা ও প্রধান সেনাপতি নেপিয়ার বিশিষ্ট যত্ন ও কৌশল সহকারে শৃঙ্খলা স্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন। বাঙ্গালার ৭ গণিত অশ্বারোহিদল সীমান্তভাগে যাইবার সময়ে প্রকাশ্যভাবে শত্রুতাচরণে সমুত্থিত হইয়াছিল। আফিসরগণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে সুব্যবস্থিত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা আপনা হইতে অর্থ দিতে চাহিলেন, আপনারা যত্ন করিয়া তাহাদের প্রার্থনাপূরণে প্রতিশ্রুত হইলেন, তথাপি তাহারা ভেরীর নিনাদ শ্রবণে সজ্জিত হইল না, অথবা আফিসরদিগের আদেশে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমনোন্মুখ হইল না। একাগ্রতা ও অটল প্রতিজ্ঞার সহিত ফিরোজপুরের নিকটে বসিয়া রহিল। এই সময়ে আর এক সঙ্কট উপস্থিত হইল। চারি দিকে কিংবদন্তী প্রচারিত

হইল যে, ইউরোপীয় সৈনিকগণও এবিষয়ে সিপাহীদিগের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে। এই কিংবদন্তী শ্রবণে রাজ্যশাসন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ সাতিশয় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। এক দল ইউরোপীয় সৈন্য স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে লাগিল যে, সিপাহীরা আপনাদের ন্যায্য বেতন প্রার্থনা করিতেছে মাত্র, সুতরাং উহা তাহাদের পক্ষে অশিষ্টতা বা অবিবেচনার কার্য্য নহে। এই সময়ে শতদ্রুর অপর পার্শ্বে শিখগণ অবস্থিতি করিতেছিল। তাহারা সিপাহীদিগের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিয়া এবং সিপাহীদিগের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে সবিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিল। সেই বিভাগের সেনাপতি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিলে, তাহারা কখনও প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে না। এ বিষয়ে যদি কিছুমাত্র বল প্রয়োগ করা যায়, অথবা কিয়ৎপরিমাণ কঠোরতা প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত সীমান্তভাগ সমরাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। এজন্য নিরস্ত্রীকরণের সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়। এইরূপে সৈনিকদল কোন প্রকারে দণ্ডিত না হইয়া, যে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিল, সেনাপতির নিকট হইতে কোন রূপ আদেশ না আইসা পর্য্যন্ত, সেই স্থানে ফিরিয়া আইসে। ইহার পরিবর্ত্তে অন্য সৈনিকদল সিন্ধুদেশে কার্য্য করিতে আদিষ্ট হয়। কিন্তু ক্রমে এই বিষয় অনেক সৈনিক দলেই সংক্রান্ত হইয়া উঠে। অনেকেই পূর্ব্বের ন্যায় বিনা বাটায় কার্য্য করিতে অসম্মত হয়। শেষে অনেক যত্নে ও কৌশলে সিপাহীদিগের উত্তেজনা নিবারিত হয়। গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থলে তাহাদের প্রার্থিত বাটা দিতে প্রতিশ্রুত হন। সিপাহীদিগের ঈদৃশ অসন্তোষ ও বিরাগ কেবল রাজ্যবৃদ্ধির ফল। তাহারা আপনাদিগকে ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে ভাবিয়া, বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এ বিরাগ ও অসন্তোষ অকারণে জন্মে নাই। তাহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, কোম্পানির জন্য রাজ্য-জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই রাজ্যজয় হইলে তাহারা আপনাদের নির্দ্দিষ্ট বেতন হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। ইহাতে যে, তাহারা বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইয়া কার্য্য হইতে বিরত হইবে, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। এ বিষয়ে ইউরোপীয় সৈনিকদিগের প্রভুভক্তিও

অটল থাকে না। লর্ড এলেনবরা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, ভারতীয় সৈনিকদলের অসন্তুষ্টিতে অনেক বিপদ সম্ভবে। এই বিপদে ভারতসাম্রাজ্যও বিপদাপন্ন হইতে পারে। তাঁহার বিশ্বাস যে, সৈনিকদিগের নিরন্তর জিগীষা-বৃদ্ধি করাই তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বিশ্বস্ত রাখিবার প্রশস্ত উপায়। কিন্তু এই জিগীষা ও সামরিক গৌরব, অন্যায় বা অবিচারে ভারাক্রান্ত করা বিধেয় নহে। ইহাতে রাজ্যাধিকারের লাভ অপেক্ষা রাজ্য-জয়ের অনিষ্ট অধিক হইয়া থাকে। লর্ড এলেনবরার এই উক্তি অযৌক্তিক নহে। রাজ্য-বৃদ্ধির সহিত যে, সিপাহীদিগের বিরাগ ও অসন্তোষের কারণ অনুস্যূত থাকে, তাহা সিন্ধুর অধিকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

কোম্পানির সিপাহীগণ যেমন সাহসসহকারে ও অকুতোভয়ে সিন্ধু অধিকার করে, সেইরূপ পঞ্জাবরাজ্যও প্রভূত পরাক্রমের সহিত হস্তগত করিয়া তুলে। পঞ্জাব অধিকার সিপাহীদিগের অপরিসীম গৌরব ও মহত্ত্বের বিষয়। উপস্থিত পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে উক্ত রাজ্যাধিকারের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। সিপাহীগণ সিন্ধুর ন্যায় উল্লিখিত বিজিত রাজ্যেও কার্য্য করিতে আদিষ্ট হয়। এ সময়েও পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদের প্রাপ্য বেতন ন্যূনতর হইয়া উঠে। সুতরাং যে বিরাগ সিন্ধুজয়ের পর পরিস্ফুট হইয়াছিল, সে বিরাগ পঞ্জাবজয়ের পরেও প্রকাশিত হয়। সিপাহীরা বুঝিতে পারিল না, তাহারা কোন্ নিয়ম, কোন্ যুক্তির বলে ন্যূন বেতনে বিজিত রাজ্যে কার্য্য করিবে? বুঝিতে পারিল না, তাহারা আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া, ব্রিটিশ কোম্পানির জন্য যে রাজ্য জয় করিয়াছিল, অপরি-সীম সাহস ও পরাক্রমের সহিত ব্রিটিশ কোম্পানিকে যে বিজয়-লক্ষ্মীতে পরিশোভিত করিয়াছিল, সেই অধিকার ও সেই বিজয়লক্ষ্মীর বিনিময়ে তাহারা কোন্ যুক্তির বলে প্রাপ্য স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে?

১৮৪৯-১৮৫০ অব্দ।

সুতরাং সেই সময়ে পঞ্জাবে যে সৈন্য ছিল, এবং যে সৈন্য কোম্পানির প্রাচীন অধিকার হইতে শতদ্রুর অপর তটে উপনীত হইয়াছিল, তাহারা অল্প বেতন গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয়। যে যে সৈনিকদল অল্পতর বেতনের অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়া-ছিল, অথবা শীঘ্রই ভোগ করিবে বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহারা পরস্পর

পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং পরস্পরের সাহায্য করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইতে থাকে। কতিপয় সৈনিকদলের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ এক ষ্টেশন হইতে অন্য ষ্টেশনে গিয়া সমস্ত ঠিক করে। অপেক্ষাকৃত দূরতর স্থানে পত্রাদি লিখিত হইতে থাকে। রাবলপিণ্ডিতে সৈনিকদিগের অসন্তোষ প্রথমে প্রকাশিত হয়। একদা জুলাই মাসের প্রাতঃকালে স্যার্ কোলিন কাম্বেল সংবাদ পাইলেন যে, ২২ গণিত সৈনিকদল আপন আপন বেতনগ্রহণে অসম্মত হইয়াছে। সিপাহীগণ বাহিরে শান্ত, বিনয়ী ও সুস্থির ছিল, কিন্তু তাহাদের শান্তি, বিনয় ও স্থিরতার অভ্যন্তরে প্রগাঢ় অসন্তোষ গূঢ়ভাবে রহিয়াছিল। কাম্বেল ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। অন্যান্য সৈনিক দলও যে, শীঘ্র তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইবে, ইহাও তাঁহার স্পষ্ট বোধ হইল। এইরূপ একতা, এইরূপ অসন্তোষ ও এইরূপ বিরাগ সকল স্থলে সকল সময়ে বিপদের সূত্রপাত করিয়া থাকে। কিন্তু সাময়িক ঘটনা-বিশেষে উক্ত আশঙ্কিত বিপদ অনেকাংশে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। সিপাহীসৈন্যের অসন্তোষ নববিজিত রাজ্যে পরিস্ফুট হয়, নববিজিত অরাতিগণের মধ্যে সম্প্রসারিত হইয়া উঠে, প্রতিকূল পক্ষের সংশ্রবে প্রবৃদ্ধ হইতে থাকে, এবং অবদ্ধমূল ও অব্যবস্থিত শাসনের অনুকূলতায় অবাধে ও অবলীলাক্রমে আপনার আধিপত্য প্রসারিত করিয়া তুলে। খালসাগণ এই সময়ে যদিও নিরস্ত্র হইয়াছিল, যদিও পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল, তথাপি তাহাদের অন্তর্নিগূঢ় ধূমায়মান বহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। যে বিকার ও ক্রোধ তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশিত হইয়াছিল, তাহা বিগত কালের ক্রোড়শায়ী হয় নাই। পূর্ব্বস্মৃতি তাহাদের হৃদয়ে অনলকণার উৎপাদন করিয়াছিল, এবং বর্ত্তমান অবস্থা তাহাদিগকে কঠোর যাতনার আক্রমণে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল। এইরূপ বিরক্ত, বিদ্বিষ্ট ও অসন্তুষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি সিপাহীরা প্রকাশ্যভাবে শত্রুতাচরণে সমুত্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ খালসা সৈন্যে যে, তাহাদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। খালসাগণ অভ্যুত্থিত সিপাহীদলে সম্মিলিত হইয়া অবশ্যই আপনাদের হস্তভ্রষ্ট রাজ্যের উদ্ধারে যত্নশীল হইবে, এবং অবশ্যই ব্রিটিশ কোম্পানির শাসনকে বিপদাপন্ন করিয়া তুলিবে।

এই আশঙ্কিত বিপদের সময়ে প্রধান সেনাপতি স্যার চার্লস নেপিয়ার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। গবর্ণর জেনেরল এ সময়ে শীতল পার্ব্বত্য সমীরণ সেবন করিয়া পুলকিত হইতেছিলেন, প্রধান সেনাপতি বিলম্ব না করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহাদের নিকট সংবাদ আসিল, রাবলপিণ্ডির কেবল এক দল নহে, দুই দল সৈন্য আপনাদের বেতন গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে, এবং উজীরাবাদ ও ঝেহলমের অন্য কয়েক দলও তাহাদের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হইতে আগ্রহান্বিত হইয়াছে। অবিলম্বে গবর্ণর জেনেরল ও প্রধান সেনাপতি, কতিপয় প্রধান সৈনিকপুরুষের সহিত মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ণেল বেনসন্ নামক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সৈনিক পুরুষ প্রস্তাব করিলেন যে, এ সময়ে সৈনিকদিগকে নিরস্ত্র করা কর্ত্তব্য। কিন্তু নেপিয়ার এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, তিনি বিলক্ষণ দৃঢ়তার সহিত উহার প্রতিবাদ করিলেন। গবর্ণর জেনেরলও প্রধান সেনাপতির মতে সম্মত হইলেন। সুতরাং যাহারা বেতন গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে, তাহাদিগকে অস্ত্রহীন করা প্রধানতম কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হইল না। এ দিকে বেন্‌সন গোপনে স্যার কোলিন্ কাম্বেলকে লিখিলেন যে, তিনি ও অন্যান্য সেনাপতিগণ যেন ইউরোপীয় সৈনিকগণ আনিয়া, কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্তু এই পত্র পঁহুছিবার পূর্ব্বেই কাম্বেল আশঙ্কিত বিপদের হস্ত হইতে একরূপ পরিত্রাণ পাইলেন। তিনি ২৬ শে জুলাই প্রধান সেনাপতিকে লিখিলেন, "সিপাহীদিগের প্রতি আপনার উপদেশ সিমলা হইতে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বেই সৈনিকগণ শান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্বসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছে"। সিপাহীদিগের এইরূপ শান্ত ভাবের প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, তাহারা শেষ কার্য্য সম্পাদনার্থে তখনও প্রস্তুত হইতে পারে নাই। কর্তৃ-পক্ষের বিরুদ্ধাচারী হইতে তাহারা তখনও আশারূপ বল অথবা সাহস সংগ্রহ করে নাই। রাবলপিণ্ডিতে একদল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল, নিকটবর্ত্তী অন্যান্য সেনানিবাসেও ইউরোপীয় সৈনিকদল অবস্থিতি করিতে ছিল। ইহাদিগকে এক স্থানে সম্মিলিত করিবার বন্দোবস্ত হইল, এবং ইহাদের সাহায্যে বিপত্তিপূর্ণ সৈনিক অভ্যুত্থান নিরস্ত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল।

নেপিয়ার অক্টোবর মাসে, প্রধান প্রধান সেনানিবেশগুলি পরিদর্শনার্থ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করেন। দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া, তিনি সৈনিকদিগের অসন্তোষ স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইলেন। তাহারা স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল যে, বর্দ্ধিত বেতন না পাইলে কখনও পঞ্জাবে গিয়া কার্য্য-ভার গ্রহণ করিবে না। একদল সৈন্য শতদ্রুর পারে যাইতে আদিষ্ট হইয়া ছিল; কিন্তু তাহারা যথাস্থানে যাইবার নিমিত্ত যাত্রা করিতে সম্মত হইল না। নেপিয়ার এইরূপ অসম্মতি দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, সিপাহী-দলে বিরাগ ও অসন্তোষ সার্ব্বজনীন হইয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ উহার কার্য্য পরিস্ফুট হইয়া ভয়ানক বিপ্লবের উৎপত্তি করিতে পারে। তিনি এ সম্বন্ধে যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে ত্রুটি করিলেন না। সিপাহী-দিগের মধ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি অব্যাহত রাখিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

উজীরাবাদে সৈনিকদলের বিরাগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। কোম্পা-নির একজন উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী এই স্থানের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। জন হিয়ার্সে এক সময়ে সীতাবলদির অন্যতম প্রসিদ্ধ যোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহার কার্য্য-নৈপুণ্য ও সমর-কুশলতা ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে। হিয়ার্সে আপনার সৈনিকদলে বিলক্ষণ মাননীয়, শ্রদ্ধেয় ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সিপাহীদিগের হৃদয়গত ভাব স্পষ্টরূপে বুঝিতেন। বক্তৃতার মোহিনীশক্তিতে যে, সিপাহীদিগের হৃদয় আর্দ্র হয়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিথিল হয়, এবং একাগ্রতা অবনত হইয়া পড়ে, ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং তিনি অবশেষে বক্তৃতা-শক্তির আশ্রয়গ্রহণে উদ্যত হইলেন। যখন উজীরাবাদের এক দল সৈন্য প্রকাশ্যভাবে বেতনগ্রহণে অসম্মত হইল, তখন হিয়ার্সে সৈনিক-দলকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে আহ্বান করিলেন, এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতা এমন উদ্দীপক, এমন হৃদয়গ্রাহী ও এমন যুক্তিপূর্ণ হইয়াছিল যে, সিপাহীরা তাহা শ্রবণ করিয়া, অনেকে অবনতমস্তক হইল, অনেকে বিরাগে, ক্ষোভে ও অনুশোচনায় আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিল, এবং অনেকে পূর্ব্বতন অবাধ্যভাব

স্মরণ করিয়া, দুঃখ-দগ্ধ হৃদয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল। পুনর্ব্বার তাহাদিগকে বেতন প্রদত্ত হইল। যে চারি ব্যক্তি বেতনগ্রহণে অসম্মত হইয়াছিল, তাহাদিগকে দণ্ডবিধির অধীন করা গেল, এবং বিচারে তাহাদের প্রতি কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হইল। ইহার পরে সমগ্র সৈনিক দল দণ্ডাজ্ঞার কার্য্য দেখিতে সমবেত হইল। উজীরাবাদে চারি দল ভারতীয় ও এক দল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল, ইহাদের সকলের সমক্ষেই দণ্ডাদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। দণ্ডিত সিপাহীগণ সকলের সমক্ষে প্রকাশ্য রাস্তায় প্রকাশ্য ভাবে কঠোরতর পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিল। সিপাহীরা বিষণ্ণচিত্তে, কাতরভাবে সহযোগীদিগের শোচনীয় দশাবিপর্য্যয় চাহিয়া দেখিল। আর তাহারা কোন বিষয়ে কোন রূপ অসম্মতি প্রকাশ করিল না। আপনাদের নির্দ্দিষ্ট বেতন গ্রহণ করিল, এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কিন্তু এই স্থলেই দণ্ডবিধির অপ্রতিহত শক্তি অচল বা অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিল না। যে তিন জন প্রধান ষড়যন্ত্রকারী এক দল হইতে অন্য দলে গিয়া, সিপাহীদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, সামরিক বিচারালয়ে তাহাদের বিচার আরম্ভ হইল। বিচারে তাহারা চৌদ্দ বৎসর কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে আদিষ্ট হইল। কিন্তু স্যার চার্লস নেপিয়ার অপরাধ ও আশঙ্কিত বিপদের গুরুতা দেখিয়া, এই দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। এজন্য চতুর্দ্দশ বর্ষ কারাবাসেব পরিবর্ত্তে তাহাদের প্রতি মৃত্যু-দণ্ড ব্যবস্থাপিত হইল। আর দুই জনও এই অপরাধে এক বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়া, একবিধ দণ্ডের অধিকারী হইল *। অপরাধ অনুসারে বিচার করিলে এই দণ্ড কঠোরতর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বিপ্লব সঙ্ঘটিত হইবার পূর্ব্বে প্রাণদণ্ড-বিধান ন্যায়ের অনুমোদনীয় না হইতে পারে। কিন্তু শেষে নেপিয়ার এ দণ্ডেরও পরিবর্ত্তন করিয়া, অপরাধিগণকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত করিতে আদেশ করিলেন। নেপিয়ার এই দণ্ডের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এইরূপ নির্ব্বাসনে

* স্যার চার্লস নেপিয়ার লিখিয়াছেন, প্রথমে চারি জনেব, শেষে এক জনের বিচার হয়।—*Sir Charles Napier, Indian Mis-Government, p. 59.*

তাহারা আপনাদের অপরাধ হইতে বিমুক্ত হইবে। কারণ, তাহারা স্বদেশ হইতে, স্বজাতি হইতে জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া, সমুদ্রপারে অপরিচিত ও অজ্ঞাত স্থানে থাকিয়া, আপনাদের শোচনীয় জীবনে আপনারাই পরিতপ্ত হইবে। এইরূপ নির্ব্বাসন কেবল পরিবর্ত্তন মাত্র। ইহা তাহাদের সমুচিত শাস্তি বলিয়া আমি বিবেচনা করি না। তাহারা শোচনীয় দশার জীবিত দৃষ্টান্তস্বরূপ অবস্থিতি করিবে। সমস্ত বিশ্বাসঘাতক ও সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীই ঈদৃশ শোচনীয় অদৃষ্টের অধিকারী হইয়া থাকে *"।

ইহাতেও সার্ব্বজনীন বিরাগ অপসারিত হইল না। যদিও সিপাহীগণ স্থানবিশেষে কঠোর দণ্ডবিধিতে অথবা বক্তৃতার তীব্রভাবে শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল, তথাপি স্থান-বিশেষে অশান্তির বিরাম হয় নাই। এরূপ কিম্বদন্তী প্রচারিত হইয়াছিল যে, ডাকঘরের পত্রবাহকগণ অন্যান্য পত্রের ন্যায় সিপাহীদিগের ষড়যন্ত্র-পূর্ণ পত্র-রাশিও বহন করিয়া থাকে। ঐ সকল পত্র এক সেনানিবাস হইতে অন্য সেনানিবাসে গিয়া ভবিষ্য বিপ্লবের বীজ বপন করে। শেষে ঐ সকল পত্রের অধিকাংশ অধিকৃত ও পরীক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন রূপ ষড়যন্ত্র বা কোন রূপ বিপ্লবের আভাস দৃষ্ট হয় নাই †। যাহা হউক, নেপিয়ার আশঙ্কিত বিপদের বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং উহার প্রতিবিধানার্থ যথাশক্তি যত্ন করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে ভয়ঙ্কর কার্য্য আরম্ভ হইল। নেপিয়ারের হৃদয় যে বিপদের আশঙ্কায় অধীর হইয়াছিল, তাহা বর্দ্ধিত হইয়া চারি দিকে সংহার-মূর্ত্তির ছায়া বিস্তার করিল। গোবিন্দগড়ের ৬৬ গণিত সৈনিকদল প্রকাশ্যভাবে শত্রুতাচরণে সমুত্থিত হইল, এবং প্রভূত উৎসাহ ও পরাক্রমের সহিত দুর্গের দ্বার আক্রমণ করিল। দ্বার অধিকার করিলে, বহির্ভাগে যে সমস্ত সৈন্য ছিল, তাহারা কথনও দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিত না, সুতরাং দুর্গ অনায়াসেই শত্রুপক্ষের অধিকৃত হইত। এই সময়ে গোবিন্দগড়ে একদলও ইউরোপীয় সৈনিক ছিল না। কিন্তু সেনাপতি ব্রাডফোর্ডের অধীন প্রথম অশ্বারোহিদল বিপক্ষের আক্রমণ নিরস্ত করিতে

* *Ibid p. 56-60.*
† *Calcutta Review, Vol. XXII.*

সজ্জিত হইল। ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সাহসে ও পরাক্রমে উৎসাহিত হইয়া, ইহারা দুর্গদ্বার হস্তগত করিল *। এইরূপে দুর্গ রক্ষিত হইল, এবং সেই সঙ্গে ইউরোপীয় আফিসরদিগের জীবনও রক্ষিত হইল। এক্ষণে ৬৬ গণিত সৈনিক দলের নাম সৈনিকদিগের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল। নেপালস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশের গুরুখা সৈন্য তাহাদের পতাকা এবং তাহাদের সামরিক ভূষণ অধিকার করিল।

স্যার চার্লস নেপিয়ার লিখিয়াছেন যে, যখন ৬৬গণিত সেনাদল নিরস্ত্র হইল, যখন তাহাদের পতাকা ও যুদ্ধ-ভূষণ গুরুখাগণ অধিকার করিল, তখন সৈনিকদিগের অসন্তোষ ও উত্তেজনা আপনা হইতেই তিরোহিত হইয়া গেল। সিপাহীগণ দেখিল, তাহাদের ন্যায় সাহসী, রণকুশল ও পরাক্রম-শালী অন্য এক সম্প্রদায় তাহাদের স্থান পরিগ্রহ করিল। সুতরাং ইহাতে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না, যেহেতু কোম্পানি একের বিনিময়ে অন্য সৈনিকদল প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা ইহাদের সাহায্যে আপনাদের ক্ষমতা ও প্রতাপ অপ্রতিহত রাখিতে পারিবেন। কিন্তু সিপাহীগণ জাতিনাশ অথবা ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহারা বর্দ্ধিত বেতনের প্রত্যাশা করিয়াছিল, এবং বর্দ্ধিত বেতনের জন্যই আশ্রয়দাতা প্রতিপালন-কর্ত্তা কোম্পানির সমক্ষে উত্তেজনার পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়া-ছিল। নেপিয়ার ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এ বিষয়ের কোন প্রতিবিধান না করিলে যে, সাধারণের বিরাগ ও অসন্তোষ নিরাকৃত হইবে না, ইহাও তাঁহার স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। যে পরিবর্ত্তনে সিপাহীরা বিরক্ত হইয়াছিল, যে পরিবর্ত্তন সিপাহীদিগকে অবাধ্যভাবপ্রদর্শনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, এবং যে পরিবর্ত্তন তাহাদের গভীর মনোবেদনার উদ্দীপক হইয়া উঠিয়াছিল, স্যার্ চার্লস্ নেপিয়ার তাহা অন্যায় ও অরাজনীতি-সম্মত বলিয়া উল্লেখ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। সুতরাং এবিষয় যখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণ-মেণ্টের বিবেচনাধীন ছিল, তখন তিনি সিপাহীদিগকে নিয়মানুসারে বেতন দিতে আদেশ প্রচার করিলেন।

* *Calcutta Review. Vol. XXII.*

যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্যার্ চার্লস্ নেপিয়ার ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে লর্ড ডালহৌসীর সহিত তাঁহার সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইল। যখন প্রধান সেনাপতি সিপাহীদিগের প্রাপ্য বেতনের সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন গবর্ণর জেনেরল সমুদ্রের শীতল সমীরণ সেবন করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, প্রধানতম সৈনিক পুরুষ সমুদয় কার্য্য শেষ করিয়াছেন। প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতসারে প্রধান সেনাপতির আদেশ প্রচারিত হওয়াতে ডালহৌসী সাতিশয় বিরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। নেপিয়ার এই বলিয়া স্বকৃতকার্য্যের সমর্থন করিতে লাগিলেন যে, বিপদ সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সুতরাং এবিষয়ে বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। কিন্তু ডালহৌসী, নেপিয়ারের এ যুক্তি অস্বীকার করিলেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন যে, প্রস্তাবিত সময়ে কোন রূপ ভয়ঙ্কর বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। তিনি নেপিয়ারের কার্য্য-প্রণালীর সমালোচনা করিয়া যে মিনিট প্রচারিত করেন, তাহাতে লিখিত ছিল, "প্রধান সেনাপতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট সংবাদ দেন যে, গত জানুয়ারি মাসে পঞ্জাবের সৈনিকদলে অসন্তোষ লক্ষিত হইয়াছিল, সৈনিকদিগের উত্তেজনা এত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং উহা এত দূর সম্প্রসারিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সে সময়ে ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। প্রধান সেনাপতির প্রেরিত এই সংবাদ আমি ২৬এ মে সাতিশয় বিস্ময়ের সহিত পড়িয়াছি। প্রধান সেনাপতি যে ধারণায় যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা আমি বিশিষ্ট মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া দেখিয়াছি। আমি ধীরভাবে সেই সময়ের সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়াছি, এবং যাহা যাহা সঙ্ঘটিত হইয়াছে, যত্নপূর্ব্বক তাহার অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছি। এদিকে প্রধান সেনাপতি যে ধারণা ও বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া, সমস্ত সৈন্যকে বিপ্লবকারী এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিপদাপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে ধারণা ও বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও আমি কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি না। আমি কেবল নিজের মতানুসারে ইহাই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমি পূর্ব্বে

প্রধান সেনাপতির প্রদত্ত সংবাদ যে ভাবে পড়িয়াছিলাম, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে সেই ভাবের কোনও ব্যত্যয় হয় নাই। ভারতবর্ষ বিপদাপন্ন হইয়াছে বলিয়া চীৎকার করিবার কিছুই সার্থকতা নাই। ভারতবর্ষ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে বিমুক্ত এবং উহার অভিনব প্রজাগণের বশবর্ত্তিতায় অন্তঃশত্রুর আক্রমণে নিরাপদ। এ অবস্থায় সৈনিকদলবিশেষের আংশিক উত্তেজনায় উহা কখনও বিপদাক্রান্ত হইতে পারে না। * * সৈনিকদল বিদ্রোহাপন্ন এবং সাম্রাজ্য বিপদাক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া যে মত প্রচারিত হইয়াছে, আমি তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতেছি"।

স্যার্ চার্লস নেপিয়ার স্বয়ং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সৈনিক সম্প্রদায় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে লর্ড ডালহৌসীর এই উক্তি তাদৃশ সঙ্গত বোধ হইবে না। নেপিয়ার দিল্লীতে গিয়াছিলেন, আগ্রাতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, মীরাটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, পরিশেষে হিন্দুদিগের পুণ্যভূমি হরিদ্বারও পরিদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু সকল স্থানের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই একই অসন্তোষ, একই বিরাগের ভয়ঙ্কর ভাব পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সত্য বটে, তখন এই অসন্তোষ ও বিরাগ পরিস্ফুট হইয়া কোনরূপ বিপ্লবের সূত্রপাত করে নাই, সত্য বটে, সে সময় সিপাহীগণ কম বেতন গ্রহণের প্রস্তাবে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, কোম্পানিরাজকে ভারতীয় ভূখণ্ড হইতে অপসারিত করিতে সমরস্থলে সমবেত হয় নাই। কিন্তু এ প্রস্তাবে তাহারা যে, মর্ম্মে আঘাত পাইয়াছিল, অবাধ্যভাবে অনমনীয় হইয়াছিল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় অটল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং প্রতিহিংসায় কোম্পানির গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইবার সুসময়প্রতীক্ষা করিতেছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নেপিয়ার এই অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের পূর্ব্বাভাস স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন; ইহা যে সময়ান্তরে বা ঘটনান্তরে পরিস্ফুট হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিপত্তি-সাগরে নিমজ্জিত করিবে, ইহাও তাঁহার স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। তিনি এই জন্য সিপাহীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; এবং এই জন্য তাহাদের ইচ্ছানুরূপ বেতন দিয়া প্রভুভক্ত, প্রভুকার্য্য-পরায়ণ ও প্রভুর প্রতি বিশ্বাসী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

শেষে এই সাবধানতা, এই কার্য্যকুশলতা ও এই উদারতার সম্মান রক্ষিত হইল না। নেপিয়ার বিরাগে ও ক্ষোভে মস্তক অবনত করিলেন। শাসন-বিভাগের উচ্চতম পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ডালহৌসী আপনার শাসন-প্রণালী বিপর্য্যস্ত করিলেন না। তিনি স্বীয় রাজশক্তি ও রাজ্য-শাসন-প্রণালী অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। এদিকে নেপিয়ার ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের নিকট পদত্যাগের অভিপ্রায় জানাইলেন। তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। সুতরাং তিনি ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন। নেপিয়ার ২২এ মে অশ্বারোহিদলকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন, "এক্ষণে প্রায় সপ্ততি বর্ষে পদার্পণ করাতে এবং গত দশ বৎসর কাল, সাতিশয় শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি ভোগ করাতে আমি সুস্থতা লাভের প্রয়াসী হইয়াছি। ভারতবর্ষের জলবায়ুর মধ্যে ভারতবর্ষের রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে কথনই এই স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিব না"।

গবর্ণর জেনেরলের সহিত মতবৈষম্য হওয়াতে স্যার্ চার্লস নেপিয়ার ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া শারীরিক ও মানসিক শান্তি-সুখের আশায় স্বদেশে গমন করিলেন। গবর্ণমেণ্টের এই দুই জন প্রধানতম ব্যক্তির ঈদৃশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক বিষময় ফলের বীজ রোপণ করিয়াছিল। ইহাতে সৈনিক বিভাগের প্রভুত্ব ও সম্মান অনেকাংশে ন্যূন হয়। সিপাহীরা এবারও স্পষ্ট দেখিতে পাইল যে, তাহাদের প্রধানতম পরিচালকও সর্ব্বাংশে ক্ষমতাশালী নহেন। ইংলণ্ড যাঁহার হস্তে সমস্ত সৈনিক দলের আধিপত্য সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, এবং যাঁহাকে গুরুতর কার্য্যের দায়ী করিয়া, অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণার্থ নিয়োজিত করেন, তিনিও একজন সিবিল গবর্ণরের কর্ত্তৃত্বে অপদস্থ হন।

এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্য একটি বিষয় সাধারণের পরিজ্ঞাত হইয়াছে। অন্য একটি বিষয় সাধারণে জানিতে পারিয়া, ব্রিটিশশাসনের মূল ভিত্তি শিথিল ও অবদ্ধমূল বলিয়া মনে করিয়াছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যখন দেখিলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থিততা সম্বন্ধে সাতিশয় সন্দিহান হইয়া পড়িলেন। এক জন ভারতবর্ষীয় বিচক্ষণ আফিসর একদা স্যার্ জর্জ্জ ক্লার্ককে লিখিয়াছেন,

"আমার এক্ষণে ষাটি বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। আমি অভিজ্ঞ লোকের নিকট তিনটি কথা শুনিতে পাইয়াছি। আমার নিজের অভিজ্ঞতাতেও বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনটি দুর্ঘটনা ব্যতীত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব কখনও অপসারিত হইবে না। এই দুর্ঘটনাত্রয়ের প্রথমটি এই, উচ্চপদস্থ সাহেবদিগের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যাহাতে এই অনৈক্য না থাকে, অন্ততঃ যাহাতে ভারতবর্ষীয় লোকে এই বিষয় জানিতে না পারে, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে সাহেবদের মধ্যে শত্রুতা বর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং তাঁহাদের মাৎসর্য্য মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় সাধারণের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইতেছে"। লোকে এই ভাবেই ডালহৌসী ও নেপিয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিয়াছিল, এবং এই ভাবে উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিয়া ব্রিটিশ শাসনের মূলভিত্তি শিথিল মনে করিয়াছিল। লোকে মনে করিত, ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের সংখ্যা অল্পমাত্র; কিন্তু একতায় তাহারা বহুসংখ্য হইয়া থাকে। যদি একতা বিনষ্ট হয়, যদি একতার পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ, হিংসা ও অনৈক্য স্থান পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে ইংরেজেরা ক্রমে ভারতবর্ষে হীনবল হইয়া পড়ে; তাহাদের শাসন-প্রণালীও ক্রমে হীনশক্তি হইতে থাকে।

লর্ড এলেনবরার শাসন-সময়েও কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে ঠিক এইরূপ কারণে এইরূপ অনৈক্য সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। যে সমস্ত ভারতবর্ষীয় সৈন্য সিন্ধু-দেশে যাইতে উদ্যত হইয়াছিল, প্রধান সেনাপতি গবর্ণমেণ্টের সম্মতি প্রতীক্ষা না করিয়া, তাহাদিগকে অতিরিক্ত অর্থদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ইহাতে গবর্ণর জেনেরল সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু সে সময়ে সাধারণে এই বিরাগের বিষয় তাদৃশ অভিনিবেশের সহিত দেখে নাই। সে সময়ে সিন্ধুতে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সুতরাং সাধারণের মন সেই সমরের দিকেই প্রধাবিত হইয়াছিল। সে সময়ে সামরিক কাহিনী ব্যতীত সাধারণের অবকাশ-কাল অতিবাহনের আর কোন বিষয় ছিল না। কিন্তু ডালহৌসীর সহিত নেপিয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা জনসাধারণের বিদিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষের প্রায় সকল সেনানিবাসে, সকল বাজারে ও সকল পল্লীগ্রামেই উহা কথোপকথনের প্রধান বিষয় হইয়া

উঠিয়াছিল। সকলেই ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোম্পানিরাজের প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়াছিল, সকলেই ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোম্পানির গবর্ণমেণ্টকে একতাশূন্য বলিয়া মনে করিয়াছিল, এবং সকলেই ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজনীতির মূলদেশে অনেক আবর্জ্জনা দেখিতে পাইয়াছিল। সাধারণে ভাবিয়াছিল যে, ইংরেজ একখানি দৃঢ়তর হস্ত ও একটি তেজস্বী মস্তিষ্কের সাহায্যে ভারতবর্ষে একাধিপত্য করিতেছে; সেই ইংরেজই এক্ষণে আপনাদের গৃহবিবাদে ও আপনাদের অনৈক্যে ক্রমে নিস্তেজ, নির্ব্বল ও নিঃসহায় হইয়া পড়িতেছে।

এইরূপে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থিততা সাধারণের হৃদয়ে ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সিপাহীগণ এতৎপ্রসঙ্গে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, তাহা তাহারা কখনও বিস্মৃত হয় নাই। তাহারা বর্দ্ধিত বেতনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, এবং বর্দ্ধিত বেতন না পাইলে নববিজিত রাজ্যে কার্য্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল, এক্ষণে বর্দ্ধিত বেতনের সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষকে পরস্পর বিবাদ করিতে দেখিয়া, তাহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা আস্থাশূন্য হইয়া পড়িল, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা রাজ্যাধিকারের বিরোধী হইয়া উঠিল। তাহারা প্রধান সেনাপতিকে বিদায় লইতে দেখিয়া স্থির করিল যে, কোম্পানির অধিকার প্রসারিত হইলে আর তাহাদের কোনও লাভ নাই; সুতরাং কোম্পানির জন্য নূতন রাজ্য জয় করা ও নূতন রাজ্যে কোম্পানির পক্ষ সমর্থন করা, তাহাদের পক্ষে বৃথা আয়াস মাত্র। সিপাহীদিগের এই জ্ঞান, এই ধারণা কখনও বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত হয় নাই। তাহারা অতীতের চিত্র যত্নপূর্ব্বক স্মৃতি-পটে অঙ্কিত রাখিয়াছিল, এবং বর্ত্তমানের চিত্রের সহিত উহার তুলনা করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতেছিল। যদি সিপাহীদিগের হৃদয় ভবিষ্যতের আশায় একাগ্রতাসম্পন্ন এবং সিপাহীদিগকে আশ্বাসবাক্যে উদ্‌যোগী ও উৎসাহী করা হইত, যদি তাহাদিগকে বলা হইত যে, তাহারা কার্য্যানুরোধে যেরূপ দূর দেশে যায়, অপরিচিত ও অজ্ঞাত স্থানে যেরূপ অসুবিধা ভোগ করে, তৎসমুদয় বিবেচনা করিয়া তাহাদের জন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত করা যাইবে, তাহা হইলে তাহারা আহ্লাদ,

কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত সেই আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিত, এবং আহ্লাদ, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত কোম্পানির কার্য্যসাধনে উদ্যত হইত। কিন্তু গবর্ণর জেনেরল ও প্রধান সেনাপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহারা আহ্লাদ, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রকাশের সুবিধা পাইল না। তাহারা আপনাদের প্রভুর নিকট অনেক প্রত্যাশা করিয়াছিল, শেষে সে প্রত্যাশা ভঙ্গ হইল। তাহারা সুবিচার দেখিতে পাইল না, আপনাদের প্রভুদিগকেও সুব্যবস্থিত, সুশৃঙ্খল ও সুনিয়মের অনুসারী বলিয়া মনে করিল না।

ইহার পর আর এক ঘটনায় সিপাহীদিগের অসন্তোষ পরিস্ফুট হইয়া উঠে *। ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশবাসিগণ ব্রিটিশ সিংহের বিপক্ষে সমর সজ্জার আয়োজন করিয়াছিল। এই যুদ্ধে সিপাহী-সৈন্য পাঠাইবার প্রয়োজন হইল। সাগরের বারিরাশির অতিক্রম ভিন্ন ব্রহ্মে উপনীত হইবার সুগম পথ নাই; এজন্য সিপাহীগণ সমুদ্রপথে যাত্রা করিতে আদিষ্ট হইল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, কখনও সিপাহীদিগকে সমুদ্র যাত্রায় প্রবর্ত্তিত করিবেন না, প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, সিপাহীদিগের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে, অনুশাসনের বিরুদ্ধে, চিরাগত ব্যবহার-প্রণালীর বিরুদ্ধে কখনও কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন না; কিন্তু এক্ষণে সমুদ্র-পথে ব্রহ্মদেশে যাইবার আদেশ প্রচারিত হওয়াতে সিপাহীগণ সে প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে সন্দিহান হইল। ৩৮ গণিত সৈনিকগণ এই প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহারা কখনও সাগরবারি অতিক্রম করিবে না এবং কখনও আপনাদের ধর্ম্মানুশাসনের বিরুদ্ধাচারী হইয়া, কোম্পানির কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবে না। সৈনিকদলের এইরূপ প্রতিজ্ঞা দর্শনে গবর্ণমেণ্ট বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না, তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সন্তুষ্ট ও সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের অনুশাসনের অনুগত রাখিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

লর্ড ডালহৌসীর ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কোম্পানির

* কে সাহেব, লর্ড ডালহৌসীর সহিত স্যার্ চার্লস্ নেপিয়ারের বিবাদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময় প্রগাঢ় শান্তিপূর্ণ বলিয়াছেন। কিন্তু ঠিক এই সময়ে ৩৮ গণিত সৈনিক-দল ব্রহ্মদেশে যাইতে অসম্মত হয়।—*Calcutta Review, Vol, XLI, p. 112.*

ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা কিয়ৎপরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষের নিমিত্ত যে সমস্ত সৈন্য আইসে, তাহার সংখ্যা অনেক পরিমাণে কম হইয়া পড়ে। ১৮৫২ অব্দে ভারতবর্ষের তিন প্রেসিডেন্সিতে ২৯ দল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল; এই উনত্রিশ দলে সর্ব্বসমেত ২৮ হাজার সৈন্য অবস্থিতি করিত। ১৮৫৬ অব্দে উহার স্থানে ২৪ দল হয়। ঐ সকল দলে ২৩ হাজার সৈনিক পুরুষ অবস্থিতি করিতেছিল। এই পাঁচ বৎসরে ভারতবর্ষে ব্রিটিশাধিকার অনেক পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়। বৎসরের পর বৎসরে, এক দেশের পর অন্য দেশের মানচিত্র লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইতে থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশাধিকার বর্দ্ধিত হইলেও ভারতবর্ষে ১৮৫২ অব্দ অপেক্ষা ১৮৫৬ অব্দে তিন হাজার সৈনিক-পুরুষ কম হয়। এই দুই অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে ইংলণ্ডকে ইউরোপে একটি মহাসমরে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল; একটি মহাসমর ইংলণ্ডকে সর্ব্বাংশে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিল; এজন্য ইংলণ্ড ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা পান নাই; ইউরোপীয় সমরের নিমিত্তই অধিকাংশ সৈন্য নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন।

ইউরোপের রাজনৈতিক আন্দোলন বা সামরিক ঘটনা যে, ভারতবর্ষেও আন্দোলনের বিষয় হয় না, ইহা মনে করা ভ্রান্তির কর্ম্ম। ইউরোপে কোন গুরুতর ঘটনা সঙ্ঘটিত হইলে, ভারতবর্ষেও উহা আন্দোলিত হইতে থাকে, এবং ভারতবর্ষের লোকের মনেও উহার সম্বন্ধে কোন একটি বিশেষ ধারণা বা বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইতে থাকে। ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময়ে এবিষয়ের যাথার্থ্য পরিস্ফুট হয়। ঐ যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই ইংলণ্ড ও রুষিয়ার সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্রায় প্রতি বাজারে, প্রতি পল্লীতেই ঐ যুদ্ধের সংবাদ, রুষিয়ার সাহস ও ইংলণ্ডের পরাক্রম, সকলের আলাপের বিষয়ীভূত হইয়া উঠে। কিন্তু শেষে অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা, ঐ আন্দোলন ক্রমে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলে। ব্রিটিশরাজের পরাজয়, ব্রিটিশ রাজ্যের অবনতি সম্বন্ধে ধারণা সকলের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে থাকে। ক্রমে সাধারণ্যে ঘোষিত হইল যে, রুষিয়া ইংলণ্ড জয় করিয়া আপনার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে, এবং মহারাণী বিক্টোরিয়া পলায়ন করিয়া, ভারতবর্ষের-

গবর্ণরজেনেরলের আশ্রয় লইয়াছেন। এইরূপ অনভিজ্ঞতামূলক কিংবদন্তীতে সাধারণে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা হতাদর ও হতশ্রদ্ধ হইতে লাগিল এবং ব্রিটিশরাজকে পূর্ব্বাপেক্ষা হীনবল, অব্যবস্থিত ও অনৈক্যদূষিত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ইহার পর ক্রিমিয়াযুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য লইয়া যাইবার প্রস্তাব উপস্থিত হওয়াতে, সকলেই সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিল, সকলেই আবার জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। একজন ভারতবর্ষীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "ক্রিমিয়াযুদ্ধের জন্য সৈন্য লইয়া যাইবার অভিপ্রায় পার্লেমেণ্টে পরিব্যক্ত হওয়াতে ভারতবর্ষের অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী লোকমাত্রেই সাতিশয় বিস্মিত হইয়াছেন।" এই বিস্ময় অকারণে জন্মে নাই; অকারণে এই বিস্ময় ভারতবাসীর মনে স্থান পরিগ্রহ করে নাই। সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষীয় সৈন্যের মানসিক ভাব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেন। সৈনিকগণ যে, এ প্রস্তাবে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিবে, ইহাও তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সুতরাং এই প্রস্তাব তাঁহারা আদরসহকারে গ্রহণ করেন নাই, অথবা আদরসহকারে উহা শুনিয়া কোনরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করেন নাই।

ডালহৌসীর শাসন-সময়ে অন্যান্য ঘটনাতেও ভারতবর্ষের অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী লোক বিস্মিত হইয়া উঠেন। ডালহৌসী ১৮৫৬ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতবর্ষের শাসন-কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করেন। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলদিগের মধ্যে লর্ড ডালহৌসীর তুল্য ক্ষিপ্র-কর্ম্মা ও কার্য্য-কুশল ব্যক্তি অতি বিরল। তিনি ক্ষিপ্রকারিতায় ও কার্য্যকুশলতায় ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, অনেক পরিবর্ত্তনে ভারতবর্ষকে নূতন উপাদানে এক প্রকার নূতন করিয়া সংগঠিত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাই একাগ্র-হৃদয়ে ও সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত সম্পন্ন করিয়া তুলিতেন। যে আট বৎসর কাল তাঁহার হস্তে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পিত ছিল, সেই কালে তিনি কখনও স্বীয় কর্ত্তব্য পথ হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হন নাই। এই আট বৎসর কাল তিনি যে রাজনীতির প্রভাবে ভারতবর্ষের সমগ্র প্রদেশ আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই রাজনীতি তৎকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। সুতরাং

সেই রাজনীতি অনুসারে কার্য্য করাতে যে ফললাভ হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে তাঁহার নিজের প্রাপ্য। তিনি অনলসভাবে কার্য্য করিতেন, অকুতোভয়ে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতেন, এবং অবলীলাক্রমে ও অসঙ্কোচে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া তুলিতেন। অন্য কোন শাসন-কর্ত্তা তাঁহার ন্যায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিতে পারেন নাই। দিমস্থিনিস ও সিসিরো অবিসংবাদিতরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী নহেন, সেক্ষপিয়র ও কালিদাস অবিসংবাদিতরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি নহেন, প্রতাপসিংহ ও নেপোলিয়ন অবি-সংবাদিতরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ নহেন, কাবুর ও বিস্মার্ক অবিসংবাদিতরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ নহেন; কিন্তু ডালহৌসী ক্ষিপ্রকারী ও কার্য্যকুশল-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তিনি তাঁহার সম-শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া আপনার অদ্বিতীয়ত্ব সাধারণের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন।

ডালহৌসীর সময়ে অনেক গুলি অভ্যন্তরীণ উন্নতির সূত্রপাত হয়। তিনি ভারতে রেলওয়ে আরম্ভ করেন, টেলিগ্রাফের তার স্থাপন করেন, বারি দোয়াব ও গঙ্গার খাল খনন করেন, এবং সুদীর্ঘ রাজপথ প্রস্তুত করেন। তাঁহার সময়ে বিদ্যালয়-সমূহে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদান-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় এবং তাঁহার সময়েই সাহায্য-কৃত বিদ্যালয়-সমূহ নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধারণের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে থাকে। ডাল-হৌসীর অনুষ্ঠিত এই অভ্যন্তরীণ কার্য্য-প্রণালীর গুণে বাণিজ্যের বহুল প্রচার হইয়াছে, বিদ্যাশিক্ষার ভিত্তি দৃঢ়তর হইয়াছে, এবং ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ এক উদ্দেশ্যে এক সূত্রে সম্মিলিত হইয়া, একপ্রাণ হইতে অভ্যাস করিতেছে।

ডালহৌসী জাতীয় ভাব ও জাতীয় চরিত্রে উন্নত ও অনমনীয় ছিলেন। তিনি সকল বিষয়ই ইংরেজী ভাবে ইংরেজের চক্ষে চাহিয়া দেখিতেন, সকল বিষয়েরই ইংরেজী ভাবে বিচার করিতেন। তাঁহার হৃদয় দৃঢ়তর ও সুব্যবস্থিত ছিল, মানসিক ভাব সর্ব্বপ্রকারে অতুলনীয় কার্য্যকুশলতার অদ্বিতীয় অবলম্ব ছিল। তিনি এই একটি বিষয় মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, ইংরেজী শাসন-প্রণালী, ইংরেজী আইন, ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী ব্যবহার-পদ্ধতি, ভারতীয় শাসন-প্রণালী, ভারতীয়

আইন, ভারতীয় শিক্ষা ও ভারতীয় ব্যবহার-পদ্ধতি অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে—সর্ব্ব প্রকার দৃঢ়তা, অটলতা ও স্থিরতার সহিত ঐ বিষয়টি কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, ভারতের মানচিত্রের সমস্ত অংশ লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইলে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ, উভয়েরই প্রকৃত পক্ষে মঙ্গল হইবে। এই ধারণা ও এই বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে সম্পোষিত হইয়াছিল, ধীরে ধীরে কর্ত্তব্য-পথ প্রদর্শন করিতেছিল, ভবিষ্য সুখ ও ভবিষ্য আশার মনোমোহন দৃশ্য সম্মুখে বিস্তার করিয়াছিল, এবং শেষে অবারিত বেগে ও অনমনীয় বিক্রমে আপনার কৃত-কার্য্যতায় আপনিই গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি এই ধারণায় এতদূর আস্থাবান্ হইয়াছিলেন, এই ধারণানুসারে কার্য্য করিতে এতদূর আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সংক্ষেপে এই ধারণা অনুসারে কার্য্য করিলে যে, মহৎ ফল লাভ হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার এতদূর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি কিছুতেই বিচলিত বা পরাঙ্মুখ হন নাই। রাজ্যশাসন-বিভাগের সমস্ত প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও, তাঁহার এ বিশ্বাস অণুমাত্রও বিচলিত হইত না। যে সময়ে কয়েক জন ব্যতীত, অপরাপর প্রধান রাজপুরুষ প্রাচীন রাজনৈতিক মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিনব রাজনৈতিক মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ভারতীয় রাজ্য-শাসনক্ষেত্রে সেই সময়ে তাঁহার আধিপত্য প্রসারিত হয়। মালকম, এলফিন্‌ষ্টোন ও মেট্‌কাফ যে রাজনৈতিক মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, যে রাজনৈতিক মত পরিপোষণ করিয়াছিলেন, সে মত তাঁহার শাসন সময়ে সুদূরে অপসারিত হইতে থাকে। তিনি যে পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন, যে মতের অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সহযোগিগণের অনেকে সেই পথে পদার্পণ করেন, সেই মতের অনুসরণ করেন এবং সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উঠেন। এই শিষ্যদল লইয়া ডালহৌসী আপনার আশানুরূপ কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হন, এবং এই শিষ্যদলের অধিনায়ক হইয়া, তিনি ধীরে ধীরে একে একে আপনার অভীষ্ট কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তুলেন।

ডালহৌসী যথেচ্ছাচার-প্রকৃতির লোক ছিলেন। অহম্মুখতা, একাগ্রতা ও অনাশ্রবতায় তিনি সর্ব্বদা অনমনীয়, অজেয় ও অবিচলিত থাকিতেন।

তাঁহার ইচ্ছা, কিছুতেই নিবারিত বা সংযত হইত না। অসাধারণ আত্ম-গৌরবে উহা সর্ব্বদা উন্নত থাকিত, অটল উৎসাহে উহা কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইত, এবং সমুদয় বিঘ্নবিপত্তির অতিক্রম পূর্ব্বক উহা লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইয়া আপনার অভীষ্ট ফল লাভ করিত। ডালহৌসীর ক্ষমতা ও ডালহৌসীর যথেচ্ছাচার সর্ব্বদা বিমুক্তভাবে বিমুক্ত পথে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইত। ডালহৌসী এই ক্ষমতা ও যথেচ্ছাচারের বলে বিপুল উৎসাহের সহিত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ডালহৌসীর প্রকৃতিসিদ্ধ একটি মহদ্দোষে তাঁহার রাজনীতি অনেক স্থলে কলঙ্কিত ও দূষিত হইয়াছে, তাঁহার অভাবনীয় কৃতকার্য্যতাও অনেক স্থলে অমৃতের বিনিময়ে গরলধারার উদ্গীরণ করিয়াছে। যাঁহার কল্পনা ও প্রতিভা-শক্তি তেজস্বিনী নহে, তিনি কখনও প্রকৃষ্টপদ্ধতিক্রমে ভারতবর্ষ শাসন করিতে পারেন না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ডালহৌসীর এই কল্পনা বা প্রতিভা-শক্তি কিছুই ছিল না। যাঁহার কল্পনা নাই, প্রতিভা-শক্তি নাই, তিনি বহু বৎসরের অভিজ্ঞতায় সম্প্রদায়-বিশেষের জাতীয় চরিত্র বুঝিতে পারেন। কিন্তু কল্পনা ও প্রতিভা-শক্তি যাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছে, তিনি অতি অল্প আয়াসে ও অল্প সময়েই ঐ জাতীয় চরিত্র সুপ্রণালীক্রমে জানিতে পারেন। ডালহৌসী এই দুইয়ের একটিরও অধিকারী হন নাই, এই দুইয়ের একটিও তাঁহাকে মহীয়ান্ বা গৌরবান্বিত করিয়া তুলে নাই। সুতরাং তিনি যে রাজ্য-শাসনে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, যে রাজ্যের লোকদিগের মধ্যে তাঁহার ভবিষ্য কীর্ত্তি আবদ্ধ হইয়াছিল, এবং যে রাজ্যের তিনিই একমাত্র বিধাতা হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে রাজ্যের প্রকৃতি বা সে রাজ্যের লোকের হৃদয়গত ভাব তাঁহার কখনও পরিজ্ঞাত হয় নাই। যে ধারণা যথেচ্ছাচার দেশে যথেচ্ছাচার শাসন-প্রণালীর সম্বন্ধে সম্যক্ প্রয়োজিত হয়, তিনি কেবল সেই ধারণার অধিকারী হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়গণ তাহাদের প্রাচীন কিংবদন্তীতে কিরূপ বিশ্বাস স্থাপন করে, প্রাচীন অনুশাসন সমূহের কিরূপ সম্মান করে, তাহা তিনি জানিতেন না। ভারতবর্ষীয়গণ প্রাচীন রাজবংশের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে, সে শ্রদ্ধা ও সম্মানের প্রতি তিনি কখন আস্থা দেখাইতেন না। ভারতবর্ষীয়গণ তাহাদের চিরমান্য ব্যবহার-পদ্ধতি

চিরাগত সংস্কারের প্রতি কিরূপ বিশ্বাসী, তাহা তিনি বুঝিতেন না। আপনাদের প্রাচীন শাসন-প্রণালী অসম্পূর্ণ ও দোষাক্রান্ত হইলেও সাধারণে পরিশুদ্ধ ইংরেজী পদ্ধতি অপেক্ষাও যে, তাহাতেই অধিকতর অনুরক্ত থাকে, তাহা বুঝিতে তাঁহার কোন কল্পনা বা প্রতিভা ছিলনা। কোন কল্পনা বা প্রতিভা তাঁহাকে এই সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারের গূঢ়তত্ত্ব নির্ণয়ের অধিকারী করে নাই, কোন কল্পনা বা প্রতিভা তাঁহাকে বহুদর্শী, বহুগুণান্বিত ও বহুজ্ঞানী করিয়া তুলে নাই। যে অধিপতি পুরুষ-পরম্পরায় আপনার রাজ্যে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছেন, উচ্চতর গৌরব, মহত্তর সম্মান, উন্নততর আদর যাঁহাকে পুরুষ-পরম্পরায় শতগুণে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে, এক জন বিদেশী ও বিধর্ম্মীর আদেশে সেই রাজ্যাধিপতির রাজ-সম্মান হঠাৎ পর্য্যুদস্ত এবং হঠাৎ তাঁহার গৌরব, সম্মান ও আদর বিগত কালের গর্ভশায়ী হইলে সাধারণে যে, তাহাতে বিরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোনও ধারণা ছিল না; কিংবা আপনার বংশানুগত স্বাধীনতা বিনষ্ট হইলে এবং আপনি পরধর্ম্মাক্রান্ত পরপুরুষের ইচ্ছায় নিদারুণ দৈন্যগ্রস্ত হইলে, সেই রাজ্যাধিপতি কিরূপ মর্ম্মবেদনায় অধীর হন, কিরূপ বিরাগ, কিরূপ ক্ষোভ তাঁহাকে নিরন্তর নিপীড়িত করে, এবং কিরূপ যাতনা তাঁহার চিরসুপ্ত প্রতিহিংসাবৃত্তিকে উদ্দীপিত করিয়া তুলে, তিনি তাহার কখনও অনুধাবন করিতেন না। তিনি অপরের চক্ষে দেখিতেন না, অপরের মস্তিষ্কে চিন্তা করিতেন না, এবং অপরের হৃদয়েও অনুভব করিতেন না। তিনি জাতীয় বিশ্বাস ও জাতীয় অনুভূতি পাদদলিত করিয়া, নিজের ধারণা, নিজের বিশ্বাস ও নিজের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিতে ভাল বাসিতেন।

ডালহৌসী এইরূপ অদ্বিতীয় ধারণা ও অদ্বিতীয় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকার বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হন, এবং এইরূপ ধারণা ও এইরূপ বিশ্বাসেই চিরাগত কিংবদন্তী, চিরাগত অনুশাসন ও চিরাগত ব্যবহারপদ্ধতির মূলে কুঠারাগত করিয়া, অনেক রাজ্যের স্বাধীনতা এবং অনেকের রাজ-সম্মান বিনষ্ট করেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিতে দেখিতে সহসা বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে, এই মানচিত্রের সমুদয় স্থলই ক্রমে লোহিতবর্ণ হইয়া যাইবে। এ

ভবিষ্যদ্বাণী ডালহৌসীর রাজ্যশাসনকালে অনেকাংশ ফলবতী হয়। ডালহৌসী বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ বলিয়া, পঞ্জাবে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন করেন, প্রকৃত উত্তরাধিকারীর প্রভাব দেখাইয়া, সেতারা, ঝাঁসী ও নাগপুর ব্রিটিশ রাজ্যের সহিত সংযোজিত করেন, এবং অত্যাচার ও অবিচারের হেতু প্রদর্শন করিয়া, অযোধ্যায় আপনাদের আধিপত্য প্রসারিত করিয়া তুলেন। ভারতে বৃটিশাধিকার এইরূপে কয়েকটি সুবিস্তৃত ও পরাক্রান্ত রাজ্যে পরিপুষ্ট হয়। ইহার পর প্রাপ্য অর্থের বিনিময়ে বেরার হস্তগত করিয়া, ডালহৌসী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আর একটি অকল্পিতপূর্ব্ব বুদ্ধি বা চাতুরীদেখাইয়া ভারতবাসীদিগকে চমকিত করেন। ডালহৌসী কেবল এইরূপে রাজ্যগ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, নানা সাহেবের বৃত্তি বন্ধ করিয়াও একটি মহৎ অনিষ্টের সূত্রপাত করেন। এইরূপে সমবেদনার অভাবে, বহুদর্শিতার অভাবে ও প্রজাসাধারণের হৃদয়গত ভাবের পরিজ্ঞানের অভাবে, ডালহৌসী হিন্দু, মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়কেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী করিয়া তুলেন। বৃত্তি বন্ধ হওয়াতে নানা সাহেব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পরম শত্রু হন, ঝাঁসী অধিকৃত হওয়াতে লক্ষ্মীবাইর হৃদয়ে নিদারুণ ক্রোধাগ্নির সঞ্চার হয়, এবং অযোধ্যা কোম্পানির মুল্লুক হওয়াতে বাঙ্গালার সিপাহীগণ নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় অধীর হইয়া পড়ে। ডালহৌসী এইরূপে ধীরে ধীরে ভারতীয় ক্ষেত্রে ভবিষ্য বিপ্লবের বীজ রোপণ করেন, এবং অগৌরবে ও অনুদারভাবে ভারত সাম্রাজ্য ক্রমে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলেন। পররাজ্যগ্রহণে ও স্বাধীন রাজগণকে সাধারণ লোকের অবস্থায় পাতিত করণে যে,সাধারণে গবর্ণমেণ্টকে অবজ্ঞার ভাবে দেখিতে থাকে, এবং সেই গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিবার সুযোগ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। পররাজ্যগ্রহণবিষয়িণী নীতি সম্বন্ধে কাপ্তেন ক্রস্ একদা রবর্ট সাউদিকে কহিয়াছিলেন, "যদি ভারতবর্ষে আমাদের রাজত্ব বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তথায় আমাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ কেবল কতকগুলি ভগ্ন বোতল ও ছিপিমাত্র থাকিবে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী সমস্ত বন্দরেই আমাদের গবর্ণমেণ্ট সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছেন, যেহেতু সাধারণে উন্নতিশীল বাণিজ্য হইতে মহৎ উপকার পাইতেছে। কিন্তু রাজ্যের অভ্যন্তরে আমরা অনাদৃত ও

অবজ্ঞাত হইতেছি। এখানে দৌরাত্ম্যকর পদ্ধতি বিরাজমান রহিয়াছে, আমরা দশভাগের নয় ভাগ গ্রহণ করিতেছি, ভারতবর্ষীয়গণ ক্রমেই হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেছে। ইহাদের কেহ কেহ আমাদের শাসন-পদ্ধতিকে স্ক্রুর সহিত তুলনা করিয়া থাকে। কারণ, উহা ধীরে ধীরে গতি প্রসারিত করে; প্রবল তেজের আঘাতে উহার গতি অনুভূত হয় না, কিন্তু উহা সর্ব্বদাই তাহাদিগকে মৃত্তিকার দিকে অবনত করিতে থাকে *।" আর এক জন সূক্ষ্মদর্শী সুলেখক পররাজ্য-গ্রহণসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "কর গ্রহণ হইতে একবারে বিরত হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষীয়-দিগকে উৎপীড়ন না করিয়া কার্য্য করিতে পারি। যদিও আমরা তাহাদের প্রণয়লাভের অধিকারী না হইতে পারি, তথাপি তাহাদের অবজ্ঞা অব্যাহত রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। সমুদয়কে একভূমিতে এক অবস্থায় পাতিত করা আমাদের উচিত নয়। উহাতে তাহাদের সংস্কার বিচলিত হয়, ভয় পরি-বর্দ্ধিত হয় এবং উপাধি ও সম্পত্তির হরণাশঙ্কা অধিকতর হইয়া উঠে। আমরা এক্ষণে আমাদের ভ্রম ও উহার শোচনীয় পরিণাম বুঝিতে পারিয়াছি।" জীন পল রিচর্‌ একদা কহিয়াছিলেন, "বহুদর্শিতা একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়, কিন্তু ঐ বিদ্যালয়ের বেতন নিতান্ত গুরুতর। আমরা এমন উপদেশ পাইয়াছি যে, তাহা লাভকরা দুর্ঘট ও বিস্মৃত হওয়া ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। এই উপদেশ লাভ করিতে আমাদিগকে অনেক ব্যয়ভার বহন করিতে হইয়াছে; যদি আমরা এই উপদেশে হতাদর হই, তাহা হইলে উহার দশগুণ ব্যয় স্বীকার করিতে হইবে। এই উপদেশ লাভ করিতে আমরা গত কয়েক মাস (সিপাহীযুদ্ধের সময়) অবিশ্রান্ত উৎকণ্ঠা ও মনঃপীড়ায় অতিবাহিত করিয়াছি। এই কয়েক মাস, পাছে আমাদের প্রাচ্য শাসনদণ্ড আমাদিগহইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় নিরন্তর কম্পিত হইয়াছি। আমরা আমাদের বিপক্ষদলের আকস্মিক ও ভয়ঙ্কর অস্ত্রসঞ্চালনে ভীত হইয়াছি, আমরা আমাদের অগৌরবকর বিজয়-বার্ত্তাও অবনতমস্তকে শ্রবণ করিয়াছি। এই উপদেশের চিহ্ন সমসাময়িক

* *Southey, Common-place Book, 4th Series, p. 684.*

ইতিহাসের পত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, উহা কখনও বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত হইবে না; যে পর্য্যন্ত নিহত যোদ্ধৃবর্গের নাম তাহাদের দুঃখিনী বিধবা পত্নী ও শোকসন্তপ্ত সন্তানদিগের হৃদয় হইতে অপসারিত না হয়, যে পর্য্যন্ত এই বিপ্লবের দর্শকগণ—যাঁহারা এই বিপ্লব নিরস্ত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন, এবং ভয়ঙ্কর শোণিত স্রোত দর্শনে রোমাঞ্চিত হইয়াছিলেন,—এই মর্ত্ত্যভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কালের দুর্ব্বার পরাক্রমে পঞ্চভূতে মিশ্রিত না হন; যে পর্য্যন্ত আমাদের উপকারজনক শাসনে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষীয়গণ আমাদের পূর্ব্বতন অব্যবস্থিততা সম্বন্ধে আন্দোলন করিতে বিরত না হয়; পক্ষান্তরে যে পর্য্যন্ত স্বাধীন রাজ্যের অধিবাসিগণ তাহাদের আপন আপন অধিপতিগণের শাসনের ন্যায় ইংরেজশাসনেও অনুরক্ত না থাকে, যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় বিপ্লব অন্যায়রূপে রাজ্যগ্রহণের একমাত্র ফল মনে করিয়া, আমরা কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর না হই, সে পর্য্যন্ত কখনও উহা স্মৃতিপট হইতে অপসারিত হইবে না *"।

কেবল ডালহৌসীর রাজ্যগ্রহণপ্রণালীকে লক্ষ্য করিয়াই, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এইরূপ বাক্য-পরম্পরা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কেবল ডালহৌসীর রাজ্যগ্রহণ প্রণালীতেই দূরদর্শী ব্যক্তিগণের হৃদয় এইরূপ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। ডালহৌসীর অহম্মুখতা, ডালহৌসীর অনাশ্রবতা, ইহার উপর ডালহৌসীর সমবেদনার অভাব প্রযুক্ত ভারতবর্ষে এইরূপ শোচনীয় রাজনীতির কার্য্যপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। এক জন স্পষ্টবক্তা ইংরেজ ডালহৌসীর রাজ্যশাসনের সমালোচনাকালে লিখিয়াছেন, "তিনি (ডালহৌসী) উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর কর্ম্মচারী হইতে পারেন, কিন্তু রাজ্যশাসন-বিষয়ে অতি নিকৃষ্ট ও অপদার্থ ব্যক্তি †"। আমরা এই কঠোর বাক্যের পুনরুক্তি করিয়া ভারতবর্ষের এক জন প্রধান শাসনকর্ত্তাকে কলঙ্কিত করিতে চাহি না। ডালহৌসীর অনেকগুলি গুণ ছিল, কিন্তু রাজ্যশাসনকার্য্যে ঐ

* *Westminister Review, New Series Vol. XXII., p. 156-157: Indian Annexations: British Treatment of Native Princes.*

† *Evans Bell, Empire in India, p. 26.*

গুণসমষ্টির বিকাশ লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার স্বজাতির অনেকে যে ভাবে ভারতবর্ষ শাসন করিতে চাহিতেন, যে কার্য্য করিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে প্রভুভক্ত ও সদা সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেন, তিনি তাহার বিরুদ্ধাচরণে ত্রুটি করেন নাই। জন মালকম্ একদা মেজর ষ্টুয়ার্টকে লিখিয়াছিলেন, "সমস্ত ভারতবর্ষকে কতকগুলি জেলাতে বিভক্ত কর, আমি স্পষ্টা-ক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছি, আমাদের সাম্রাজ্য পঞ্চাশ বর্ষ কাল থাকিবে। কিন্তু যদি আমরা ভারতবর্ষীয় স্বাধীন রাজ্যগুলি অব্যাহত রাখি, তাহা হইলে যত কাল ইউরোপে আমাদের নৌযুদ্ধের প্রাধান্য অপ্রতিহত রহিবে, তত কাল আমরা ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতে পারিব। যত দিন আমাদের এই প্রাধান্য থাকিবে, তত দিন কোন ইউরোপীয় শত্রু আমাদের প্রাচ্য সিংহাসন বিচলিত করিতে পারিবে না *"। মেজর ইবান্স বেল এক সময়ে নির্দেশ করিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষ তরবারির বলে অধিকৃত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও উহা তরবারির বলে রক্ষিত হইবে," এই কথায় যে, আমি কিরূপ বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ হইয়াছি, তাহা বলিবার নহে। যদি উহা এই অর্থ প্রকাশ করে যে, ভারতবর্ষে আমাদের সমস্ত ক্ষমতা ও সমস্ত অধিকার কেবল সৈন্য দ্বারা রক্ষিত হইতেছে, তাহা হইলে ঐ কথা আমি অসত্য বলিতেছি। যদি উহা এই অর্থ প্রকাশ করে যে, আমরা কেবল সৈন্য দ্বারাই ভারতবর্ষ শাসন করিতে পারি, প্রজাসাধারণের অধিকার, অনুভূতি ও সামাজিক রীতিতে অনাদর দেখাইয়া, কেবল সৈনিক বলের সাহায্যেই আমাদের সাম্রাজ্য ও ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিতে পারি, তাহা হইলেও আমি উহা অসত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।' ভারতবর্ষ এক মাত্র অসির সাহায্যেই রক্ষিত হইবে, সুতরাং এই অসিতেই আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত; ব্রিটিশ জাতির করধৃত অসিতে আমাদের প্রকৃত ক্ষমতা রহিয়াছে; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাজ্যাধিপতিগণের হৃদয় এইরূপ ধারণা ও এইরূপ মতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

"আমাদের সাম্রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা, আমাদের উদারতা এবং আমাদের

* *Kaye, Life and Correspondence of Major-General Sir John Malcolm,* vol II, p, 372.

সুশাসনের উপরেই নির্ভর করিতেছে। অধিবাসীদিগের সাধু মত ও সাধু ইচ্ছার উপর ক্ষমতা প্রকাশ করিলে, ন্যায়ানুগত শাসনপ্রণালীদ্বারা আমাদের প্রাধান্যের উপর সাধারণের প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আস্থা জন্মাইলে, আমাদের সাম্রাজ্য অটল থাকিবে।

" ১৮৪৮ অব্দে কলিকাতায় লর্ড ডালহৌসীর ভারতসাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড গ্রহণের পর হইতেই সমগ্র ভারতবর্ষে, সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে, অসন্তোষ ও বিরাগ প্রবলবেগে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যেখানে সাধারণ্যে অসন্তোষ ও অবিশ্বাস বিরাজ করিতেছে, সেখানে বিপ্লবসংঘটন জন্য কোন একটি সামান্য সূত্রের অভাব উপস্থিত হয় না। সমুদয় বিষয়ই ক্রোধোদ্রেকের কারণ হইতে পারে; সমুদয় বিষয় লক্ষ্য করিয়াই উন্মত্তভাবে চীৎকার করা যাইতে পারে। অধিনেতা ও পরিচালকগণ বিপ্লবের প্রবর্ত্তনার জন্য সমুদয় বিষয়ই গ্রহণ করিতে পারে, সমুদয় বিষয়েই ক্রোধোন্মত্ত সম্প্রদায়ের মস্তিষ্কে অভাবনীয় জ্ঞান ও ধারণা প্রবেশিত করিতে পারে। যেখানে অসন্তোষ, সন্দেহ ও কৌতূহল একাধিপত্য করিতেছে, সেখানে বসাযুক্ত টোটাও লোকদিগকে উত্তেজিত করিতে পারে, কঠোরপ্রণালীও উত্তেজিত করিতে পারে, আধুনিক ভবিষ্যদ্বাণীও উত্তেজিত করিতে পারে; সংক্ষেপে সমুদয় বিষয়ই উত্তেজনার উৎপাদক হইতে পারে *"।

লর্ড ডালহৌসীর মস্তিষ্কে কখনও এরূপ জ্ঞান সঞ্চারিত হয় নাই। এরূপ জ্ঞান ও এরূপ কল্পনা কখনও তাঁহাকে সমবেদনা ও বহুদর্শিতা দেখাইতে প্রবর্ত্তিত করে নাই। ডালহৌসী স্বৈরাচারের প্ররোচনায় অযোধ্যা অধিকার করিয়া যে বিপ্লবের বীজ রোপণ করেন, কালক্রমে তাহা হইতে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। পঞ্জাবজয়ের পর, স্যার হেন্‌রি লরেন্স তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা-বলে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে, এই নববিজিত রাজ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কখনই সম্মানিত ও সমাদৃত হইবেন না। স্বাধীনতাপ্রিয় শিখগণ হঠাৎ ফিরিঙ্গীদের অধীনে ব্যবস্থাপিত হওয়াতে প্রথমতঃ আপনাদিগকে অপদস্থ ও অপমানিত জ্ঞান করিবে; সুতরাং এই রাজ্য ইউরোপীয় সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত না হইলে অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিরস্ত করিবার সুবিধা

* *English in India, pp. 34, 40.*

হইবে না। এই বিবেচনায় তিনি বহুসংখ্য ইউরোপীয় সৈন্য পঞ্জাবে একত্র করেন। অবশিষ্ট কয়েক দল সৈন্য স্থানান্তরে ব্যবস্থাপিত হয়। সুতরাং তাঁহাকে কোম্পানির অধিকৃত অন্যান্য স্থান রক্ষার জন্য বহুসংখ্য ভারতীয় সৈন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহার পর ইংলণ্ড, ক্রিমিয়াযুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষীয় সৈন্য প্রার্থনা করেন। সুতরাং সাধারণে ভাবিতে লাগিল, ইংলণ্ডের লোক-সংখ্যা ও সৈন্যসংখ্যা অতি অল্প হইয়া পড়িয়াছে, এই জন্য কর্তৃপক্ষ সকল বিষয়েই ভারতবর্ষীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় সৈন্যের সহায়তা ব্যতীত তাঁহাদের কোনও কার্য্য সাধিত হয় না*।

ইহার পর যখন অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজ্যে সংযোজিত হয়, নবাব ওয়াজিদ আলি যখন ব্রিটিশ কোম্পানির পেন্সন্ গ্রহণ করিয়া অস্তিত্বমাত্রে পর্য্যবসিত হন, তখন সাধারণের বিরাগ আরও বাড়িয়া উঠে। পঞ্জাবের ন্যায় অযোধ্যা সীমান্ত রাজ্য নহে, সুতরাং বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ জন্য তথায় বহুসংখ্য সৈন্য রাখিবারও প্রয়োজন দেখা যায় নাই। ইংরেজেরা স্বল্পমাত্র সৈন্য আনিয়া, অযোধ্যায় ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন করেন, এবং এই স্বল্পমাত্র সৈন্যের উপরেই অধিকৃত রাজ্যের রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। এইরূপে অসময়ে ও অতর্কিতভাবে অযোধ্যায় ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হওয়াতে সাধারণে সাতিশয় চিন্তাকুল হইল। তাহারা দেখিল, ইংরেজেরা অবশেষে ভারতবর্ষের একটি প্রধান মুসলমানরাজত্বের ধ্বংস করিলেন। তাঁহাদের প্রভু-শক্তি ক্রমেই সংহারিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিকট ভাবে মুখব্যাদান করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের সমুদয় রাজ্যই উহার মুখে পতিত হইবে, ক্রমে ক্রমে ভারত-মানচিত্রের সমুদয় অংশই লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিবে। সাধারণে ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না, দেশীয় রাজগণকে অতল সাগরে নিমজ্জিত হইতে দেখিয়া, এবং আপনাদের সমুদয় বিষয়ই বৈদেশিক শ্বেত পুরুষের হস্তগত মনে করিয়া, তাহারা ক্ষোভে, রোষে ও অপমানে নিরতিশয় আকুল হইয়া উঠিল।

* ক্রিমিয়াযুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে অর্থ সংগৃহীত হইতে থাকে। ইহাতে লোকে আবার ভাবিতে লাগিল ইংলণ্ডের কেবল সৈন্যসংখ্যার হ্রাস হয় নাই; অর্থেরও হ্রাস হইয়াছে।—*Kaye, Sepoy War, p. 345, note.*

অযোধ্যা অধিকৃত হওয়াতে সিপাহীরাও অনেক গুলি কারণে অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালার সিপাহীগণের অধিকাংশই অযোধ্যার লোক। অযোধ্যায় প্রতি পল্লীতেই ব্রিটিশ কোম্পানির প্রদত্ত পরিচ্ছদধারী ও ব্রিটিশ কোম্পানির কার্য্যানুরক্ত সিপাহীদিগের আত্মীয়গণ বাস করে। এই সিপাহীগণ সম্ভ্রান্ত হিন্দুবংশীয়, এবং আপনাদের বংশমর্য্যাদায় উন্নত। মুসলমান-রাজত্ব বিনষ্ট হওয়াতে তাহাদের জাতীয় গৌরবের কোন হানি হয় নাই; ওয়াজিদআলি সিংহাসন-ভ্রষ্ট হওয়াতে তাহারা আপনাদিগকে সম্মানভ্রষ্ট মনে করে নাই। কিন্তু অন্য কারণে তাহাদের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল। অযোধ্যা যত দিন পররাষ্ট্র শ্রেণীতে নিবেশিত ছিল, তত দিন তাহারা আপনাদের দেশে সাধারণের আদরের পাত্র হইত, এবং সাধারণের নিকট গৌরবান্বিত থাকিত। কোম্পানির কর্ম্ম গ্রহণ করাতে স্বদেশে অনেক বিষয়েই তাহাদের অনেক সুবিধা ছিল। সকলেই তাহাদিগকে সম্মান করিত, সকলেই তাহাদিগকে সাহায্যদানে উন্মুখ হইত, সকলেই তাহাদের মনস্তুষ্টিসাধনে ব্যগ্র থাকিত। স্বদেশে কোনরূপ অত্যাচার বা অবিচার হইলেও তাহাদের কোনও অনিষ্ট হইত না। তাহারা ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের অনুগ্রহে সপরিবারে সুখে কালাতিপাত করিত। সূক্ষ্মদর্শী স্যার্ হেনরি লরেন্স একদা লিখিয়াছিলেন, "সিপাহীরা পূর্ব্বে সমাজে যেরূপ গণনীয় ছিল; এক্ষণে সেরূপ নাই। তাহারা পর-রাজ্য-গ্রহণে বিরাগ দেখাইয়া থাকে। যেহেতু, প্রত্যেক রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সংযোজিত হইলে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শত্রু-সংখ্যা অল্পতর এবং তৎপ্রযুক্ত সিপাহীর প্রয়োজনও অল্পতর হয়। * * * পররাজ্য-গ্রহণ তাহার প্রীতিকর কি না, এই প্রশ্ন একদা বোম্বাই অশ্বারোহিদলের এক জন অযোধ্যাবাসী সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। সে উত্তর করিয়াছিল, "রাজ্যগ্রহণ আমরা ভাল বাসি না। যখন আমি বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইতাম, তখন বড় লোকের ন্যায় আদর পাইয়াছি। আমার আবাসপল্লীর সম্ভ্রান্ত লোকে আমাকে সম্মুখীন দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে নিম্ন শ্রেণীর লোকে আমার সম্মুখে ধূমপান করিয়া থাকে *।"

* *Sir Henry Lawrence to Lord Canning. Ms Correspondence.* পররাজ্য

অযোধ্যা ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়াতে তত্রত্য সিপাহীগণ এইরূপ বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহারা নবাবের শাসন-সময়ে স্বদেশে আদর ও সম্মানের পাত্র হইয়া কালযাপন করিত। তাহাদের পরিহিত সামরিক পরিচ্ছদে, তাহাদের ব্যবহৃত সামরিক অস্ত্রে, ব্রিটিশ কোম্পানির দেদীপ্যমান প্রতাপ দেখিয়া, সকলেই তাহাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভয় করিত, সকলেই ব্রিটিশ কোম্পানির লোক বলিয়া, তাহাদিগের গৌরবঘোষণা করিত। কেহই তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিত না, অথবা কেহই তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিতে সাহসী হইত না। কিন্তু যখন অযোধ্যা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইল, যখন অন্যান্য লোকের ন্যায় সিপাহীগণও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাধারণ প্রজা বলিয়া পরিগণিত হইল, তখন তাহাদের আর সে সম্মান, সে গৌরব বা সে আদর রহিল না। তাহারা স্বদেশীয়দিগের সহিত এক ভূমিতে একভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, এক কমিশনরের রক্ষাধীন হইল। সুতরাং সিপাহীরা অযোধ্যাগ্রহণের ফল স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিল। রাজ্যাধিপতির পরিবর্ত্তন হওয়াতে সাধারণে যেরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারাও সেইরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল; সকলেই একবিধ ক্ষোভে ও একবিধ বিরাগে পরস্পর সমবেদনাপর হইয়া উঠিল।

এইরূপে অযোধ্যাগ্রহণের পর সিপাহীরা ব্রিটিশ কোম্পানির উপর অধিকতর বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে; ক্রমে কোম্পানির প্রতি তাহাদের বিশ্বাস ও অনুরাগ অধিকতর দূরে অপসারিত হইয়া পড়ে। সিপাহীরা কেবল সৈনিক পুরুষ নহে; তাহারা স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়াও কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া থাকে। স্বজাতির মঙ্গলসাধনে, স্বগোষ্ঠীর উন্নতিবিধানে তাহাদের চিন্তা, তাহাদের ইচ্ছা ও তাহাদের অভিপ্রায় নিয়ত পরিস্ফুট

গ্রহণ করিলে যে, সিপাহীরা নিরতিশয় বিরক্ত হয়, তাহা সিপাহীদিগের এই কয়েকটি কথায় অধিকতর পরিস্ফুট হইবে। প্রায় পঁচিশ বৎসর হইল, এক জন সিপাহী তাহার আফিসরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, এক্ষণে তাঁহারা সিপাহীদিগকে ছাড়িয়া কি করিবেন। আর এক জন কহিয়াছিল, "এক্ষণে আপনারা পঞ্জাব অধিকার করিয়াছেন; সুতরাং এক্ষণে সৈন্যসংখ্যাও কম করিবেন।" অপর এক জন সিন্ধুদেশ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির সহিত সংযোজিত হওয়ার সংবাদ শুনিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল যে, বোধ হয় লণ্ডনকে বাঙ্গালার সহিত সংযোজিত করিবার আদেশ প্রচারিত হইবে।—*Kaye, Sepoy War, Vol. I, 347, note.*

হইতে থাকে। সাধারণ ঘটনা জানিবার তাহাদের অনেক সুবিধা আছে। তাহারা আপনাদের সৈনিক নিবাসে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির লোকের সহিত সম্মিলিত হয়; দূরপ্রবাসী বন্ধুদিগের সহিত পত্রাদিদ্বারা আলাপ করে; বাজারের সমস্ত গল্প স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখে, এবং কৌতূহলপর হইয়া সকল সময়ে সকল বিষয়েরই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তাহারা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য. গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনেক সময়ে বুঝিতে পারে; কিন্তু সদা সন্দিগ্ধ ও কৌতূহলপর বলিয়া, তাহারা অনেক সময়ে উহা ভিন্নভাবে বুঝিয়া থাকে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর গূঢ়তত্ত্ববিনির্ণয়ে তাহার কোনও ক্ষমতা নাই; ইংরেজের দুরূহ রাজনীতির মর্ম্মাবধারণেও তাহাদের কোনও সামর্থ্য নাই। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় ইংরেজ আফিসরদিগের সহিত পরামর্শ করিতে পারিত না; সুতরাং তাহারা অপূর্ব্বকল্পনাবলে নানাপ্রকার অনিষ্টকর স্বপ্ন দেখিত এবং আপনাদের কল্পনায় আপনারাই উদ্ভ্রান্ত হইয়া, দুঃসাহসিক কার্য্যসাধনে অভিনিবিষ্ট হইত।

তাহাদের এই কল্পনা উদ্দীপিত করিতে লোকের অভাব ছিল না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে অনেক উপকথা তাহাদের সম্মুখে কীর্ত্তিত হইত। অনেক উপকথা তাহাদিগকে রোমাঞ্চিত করিত, এবং ধমনীমধ্যে শোণিতবেগ দ্বিগুণিত করিয়া দিত। কোম্পানির রাজ্য প্রসারিত হওয়াতে তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র যেমন সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল, সেইরূপ তাহাদের স্বজাতির ধর্ম্মনাশের পথ উন্মুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ কোম্পানির রাজ্যের সহিত সংযোজিত হয়, সেই দেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার এবং সেই দেশের অধিবাসীদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার উপায়ও সহজ হইয়া থাকে। যে সিপাহীগণ নিদারুণ ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত হইয়াও অন্তিম সময়ে নিম্ন জাতির আহৃত দ্রব্য গ্রহণ করে না *, এক্ষণে তাহারা আপনাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম

* ১৮০০ অব্দের ৩১শে জানুয়ারি কর্ণেল স্কিনর উনরার রাজার সহিত যুদ্ধে আহত হন। যুদ্ধ শেষ হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে কি কি ঘটনা হয়, স্কিনর স্বয়ং দর্শন করিয়া তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বিবরণে সিপাহীদিগের স্বধর্ম্মানুরক্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কর্ণেল স্কিনর লিখিয়াছেন :—“অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময়ে আমি আহত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূপতিত হই। পরদিন প্রাতঃকালে আমার চেতনার সঞ্চার হয়। সচেতন হইয়া দেখিলাম, আমাদের আহত সৈনিকগণ চারি দিকে পড়িয়া রহিয়াছে। আমি দুঃখের

প্রচারকদিগকে দেখিতে পাইল। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের অনেক দেবত্র ও ব্রহ্মত্র ভূমির উচ্ছেদ হওয়াতে লোকে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-সংস্কারের মূলে আঘাত করিবার জন্য আইন প্রণীত হইয়াছে, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ধর্ম্ম-সঙ্গত কার্য্য-প্রণালীর প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার জন্য কারাগৃহে পাচকগণ কার্য্য করিতেছে, প্রতি সৈনিক নিবাসে, প্রতি সৈনিকদলে,আগন্তুক সন্ন্যাসী ও ফকীরগণ এইরূপ কাহিনী বিবৃত করিয়া, সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিল। ফিরিঙ্গী গবর্ণমেণ্টকে পর্য্যুদস্ত করিলে যে, তাহার অনেক লাভ হইবে, তাহারা সপরিবারে মহাসুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে, তাহাও তাহাদের নিকট প্রস্তাবিত হইতেছিল। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত প্রাচীন রাজ্য কোম্পানির সাম্রাজ্যের সহিত

উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়া একটি বনের মধ্যে গিয়া লুকাইলাম। নিকটে আরও দুই জন ভারতবর্ষীয় সৈনিক পুরুষ ছিল, তাহাদের এক জন সুবাদার, অন্য জন জমাদার। একের পাদদেশ গুলির আঘাতে বিচূর্ণিত হইয়াছিল; অপরের শরীরে বল্লমের আঘাত লাগিয়াছিল। নিদারুণ পিপাসায় এক্ষণে আমরা নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িলাম; নিকটে জনপ্রাণী দেখা গেল না। এইরূপ অবস্থায় আমরা সমস্ত দিন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রহিলাম। কিন্তু হায়! রাত্রি উপস্থিত হইল; আমাদের অদৃষ্টে মৃত্যু কি সাহায্য, কিছুই ঘটিল না। পূর্ণ চন্দ্র আকাশে বিমল কর প্রকাশ করিতেছিল। নিশীথসময়ে আমরা নিদারুণ শীতার্ত্ত হইয়া পড়িলাম; শীত এমন ভয়ঙ্কর হইয়াছিল যে, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি জীবিত থাকি, তাহা হইলে আর কখনও সৈনিক কার্য্য গ্রহণ করিব না। আমার চারি দিকে যুদ্ধাহতগণ আর্ত্তস্বরে জল প্রার্থনা করিতেছিল। শৃগাল দল চারি দিকে শবদেহ বিদীর্ণ করিতেছিল। আমরাও তাহাদের জন্য প্রস্তুত হইতেছি কি না, দেখিবার জন্য ক্রমেই আমাদের সম্মুখীন হইতেছিল। আমরা শব্দ করিয়া বা প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া, তাহাদিগহইতে আত্মরক্ষা করিতেছিলাম। এইরূপে ভয়ানক সুদীর্ঘ রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রাতঃকালে দেখিলাম একটি পুরুষ ও একটি বৃদ্ধা চাঙ্গারি ও জলপাত্র হস্তে করিয়া আমাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছে। বৃদ্ধা সমুদয় আহত ব্যক্তিকেই চাঙ্গারি হইতে এক এক খানি রুটি ও জলপাত্র হইতে জল দিল। আমাকেও সে উহা প্রদান করিল, আমি ঈশ্বরকে ও তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম। সুবাদার উচ্চশ্রেণীর রাজপুত এবং এই বৃদ্ধা চামারজাতীয়া ছিল। সুতরাং সুবাদার তাহার প্রদত্ত জল কি রুটি, কিছুই গ্রহণ করিল না। আমি আগ্রহসহকারে তাহাকে উহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম। সুবাদার অম্লানবদনে কহিল, "আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা অতি অল্পক্ষণ মাত্র জীবিত থাকিব; এই অল্পক্ষণের জন্য কেন চিরন্তন ধর্ম্মানুশাসন পরিত্যাগ করিব? না, আমি কখনও এই জল রুটি গ্রহণ করিব না, পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া অকলঙ্কিতভাবে মৃত্যুর ক্রোড়শায়ী হইব।" *Military Memoir of Lieutenant-Colonel James Skinner. Vol. I. p. 178. Comp Duke of Argyll, India under Dalhousie and Canning, p. 75-76.*

সংযোজিত হইয়াছিল, সেই রাজ্যের লোকেও সিপাহীদিগের হৃদয় কলুষিত করিতে উদ্যত হয়। ইহারা বিবিধবেশে বিবিধ উপায়ে সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে থাকে। গভীর সাধনা ইহাদিগকে একাগ্র করিয়াছিল, প্রগাঢ় কার্য্যতৎপরতা ইহাদিগকে অনলস রাখিয়াছিল এবং অবিচলিত অধ্যবসায় ইহাদিগকে উদ্দেশ্যসাধনে অপরাঙ্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের স্থিরপ্রতিজ্ঞা ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছিল; অলক্ষ্যভাবে পরাক্রম সংগ্রহ করিতেছিল; অবিচলিতভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিল, শেষে বিপুল উৎসাহে আপনার উদ্দেশ্য সফল করিয়া তুলিতেছিল। যোগরত ব্রহ্মচারীর বেশ, ভ্রমণশীল পথিকের বেশ, ক্রীড়াকৌতুকপর পুত্তলক্রীড়কের বেশ, যে বেশই ইহারা পরিগ্রহ করুক না কেন, যে স্থানেই ইহারা গমন করুক না কেন, যে সৈনিক দলের সহিতই ইহারা সম্মিলিত হউক না কেন, সিপাহীদিগের হৃদয় তরঙ্গায়িত ও সিপাহীদিগকে আকস্মিক বিপ্লবের জন্য উত্তেজিত করাই ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যসাধনে কোনরূপ অন্তরায় উপস্থিত হইল না। কোনরূপ অন্তরায় ইহাদের প্রতিকূলতা সাধন করিল না। উপযুক্ত সময়ে বীজ নিক্ষিপ্ত হইল, উপযুক্ত সময়ে উহা সিপাহীদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে স্থান পরিগ্রহ করিল, এবং উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ঘটনাবিশেষের আবির্ভাবে উহা ফলোন্মুখ হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ অস্থির করিয়া তুলিল।

ভারতবর্ষের জন্য নূতন গবর্ণরজেনেরলের নিয়োগের সময়ে অনেক আন্দোলন উপস্থিত হইয়া থাকে। লর্ড ডালহৌসীর ন্যায় একজন ক্ষিপ্রকর্ম্মা ও কার্য্যকুশল ব্যক্তি যখন ভারতবর্ষের শাসন-দণ্ড পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার উত্তরাধিকারীর স্থিরীকরণসময়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। যিনি আট বৎসর কাল কার্য্য-নৈপুণ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক অভিনব বিষয়ের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, স্থিরতা ও দৃঢ়তায় যিনি আপনার প্রবর্ত্তিত নীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, কে তাঁহার পদ গ্রহণ করিবে, এক্ষণে ইহাই সকলের বিচার্য্য হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষীয়গণ ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহাদের ভাবী শাসনকর্ত্তার আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে সংবাদ আসিল, লর্ড পামর্ষ্টোনের রাজনৈতিক মন্ত্রে দীক্ষিত, মহারাণীর পোষ্টমাষ্টার-জেনেরল লর্ড ডালহৌসীর পদের জন্য মনোনীত হইয়াছেন।

লর্ড ক্যানিং অযোগ্য পাত্র বা অনুদারপ্রকৃতি ছিলেন না। ইটন ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করিয়া, তিনি সাহিত্য ও গণিতে বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে অক্সফোর্ডের বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন, সেই সময়ে গ্লাড্‌ষ্টোন্, ব্রুস্, ফিলিমোর তাঁহার সমপাঠী ছিলেন। ইঁহারা সকলেই এক এক সময়ে বৈষয়িক কার্য্যক্ষেত্রে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন*। ক্যানিং যখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হন, তখন তিনি একবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে পার্লিয়ামেণ্টের দ্বার তাঁহার নিকট অবারিত ছিল। কিন্তু তিনি তাড়াতাড়ি বৈষয়িক কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে অভিলাষী হন নাই। ক্যানিঙের বক্তৃতাশক্তি তাদৃশ তেজস্বিনী ছিল না। ক্যানিং সাধারণতঃ লজ্জাশীল ছিলেন। সুতরাং পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় যে, তাঁহার ক্ষমতা অধিকতর বিকশিত হইবে, তাহা তিনি প্রথমে অনুধাবন করেন নাই। যাহা হউক, তিনি সংসারে প্রবেশের পথ নিরুদ্ধ রাখিলেন না। কামিনীর কমনীয় হৃদয় আকর্ষণ করিতে তাঁহার ক্ষমতা ছিল। সরলতা, উদারতা ও নম্রতাতে পবিত্র প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়া, তাঁহাকে শতগুণে মহীয়ান্ ও গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি এক্ষণে এই প্রেমের বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৩৫ অব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর চার্লস জন ক্যানিং সারলোট্ ষ্টুয়ার্টনাম্নী একটি কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এই কামিনী রূপলাবণ্যবতী এবং বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি গুণে গরীয়সী ছিলেন। পরিণীত হইবার এক বৎসর পরে ক্যানিং পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করেন। কমন্স সভায় তাঁহাকে ছয় সপ্তাহের কিছু বেশী দিন থাকিতে হইয়াছিল। ক্যানিং ইহার পর লর্ডসভায় আসন পরিগ্রহ করেন। ক্যানিং প্রায় বিংশতি বৎসর লর্ডসভায় থাকেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি অনেক রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। ক্যানিং প্রথমে পররাষ্ট্রবিভাগের অণ্ডর সেক্রেটরির পদে নিয়োজিত হন। তিনি কর্ত্তব্যসম্পাদনে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং স্বীয় কর্ত্তব্য অতিশয় যোগ্যতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

* গ্লাড্‌ষ্টোন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী। ব্রুস ভারতবর্ষের অন্যতম গবর্ণরজেনেরল লর্ড এলগিন। ফিলিমোর, ইংলণ্ডের এক জন প্রধান উকীল।

কানিং ইহার পর ১৮৪৬ অব্দে বনবিভাগের প্রধান কমিশনরের পদ গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি মন্ত্রিসভার সভ্য ও পোষ্টমাষ্টারজেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

১৮৫৫-১৮৫৬ খৃঃ অব্দ।

এইরূপ কার্য্যকুশল অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞের হস্তে লর্ড ডালহৌসীর পর ভারতবর্ষের শাসন-ভার সমর্পিত হয়। আগষ্ট মাসের প্রথম দিনে ইণ্ডিয়া হাউসে ডিরেক্টরদিগের একটি সভা হয়। কানিং এই সভায় যথারীতি শপথ করিয়া ভারতবর্ষের শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে তাঁহার সম্মানার্থ একটি সমৃদ্ধ ভোজের অনুষ্ঠান হয়। ইংলণ্ডে এইরূপ ভোজ একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা। এই ঘটনা নীরবে বা বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হয় নাই। সেই আগষ্ট মাসের প্রথম দিনে সুপ্রশস্ত গৃহে অনেক প্রধান ব্যক্তি সমাগত হইয়াছিলেন। ইণ্ডিয়াকোম্পানির সভাপতি ইলিয়ট্ মাক্‌নাটন ঐ ভোজের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। যাঁহার সম্মানবর্দ্ধন জন্য ঐ সমৃদ্ধ ভোজের আয়োজন হইয়াছিল, তিনি নীরবে থাকেন নাই। কানিং ঐ সময়ে বিলক্ষণ গাম্ভীর্য্যের সহিত একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি অকপটচিত্তে অনেক কথা কহিয়াছিলেন; আপনার দায়িত্ব এবং কার্য্যের গুরুত্বের উল্লেখ করিয়া অকপটচিত্তে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, এক সময়ে এইরূপ গুরুতর ভার গ্রহণ করিতে তিনি যে, সঙ্কুচিত হইতেন, তাহা স্বীকার করিতে তিনি লজ্জিত নহেন। কিন্তু এক্ষণে কোম্পানির হস্ত হইতে যে ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিতে, তিনি প্রত্যেক ঘণ্টায়, প্রত্যেক মিনিটে নিজের অধ্যবসায়, চেষ্টা ও মনোযোগ প্রকাশ করিবেন। তিনি ইহার পর সভাপতি মাক্‌নাটনের দিকে ফিরিয়া কহেন, "আপনারা অদ্য ডিরেক্টরসভার সহিত একীভূত হইয়া কার্য্য করিতে, আমাকে নির্ব্বন্ধসহকারে অনুরোধ করিয়াছেন। আমি এই অনুরোধের জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি, এবং উহা কায়মনোবাক্যে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি। আমি জানি, আপনারা যে সকল সম্প্রদায়ের অধিনায়ক, তাঁহারা যেখানেই আপনাদের বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেন, সেখানেই সকলে বিশ্বাসের সহিত তাঁহাদের অধীনে কার্য্য করিয়া থাকে। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের

প্রধান ব্যক্তি ও আমার সহযোগিগণের সমবেদনার উপরেও আমি নির্ভর করিতেছি। সিবিল ও সৈনিক সম্প্রদায় পরস্পর একীভূত হইয়া কার্য্য করিলে আমি সাতিশয় আনন্দ লাভ করি। রাজকীয় কার্য্যের এই দুটি প্রধান সম্প্রদায় ব্যতীত, অস্মদ্দেশীয়গণ, গবর্ণমেণ্টের অন্য কোন বিষয় সমধিক গৌরবের সহিত দর্শন করেন কি না, তাহা আমি অবগত নই। এই দুই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য অনেক কার্য্য করিয়াছেন। আপনারা, আপনাদের দল হইতে সমর ও শান্তির সময়ে এরূপ কার্য্যকুশল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে পাইলে ইউরোপের যে কোন রাজ্য আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতে পারে। মহাশয়, এই সমস্ত লোক থাকাতেই আপনারা পৃথিবীর ইতিহাসে এই একটি অতুলনীয় দৃশ্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, পঞ্চদশ কোটী লোক একটি সমৃদ্ধিপন্ন দেশে বৈদেশিকের শাসনে, সুখে ও শান্তিতে কালাতিপাত করিতেছে।"

ইহার পর কানিং পদের গুরুত্ব ও মহত্ত্বের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা কহিয়া এই ভবিষ্য বাণীদ্বারা সকলকে চমকিত করেন :—"আমি জানিনা, ভারতবর্ষে কিরূপ ঘটনার আবির্ভাব হইবে। আমি আশা করি, এবং প্রার্থনা করি, আমরা যুদ্ধের শেষ সীমায় উপনীত হইব না। আমি শান্তিপূর্ণ সময়ে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু আমি ইহা কখনই বিস্মৃত হইব না যে, পৃথিবীর অন্যান্য অংশ অপেক্ষা আমাদের ভারতসাম্রাজ্যের মঙ্গল অনেকটা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষের আকাশ এক্ষণে নির্ম্মল দেখা যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে এক হস্তপরিমিত একখণ্ড মেঘের উদয় হইতে পারে। ঐ মেঘ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে। যাহা একবার সংঘটিত হইয়াছে, তাহা আবারও সংঘটিত হইতে পারে। বিরাগের কারণপরম্পরা ন্যূন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা অপসারিত হয় নাই। এক্ষণেও অনেক অসন্তুষ্ট ও অবাধ্য ব্যক্তি আমাদের শাসনাধীন আছে। আমাদের এখনও এরূপ প্রতিবাদী রহিয়াছে যে, তাহাদের প্রতি আমরা সম্পূর্ণরূপে সতর্কতাশূন্য হইয়া থাকিতে পারি না, এবং আমাদের সীমান্তভাগও এরূপ অবস্থায় রহিয়াছে যে, সম্ভবতঃ তাহার কোন অংশে কোন সময়ে

বিপ্লবের উৎপত্তি হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত কোন কোন করদ রাজ্যের সহিত আমাদের সম্বন্ধ এরূপ অবস্থায় হইয়া রহিয়াছে যে, ভারতবর্ষের ন্যায় একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যে শান্তিরক্ষা করা সন্দেহের স্থল। আমরা এইরূপ শান্তি রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেও, আমাদের সম্মান, বিশ্বাস এবং সৎকার্য্য-বলে অন্ততঃ সেই শান্তি পাইবার যোগ্য হইতে পারি। যখন এই সকলের পরিবর্ত্তে যুদ্ধের প্রয়োজন হয়, তখন যেন বিশিষ্ট ধীরতা ও বিবেচনার সহিত সেই যুদ্ধ করিতে পারি। এইরূপ সুবিবেচনা পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলে উহা অবশ্যই অল্পকাল-স্থায়ী হইবে, সেই যুদ্ধের ফলও অনিশ্চিত হইবে না। কিন্তু আমি সন্তোষের সহিত এই সকল আশঙ্কা হৃদয় হইতে অপসারিত করিতেছি, এবং সন্তোষের সহিত শান্তির সুবিস্তৃত দৃশ্য লক্ষ্য করিতেছি। আমার ভরসা আছে যে, আমি এই শান্তিময় রাজ্যে থাকিয়া, আপনাদের সহায়তা লাভে সমর্থ হইব।”

যাঁহারা লর্ড কানিঙের পার্লিয়ামেণ্টের বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা এই বক্তৃতা শুনিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন, এবং মুক্তকণ্ঠে বক্তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যে বক্তৃতা ১৮৫৫ অব্দের ১লা আগষ্ট তাঁহাদের শ্রুতি-প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা অনেক পার্লিয়ামেণ্টের বক্তৃতা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। উহা যেমন হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, তেমনই ধীরভাবে ও গম্ভীর স্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল। উহার প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক শব্দই শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণে অপূর্ব্ব সুখ সঞ্চারিত করিয়াছিল, এবং তাঁহাদিগকে ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলিয়াছিল। কানিং আশঙ্কিতহৃদয়ে যে এক হস্তপরিমিত মেঘের উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে মেঘ ভারতীয় আকাশে উদিত হইয়াছিল, এবং বর্দ্ধিত হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিপদাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। যাঁহারা কানিঙের এই বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা পরিশেষে এই ভবিষ্যবাণী ফলবতী হইতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়ের সহিত কানিঙের লোকাতীত ক্ষমতার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন।

সেই সমৃদ্ধ ভোজের সুসজ্জিত গৃহে, সেই ১লা আগষ্ট আর এক জন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ভারতবর্ষসম্বন্ধে কয়েকটি কথার উল্লেখ করেন। লর্ড পামষ্টোন ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন গৌরব, পূর্ব্বতন মহিমা ও পূর্ব্বতন

খ্যাতির কাহিনী বিস্মৃত হন নাই, কিংবা ভারতবর্ষকে পূর্ব্বগৌরবে গৌরবান্বিত করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হন নাই। তিনি অম্লানবদনে কহিয়াছিলেন, "প্রাচীন সভ্যতা প্রথমে ভারতবর্ষ হইতে মিশর দিয়া এই দিকে উপস্থিত হইয়াছে। আমরা সেই সময়ে অসভ্য ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমরা সেই অসভ্যতার নিকৃষ্টতম পদ হইতে সভ্যতার উচ্চতম পদে অধিরূঢ় হইয়া প্রাচীন সভ্যতাজননী ভারতভূমিতে সভ্যতা ও জ্ঞান প্রচার করিতেছি। বোধ হয়, ভাতবর্ষের অধিবাসীদিগকে উচ্চতর ও পবিত্রতর বিষয় দান করা আমাদের অদৃষ্টে ঘটিতে পারে।" ইহার পর লর্ড পামর্ষ্টোন কানিঙের ভবিষ্যবাণীর উল্লেখ করেন এবং কোন্ স্থানে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের আবির্ভাব হইবে, তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

যদিও লর্ড কানিং ইণ্ডিয়া হাউসে যথাবিধি শপথ পূর্ব্বক ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন, যদিও সাধারণে তাঁহাকে ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরল বলিয়া জ্ঞান করিতে থাকে, তথাপি তিনি পূর্ব্বের ন্যায় কিছুকাল মন্ত্রিসভার সভ্য ও পোষ্টমাষ্টরজেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল যে, লর্ড কানিং লর্ড ডালহৌসীর হস্ত হইতে ১৮৫৬ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু শেষে ডালহৌসী ১লা মার্চ্চ পদত্যাগের অভিপ্রায় জানাইলেন। সুতরাং কানিংকে আরও কয়েক দিন প্রতীক্ষা করিতে হইল। অভিনব গবর্ণরজেনেরল ভাবিয়া ছিলেন যে, ডালহৌসী অযোধ্যা সম্বন্ধে কোন বিশেষ বন্দোবস্ত ও ভাবী বিপ্লবের আশঙ্কা নিবারণ জন্যই এই বিলম্ব করিতেছেন। ইহাতে তিনি বুঝিলেন যে, এইরূপ বিলম্বে তাঁহার ও ডালহৌসীর সুবিধা হইবে না। সুতরাং এই বিলম্ব প্রথমে তাঁহার অনুমোদনীয় হয় নাই। অপরে ভাবিতে পারে, অযোধ্যাগ্রহণ করাতে বিপদের আশঙ্কায় নূতন গবর্ণরজেনেরল এরূপ সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন, কিংবা ঐ কার্য্য তাঁহার নিকট এরূপ অশ্রদ্ধেয় ও এরূপ দৌরাত্ম্যজনক বোধ হইয়াছিল যে, তিনি উহার কোন অংশ স্বয়ং সম্পন্ন করিতে চাহেন নাই। এই উভয় ধারণাই ভ্রান্তিমূলক। অযোধ্যা-গ্রহণ প্রস্তাব, মন্ত্রিসভার প্রস্তাব। মন্ত্রিসভার সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত থাকাতে কানিং ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছিলেন। সুতরাং অযোধ্যার সুবন্দোবস্ত করিতে কানিং আগ্রহান্বিত

ছিলেন। এই জন্য তিনি ডালহৌসী কালবিলম্বের প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হন নাই। কিন্তু যখন ডালহৌসীর শেষ পত্র উপস্থিত হইল, এই শেষ পত্রে কানিং যখন অবগত হইলেন, ডালহৌসী বিশেষ ঘটনার জন্য নয়, সাধারণ ঘটনার জন্য কয়েক সপ্তাহ বিলম্ব করিতেছেন, তখন কানিং কোন রূপ আপত্তি করিলেন না; সন্তুষ্টচিত্তে ডিরেক্টরদিগের সহিত একমত হইলেন। *

২১এ নবেম্বর কানিং সস্ত্রীক উইণ্ডসরে গমন করেন, তথায় মহারাণীর নিকট বিদায় লইয়া ২৩শে লণ্ডনে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই নবেম্বর মাসেই কানিং জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী ও ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। তিনি মিশরের রমণীয় শোভা দেখিয়া জানুয়ারির মধ্যভাগে সুএজ জাহাজে আরোহণ করেন, এবং তথা হইতে আদন্ নগরে উপনীত হন। কানিং ১৮৫৬ অব্দের ২৮এ জানুয়ারি বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইয়া ব্রিটিশসিংহের প্রাচ্য সাম্রাজ্যে পদার্পণ করেন। গবর্ণর জেনেরলকে যেরূপ সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করিতে হয়, ডালহৌসীর আদেশানুসারে তৎসমুদয় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং কানিঙের আগমনে বোম্বাই নগরে উৎসব বা আড়ম্বরের কোনও ত্রুটি হয় নাই। কানিং ২রা ফেব্রুয়ারি মাক্‌নাটনকে লিখিয়াছিলেন, “আমাকে গবর্ণরজেনেরলের ন্যায় সম্মান ও সমাদরের সহিত গ্রহণ করিতে ডালহৌসী আদেশ প্রচার করিয়াছেন; আমিও এই স্থানে সেইরূপ আদর ও সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়াছি। যদিও আমি ইহা পাইতে ইচ্ছা করি না, অথবা পাইবার কোন আশা করি না, তথাপি ঈদৃশ আড়ম্বর নিবারণ করিতে কোনরূপ চেষ্টা করি নাই।” কানিং বোম্বাই হইতে মান্দ্রাজে উপ-

* লর্ড কানিং ডিরেক্টরদিগের সভাপতি মাক্‌নাটনকে এই ভাবে এক খানি পত্র লিখেনঃ—“প্রথমে বোধ হইয়াছিল, লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যার বন্দোবস্ত করিতে বিলম্ব করিতেছেন, তাহাতে আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি স্বয়ং এই বন্দোবস্ত করিলে অসুবিধা হইবে; কিন্তু এক্ষণে জানিলাম, ডালহৌসী সাধারণ কার্য্যের জন্য বিলম্ব করিতেছেন সুতরাং আমি ইহাতে আর কোন আপত্তি করিতেছিনা। আমি আশা করি, আপনি লর্ড ডালহৌসীর বাসনা পূর্ণ করিবেন এবং ডালহৌসী যে দিন নির্দ্দেশ করেন, সেই দিনে আমাকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিবেন।”—*Lord Canning to Mr. Macnaghten. September 10, 1855. Ms. Correspondence,*

স্থিত হন। তাঁহার সমপাঠী লর্ড হারিস্ এই স্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি এই বন্ধুর গৃহে কয়েক দিন অতিবাহিত করিয়া ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিনে কলিকাতায় পদার্পণ করেন, এবং সেই দিন গবর্ণমেণ্টহাউসে রীতিমত শপথ করিয়া, ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন।

যাঁহারা ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরলের পদ গ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বদেশে যেরূপ অভিমতেরই পরিপোষক হউন না কেন, এবং ভারতবর্ষের কার্য্য সম্বন্ধে যেরূপ ধারণারই অনুবর্ত্তন করুন না কেন, এখানে আসিয়াই কার্য্যভারে সাতিশয় বিব্রত হইয়া পড়েন। কার্য্যের স্রোতঃ এরূপ তীব্রবেগে, এরূপ অনর্গলভাবে প্রবাহিত হয় যে, প্রথমে তাহার গতি মন্দীভূত করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। সময় এই কষ্ট-সাধ্য কার্য্যসাধনের প্রধান সহায়। সময়ের ক্ষমতা বলেই এই কষ্টকর কার্য্য ক্রমে সহনীয় হইয়া উঠে। গবর্ণরজেনেরলগণ অপরিচিতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থানে আসিয়াই একবারে তাহার সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক হন; অপরিচিতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব বিষয়ের প্রতিকূলে তাঁহাদিগকে অনেকবার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। বাক্সের পর বাক্স, প্রতিদিন তাঁহাদের টেবিলে স্থাপিত হইতে থাকে, প্রতি বাক্সই অপরিচিত ও অজ্ঞাত স্থানের ঘটনাপূর্ণ কাগজ-রাশিতে পরিপূর্ণ থাকে। অভিনব গবর্ণরজেনেরলকে অভিনব স্থানে আসিয়া অভিনব কাগজাদি পরীক্ষাপূর্ব্বক আদেশ প্রচার করিতে হয়। কিন্তু কানিং এইরূপ কার্য্যভারে প্রপীড়িত হইলেও হতোদ্যম হন নাই; কিংবা সমুদয় বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে কখনও ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন নাই। তিনি ধীরভাবে ও বিবেচনাসহকারে কার্য্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ধীরভাবে ও বিবেচনাসহকারে সমুদয় বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে যত্নপর হইলেন। ইণ্ডিয়া হাউসের প্রশস্ত গৃহে ১লা আগষ্ট তাঁহার মুখ হইতে যে সমস্ত বাক্য নির্গত হইয়াছিল, তৎসমুদায় কেবল কথামাত্রেই পর্য্যবসিত হয় নাই; অথবা অলীক আড়ম্বরের অলীকভাব সম্পোষণ করে নাই। তিনি অবিচলিতভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন, ধীরতাসহকারে কর্ত্তব্যপথ নির্দ্ধারণ করিয়া তুলিলেন, এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে সর্ব্বপ্রকার বাধা, সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি না বুঝিয়া হঠাৎ কোন কার্য্য করিয়া, আপনার হঠকারিতার পরিচয় দিতেন না। তিনি

জানিতেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার অনেক বিষয় জানিবার বাকী রহিয়াছে। ভারতবর্ষের সমুদয় বিষয় প্রকৃষ্টপদ্ধতিক্রমে অবগত না হইলে যথারীতি কর্ত্তব্যসম্পাদন দুরূহ হইয়া উঠিবে। সুতরাং কানিং, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি অভিজ্ঞ রাজপুরুষদিগকে সাদরে আহ্বান করিলেন, সাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া অভীষ্ট বিষয় জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সমস্ত রাজপুরুষ দেশীয় রাজাদিগের বিষয় বিশেষ রূপে অবগত আছেন, এবং যে সমস্ত রাজপুরুষ দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থাকিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের মনোগত ভাব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহারা কানিঙের বৈষয়িক জ্ঞান সম্প্রসারিত করিতে ত্রুটি করিলেন না। কানিং এইরূপে অভিজ্ঞ রাজপুরুষদিগের সাহায্যে ভারতবর্ষের শাসনদণ্ডের পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার সহযোগিগণের মধ্যেও অনেকে উপযুক্ত ও সৎপরামর্শদাতা ছিলেন। ইঁহারা দূরদর্শিতাবলে ভারতবর্ষের অবস্থা অবগত হইয়াছিলেন। এই সময়ে জেনেরল জন লো, ডোরিণ, জন পিটর গ্রাণ্ট ও বার্নেস্ পিকক ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভার সভ্য ছিলেন। এস্থলে প্রথম ব্যক্তির সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। জেনেরল লো কিরূপ রাজনীতিজ্ঞ ও কিরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, এই পুস্তকের স্থানবিশেষে তাঁহার যে সমস্ত মত পরিগৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদয়ে উহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। লো তিপ্পান্ন বৎসর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সে সময়ে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধপক্ষীয়গণ লোর বিরুদ্ধে কেবল এই একটি অভিযোগ করিতেন যে, তিনি বয়সের আধিক্যে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। যদিও লো মেহিদপুরের সংগ্রামস্থলে মালকমের পার্শ্বে থাকিয়া সমরনৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন, যদিও যৌবনের অপরিমিত তেজস্বিতা, দৃঢ়তা তাঁহা হইতে অপসারিত হইয়াছিল, যদিও মাধ্যন্দিনকালের সূর্য্যের প্রখর রশ্মি পরিবর্ত্তনশীল সময়ের প্রভাবে কিয়দংশে হ্রস্বতেজ হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার কার্য্যকারিতা একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। লো এক্ষণে তেজস্বী যোদ্ধার ন্যায় কর্ম্মকুশল ও দৈহিক বিক্রমশালী ছিলেন না বটে, কিন্তু রাজনৈতিক উপদেশ ও রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি কোন অংশেই অযোগ্য পাত্র ছিলেন না। তিনি সন্ধি-বিগ্রহে উদার মন্ত্রণাদাতা

এবং শাসনাধীন রাজ্যের মঙ্গলবিধানে যত্নপর উৎসাহ-দাতা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের মানসিক ভাব ও তাঁহাদের রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা অবগত ছিলেন না; তাঁহার ন্যায় কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয়গত ভাব বুঝিতে পারিতেন না, এবং তাঁহার ন্যায় কোন ব্যক্তি ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিয়া, ধীরতা ও উদারতার সহিত রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধনে যত্নপর ছিলেন না। তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের চক্ষে দেখিতেন, ভারতবর্ষীয়দিগের রসনায় কথা কহিতেন, এবং ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয়ে অনুভব করিতেন। লো, ডালহৌসীর কার্য্যপ্রণালী ও অনুদার মত দেখিয়া, দুঃখে ও আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন। আপনি যে রাজনৈতিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, যে রাজনৈতিক মতের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিতে দীর্ঘকাল চেষ্টা পাইয়াছেন, যে রাজনৈতিক মত ভারতবর্ষের প্রকৃত মঙ্গলবিধায়ক বলিয়া, দীর্ঘকালের দূরদর্শিতায় অবধারণ করিয়াছেন, সেই রাজনৈতিক মতের অবনতি ও সেই রাজনৈতিক মতের বিলোপদশা দেখিয়া, তিনি হৃদয়ে যার পর নাই আঘাত পাইয়াছিলেন। লো সমগ্র রাজনৈতিক অন্দোলনেই আপনার উদার মত রক্ষা করিতেন। কিন্তু ডালহৌসী স্বীয় অনাশ্রবতা-দোষে সর্ব্বদা এই উদার মতে ঔদাসীন্য দেখাইতেন, সর্ব্বদা এই উদার মত পাদদলিত করিয়া আপনার অভ্যস্ত কার্য্যপ্রণালীর প্রবর্ত্তনায় যত্নশীল হইতেন। ডালহৌসী লোর মতে হতাদর হইলেও লোর প্রতি কখনও অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। তিনি সর্ব্বদা লোর জরাগ্রস্ত সৌম্য মূর্ত্তির যথোচিত সম্মান করিতেন। যাহা হউক, হঠকারী শাসনকর্ত্তার কার্য্যকাল শেষ হইল। তিনি অবসর লইলেন। লর্ড কানিং আসিয়া লোর সৌম্য মূর্ত্তির যেমন সম্মান করিতে লাগিলেন, সেইরূপ তাঁহার উদার মতেরও সমাদর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যে দুই জন সিবিল কর্ম্মচারী এই সময়ে ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য ছিলেন, তাঁহাদের এক জন ঘটনাক্রমে এবং অপর জন স্বকীয় বৈষয়িক জ্ঞান ও ক্ষমতাবলে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ডোরিণ যদিও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ৩৬ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং যদিও মন্ত্রি-সভার সহকারী সভাপতি ছিলেন, তথাপি ক্ষমতাশালী বা বহুদর্শী ছিলেন

না। তিনি সে সময়ে কোন প্রধান রাজনৈতিক আন্দোলনে কোন প্রকারে আত্মপ্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-মন্ত্রী ছিলেন; কিন্তু সে সময়ে রাজস্ব-বিভাগে তাঁহার কোনরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য দৃষ্ট হয় নাই। ভারতবর্ষসম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ছিল, ভারতবর্ষীয়দিগের অবস্থাসম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতাও অল্প ছিল। তাঁহার কোন রূপ একাগ্রতা ছিলনা, কোনরূপ উৎসাহ ছিলনা, বা কোনরূপ পটুতা ছিল না; তিনি কেবল আপনার অবস্থাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন, সন্তুষ্ট থাকিয়াই আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধ-নোদ্দেশে তাঁহার একাগ্রতা পরিস্ফুট হইত না। তিনি ডালহৌসীর প্রতিষ্ঠিত রাজনীতির সমর্থন করিতেন। তাঁহার বহুসংখ্য মিনিট কেবল এইরূপ সম-র্থনের অনুচিত যুক্তিতেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অনুদার রাজনীতির সমর্থন ভিন্ন তাঁহাকর্ত্তৃক রাজ্যের মঙ্গলসাধনোপযোগী কোন কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই। বহুদর্শিতা বা সমবেদনাও তাঁহাকে সুপথ দেখাইবার জন্য আলোক-বর্ত্তিস্বরূপ হয় নাই।

জন পিটর গ্রাণ্টের কার্য্য-কাল ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল; যদিও তিনি তাঁহার সিবিলিয়ান সহযোগী অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তথাপি তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার মানসিক দৃঢ়তা ছিল। তিনি সেই সময়ে কোম্পানির একজন উৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। কোন তরুণবয়স্ক সিবিল কর্ম্মচারী জন গ্রাণ্টের ন্যায় পটুতা ও দক্ষতা সহকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন নাই। জন্ গ্রাণ্ট নিজের ধারণা ও নিজের বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতে ভাল বাসিতেন; তিনি অনেক সময়ে ডালহৌসীর কার্য্যপ্রণালীর অনুমোদন করিয়াছেন, এবং অনেক সময়ে তাহার বিরুদ্ধেও স্বাভিমত পরিব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সরল ও সুগম ছিল। তিনি অবলীলাক্রমে কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্ধারণ করিতেন, অবলীলাক্রমে সেই পথ অবলম্বন করিয়া, কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। কিন্তু গ্রাণ্ট স্বাধীনভাবে কোন মত প্রকাশের অবসর অতি অল্পই পাইয়াছেন। ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয় জনসাধারণ সম্বন্ধে তাঁহার তাদৃশ অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁহার কার্য্য প্রধানতঃ

কাগজপত্র লেখাতেই পর্য্যবসিত হইত। সর্ব্বদা মিনিট লিখিয়া ও গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কাগজাদির আলোচনা করিয়া, তিনি এমন পরিপক্ক হইয়াছিলেন যে, যদি কাগজরাশির মধ্যে কোনরূপ ভুল থাকিত ও তৎপ্রযুক্ত যদি গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব-সংক্রান্ত হিসাব প্রভৃতিতে ব্যতিব্যস্ত হইতেন, তাহা হইলে তিনি সেই কাগজরাশি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ভুল সংশোধন করিয়া দিতেন। গ্রাণ্ট্ লর্ড ডালহৌসীর শাসন-কালের শেষাংশে মন্ত্রিসভায় সভ্যের আসন পরিগ্রহ করেন। তিনি যে সমস্ত মিনিট লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসমুদয় সে সময়ে গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত প্রথম শ্রেণীর কাগজ বলিয়া পরিগণিত ছিল। তাঁহার মিনিটে যুক্তিপ্রণালী সুব্যবস্থিত থাকিত, স্বাভিপ্রায় পরিষ্কৃত রূপে অভিব্যক্ত হইত, এবং স্থানে স্থানে গভীর রসিকতা ও স্থানে স্থানে গভীর শ্লেষের বিকাশ দেখা যাইত। স্থূলতঃ, জন গ্রাণ্ট্ মনস্বী ও উদারপ্রকৃতি লোক ছিলেন। যদিও এই উদারতা রাজনৈতিক চাতুরীতে সময়ে সময়ে সঙ্কুচিত হইত, তথাপি গ্রাণ্টের সাধুতাসম্বন্ধে কেহই বাঙ্নিষ্পত্তি করিত না।

বার্ণেস্ পিকক্ ব্যবস্থাসচিব ছিলেন। আইনপ্রণয়ন ও আইনব্যবস্থাপনেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। তিনি সূক্ষ্মবুদ্ধি ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণও প্রশস্ত ছিল। বিখ্যাত ওকেনলের বিচার-সময়ে পিককের আইনাভিজ্ঞতা প্রথমতঃ পরিস্ফুট হয়। তিনি এই অভিজ্ঞতা বলে ভারতবর্ষে ব্যবস্থাসচিবের আসনে সমাসীন হন। কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের আচার ও ব্যবহার-পদ্ধতি তাঁহার অল্প পরিজ্ঞাত থাকাতে তিনি সকল বিষয় ইংরেজী প্রণালী অনুসারেই সম্পন্ন করিতে উদ্যত হইতেন। ইংলণ্ডীয় পদ্ধতি ও ইংলণ্ডীয় রীতি যে, ভারতবর্ষে সম্যক্ প্রয়োজিত হয় না, ইহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না। ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহাদের অনুশাসন, ইহাদেব ব্যবহারপ্রণালী এবং ইহাদের লৌকিক-ক্রিয়া পরস্পর ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। সুতরাং ইংরেজী সংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া, কোনরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত করিলে উহা সকল সময়ে উক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপযোগী হইতে পারে না। পিকক স্থলবিশেষে ভারতবর্ষীয়দিগকে এইরূপ অনুপযুক্তরূপে সংস্কৃত করিতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু পিককের

উৎসাহ ও কার্য্যক্ষমতা প্রবল ছিল। তিনি উৎসাহসহকারে কার্য্যক্ষে
প্রবেশ করিতেন, এবং স্বীয় ক্ষমতাগুণে স্বকর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া তুলিতেন।

এইরূপ সহযোগীদিগের সহিত মিলিত হইয়া, কানিং ভারতবর্ষ-শাসে
প্রবৃত্ত হন। মোটামুটি বলিতে গেলে, সে সময়ে মন্ত্রিসভা নিরবচ্ছিন্ন অপ
দার্থ বা অকর্ম্মণ্য লোকে সংগঠিত হয় নাই। জেনেরল লোর ন্যায় ব্যক্তি মন্ত্রি
সভায় থাকাতে সভা অনেক পরিমাণে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। যদিও ে
মান্দ্রাজের সৈনিক দলের একজন প্রাচীন সৈনিক পুরুষ ছিলেন, তথা
তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতা ও ভারতবর্ষসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অতুলনীয় ছিল
এই বহুগুণান্বিত সহযোগী কানিঙের অনুচিত মন্ত্রদাতা ছিলেন না *।

কানিং যখন ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তখন জর্জ্জ আন্‌সন্ ভারত
বর্ষের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। জর্জ্জ আন্‌সন্ ভারতবর্ষের প্রধান সেনা
পতি হওয়াতে ভারতবর্ষীয় ইংরেজ-সম্প্রদায়ের সকলেই সাতিশয় বিস্ম
প্রকাশ করিয়াছিলেন; যেহেতু, তাঁহারা সেনাপতি আন্‌সনে কো
অসাধারণ সৈনিক গুণ দেখিতে পান নাই। আন্‌সনের দেহলক্ষ্মী ক্ষী
ও কিয়ৎপরিমাণে নিষ্প্রভ ছিল। আনসন্ শালপ্রাংশু মহাভুজ ছিলে
না। বিরাট্ মূর্ত্তির অনুরূপ কোন সৌন্দর্য্য তাঁহার দেহে লক্ষিত হইত না
তিনি কৃশ ছিলেন। এদিকে ভারতবর্ষের জলবায়ু অনেক সময়ে বিদেশীর
শরীরে সহ্য হয় না; ঋতুপরিবর্ত্তনে অনেক সময়ে তাঁহাদের দৈহিক সুস্থ
তারও পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। ১৮৫৬ অব্দের গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের জলবা
আনসনের দেহে এরূপ বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল যে, লর্ড কানি
অনেক বার বিলাতে লিখিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার সৈনিক সহযোগী ক্রমেই
কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছেন, ক্রমেই দৈহিক বীর্য্য ও তেজস্বিতা
তাঁহা হইতে অন্তর্দ্ধান করিতেছে।

এই সময়ে দেওয়ানী ও সৈনিক বিভাগের ক্ষমতা পরস্পর সীমাবদ্ধ বা
সুব্যবস্থিত ছিল না। সুতরাং যখন উভয় বিভাগের প্রধানতম কর্ত্তৃপক্ষ
বিভিন্ন মত অবলম্বন করিতেন, তখন উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপরিহার্য্য

* লর্ড কানিঙের পঁহুছিবার কিয়ৎকাল পরেই জেনেরেল লো ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। পরবর্ত্তী শীতকালে (১৮৫৬-৫৭) তিনি এই দেশে প্রত্যাবৃত্ত হন।

হইয়া উঠিত। ঘটনাক্রমে এই সময়ে গবর্ণরজেনেরল ও প্রধান সেনাপতির মধ্যে বৈষয়িক কার্য্যসম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়। কিন্তু ইহাতে ব্যক্তিগত বিবাদের সূত্রপাত হয় নাই। লর্ড কানিং ও সেনাপতি আনসন্, উভয়েই পরস্পর সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ক্রমে এ বিষয় সংবাদপত্রে অতিরঞ্জিত হইয়া তীব্রভাবে আন্দোলিত হইতে লাগিল; এই আন্দোলন কেবল ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ রহিল না, ইংলণ্ডেও উপস্থিত হইয়া তত্রত্য ব্যক্তিদিগকে চমকিত করিয়া তুলিল। ইংরেজগণ ভাবিলেন, ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরল ও প্রধান সেনাপতির মধ্যে অবশ্যই বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধানতম দেওয়ানী কর্ম্মচারী লিখিলেন, যদিও কেবল একটি বিশেষ বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে অনৈক্য হইয়াছে, তথাপি সৈনিক-প্রধানের সৌম্য প্রকৃতি এরূপ মনোহারিণী এবং তিনি এরূপ বিশুদ্ধস্বভাব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে, তাঁহার সহিত কখনও বিবাদ হওয়া সম্ভাবিত নহে*। যাহা হউক, এই অনৈক্যে উভয়ের প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধা বা সম্মান কম হয় নাই। যখন আনসন্ সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া, সৈন্যপরিদর্শন মানসে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন, তখন তিনি গবর্ণরজেনেরলের সহৃদয়তায়

* লর্ড কানিং জুন মাসে আনসনের বিষয়ে লিখিয়াছিলেন; "তাঁহার প্রকৃতি মনোহর। তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী আর কে আছে, তাহা আমি অবগত নহি।' ইহার পর অক্টোবর মাসে তাঁহার লেখনী হইতে এই বাক্য নির্গত হয়;—"আপনি আনসন্ ও আমার বিষয়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে আমি বিস্মিত হইতেছি না যেহেতু, দুই তিন মাস হইল, এ বিষয় কলিকাতায় আন্দোলিত হইযাছে। সংবাদপত্রেও উহা স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে। আমার বোধ হয়, দুইটি বিষয়ে আমাদের মধ্যে অনৈক্য হওয়াতে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে সেই বিষয় দুইটির একটি এই, যে সকল কর্ম্মচারী বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বদেশে যাইতে ইচ্ছুক হন, প্রধান সেনাপতি তাঁহাদের সেই বিদায়-প্রার্থনাপত্র স্বয়ং গ্রহণ করিয়া গবর্ণরজেনেরলের [illegible]সভায় পাঠাইবার ক্ষমতা চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়টি এই, গবর্ণরজেনেরল দেওয়ানী ও রাজনৈতিক বিভাগে যে সমস্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন, তাহাতেও প্রধান সেনাপতি ক্ষমতা পরিচালন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমি এই দুই বিষয়েই তাঁহার মতের অনুমোদন করি নাই। কিন্তু ঐরূপ অনৈক্যে বা এতন্মূলক আন্দোলনে আমাদের মধ্যে কোনরূপ মনান্তর হয় নাই। সেনাপতি এরূপ সাধু প্রকৃতির লোক এবং এরূপ মহাশয় ব্যক্তি যে, তাঁহার সহিত বিবাদ হওয়া অসম্ভব।" *Ms. Correspondence. Comp., Kaye, History of the Sepoy War, Vol I., p 394, note.*

মোহিত হইয়াছিলেন। আন্‌সন্‌ গবর্ণরজেনেরলের সৌহৃদ্য ও সৌজন্যে সম্বর্দ্ধিত হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করেন। এই সৌহৃদ্য ও সৌজন্যের বিষয় কখনও তাঁহার স্মৃতিপট হইতে অপসারিত হয় নাই।

গবর্ণরজেনেরলের তিন জন সেক্রেটরির মধ্যে সিসিল বীডন হোম ডিপার্টমেণ্টে, এড্‌মনষ্টোন্‌ পররাষ্ট্রবিভাগে এবং কর্ণেল বার্চ্চ সৈনিক বিভাগে নিয়োজিত ছিলেন। প্রথম দুই জন সূক্ষ্মদর্শী ও কার্য্যকুশল ছিলেন। তাঁহারা যে যে বিভাগের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, সেই সেই বিভাগের সমুদয় বিষয় তাঁহাদের অভ্যস্ত ছিল। কানিং এই সকল কর্ম্মচারীর অধিনায়ক হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, এবং এই সকল কর্ম্মচারীর সাহায্যে সুবিস্তৃত ভারতসাম্রাজ্যের শাসনে মনোনিবেশ করেন।

ব্যবস্থাপকসভা এই সময়ে সাত জন সভ্যে সঙ্গঠিত হইয়াছিল। ডোরিণ উহার সহকারী সভাপতি ছিলেন। ইলিয়ট্‌ মান্দ্রাজের, লি গেইট্‌ বোম্বাইর, কারি বাঙ্গালার এবং হারিংটন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতি এবং স্যার আর্থর বুলার উহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন। এই সকল সভ্যদিগের কেহ উদার মত কেহ বা ডালহৌসীর অবলম্বিত সঙ্কীর্ণ মতের অনুবর্ত্তন করিতেন।

হালিডে বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কর্ত্তব্যপ্রিয়তা ও শ্রমশীলতার সহিত অনুদারতা ও অব্যবস্থিততা হালিডের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। হালিডে ন্যায়বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়াও, কঠোর দণ্ডের পরিচালনে কাতর হইতেন না, এবং সুশিক্ষা ও সুমার্জ্জিত রুচির অধিকারী হইয়াও, লোক-বিরাগসংগ্রহে বিমুখ ছিলেন না। তিনি মুখে অমৃতরস বর্ষণ করিয়া,সাধারণকে সন্তৃপ্ত করিতেন, কার্য্যে গরলধারা প্রবাহিত করিয়া লোকের হৃদয় কলুষিত করিয়া তুলিতেন। তাঁহার অভিপ্রায় স্বাধীনতার পরিপোষক হইত; তাঁহার কার্য্যপ্রণালী দৌরাত্ম্যের পরাক্রম অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট থাকিত। ভারতবর্ষীয় শাসনবিধির সংস্কারকগণ আপনাদের সংস্কারকার্য্যে হালিডের প্রবর্ত্তিত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতেন; ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সিবিল কর্ম্মচারিগণ আপনাদের কার্য্যপদ্ধতি প্রসঙ্গে হালিডের,অবলম্বিত নীতির উল্লেখে যত্নশীল হইতেন। হালিডে মুদ্রণ-স্বাধীনতার সাতিশয় বিরোধী ছিলেন। সংবাদ-

পত্রের উপর তাঁহার বিরক্তির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না তিনি সংবাদপত্রের তেজস্বিনী বহ্নিশিথায় হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন, হস্ত দগ্ধ হইয়াছিল, বগিয়াই বালকের ন্যায় উহার উপর জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি লর্ড ডালহৌসীর প্রাইবেট সেক্রেটরির সহিত প্রকাশ্য বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যে কোন কারণেই হউক, লর্ড ডালহৌসী স্বীয় থান্ মুন্সীকে লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের সত্যবাদিতার উপর দোষারোপ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। ১৮৫৭ অব্দে যে আইন বিধিবদ্ধ ও কিছু কাল মুদ্রণস্বাধীনতার অন্তরায় হইয়াছিল, হালিডে তাহার এক জন প্রধান পরিপোষক ছিলেন। আইন তাঁহার হস্তে যে ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছিল, সে ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে তিনি যথাশক্তি চেষ্টা করিতেন। সিপাহীযুদ্ধের সময়ে তিনি ভারতবর্ষীয় ইংরেজ-সম্প্রদায়ের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের কর্ম্মচারিগণও এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

যিনি অসামান্য বিক্রম প্রকাশ করিয়া, শ্রীরঙ্গপত্তনে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন করেন, তাঁহার পুত্রের হস্তে মাদ্রাজের শাসনভার ছিল। লর্ড হারিস্ সামাজিক, দয়ালু এবং গম্ভীরপ্রকৃতি লোক ছিলেন। তাঁহার স্বভাব উদার এবং তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সুশৃঙ্খল ছিল। তিনি সাধুতাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন, সর্ব্বান্তঃকরণে সত্যনিষ্ঠার আদর করিতেন, সুবিবেচনা ও সুপরামর্শে সাতিশয় প্রফুল্ল হইতেন। উৎপীড়িত প্রজাগণের দুঃখনিবারণ জন্য তিনি কোন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতেন না; স্বকর্ত্তব্য-সম্পাদনকালে তিনি কোন প্রকার লোক-নিন্দাকে নিন্দা বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি এক দিকে সাধারণের প্রতি অত্যাচারনিবারণ জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন, অপর দিকে লোকনিন্দায় উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক মুদ্রণ-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে একটি মিনিট লিপিবদ্ধ করিয়া, আপনার অভিপ্রায়ানুসারি কার্য্যসম্পাদনে একাগ্রতার পরিচয় দেন। দীর্ঘসূত্রতা লর্ড হারিসের শাসনকার্য্যের একটি গুরুতর দোষ ছিল। তিনি মাদ্রাজে ভূমির বন্দোবস্ত-কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। বোধ হয়, ৩৬ বৎসর উহার কার্য্য চলিবে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ তাঁহার শাসননীতি মুসলমানধর্ম্মা-

বলম্বিগণের বিরুদ্ধবাদিনী ছিল, কিন্তু শেষে এই বিরুদ্ধ ভাব অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া আইসে।

লর্ড এলফিন্‌ষ্টোন বোম্বাইর শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিয়া ছিলেন। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এলফিন্‌ষ্টোন মান্দ্রাজের শাসন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। এই সময়ে আতিথেয়তা ও আমোদপ্রিয়তায় তিনি লোক-প্রসিদ্ধ ছিলেন। বোম্বাইবিভাগের কর্তৃত্বগ্রহণ করিয়া, তিনি শাসন বিভাগে আপনাকে সবিশেষ প্রসিদ্ধ করিয়া তুলেন।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ এই সময়ে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর কলবিন সাহেবের শাসনাধীন ছিল। কলবিন প্রথমতঃ লর্ড অকল্যাণ্ডের প্রাইবেট্ সেক্রেটরি ছিলেন। ইহার পর তিনি তেনাসরিম প্রদেশের কমিশনর ও সদর জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। শেষে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের শাসনদণ্ড তাঁহার হস্তে সমর্পিত হয়।

ভালই হউক আর মন্দই হউক, এই সকল লোকের হস্তে ১৮৫৭ অব্দের প্রথম ভাগে গবর্ণমেণ্টের শাসন-ভার ন্যস্ত ছিল। লোমহর্ষণ বিপ্লবসঙ্ঘটনের পূর্ব্বে ইংলণ্ড এই সকল রাজপুরুষের হস্তে আপনার প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সুব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলার ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।